মহাজনবন্ধু।

সম্পাদক—শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

প্রাপ্তিস্থান—২৪।২৫ নং গোলোক দত্তের লেন, পোষ্ট হাটখোলা, কলিকাতা।

পঞ্চম বর্ষের সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অল্প মূলধনে ব্যবসায়	৮৮	ঘড়ি মেরামত	২০৭
অবাধ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ	১৬৯	চাউলের অবস্থা	২৪৫
অবাধ বাণিজ্য	২৮৯	চাই বিদেশী গ্রাহক	৩০২
অহিফেন প্রস্তুত প্রণালী	৩০৫	চিনির কথা	১২৬,১৬০
উপনিবেশ প্রয়োজন	৭৩	চিনি	২৭৮
ওজন	৪৪	টাইমপিস ঘড়ি অয়েল	১৩
কল-কারখানার কথা	১১০	টাকার বাজার	৮০
কলিকাতার ব্যবসায়-অবস্থা	৫০	টাকু ও চরকা	১৩৪
কলিকাতায় দুটী কাপড়ের কল	২২১	তমলুকের নিব	১৬৪
কলের চিনিতে এদেশী গুড় হইতেছে	২৪৯	তিনটী কথা ঘোষণা কর	১৮৬
কলের কথা	২৯৩	তাঁতির কথা	১৬২
কাপড়ের কল হওয়া উচিত কিনা	১৪৮	তাঁতের কারখানা	২৩৫,২৯৫
কার্পাস-বীজ	১৪৮	দেশালায়ের কারখানা	১৯৯,২৬৩
কার্পাসের চাষ	১৭৭,২১১	দেশীয় ষ্টীমার	৩২
কার্পাস চাষের কথা	২০৯	নাগপুর এম্প্রেস মিল	১৩২
কুল্লীর বরফ	২৬	নূতন তাঁতের ব্যাঘাত	২১৭
কুঁদাই কারখানা	৫৭	নূতন চরকা	২৫৪,২৬৯
কৃষি-পরীক্ষা	৭৮	পত্রাদি	১১৯
গড়পেটে চিনি	২০২	পাকা রং	৪৯
		পাটের আইন	৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পাটের আইনের কথা	৮
প্রতিজ্ঞায় প্রতিকাজ	১০৭
প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য	৪১
ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের কল	১৫৩
ফারম অফার	৪৩
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল	২৯২
বঙ্গে লবণের কারখানা	২৮৪
বঙ্গে বিদেশী দ্রব্য	১৫৯
বঙ্গে নূতন তাঁতের ব্যবসায়	১৭৯,২১৪,২৫৩,২৬৭,৩০০
বস্ত্র	১২৮
বাখরগঞ্জের বালাম চাউল	৮১
বাবুপ্রতিজ্ঞা	১১২
বিদেশী খাদ্য	১৫৭
ব্যবসায়ী	৭০
ব্যবসায়ীর প্রতিজ্ঞা	১১৬
ব্যবসার অপার মহিমা	১৯৩
ভদ্রকে ব্যবসায়	২৮
ভারতে কয়লার খনি	২৫
ভারতবাসী—বিদেশীয় বণিক্	৪০
ভারতবাসীর উপনিবেশ	৭৬
মহাজনবন্ধুর কথা	১
মহাত্মা গোবর্দ্ধন রক্ষিত	৪৬,৬৭
মহিষাদল	১৬৫
মহাজন ও গ্রাহক	২৫৭
রং ও বার্ণিশ	১০১
লবণ	১২১,১৪৫,২৪৩,২৮০
লবণের কাজ	১২৩
শান্তিপুরের কাপড়	৬০
শৃঙ্গের ব্যবসায়	৩
ষ্টীলট্রাঙ্কের কারখানা	১৮৩
সমালোচনা	৬৩
সহজ শিল্প	৬৬,১০৩,১৬৮
স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল	১৭
স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস	৮২
স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার	৯০
স্বদেশী দ্রব্য প্রাপ্তিস্থান	১০৫,১৪২,১৯১
স্বদেশী বস্ত্র প্রাপ্তিস্থান	১৩৭,১৮৯,২২৩
স্বদেশী জাহাজ	১৫১
স্বদেশী আন্দোলনের স্থায়িত্ববিধান	২২৫
স্বদেশী দ্রব্যের গ্রাহক চাই	২৭২
সুন্দরবন	৮৪
সংবাদ	১২০
সংবাদপত্র প্রাপ্তিস্বীকার	৩০৬
হাপটোন ব্লক	৯৭
হারমনিয়ম প্রস্তুত	৩৬

সূচী সমাপ্ত।

☞ আগামী বর্ষের মহাজনবন্ধুর প্রচারের জন্য বিশেষ উৎযোগ আয়োজন হইতেছে।

মহাজনবন্ধু, মাসিক-পত্র।
৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা; বৈশাখ, ১৩১২ সাল।

মহাজনবন্ধুর কথা।

জগদীশ্বরের কৃপায় এবং গ্রাহকগণের অনুকম্পায় মহাজনবন্ধু ধীরে ধীরে চতুর্থবর্ষ অতিক্রম করিল। এ বৎসর আমাদের শারীরিক অসুস্থতা, প্রেসের গোলযোগ এবং নিজেদের কার্য্যের প্রাচুর্য্যবশতঃ মহাজনবন্ধু কয়েক মাস ঠিক নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাই। সাপ্তাহিক বা দৈনিক-পত্র প্রকাশে এদেশে যেরূপ সুবন্দোবস্ত করা হয়, মাসিক-পত্র মাসে একবার বাহির হইলেও সে সম্বন্ধে তদ্রূপ ব্যবস্থা প্রায় হয় না। প্রেসওয়ালারা মাসিক-পত্র পাইলে ইহা যে রীতিমত বাহির করিতে হয়, তাহা তাঁহারা মনে করেন না, "হচ্চে হবে এখন" করেন; ইহার উপর মাসিক-পত্রের সম্পাদক বা কার্য্যাধ্যক্ষ যদি একটু "গাফিলি" করেন, তাহা হইলেই তিন মাস বাকী পড়িল! এ বৎসর শীতের প্রকোপ ভয়ানক বেশী গিয়াছে। ভারতবর্ষে বরফ পড়ে, ইহা আমাদের ধারণা ছিল না, এ বৎসর তাহা হইয়াছে। পরন্তু শীতের সময়েই বঙ্গের যাহা কিছু পণ্যদ্রব্যের মরসুম। পাট, চিনি, চাউল, যাহা কিছু দ্রব্যের নওয়ালী শীতের সময়। আমরা ঐ সকল ব্যবসায়ে সর্ব্বদা লিপ্ত। কাগজ লেখা আমাদের সখের। অতএব "আদত" কাজ পাইয়া, আমরা এ সকল কাজে মনোযোগী হইতে পারি নাই, ইহাই আমাদের দোষ। আশা করি, এজন্য সহৃদয় গ্রাহকবর্গ আমাদের ক্ষমা করিবেন। বিলম্ব হইলেও যিনি বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দিবেন, তাহা কিছুতেই মারা যাইবে না। যদি এ কাগজ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চিতঃ জানিবেন, কেহই ফাঁকিতে পড়িবেন না; আমরা সকলের হিসাব চুকাইয়া দিব। মাসিক-পত্রের অনিয়মিত প্রকাশের ব্যাধি যখন এদেশে সংক্রামক, তখন তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় দেখি না। এই দোষ যিনি সহ্য করিতে পারিবেন, আশা করি, তাঁহারাই আমাদের গ্রাহক বা মেম্বর ও পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন। এ বৎসরেও অনেক মহাত্মা ৭।৮ মাস কাগজ লইয়া শেষে ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়াছেন, এদেশের পক্ষে ইহাই বাহাদুরী! জিনিস লইয়া মূল্য না দেওয়া যে দেশের অধিকাংশ সভ্যলোকদিগের মিতাচার, সে দেশের পক্ষে উন্নতি হওয়া,

বড়ই কঠিন। পায়ে একটী মাত্র কাঁটা ফুটিলে সর্ব্বশরীরে তাহা ব্যথা দেয়, সেইরূপ একটু দুষ্কর্ম্ম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত চরিত্র কলুষিত হয়, ইহা পরমেশ্বর বুঝিতে পারেন। অবনতিও তাহার ঐ সঙ্গে। কেহ কেহ কাগজ ভিঃ পিঃতে পাঠাও বলিয়া তাহা ফেরত দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের কেবল বাহাদুরী নহে, তাঁহারা "রায় বাহাদুর"। বলি একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া জানাইলেই হয় "কাগজ দিও না" আমরাও যত্নের সহিত কাগজ (মহাজনবন্ধু) দেওয়া বন্ধ করিয়া দিব, এবং "কাজ কমিয়া গেল" বলিয়া আহ্লাদিত হইব। আশা করি, ৫ম বর্ষের মহাজনবন্ধু লইবার সময় আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবর্গ এ বিষয়ে সতর্ক হইবেন। ইচ্ছা না থাকিলে দুই এক মাসের কাগজ না হয় ফাঁকি দিয়া লইবেন, দোহাই হুজুরেরা, ৭।৮ মাস কাগজ লওয়ার পর যেন ভিঃ পিঃ ফেরত দিবেন না। আমরা একেবারে সমুদয় গ্রাহকের নামে ভিঃ পিঃ করি না; কারণ এই কাজে একজন লোক আছেন, ক্রমশঃ তিনি মাসে মাসে যেমন পারেন, সেইরূপ করেন, কাজেই ৭।৮ মাস পরেও কাহারও কাহারও ভিঃ পিঃ যায়। অতএব যাঁহাদের এ পত্রিকা লইবার ইচ্ছা নাই, তাঁহারা পূর্ব্বেই জানাইবেন, ইহাই ভদ্রতা এবং এই সকল শিক্ষায় ক্রমে তুমি ভাল হইবে, সেই সঙ্গে দেশও ক্রমে ভাল হইবে। পাশ্চাত্য দেশের মত কুলী মজুরেরা এদেশে পত্র বা পত্রিকা পাঠ করে না, এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রলোক দ্বারাই সংবাদপত্রগুলির উপর এই অত্যাচার হয়।

ক্ষুদ্র মহাজনবন্ধু এ বৎসর এদেশীয় কয়েকটী লোককে ব্যবসায়ে প্রবর্ত্ত করাইয়াছেন। ইহাই এ বৎসর এত প্রবন্ধ লেখার ফল বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাও সন্তোষজনক ফল নহে। এদেশীয় বাঙ্গালী যাঁহারা "চালানী" কাজ করেন, মহাজনদিগের দ্রব্য এক জেলা হইতে অপর জেলায় লইয়া গিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া মহাজনের টাকা দেন এবং নিজে তাহার লভ্যাংশ গ্রহণ করেন, সেই শ্রেণীর সর্ব্ব সাধারণ বাঙ্গালী যখন জাহাজে উঠিয়া বিদেশে গিয়া এদেশীয় পণ্য বিক্রয় করিয়া আসিবেন, তখনই বুঝিব, মহাজনবন্ধুর এত "বকামর" ফল ফলিয়াছে। কলিকাতা সহরের বসতি অপেক্ষা দোকান অনেক বেশী। ভাই সকল, আর এদেশে দোকান করিও না! এখন বিদেশে গিয়া দোকান কর! তাহাতেই আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে। এই কথা মহাজনবন্ধু যত দিন বাঁচিবে, ততদিন বলিবে। পরোক্ষভাবে যাঁহারা বিদেশীয় মহাজনের সহিত সর্ব্বদা কার্য্যে লিপ্ত, মহাজনবন্ধু তাঁহাদের জন্য সর্ব্বদা ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত।

আমাদের বর্ষারম্ভ ফাল্গুন মাস হইতে হইত, এই বৎসর হইতে কার্য্যাদির অর্থাৎ হিসাব-পত্রের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখ হইতে মহাজনবন্ধুর বর্ষারম্ভ হইল। এই পত্রের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা মাত্র; অসমর্থপক্ষে এক টাকা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের মহাজনবন্ধু এখনও পাওয়া যায়। কর্ম্মী লোকের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও কল-কারখানা বিষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন অপর কোন লেখা পদ্য বা গল্প ইত্যাদি বিষবৎ তেজ্য।

শৃঙ্গের ব্যবসায়।

ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে শৃঙ্গ পাওয়া যায়। বঙ্গ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ কোথাও শৃঙ্গের অভাব নাই। নানাজাতীয় হরিণ, মহিষ, ছাগল, গয়াল, বাইসন, ব্রহ্মদেশীয় বন্য ষাঁড়, হিমালয় প্রদেশীয় স্যাময়, ইয়াক্ ও নানাজাতীয় গণ্ডার, সকল জন্তুর শৃঙ্গই শিল্পকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অরণ্য ও প্রান্তর হইতে শৃঙ্গ সংগৃহীত হইয়া লোকালয়ে বিক্রীত হয়। শৃঙ্গ সকল সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। নানাজাতীয় হরিণের শৃঙ্গ প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহাতে ছুরি, ছাতি ও ছড়ির বাঁট নির্ম্মিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর শৃঙ্গই অধিকতর মূল্যবান। ইহা হইতে চিরুণী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে কেরাটিন (Keratin) নামক পদার্থ থাকায় এবং ইহা স্থিতিস্থাপক, নরম ও শক্ত হয়। অগ্নির উত্তাপ পাইলে ইহা নরম হয় এবং এই অবস্থায় যেরূপ ইচ্ছা সেই আকারে পরিবর্ত্তিত করা যায়। ভেড়া ও ছাগলের শিং অধিকতর শ্বেত ও স্বচ্ছ বলিয়া চিরুণীর জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক আদৃত হয়। বন্য মহিষের শিং কারুকার্য্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। এক একখানি শৃঙ্গের মূল্য সাধারণতঃ ।০ আনা হইতে ১৲ এক টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বৃহৎ শৃঙ্গ হইলে কখন কখন ২৲ দুই টাকা মূল্যেও বিক্রীত হয়। একসের ওজনের একখানি শৃঙ্গ হইতে ভাল ও মন্দ অন্যূন ২০ খানি চিরুণী প্রস্তুত হইতে পারে। এই শৃঙ্গের ব্যবসায় ভারতের সর্ব্বত্রই একজাতীয় নিম্ন শ্রেণীর লোকের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প; বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি ও কানারা, মান্দ্রাজের ভিজাগাপট্টম অঞ্চলে কয়েক ঘর

মাত্র আছে। বঙ্গদেশেও ইহাদের সংখ্যা অত্যল্প। এই নিম্ন শ্রেণীর উপর শৃঙ্গশিল্পের ভার ন্যস্ত বলিয়া উক্ত শিল্পের আর উন্নতি হয় নাই। উহারা অশিক্ষিত ও দরিদ্র, শিল্পের উন্নতি করিবে কিরূপে? ইউরোপীয়েরা বিশেষতঃ জর্ম্মণ দেশীয়েরা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে অতি অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে উৎকৃষ্ট চিরুণী ও বোতাম প্রস্তুত করে বলিয়া, অবৈজ্ঞানিক ভারতবাসী তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। জর্ম্মণীর প্রস্তুত দ্রব্যাদি ভাল ও সুলভ; সুতরাং ভারতের শৃঙ্গ-নির্ম্মিত দ্রব্য আর ইংলণ্ডে বিক্রয় হয় না। ইংলণ্ডে কেন—আমাদের দেশেই বিক্রয় হয় না। কলিকাতার বড়-বাজারে ফেরিওয়ালাদিগের নিকট যে সমস্ত কাষ্ঠ ও শৃঙ্গ নির্ম্মিত চিরুণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কলিকাতাতেই প্রস্তুত হয়। মুটে, মজুর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোক ব্যতীত ভদ্রলোকে উহা ক্রয় করে না। উহার প্রধান দোষ, অপরিষ্কার ও সেকালের আদর্শে নির্ম্মিত। বিলাতী পরিষ্কার ও উজ্জ্বল দ্রব্য দেখিয়া আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাই আমরা আর উহা ক্রয় করি না। অশিক্ষিত ও দরিদ্র শিল্পীরা রুচির পরিবর্ত্তনের সহিত শিল্পের উন্নতি ও পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। উহারা বৈজ্ঞানিক উপায় জানে না, আর জানিতে চেষ্টাও করে না। কোনরূপে উদরান্নের সংস্থান হইলেই উহারা সন্তুষ্ট; সুতরাং উহাদের দ্বারা শৃঙ্গশিল্পের উন্নতির আশা করা দুরাশামাত্র। মান্দ্রাজ অঞ্চলের শিল্পীরা শৃঙ্গকে অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া লয় এবং নরম করিবার জন্য নারিকেল তৈল ও মোম ব্যবহার করে। কিন্তু কলিকাতার দুই এক স্থানে দেখিয়াছি যে, উহারা অগ্নির উত্তাপ দিয়া শৃঙ্গকে নরম করিতেও জানে না। এই ত গেল আমাদের প্রণালী; এখন ইউরোপীয় প্রণালীর একটু উল্লেখ করিব। উহারা প্রথমে শৃঙ্গকে কয়েক দিবস ধরিয়া জলে ভিজাইয়া রাখে। ইহাতে শৃঙ্গ পচিয়া উঠে এবং এমোনিয়া অল্প অল্প করিয়া বাহির হইতে থাকে, আর শৃঙ্গও ক্রমে ক্রমে নরম হয়। ইহার পর প্রায় তিন সপ্তাহ কাল এক প্রকার এসিড মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখিয়া আরও নরম করা হয়। অত্যন্ত নরম হইলে উহাকে পরিষ্কার করা হয় এবং করাত দ্বারা কাটিয়া ফেলা হয়। তৎপরে Lead salt বা কোন প্রকার রং দ্বারা রঞ্জিত ও নানা প্রকার সুন্দর চিহ্ন বিশিষ্ট করা হয়। আবশ্যকমত পাতলা করিবার জন্য উত্তপ্ত লৌহপাত দ্বারা কাচ দেওয়া হইয়া থাকে। উহাতে লতা-পাতাদি কোন চিত্র কিম্বা কোন কথা অঙ্কিত বা লেখা থাকিলে শৃঙ্গেরও সেইরূপ প্রতিকৃতি উঠিবে। চিরুণীর

দাঁত কাটিবার জন্য কখন এক প্রকার যন্ত্র কখন বা করাত ব্যবহৃত হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে এই প্রণালী বর্ণনা করিলাম। উভয় প্রণালীর তুলনা করিলে আমাদের দেশীয় প্রণালী যে নিকৃষ্ট, তাহা আর বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

পশ্বাদির খুর হইতে সাধারণতঃ বোতাম প্রস্তুত হয়। ইহাতেও কেরাটিন (Keratin) আছে। শৃঙ্গ হইতেও বোতাম হইতে পারে। বোতাম প্রস্তুত করিতেও অনেক প্রকার যন্ত্রাদির আবশ্যক হয়। বোতাম ও চিরুণী নির্ম্মাণপ্রণালী শিখিতে হইলে ইউরোপে গিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক। আমাদের দেশ হইতে বৎসরে গড়ে প্রায় ৬০ ষাট হাজার মণ শৃঙ্গ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। বিদেশীয়েরা ঐ সকল শৃঙ্গ দ্বারা বোতাম, চিরুণী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আবার আমাদের নিকটেই প্রেরণ করে। আমাদের দ্রব্যাদি আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া বিদেশীয়েরা ধনশালী হইতেছে, আর আমরা নিজের কর্ম্মদোষে দুঃখ ভোগ করিতেছি। আজকাল শিল্পের উন্নতির প্রতি দেশের ধনী ও নেতৃ সম্প্রদায়ের মন আকর্ষিত হইয়াছে। আশা করি, তাঁহারা শৃঙ্গের ব্যবসায়ের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিবেন। দুই এক জন যুবককে ইউরোপে প্রেরণ পূর্ব্বক শৃঙ্গ, চিনামাটী, ঝিনুক, গাটা-পার্চ্চা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য হইতে বোতাম ও চিরুণী প্রস্তুত প্রণালী শিখাইয়া আনিতে পারিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। আহিরীটোলায় শৃঙ্গের অনেক মহাজন আছেন।

পাটের আইন।

বঙ্গবাসী পত্রে পাটের আইন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চৌধুরী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কর্ম্মীর লেখা বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

আমি অনেকদিন যাবৎ সিরাজগঞ্জে পাটের এবং সিডের ব্যবসায়ী মেঃ এম্ ডেভিড এণ্ড কোংর আফিসে কাজ করিয়া আসিতেছি। কলিকাতা Board of Agriculture হইতে পাটের মধ্যে জল এবং অন্যান্য তেল মিশাইয়া মফঃস্বলে অনেকে পাট কতদূর খারাপ করিয়া বিক্রয় করে, তাহা দেখিবার জন্য দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে দুইটী বাঙ্গালী বাবু আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা আমাদের তখনকার ম্যানেজার মিঃ মেকের নিকট যান এবং তিনি

তাঁহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। আমি তাঁহাদিগকে সিরাজগঞ্জের বাজারে সর্ব্বজন-সমক্ষে এমন কি যে স্থানে পাট বিক্রয় হয়, তাহার ৫০ হাত দূরে দেখাইয়া দিলাম। ফড়িয়ারা অনেকে অথবা অনেক ব্যাপারী গ্রাম হইতে কৃষকদের নিকট শুকান পাট খরিদ করিয়া আনিয়া নদীর ধারে সমস্ত খরিদদারের চক্ষের উপর জল এবং বালু দিয়া পাট ভাটা দিতেছে; তাহার পর জল যখন পাটে উত্তমরূপে বসিয়া যায়, তখন উহা হইতে পাট লইয়া তাহার /৫ সের করিয়া এক একটী পেটী বাঁধে এবং ঐ পেটীর উপর হাতে একটু তৈল লইয়া পালিস করিয়া চক্‌চকে করিয়া দেয়। তাঁহারা উহা হইতে দশ সের পাট খরিদ করিয়া শুকাইয়া দেখিয়াছেন যে, উহাতে মনকরা ॥১ সের জল এবং বালু, আর ।৯ সের পাট রহিয়াছে। এই সকল ব্যাপারি অনেকে ৮৲ টাকা দরে পাট ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়া ৭৲ টাকা দরে বিক্রয় করে এবং ইহাতেও তাহাদের যথেষ্ট লাভ থাকে। এই কার্য্যে তাহাদিগকে কতকগুলি বাঙ্গালি মহাজন এবং কতকগুলি মাড়ওয়ারি মহাজন প্রশ্রয় দিয়া থাকে। যে হেতু ঐ পাট সকলে খরিদ করে না, বিশেষ সাহেব খরিদদারেরা ঐদিকে একবারেই যায় না; কিন্তু কোন মাড়ওয়ারি ও কোন কোন বাঙ্গালী মহাজন কলিকাতায় চটের কলওয়ালা এবং গাঁইটের কলওয়ালা সাহেবদের নিকট অনেক কম দরে অগ্রিম বিক্রয় করে (Forward Sale) এবং ডেলিভারির সময় আসিলে ভাল পাট খরিদ করিয়া ঐরূপ ভেলওয়ালা পাট তাহার সঙ্গে আধা-আধি পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া কলিকাতায় চালাইয়া দেয়। এই সমস্ত কাজ অনেক বড় বড় সওদাগর করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই, তাহাদের ব্যবসায়ের দিন দিন অবনতি হইতেছে। সুতরাং এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন আইন বিধিবদ্ধ হইলে তাহাতে যে দেশের উপকার হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ যদি ১/০ পাটে ।৫ সের জল দেওয়া যায়, তাহা হইলে পাটের ওজন হইল ১।৫ সের, কিন্তু পুনরায় ঐ পাটটী ভাল করিয়া শুকাইলে পাটের সাবেক ওজন ১/০ মন না হইয়া ৸৯ সের হইবে। কারণ, জলে পাটের আঁশ খাইয়া যাওয়াতে ওজনে লঘু হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালিটিও অনেক খারাপ হয়। বর্ষার সময় যখন কৃষকেরা পাট কাটিয়া ধুইয়া লয় ও শুকাইতে দেয়, তখনই অনেক বেপারী গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কমদরে ভিজা পাট খরিদ করিয়া লয় এবং অনেক কৃষক তখন কমদরে বিক্রয় করিয়াও কোন লোকসান মনে করে না। যেহেতু তাহারা বেশী পায় এবং শুকাইবার কষ্টও তাহাদের ভোগ

করিতে হয় না। কারণ বর্ষার সময় একেত অনবরত বৃষ্টি থাকে, তাহার পর পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে চারিদিক জলে ডুবিয়া যাওয়ায় স্থানের অত্যন্ত অভাব হইয়া থাকে। কাজেই কৃষকেরা উহা একটা সুবিধা মনে করে।

সরকার হইতে কোন একটী আইন লিপিবদ্ধ হইয়া যদি বিচারভার স্থানীয় ৫ জন পাটের ব্যবসায়ী মহাজনের উপর থাকে, তাহা হইলে সরকারকে বেতন দিয়া ইন্‌স্পেক্টার রাখিবারও দরকার হয় না এবং উৎপীড়নের আশঙ্কাও থাকে না। আপনি একস্থানে লিখিয়াছেন যে, খরিদদারেরা এক জোট হইলেই তাহারা সমস্ত বন্ধ করিতে পারে। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন, কতক কতক খরিদদার ঐরূপ পাট কিনিতেই প্রয়াসী। আমি একটী খরিদদারের বিষয় জানি, ইনি সিরাজগঞ্জ বাজার হইতে শুকান পাট খরিদ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং অভ্যাস-দোষে নিজেরাই গুদামের মধ্যে পাট ভাটা দিয়া ব্যাপারীর কার্য্য করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় পূর্ব্বক বেশ দশ টাকা লাভ করিলেন। সুতরাং আইন লিপিবদ্ধ না হইলে, কোন কোন খরিদদার এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিবেন না। একতা না চলিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, আজকাল পাটের ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতদূর বাড়িয়া পড়িয়াছে যে, অগ্রিম বিক্রয় না করিলে কেহই পাটের কাজ করিতে পারে না; জুনমাস হইতে কণ্ট্রাক্ট, দলিল লেখা আরম্ভ হয়। আমি এতদরে অমুক কোয়ালিটীর পাট ২নং এত, ৩নং এত—একুনে এত গাঁইট অমুক মাসে রেলযোগে কি দিক্-চালানি জাহাজযোগে ডেলিভারি দিতে অঙ্গীকার করিলাম; এইরূপ মফঃস্বলের কিম্বা কলিকাতার অনেক খরিদদারই কন্‌ট্রাক্ট সহি করিয়া রাখেন, তাহার পর যখন ডেলিভারির সময় আসে, তখন তাঁহাদের অনেকের একবারে কোন জ্ঞান থাকে না, পাট পাইলেই তাঁহাদের খরিদ করিতে হয়; সুতরাং এরূপস্থলে একতা থাকে না। গত মরসুমে চাঁদপুরে এইরূপ একটী সভা হইয়া ভিজাপাট খরিদ সকলেই বন্ধ করেন; কিন্তু যে যে কোম্পানীর ঐ মাসের ডেলিভারি ছিল, তাঁহারা ৫।৬ দিন বসিয়া থাকিয়াই অসহ্য বোধ করিলেন এবং চাঁদপুরে খরিদ না করিয়া মফঃস্বলে ভিজা পাটই চুপে চুপে অন্যের নামে খরিদ আরম্ভ করিলেন এবং ব্যাপারি ও ফড়িয়াগণ পুনরায় তাঁহাদের ব্যবসায় অধিক উৎসাহে চালাইতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় সিরাজগঞ্জেও সাহেব, বাঙ্গালি এবং মাড়ওয়ারিগণ একত্র হইয়া তথাকার সব্‌ডিভিসনের অফিসার মিঃ মার-কে সভাপতি-পদে বরণ করিয়া মেঃ এম্ ডেভিড কোম্পানীর ভিতরকোলস্থ বাঙ্গালায় সমবেত হন। কিন্তু মিঃ

মার মহোদয় বলেন যে, খরিদদারগণ একত্র হইয়া সিরাজগঞ্জ পঞ্চায়েত হইতে এই আদেশ প্রচার করুন যে, কেহ ভিজা পাট খরিদ করিলে সিরাজগঞ্জের কোন মহাজন তাহার সঙ্গে কারবার করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে সকলেই আপত্তি উত্থাপন করেন এবং বলেন যে, সরকার হইতে কোন অর্ডার না হইলে আমাদের অর্ডারে বিশেষ কোন ফল হইবে না ; উহা কেবল কিছুদিনের জন্য কার্য্য করিবে, তাহার পর কিছুই থাকিবে না। মিঃ মার বলেন যে, ঐরূপ কোন অর্ডার বাহির করিবার তাঁহার কোনও অধিকার এ পর্য্যন্তও হয় নাই। কারণ কোন আইন লিপিবদ্ধ না হইলে তাঁহার অর্ডার পাশ করিবার অধিকার নাই, তবে তিনি সাধারণের হিতের জন্য গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে এই ঢোল দিয়া দিতে পারেন যে, কেহ ভিজা পাট বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই ঘোষণার ফলে সিরাজগঞ্জে কিছুদিন ভিজা পাট কেহ বিক্রয় করিতে আনিত না। তাহার পর ঐ সম্বন্ধে কেহ আর কিছু করিলেন না এবং ক্রমে ক্রমে ভিজা পাট পুনরায় বাজারে আসিতে আরম্ভ হইল। সুতরাং এখন দেখিতে পারেন যে, একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের মৌখিক ঘোষণায় যাহা হইল, একটী আইন লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহার ফল যে কতদূর সন্তোষজনক হইবে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। লোকের মনে একটা ভয়ের সঞ্চার হইলেই এইরূপ পাটে জল দিয়া লোকে আর বিক্রয় করিতে সাহসী হইবে না। আপনারা দেশের সংস্কারক, সুতরাং আপনাদের এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা উচিত নহে ; তবে ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করা সম্বন্ধে সকলেই আপত্তি করিবে, সন্দেহ নাই।

পাটের আইনের কথা।

এদেশে একটা চলিত কথা আছে "উহাকে ডুবাইয়া মার, নতুবা ওই দারোগা হবে।" মুসলমান রাজ্যে বোধ হয় দারোগার অত্যাচার হইত বলিয়াই এই প্রবাদ-বাক্য চলিয়াছিল। সেইমত ইংরাজ-রাজ্যের আইনও বুঝিবেন, এদেশে যত আইন হইয়াছে বা হইবে, ততই এদেশে ঘুস্‌খোরের বৃদ্ধি হইবে। অর্থাৎ এখন যত আইন কম হইবে, ততই দেশের মঙ্গল হইবে। অতএব আমরা আর আইন চাই না, আইন হইবে শুনিলেই সে কথা ডুবাইয়া দাও ;

ইহাই অনেকের ধারণা। কেন ইহা হয়? বাস্তবিক রাজা আইন করেন মঙ্গলের জন্য, কিন্তু এই শাণিত অস্ত্র ব্যবহারের জন্য যাঁহাদের নিযুক্ত করেন, তাঁহারা পদে পদে সেই অস্ত্রে নিজেদের হাত-পা কাটেন, অর্থাৎ অস্ত্রের ব্যবহার তাঁহারা জানেন না। দরিদ্র লোক কিছু টাকার বেতনের জন্য আইনের পবিত্র উদ্দেশ্য নরকে নিক্ষেপ করে, অথবা এদেশের লোকের গতিকই এইরূপ। ইঁহারা জাতীয় মর্য্যাদা বুঝেন না, যেরূপে হউক, একটা ইংরাজী চাকুরী পাইলেই মনে ভাবেন, আমি কি হইলাম! দরিদ্র স্বজাতির সঙ্গে মিশা দূরে থাকুক, কথাই কহেন না। ঐ দেখ? রেলের টিকিট বিক্রয় করিতেছে, ট্রেণ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করুন, দেখিবেন কথার উত্তর সহজে দিবে না। ঐ যে একটী লোক ব্যাঙ্কের বেঞ্চে বসিয়া আছে, তাঁহার পার্শ্বের লোকের সঙ্গে বাজে গল্প করিয়া দেশী লোকদিগকে অনর্থক দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে, পাওনাদার কিছু জিজ্ঞাসা করুক দেখি, কিছুতেই উত্তর দিবে না, যাহা দিবে, তাহাও বিরক্তির সহিত এমন একটা তোমার মনে আঘাত দিবে যে, তুমি মন লইয়া, ছট্‌ফট্ করিবে। সাহেবরা দেশীলোককে যেমন বাঁদর ভাবেন, ইঁহারাও মনে ভাবেন, আমরা ইংরাজের চাকুরী পাইয়া বুঝি ইংরাজ হইয়া গিয়াছি। আবার ঐ সকল লোকের নিকট ইংরাজ একজন আসিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। তখন ইহারা চকিতের ন্যায় কাজ করিয়া দিবে। কোন ব্যাঙ্কে গিয়া আমরা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি, শত শত দেশী লোক টাকা পাইবার জন্য পিত্তলের চাকৃতি হস্তে কেহ দুইঘণ্টা, কেহ তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় জাহাজের একজন খালাসী ইংরাজ আসিল। সে আসিবামাত্র বাবুরা মহাব্যস্ত হইয়া নিজেরাই গিয়া চেক বড় সাহেবের নিকট স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়া, যেখানে যাহা যাহা করিতে হয়, সকলেই অন্যান্য কাজ বন্ধ রাখিয়া দুই মিনিটের মধ্যেই সাহেবকে টাকা দিলেন। এই কাণ্ড দেখিয়া আমরা সেই ব্যাঙ্কের কোন জানিত কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার অর্থ কি? দেশী লোকের কি সময়ের মূল্য নাই? তাঁহারা যেরূপ নম্বর অনুযায়ী টাকা পাইবেন, সাহেবও সেইরূপ পর পর নম্বরের নীচে পড়িল না কেন? তিনি হাসিয়া বলিলেন "আপনারা কি জানেন না, সকল ব্যাঙ্কের নিয়ম এই যে, ইংরাজ যে কেহ, চেক ভাঙ্গাইতে আসিলে দেশীলোকের অগ্রে তাঁহারা টাকা পাইবেন।" এইত গেল ইঁহাদের জাতীয় প্রীতি। তাহার পর এদেশী লোক যে কোন চাকুরী পাইয়াই "উপরী" পাইতে ইচ্ছা করেন, যে কাজে "উপরী" পাওনা নাই, সে কাজ এদেশীর পক্ষে ভাল নয়। এই মন্দ প্রবৃত্তির জন্যই

ইংরাজ-রাজ্যের পবিত্র আইন এদেশী মহাপ্রভুদের হস্তে পড়িয়া কলঙ্কিত হইয়া যায়। যতদিন ইহাদের এই দোষ সংশোধন না হইবে, ততদিন এদেশের জাতীয় শক্তি হইবে না এবং দেশ উদ্ধারের আশা করাও বৃথা। বড়লাট কার্জ্জন বাহাদুর আমাদের নিন্দা করিয়াছেন, একথার প্রতিবাদের জন্য টাউনহলে সভা হইল। আমাদের হাসি পাইল। কেন না, এই প্রতিবাদ-সভায় ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি এমন অনেক লোক ছিলেন যে, তাঁহারা লাট কার্জ্জন অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের—সেই আর্য্যদের কথায় শতগুণে গালি দিয়াছেন, অনেকে হিন্দুধর্ম্মের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। আহা! আজ ইঁহাদের বড় ব্যথা লেগেছে। কেন না, হেনরি কটন সাহেব কংগ্রেসে গিয়াছিলেন বলিয়া বড় লাট বাহাদুর তাঁহাকে তেমন খাতির করেন নাই; অতএব লাট কার্জ্জন মন্দ। তিনি যাহা বলেন, সব মন্দ। এদেশী বড়লোকেরা যখন লাট কার্জ্জনকে মন্দ বলিল, কাজেই দেশের রামু, শামুরা হিন্দুধর্ম্মের ছাপান্ন পুরুষকে গালি দিয়া তাঁহারাও বলিল, বড়লাট মন্দ কথা বলিয়াছেন। কেউ কেউ বলিল, আমরা যদিও হিন্দুধর্ম্ম মানিনা বটে, কিন্তু লাট সাহেব আর্য্যদের গালি দিলেন কেন? কি গালি দিয়াছেন, তাহাও তাহারা জানে না; অথচ বলিল, আমরা হিন্দুদের বা ঘরের ছেলেদের যতই গালি দিই না কেন, ছেলেকে মা 'মর' বলিলে সে গালি কি মা'র আন্ত্রিক গালি? বিদেশী বিজাতি গালি দিবে কেন? বিজাতির ভাল গালিটাও শক্ত লাগে। আমরা বলিলাম, রাজা পিতার তুল্য বা তিনিই আমাদের ঈশ্বর। তাঁহার কথামত আমাদের যদি দোষ থাকে, তাহা সংশোধন করা হউক না কেন? আমাদের মতে লাট কার্জ্জন কিছুই মন্দ বলেন নাই। তিনি রাজা, অতএব এদেশের বিষয়, আমাদের বিষয়, খুব ভাল রকম জানিয়াই তাহা বলিয়াছেন। তিনি যে এতদূর আমাদের অবস্থা জানিয়াছেন, ইহা শুনিয়াও আমাদের আনন্দ হওয়া উচিত। আর নাই বা জানিলেন, অগ্নির দাহিকাশক্তি নাই বলিয়া যদি পণ্ডিতেরা মীমাংসা করেন, তাহাতে কি অগ্নির দাহিকা-শক্তি নষ্ট হবে? ইহাতে হইল কি? "এদেশের লোক বাক্যবাগীশ, যাহা বলে, তাহা করে না।" এ কথাত নূতন নয়? এই কটাক্ষ করিয়া কার্জ্জন বাহাদুর বেশ দু'কথা, বড়-লাটের মত বড়কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু টাউনহলের প্রতিবাদে সেই বাক্যের চর্চ্চড়ি বা বাক্যবাগীশী হইয়াছে মাত্র। এইরূপ এদেশের লোক জাতীয় শক্তি জন্মাইবার উপায় জানে না, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাও করে না। যদি বল, আমাদের কংগ্রেস আছে; কিন্তু কংগ্রেস দ্বারা জাতীয় শক্তি জন্মাইবে, কি বিজাতীয় শক্তি জন্মাইবে, তাহাও বিবেচ্য। যে দেশের লোক ভ্রাতার উন্নতি দেখিতে পারে না, হিংসায় মরে, তাঁহারা আইনের মর্য্যাদা বুঝেন, দায়িত্ব বুঝেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। অথচ আমরা আজ এই আইন, কাল সেই আইন করুন বলিয়া রাজার নিকট প্রার্থনা করি। গত মাসে আমরা পাটের জল সম্বন্ধে বলিয়াছি। আজ পাটের আইনের খসড়ার আর একটী কথা বলিব।

পাটের আইনের খসড়ায় একস্থানে বলা হইয়াছে "বিভিন্ন দরের পাট এক বস্তায় মিশ্রিত করা হইয়াছে, এরূপ পাট যাঁহার নিকট পাওয়া যাইবে, সে দণ্ডনীয় হইবে। * * প্রবঞ্চনার অভিপ্রায় ছিল কি না, তাহা প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না।" অর্থাৎ সাক্ষ্য ইত্যাদি দিয়া ম্যাজিষ্টেটের সময় নষ্ট করা হইবে না। ইংরাজের লাথির জন্য প্লীহা-ফাটা মোকর্দ্দমা যেমন হয়, তেমনি হইবে। কেননা, ইংরাজের সুবিধার জন্যই এ আইন হইতেছে কি না।

এখন কথা হইতেছে, বঙ্গের পাটের কাজের সূত্রপাত হইতে প্রত্যেক গাঁটে, প্রত্যেক বেলে ভিন্ন ভিন্ন পাট মিশ্রিত থাকে। একটা গাঁটের ভিতর বা একটা বেলের ভিতর চারি প্রকার পাট থাকে। মোকাম হইতে চারি প্রকার পাট দিয়া গাঁট তৈয়ারি করা হয়, এই জন্য যাচন্‌দার থাকে। যাচন্‌দারদিগের কাজ পাট বাছাই করিয়া দেওয়া। খোলা বা এলো পাটের গুদামে খুব বড় বড় লম্বা এবং দানাদার ও পরিষ্কার পাট, তাহার যত পায়, তাহাদের হাতে যত ধরে, তাহাতে একটা গেঁট দিয়া একস্থানে রাখিল, ইহা হইল ১নং পাট; তৎপরে তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অর্থাৎ যে পাটের লম্বা কম, তাহাতেও একটা গেঁট দিয়া একস্থানে একত্র রাখে, ইহা হইল ২ নং পাট; তৎপরে ২ নং অপেক্ষা লম্বা কম, এরূপ পাটে গেঁট দিয়া একস্থানে রাখে, ইহা হইল ৩ নং পাট। তাহার পর ইহাপেক্ষা ছোট ছোট পাটগুলিকে "রিজেকসন" নম্বর বলা হয়, ইহাও একস্থানে বাছিয়া রাখিয়া যাহারা গাঁট বাঁধিবে, তাহাদের যাচনদারেরা দেখাইয়া দিল যে, ১ নং এক কোসা অর্থাৎ পূর্ব্বে বলিয়াছি, হাতে যত ধরে, তাহাতে একটা গেঁট দেয়। এই গেঁট দেওয়া গুছীকে আমরা এখানে কোসা বলিলাম। ১ নং এক কোসা, ২ নং এক ভাগ, ৩ নং এক ভাগ এবং রিজেকসন এক ভাগ, এইরূপ প্রণালীতে গাঁট বাঁধে। কাহার কাহার এই ভাগের ইতর-বিশেষ থাকিতে পারে। মোটকথা, ১ নং পাট একশত গাঁটের ভিতর বড় জোর এক গাঁট মিশান হয়, ২ নং ও ৩ নং মাল একশত গাঁটের মধ্যে বেশী

থাকে, এবং রিজেকসন অল্প থাকে। ক্ষেত্রে সকল গাছ সমান হয় না, কাজেই এইরূপ মিশ্রিত পাট চাষার ঘরে থাকে। শিক্ষিত চাষারা গুছাইয়া রাখে, মহাজনের গুদামেও ইহা বাছাই করিয়া মিশ্রিত করা হয়, তৎপরে বেলারদিগের যাচনদারেরা আবার ঐ সকল গাঁট খুলিয়া পুনরায় নম্বর ধরিয়া বাছিয়া লইয়া আবার ঐরূপ ১ নং, ২ নং, ৩ নং, ৪ নং (রিজেকসন) মিশাইয়া বেল বাঁধিয়া দেয়। অতএব এক বস্তায় মিশ্রিত বিভিন্ন পাট থাকিলে দণ্ড হইবে শুনিলেই আমাদের ভয় হয়। পাট গাছের গোড়া কাদায় থাকে, ইহা পচাইয়া পাট কাটি হইতে ছাড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেও পাটের গোড়া মন্দভাবে থাকে। চাষা কিম্বা মহাজন এস্থানটা ফেলে না। বেলারেরা ইহা কাটিয়া ফেলে, কিন্তু ইহাও বিক্রয় হয়, ইহাকেই গোড়াকাটা পাট বলে। পাট খাইবার দ্রব্য নহে, মিষ্ট বা তিক্ত বলিয়া ইহার দরের প্রভেদ হয় না। লম্বা ও বর্ণ এবং গঠনের বিভিন্নতার জন্যই পাটের দরের বিভিন্নতা। ফিতা দিয়া অশ্ব মাপিয়া অশ্বের টেক্স করা চলে, কিন্তু পাটের বিভিন্নতা মাপিতে গেলে প্রত্যেকটার বিভিন্নতা হবে। এখন দণ্ড হবে কাহার? চাষার, মহাজনের কিম্বা বেলারের? যদি বলেন, তা'নয়, মোকামের বিভিন্নতানুসারেই বিভিন্নতা ধরা হইবে; কিন্তু তাহাতেও কথা আছে। মাদারীপুরে পাটের বাজার নরম থাকিলে এবং সিরাজগঞ্জে দরের তেজ থাকিলে, মাদারীপুর হইতে ব্যাপারীরা পাট লইয়া গিয়া সিরাজগঞ্জে বিক্রয় করে, তখন মাদারীপুরের পাট সিরাজগঞ্জে আনিলে তাহাই সিরাজগঞ্জের পাট হয়। স্থান-মাহাত্ম্যে নাম-মাহাত্ম্য! বাঙ্গালী বিলাত গেলেই সাহেব সাজিবেই সাজিবে! পাটের আইন করা যদি নিতান্তই আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে সে রাস্তায় এখনও যাওয়া হয় নাই। অনেক বেলারের স্ব স্ব স্থায়ী মার্কা আছে। ইঁহারা বেশ বুঝিয়া পাট ক্রয় করেন, কেননা এই মার্কার কল্যাণে পরিণামে বেলারদিগের টাকার অবস্থা মন্দ হইলে বা বেলার মারা গেলে, মার্কা ভাড়া দিয়াও তাঁহাদের সংসার রাজার মত চলে। অতএব মার্কার গৌরব কেহই নষ্ট করিতে চাহেন না। তখন এ আইন কাহাদের জন্য হইতেছে? চাষাদের জন্য! আহা! মশা মারিতে কামান পাতা কেন? তারা'ত মরেই আছে। যদি তাহারা দোষ ক'রে থাকে, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের ভেজাল আইনের কলে ফেলিয়া ব্যক্তি বিশেষকে সাবধান করা চলিতে পারে না কি? এজন্য একটা স্বতন্ত্র আইন কেন? পাট লোপাট হ'লে, বঙ্গের অনেকের রুটি মারা যাইবে। এদেশের যে সকল সংবাদপত্রের

সম্পাদক ভারতের মাল জাহাজে করিয়া বিদেশে গেলে মনে করেন, ভারতের টাকা বিদেশে গেল, সেই সকল উন্মাদেরাও এই আইনের প্রতিবাদ করিতেছে। এখন তাহারাও বলিতেছে যে, বেশ'ত পাট নাই বা হ'লো। উহা দ্বারা ভারতের টাকা বিদেশে যায়, অতএব ভগবানের ইচ্ছায় আইনের খুব অত্যাচার হউক, চাষারা বিরক্ত হইয়া পাট চাষ বন্ধ করুক। আহা! এই সকল পাগলগুলাও এখন স্বার্থ বুঝিয়াছে—চুপ করিয়া সে সকল কথা যেন ভুলিয়া গিয়া আইন চাই না বলিয়া প্রতিবাদ করিতেছে। এরূপ আইন হওয়া সম্ভব নহে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কেবল বাঙ্গালী থাকিলেত নিশ্চিতঃ হইত না, তবে ইহার ভিতর সাহেব আছেন, এই জন্যই হওয়া সম্ভব।

টাইম্‌পিস্ ঘড়ি অয়েল করিবার নিয়ম।

বড় ঘড়ির কল কিরূপে ইহার কেস্ হইতে খুলিতে হয়, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। কোনটীর কল পশ্চাৎ দিয়া কোনটীর বা সম্মুখ দিয়া খুলিতে হয়। প্রত্যেক ঘড়িই খুলিবার বেশ উপায় আছে, কোনরূপ জোরের আবশ্যক হয় না। সমস্ত ঘড়ির কলই স্ক্রু দ্বারা কেসের সঙ্গে আটকান। উহা কিরূপে খুলিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, না বুঝিয়া হস্তক্ষেপ করিলে জিনিষটী নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কলটী খুলিতে হইলে কাঁটা ও ডায়েল কোন ঘড়ির অগ্রে এবং কোন ঘড়ির পরে খুলিতে হয়। কোন কোন ঘড়ির ডায়েল খোলা যায় না, অথবা খোলার আবশ্যক হয় না। যাহা হউক, কেবল কলটী সম্বন্ধে বলিতেছি, যখন চক্ষুদ্বারা দেখিয়া শুনিয়া কেস্ হইতে কলটী খুলিবেন, তখন এ বিষয়ে কিছু লেখা অনাবশ্যক।

কলটী খুলিয়া (প্রথম শিক্ষার্থী একটী ভাল চলিত ঘড়ির কল খুলিবেন) বাম হাতে লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবে যে, কোন্ চাকাটী কিভাবে কার সঙ্গে যোগ আছে এবং কিভাবে উহা চলে, উহা কিসে আঘাত লাগিয়া টিক্ টিক্ শব্দ করে, বেলেন্সটী নড়ে কেন, হুইলগুলির জোর, কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া কোন্ স্থানে কিসে যাইয়া আটকাইয়াছে ইত্যাদি মনোযোগপূর্ব্বক বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আর কলগুলি খুলিয়া যেন পুনরায় বসাইতে পারেন, তজ্জন্য মনে মনে বিশেষ চিহ্ন করিয়া রাখিবেন। অর্থাৎ পুনরায় আঁটিতে পারেন

কিনা, ইহাতে যদি সন্দেহ হয়, তবে একদিক হইতে দেখা উচিৎ, যে রকমে প্রত্যেক চাকি যে যে স্থানে আছে,সেই সেই স্থানে প্লেটের ও চাকির উপর ক্রমিক ১, ২, ৩ ইত্যাদি নম্বর দিয়া লইবেন ; তাহা হইলে কল খুলিয়া পুনরায় আঁটিতে খুব সোজা হইবে। কখন কখন বাজা ঘড়িতে এরূপ চিহ্ন করা আবশ্যক হয়।

মেশিন হুইলগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হুইলটীতে (ইহাকে গ্রেট হুইল বলে) যে একখানা ইস্পাতের পাত ফিতার ন্যায় গুটান আছে, ইহাকে মেন স্প্রীং বলে। আর বেলেন্সের সঙ্গে যে চুলের ন্যায় একটী তার আটকান আছে, উহাকে হেয়ার স্প্রীং বলে। এই হেয়ার স্প্রীংটীর জোরে বেলেন্সটি দুলে এবং বেলেন্স দুলাতে সমস্ত চাকা ঘুরে। যে চাকির সঙ্গে মিনিটের কাঁটা ঘোরে, উহাকে সেণ্টর হুইল বলে। যে হুইলের সঙ্গে সেকেণ্ডের কাঁটা ঘোরে, তাহাকে সেকেণ্ড হুইল বলে। সেকেণ্ড হুইল ও সেণ্টর হুইলের মধ্যে যে হুইল থাকে, তাহাকে থার্ড হুইল বলে। সেকেণ্ড হুইলের সঙ্গে যে ছোট হুইলটী থাকে, তাহাকে স্কেপ হুইল বলে। ইহার দাঁত অন্য প্রত্যেক চাকি হইতে অন্য রকম। স্কেপ হুইলের সম্মুখে যদি বেলেন্স ভিন্ন আর কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহাকে লিভার বলে। এই লিভারে (যদি লিভার না হয়, তবে বেলেন্সে) যেন স্প্রীংয়ের জোর আটকান থাকে। স্কেপ্ হুইলটী যে স্থান দিয়া দ্রুত-বেগে ঠেকিয়া ঠেকিয়া ঘুরিয়া যায়, সে স্থানকে প্যালেট বলে। প্যালেটের মুখ দুটী ও স্কেপ্ হুইলের দাঁতগুলি এমন তেরছা ভাবে গঠিত যে, স্কেপ্ হুইলটী পাশ হলে অর্থাৎ চলিতে থাকিলে লিভারটী একবার একদিকে আর একবার অপরদিকে সরিয়া যায়। মাঝামাঝি অর্থাৎ লিভারের মুখটী বেলেন্স ষ্টাফের বরাবর কখনও থাকিবে না (এখানে একটু মনোযোগ করিয়া দেখিতে হইবে)। আবার দেখিবে, বেলেন্সে একটী পিন আছে, এই পিন্‌টী ঠিক লিভার ষ্টাফের বরাবর লিভারের মুখে থাকে (লিভার ষ্টাফে এবং বেলেন্স ষ্টাফে মনে মনে একটী সরল রেখা অঙ্কিত করুন, সেই রেখার দুইদিকে সমান দূরত্বে লিভারের মুখটি খেলা করে)। সুতরাং লিভার যখন একদিকে সরিয়া যায়, বেলেন্সও তৎসঙ্গে সরিয়া যায় (হেয়ার স্প্রীং দ্বারা সুধু বেলেন্সটী লাগাইয়া দেখিলে সহজে ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে)। আবার হেয়ার স্প্রিংয়ের জোরে বেলেন্স-পিন্‌টীর প্রকৃতি এই লিভার ষ্টাফের বরাবর থাকা এবং ইহাই নিয়ম। কাজেই বেলেন্স একদিকে সরিয়া গেলেও যেই মাঝে আসে, অমনি অন্যদিকে সরিয়া যায়,—এই ভাবেই বেলেন্সটি দুলিতে থাকে।

প্রথম দুই একবার দেখিবে, বেলেন্সটি অল্প জোরে ; পরে (ইহার কারণ—লিভারটি বেলেন্সকে যতদূর ঠেলিয়া দিতে পারে, ততদূর যায়) দেখিবে, খুব বেশী বেগে চলে। বেলেন্সটি লিভার কর্ত্তৃক ঠেলা পাইয়া দুলিতে দুলিতে নিজের অপর একটী দুলিবার ক্ষমতা জন্মে। ইহাকে ইংরাজীতে (enertia force) এনাসিয়া ফোর্স বলে। এই ফোর্সেই ঘড়ি চলে। এ বিষয়ে একটু বলিতেছি—ছেলেরা যে গাছে দড়ি টাঙ্গাইয়া ঝুলন খেলে, তাহাতে দেখা যায় যে, উহাতে অন্য কোন জোর নাই (বেলেন্সে হেয়ার স্প্রীংয়ের জোর আছে)। একবার ধাক্কা দিয়া দুলাইয়া দিলেই ইহা কতক্ষণ দুলে। ধাক্কার পরে নিজে নিজে যে কতক্ষণ দুলে, উহাকেই এনাসিয়া ফোর্স বলে। এই ঝুলনের সঙ্গে হাত দিয়া (কেননা এখন ইহার নিজেরও দুলিবার ক্ষমতা হইয়াছে) সামান্য জোরে ধাক্কা দিলেই তাহা বেশ সহজেই দুলিতে থাকে। দুলিত ঝুলন হাত দিয়া দুলান যেরূপ, লিভারে আর বেলেন্সের (কিংবা পেণ্ডুলামের) ক্রিয়াও ঠিক সেইরূপ, এবং সেই ভাবেই ঘড়ি চলিতে থাকে। বেলেন্সে (কিংবা পেণ্ডুলামে) স্প্রীং থাকায় দুলিবার স্বতন্ত্র ফোর্স বেশী হয় ; তাহাতে স্কেপ্‌মেণ্টের কার্য্য খুব সহজে হয় এবং ঘড়ি সামান্য কারণে বন্ধ হয় না। এনাসিয়া ফোর্সে যে ঘড়ি চলে, তাহা প্রথম শিক্ষার্থী বেলেন্স অপেক্ষা পেণ্ডুলামে সহজে বুঝিবেন, কেননা, পেণ্ডুলাম্ ভারি থাকায় হাত দিয়া দুলাইয়া না দিলে চলে না।

এখন ঘড়ির কল, চাকি ইত্যাদি খুলিবার নিয়ম বলিতেছি। বেলেন্সের হেয়ার স্প্রীংটী যেস্থানে খিল দ্বারা আটকান, সেই খিলটী খুলিয়া ইন্‌ডেক্সের (যদ্দ্বারা ঘড়ি শ্লো, ফাষ্ট করা হয়) মধ্য হইতে বাহির করিয়া বেলেন্সটী যে স্ক্রু দুইটীর মধ্যে আছে, তাহা হইতে বাহির করিয়া যত্ন করিয়া রাখ (এখন লিভারটী কিভাবে খেলা করে, একটু দেখ)। পরে দেখিবে, চাকিগুলি প্লেটের মধ্যে সাজান ও প্লেট্ দুইখানা স্ক্রু কিংবা খিল দ্বারা আটকান রহিয়াছে। স্প্রীংয়ের দম না খুলিয়া প্লেট্ দুইখানা আল্গা করিবে না ! কারণ, তাহা হইলে স্প্রীংয়ের জোরে চাকিগুলি ছিট্‌কাইয়া গিয়া নষ্ট হইবার আশঙ্কা। সুতরাং স্প্রীংয়ের জোর কমাইয়া ফেলা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, স্প্রীংয়ের জোর লিভারে ঠেকিয়া আছে। লিভারটী খুলিবার সহজ উপায় থাকিলে (একটু দেখিলেই বুঝিবে) খুলিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে সমস্ত চাকিগুলি ফ্রি হওয়াতে ঘুরিয়া অবশেষে থামিয়া যাইবে, তখন বুঝিবে যে, স্প্রীংয়ের আর জোর নাই। (লিভারটি খুলিবার পূর্ব্বে চাকির গতিটা কোন একটী শলাকা দ্বারা আবদ্ধ রাখিয়া খোলা উচিত,

নতুবা লিভারটি আল্গা করিয়া আনিতে স্কেপ্ হুইলটী ঘুরিয়া হঠাৎ লিভারে লাগিলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা)। যদি লিভার খুলিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে যে কৌশলে স্প্রীংয়ের জোর কমাইতে হয়, বলিতেছি। স্প্রীংয়ে চাবি দিবার সময় যে ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ করে (ইহার নাম ক্লিক) দেখিবে যে, ইহাই স্প্রীংয়ের দম আটকাইয়া ধরে। এখন যে স্প্রীংয়ের জোরে ক্লিক্ আটকাইয়া ধরে, সে স্প্রীংটী একদিকে সরাইয়া ফেল। তৎপরে স্প্রীংয়ের চাবিটি শক্ত করিয়া বেণ্টভাইসে আটকাইয়া সমস্ত কলটীকে ধরিয়া যেদিকে ঘুরাইলে স্প্রীংয়ে দম লয়, সেই দিকে সামান্য একটু ঘুরাও। তাহা হইলে ক্লিক্‌টি সরিয়া যাইবে। এখন কলটি যে দিকে যতক্ষণ ঘুরিতে চায়, সেই দিকে সাবধানে (হাত যেন ধরা থাকে) ততক্ষণ ঘুরিতে দাও, তাহা হইলেই দম একবারে খুলিয়া যাইবে। এই ভাবেই দম খুলিবার প্রকৃত নিয়ম—এবং ইহাতে মেসিনের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধা এই যে, তদ্দ্বারা হুইলগুলির ক্রিয়া বুঝিতে পারা যায়।

স্প্রীংয়ের দম খোলা হইলে প্লেট্ দুইখানা (বণ্টু কিংবা খিল খুলিয়া) আল্গা কর। এখন দেখিবে, যে দিকে কাঁটা এবং ডায়েল ছিল, সেই দিকের প্লেটে সেণ্টর হুইল একপার্শ্বে ও অপর পার্শ্বে তিন খানা হুইল আছে। যে শলাটির মধ্যে মিনিটের কাঁটা লাগান হয়, তাহাতে দুইখানা হুইল (ছোটটীর নাম কেনন্-পিনিয়ন্ হুইল ও বড়টীর নাম আওয়ার হুইল) থাকে। তদ্ব্যতীত আর একটী হুইল আছে, ইহার নাম মিনিট হুইল। ছোট হুইলটীকে হাতুরী দ্বারা আঘাত দিয়া খসাইতে হয়, অপর দুইটীকে সহজেই খোলা যায়। চাকিগুলি এবং ঘড়ীর অন্যান্য অংশ ভাল করিয়া নেকড়া দ্বারা মুছিয়া শেষে ব্রুস দ্বারা (মাঝে মাঝে চা-খড়ির উপর ঘসা দিয়া) উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে। যদি কোন স্থানে মরিচা পড়িয়া থাকে, তবে আবশ্যকমত ছুরি এবং শিরীষ কাগজ দ্বারা পূর্ব্বে পরিষ্কার করিয়া লইবে। চাকিগুলি প্লেট্ দুইখানির যে যে ছিদ্রে বসান ছিল, পেগ-উড্ (এক প্রকার লতা কাঠ, ইহা কিনিতে পাওয়া যায়) উড্‌পেন্‌সিলের ন্যায় সরু করিয়া সেই সেই ছিদ্রমধ্যে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে, যেন চক্‌চক্ করে। হেয়ার স্প্রীংটী বেলেন্‌স হইতে খুলিয়া ছুরি দ্বারা কৌশলে নরম হাতে পরিষ্কার করিয়া তৈল দিয়া মুছিয়া রাখ। প্রত্যেক যন্ত্র পরিষ্কার করিয়া একটি ঢাকনিওয়ালা পাত্রে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিবে, যেন যন্ত্রগুলিতে কোনরূপ ময়লা না পড়ে। সমস্ত কল পরিষ্কার হইলে যে প্লেটে থাম আছে, তাহার মধ্যে কলগুলি সাজাইয়া অপর প্লেট্‌টি উপরে দিয়া

প্লেট দুইখানা বাম হাতে কাগজ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, হুইলগুলি যথাস্থানে ঠিকমত বসাইয়া উহা আঁটিয়া ফেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার পাল, ওয়াচ-মেকার, কুমিল্লা।

স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল।

১২৬২ সালের ফাল্গুন মাসে দোলের সময় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺মঙ্গলচন্দ্র পাল। ইঁহার তিন ভ্রাতা এবং মাতা বর্ত্তমান। ভূতনাথ বাবুর স্ত্রী ও বিবাহিতা চারি কন্যা এবং অবিবাহিতা এক কন্যা ও নাবালক দুই পুত্র বর্ত্তমান। বিগত ২৫শে ফাল্গুন ইনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি জাতিতে তাম্বুলি এবং ইঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগণা খাঁটুরা গ্রামে। B. C. রেলের গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের অতি সন্নিকটেই এই গ্রাম অবস্থিত। তাঁহার বর্ত্তমান নিবাস ছিল,—কলিকাতা, বাগবাজার, ২৯ নং বসুপাড়া লেনে।

খাঁটুরার পাল-বংশের প্রতিভা সময়ে সময়ে এক এক জনের ভিতর বড়ই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। স্বর্গীয় যাদবেন্দু পাল, বংশীধর পাল, কেদারনাথ পাল প্রভৃতি মহোদয়গণও এক এক সময় ভূতনাথ বাবুর ন্যায় প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই পালবংশের কল্যাণে খাঁটুরা পালপাড়া এবং কলিকাতার সহরতলী বরাহনগরে "পালপাড়া" নামক স্থান হইয়াছে। ভূতনাথ বাবুর পিতার অপর এক সহোদর ছিল ৺কালীবর পাল, এবং জ্যেষ্ঠতাত সহোদর ইত্যাদির সহিত ৺মঙ্গলচন্দ্র পাল হিন্দুর একান্নবর্ত্তী সংসারে প্রতিপালিত হয়েন। ৺মঙ্গলচন্দ্র পাল মহাশয়ের কলিকাতায় ও বহুবাজারে চাউল ইত্যাদি দ্রব্যের এক দোকান ছিল। খুল্লতাত সহোদরদ্বয়েরও হাটখোলায় এক দোকান ছিল। মঙ্গলচন্দ্র এই সময়ে খুল্লতাত সহোদর-দ্বয়ের সহিত পৃথক হইয়া পড়েন এবং বহুবাজারের দোকান হইতে সন্তানগুলিকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে থাকেন। ভূতনাথ বাবু প্রথমে খাঁটুরার স্কুলে বাঙ্গালা পড়েন এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া হেয়ারস্কুলে পরে হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন, এবং এণ্ট্রেন্স ও এফ-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্‌সি কলেজ হইতে ইনি বি, এ, পাস করেন। ভূতনাথ বাবুর মাতৃকুল চিরকাল ধনবান বংশ বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি ছিল।

৺মঙ্গলচন্দ্র পাল মহাশয় স্বর্গীয় রামচন্দ্র কোঁচ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৺রামচন্দ্র কোঁচের অন্যান্য কন্যাদিগের মধ্যে ইঁহার স্ত্রী এই কন্যাকেই অর্থাৎ ভূতনাথ বাবুর মাতাকেই অধিক স্নেহ করিতেন। মৃত্যুকালে ইনি এই কন্যাকে অনেক টাকা, গহনা ইত্যাদি দিয়া যান। ১২৭৩ কিম্বা ৭৪ সালের ফাল্গুন মাসে মঙ্গলচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ভূতনাথ ও তাঁহার ভ্রাতাগণ বাল্যাবস্থায় অবিভাবক-শূন্য হইয়া পড়েন। মাতুল স্বর্গীয় সৃষ্টিধর কোঁচ এই সময় ইহাদের স্বপরিবার-ভুক্ত করিয়া, ইহাদের পিতৃদত্ত দোকান তুলিয়া দেন এবং নিজব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে থাকেন। স্বর্গীয় সৃষ্টিধর কোঁচের অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, ধনে-পুত্রে ইনি লক্ষ্মীলাভ করিয়াছিলেন। দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে ইনি কহীনূর সদৃশ ছিলেন। তাহার জীবন-বৃত্তান্ত মহাজন-বন্ধুর ১ম ভাগ, ১৩১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। এই মহাপুরুষের ব্যবসায়ী বুদ্ধি এবং ইহার উপদেশের অনেক ছায়া ভূতনাথ বাবুর মধ্যে দেখা গিয়াছে। সৃষ্টিধর বাবুর অনেক কারবার ছিল। চিনিপটিতে ৪।৫ খানা দোকান ছিল। চিনি-পটীর এক দোকানে ৺রাজকুমার দাস নামক একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর মৃত্যু হওয়াতে ৺ভূতনাথ বাবুর দ্বিতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল পাল মহাশয়কে সেই পদে নিযুক্ত করেন। ভূতনাথ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়কে তিনি তাঁহার খিদীরপুরের কারবারের কর্ত্তৃত্বের ভার দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণহরি পাল মহাশয়কে সৃষ্টিধর বাবু এইভাবের তেমন কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন নাই। ভূতনাথ বাবু বি, এ, পাস করিয়া কটক রাভেন্‌সা কলেজের অধ্যাপক হইবেন বলিয়া চেষ্টা করেন, এবং চাকুরীও পাইয়াছিলেন, কিন্তু মাতুল সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয় ইহা জানিতে পারিয়া অমত করেন। তৎপরে ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্টরী পরীক্ষা দিয়া তাহাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সৃষ্টিধর বাবু ইহাতেও অমত করেন। তিনি বলিতেন "এদেশী ব্যবসায়ীরা এ পর্য্যন্ত ভালরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কেহই এ কার্য্য করেন না। ইংরাজী শিখিয়া তাঁহারা উকিল,ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, মাষ্টার হন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা করিয়া ব্যবসায়ী কেহই হয়েন নাই, আমি তোমাদের (ইহার অপর এক ভগ্নির পুত্রকে ইনি বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন ; তাঁহার নাম ৺রাসবিহারী চেল।) বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াইয়াছি, ব্যবসায়ী করিবার জন্য।" "তবে আমাদের কাজ দিউন" বলিয়া ভূতনাথ বাবু এবং রাসবিহারী বাবু মামাকে ধরিয়া বসেন। দয়ার সাগর মাতুল ইঁহাদের ৺রামগোপাল পালের

নিকট যাইতে আদেশ করেন এবং বলিলেন "তোমরাত কোন কাজ জান না, রামগোপাল পাটের কাজ জানেন, উল্টাডিঙ্গির সুবিখ্যাত মহাজন স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র দত্তের (ইঁহারও জীবনী মহাজনবন্ধুতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে) সহিত গত বৎসর রামগোপাল বাবু মাসিক ১০০৲ বেতনে পাটের কাজ করিয়া প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছিলেন। হরিশ বাবু যখন একাজে নামেন, তখন তিনি বলেন, "রামগোপাল, তুমি এখন মাসে একশত টাকা বেতনে থাক, যদি লাভ করাইতে পার, তোমাকে অংশ দিব।" এখন লাভ হইয়াছে। তিনি রামগোপালকে অংশ দেন নাই বলিয়া, রামগোপাল মনের দুঃখে বাড়ী বসিয়া আছে, এই সুযোগে তোমরা গিয়া তাঁহাকে কল্যই ধরিয়া আমার নিকট আন, আমি পাটের কাজের অবস্থাটা বুঝিব।"

ইহারা ৺রামগোপাল বাবুকে পরদিনই মাতুলের নিকট উপস্থিত করিলেন। রামগোপাল বাবুর সহিত হরিশ বাবুর মনান্তর হইতেছিল, হরিশ বাবুর গোষ্ঠী বৃহৎ ; তাঁহাদের মতামত বৃহৎ ; অতএব আমাদের বংশে অন্য কাহাকেও অংশী-দার করা অভিপ্রেত নহে, আপনি বরং বেতন অধিক লইয়া কাজ করুন, এইরূপ ভাবে হরিশ বাবু, রামগোপাল বাবুকে পত্রও দিয়াছিলেন। অতএব রামগোপাল বাবু সৃষ্টিধর বাবুকে পাটের কাজের জন্য প্রবল উৎসাহ দিলেন, এবং পরদিন হইতে ক্রমাগত তিনি স্ব-ইচ্ছায় সৃষ্টিধর বাবুর নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয় খুব বিজ্ঞ ধনী ছিলেন, এবং এদেশী ভাল ব্যবসায়ী মাত্রেরই এই সংস্কার যে, যে কোন কাজ করিয়া উহা উঠা-ইয়া দিলেই তাঁহার পসারের ক্ষতি হয়। বাস্তবিক এ সংস্কারের মূলে সত্য নিহিত আছে, "অমুকের বিষয় কমিয়াছে, নচেৎ সে একাজ তুলিয়া দিল কেন" ? এই বদ্‌নাম বাজারে প্রকাশ হইলে, তাঁহার ঋণ পাওয়া দুষ্কর হয়, তিনি যতবড় ব্যবসায়ী হউন, অপরের নিকট প্রায় কর্জ্জ লইতেই হয়। সৃষ্টিধর বাবু সাত পাঁচ ভাবিয়া একদিন রামগোপাল বাবুকে কহিলেন, "হরিশ বাবু যদি বলেন, তবে আমি পাটের কাজ করিব।" রামগোপাল বাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও হরিশ বাবুর নিকট গিয়া এই সকল কথা বলিলেন, সদাশয় হরিশ বাবুও সরলমনে সৃষ্টিধর বাবুকে পাটের কাজ করিতে উপদেশ দিলেন। কেবল উপদেশ নহে, ইনি নিজের কাজ বাঁচাইয়া স্বহস্তে ভূতনাথ বাবু এবং রাসবিহারী বাবুকে পাটের কাজে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন। ইহার ফলে, ১২৮৯ সালে "চেল এণ্ড পাল" নামে সৃষ্টিধর বাবু পাটের কাজ আরম্ভ করিলেন। ক্রিস্তি কাগজে প্রকাশ রহিল,

"চেল" অর্থাৎ রাসবিহারী চেল এবং "পাল" অর্থাৎ ভূতনাথ পাল এবং রাম-গোপাল বাবু রহিলেন। রামগোপাল বাবুও খাঁটুরার পাল-বংশের সুসন্তান, ইনিও স্বীয় প্রতিভায় অনেক বড় বড় কাজ করিয়া আসিয়াছেন; প্রতিভা খুলিলেও ইহার অদৃষ্ট খুলে নাই।

১২৮৯ সালে ভূতনাথ বাবু কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, সেই সঙ্গে আর এক জনও প্রবেশ করিলেন রাসবিহারী বাবু! উভয়ের এক বিদ্যা, এক কর্ম্মক্ষেত্র, উভয়ে এক অংশীদার। তবু ইহার ভিতর হইতে ভূতনাথের দীপ্তি ছুটিয়া চলিল। যে বালক বিদ্যালয় হইতেই সকল বালকের উচ্চে নম্বর রাখিয়াছে, যে প্রতি-ভায় তিনি প্রত্যেক পাসের পর বৃত্তি পাইয়াছেন, সে স্বভাবের সঙ্গে রাসবিহারী বাবুর স্বভাব মিলিবে কেন? ভূতনাথ সকলের হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া সব সে একা করিবে, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিল। রাসবিহারী বাবুকে আপিসের শীতল ছায়ায় টানাপাখার বাতাসে বসাইয়া রাখিয়া, নিজে রৌদ্রে রৌদ্রে ঘুরিয়া সব কাজ তিনি করিতেন। প্রাতেঃ উঠিয়া হাটখোলায় পাট ক্রয় করা, ১০ টার সময় আহার করিয়া আপিসে গিয়া তাহা বিক্রয় করা এবং সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া উহার জমাখরচ করা, এই সব কাজ ভূতনাথের একচেটিয়া হইল। রাসবিহারী বাবু যে পশ্চাতে পড়িলেন, ইঁহার দৌড়ের নিকট পরাস্ত হইলেন, তাহা তিনি বোধ হয় শেষে বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও ভূতনাথ যশস্বী হইলেন না, প্রতিবৎসর একাজে ক্ষতি হইতে লাগিল। মাতুল অতুল সম্পত্তিশালী, তাই ক্ষতি দিয়াও কাজ রাখিয়াছিলেন। আশা ছিল, এ বৎসরে হইল না, আগামী বৎসর লাভ হইবে; আগামী বৎসরেও ক্ষতি হইল, আচ্ছা কর, এইবার হইবে; এই আশায় আশায় সাত বৎসর ক্ষতি হইল। ১২৯৫ সালে দেখা হইল, এই সাত বৎসরে পাটের কাজে প্রায় লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ৺রামগোপাল পাল এখনও ছিলেন। ভূতনাথ বাবু এইবার বলিলেন "আমি আর কাজ করিব না, আমরা গরীব লোক, লাভ হইলে খাইতে পারি, কিন্তু ক্ষতি হইলে কোথা হইতে এত টাকা দিব।" সৃষ্টিধর বাবু বলিলেন "এই সাত বৎসরে তোমাদের পাটের কাজে শিক্ষার খরচ লক্ষ টাকা হইল। ইহা আমি মনে ভাবিতেছি, যে বিদ্যা শিক্ষা করিতে লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, সে বিদ্যায় নিশ্চিতঃ তদপেক্ষা আরও বেশী আয় হইবে। তোমাদের আর একটা কথা বলি; যাহারা ইহা মনে করিয়া কাজ করে যে, হয় একশত টাকা পাইব, না হয় একশত টাকা ক্ষতি দিব, তাহাদের জীবন ঠিক ঐ ১০০ টাকার

মধ্যে থাকিয়া যায়, ইহারা মুদীখানার ব্যবসায়ী। আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বলেন "হয় হাজার টাকা পাইব, না হয় হাজার টাকা দিব, ইঁহাদের জীবন হাজার টাকার মধ্যে থাকিয়া যায়। তোমরা এই শ্রেণীর মহাজন। ৭ বৎসর কাজ করিয়া ক্রমে ক্রমে তোমাদের লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে; এইবার তোমরা উহাপেক্ষা বড় কাজ কর। মনে সংকল্প কর, হয় লক্ষ টাকা পাইব, না হয় লক্ষ টাকা ক্ষতি দিব। কোমর বাঁধ! প্রবল দুর্ভাবনা মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করাও। বড়লোক সহজে হওয়া যায় না, লক্ষ ভাবনা ভাব! লক্ষ লইয়া খেলা কর, লক্ষ লাভ হইবে। হতাশ হইও না, এখনও আমি তোমাদের পশ্চাতে রহিয়াছি। আমার মান-সম্ভ্রম তোমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকাকে দুই চারি টাকা বোধে খাটাইতে থাক। তোমাদের স্বভাব অতি সুন্দর দেখিয়া আমি একথা বলিতেছি। মদ্য, বেশ্যা প্রভৃতি অনাচার তোমাদের ভিতর নাই, অতএব ভগবান কেন তোমাদের অর্থ দিবেন না! তাঁহার নিকট দিবারাত্রি কেবল কর্ম্ম ও অর্থ চাও, নিশ্চিত তিনি তাহা দিবেন। এই সকল উপদেশ এবং উৎসাহ পাইয়াও ভূতনাথ বাবু বলিলেন "আমি আর পাটের কাজ করিব না।" মা বলিয়াছেন "রামগোপাল বাবুর অদৃষ্ট ভাল নয়, উঁহাদের অনেক বিষয় ছিল, কিন্তু উঁহাদের অদৃষ্টক্রমে তাহা নাই। তোদের অদৃষ্টে অনেক পয়সা আছে; আছে কি না আছে, তাহা জানিতে পারিতেছি না—ঐ রামগোপালের জন্য! উনি থাক্‌লে তুই আর কাজ করিস্ নে!" ভূতনাথ বাবু ইংরাজী বিদ্যায় সাহেব হইলেও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন; শিরে টিকি, গলায় মালা ছিল এবং তিনি ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন। ব্যবসায়ী-বীর সৃষ্টিধর বাবু কিছুতেই ভূতনাথের মন হইতে এই কথা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। ভূতনাথের "গোঁ" বড় সর্ব্বনাশের ছিল, শেষ জীবন পর্য্যন্ত আমরা এই স্বভাব তাঁহাতে দেখিয়াছি। "গোঁয়ে" সময়ে সময়ে খুব উপকারও হইয়াছে, আবার সময়ে সময়ে যথেষ্ট অপকারও হইয়াছে। অগত্যা সৃষ্টিধর বাবু রামগোপাল পালকে সরাইলেন। রামগোপাল একেবারে অংশচ্যুত হইয়া গেলেন, কি থাকিলেন, তাহাও এখন অপ্রকাশ্য রহিল, কিন্তু রাসবিহারী বাবুর অংশ রহিল।

এইবার ভূতনাথ বাবু অতি যত্নে, খুব সন্তর্পণে খরচা কমাইয়া, কাজ করিতে লাগিলেন, এমন কি এই বৎসর ইনি পাট পাট করিয়া সহর-ছাড়া হইয়া শিলিগুড়ি হইতে ১২ ক্রোশ দূরে কালিয়াগঞ্জ নামক স্থানে পাটের মোকাম

খুলিয়া নিজে তথায় গিয়া বাস করিলেন। মোকামে গোমস্তা হইলেন। তথা হইতে কেবল পত্র দ্বারা কলিকাতার আফিসের কাজ চালাইতে লাগিলেন। এই কঠিন পরিশ্রমে ভূতনাথ তথায় মরণাপন্ন রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন; কিন্তু রোগের সংবাদ কলিকাতায় দিলেন না। পত্রাদি আসা বন্ধ হইল দেখিয়া স্বষ্টিধর বাবু তথায় লোক পাঠাইলেন। সেই লোক গিয়া ভূতনাথ বাবুর কঠিন রোগের সংবাদ দিল। রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর তথাকার জমীদার ছিলেন, তাঁহার তখনকার নায়েব ছিলেন শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইঁহার সেবা-সুশ্রুষায় সে যাত্রা ভূতনাথ বাবু জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ শেষ জীবন পর্য্যন্ত গোপাল বাবুর সহিত ইঁহার অভিন্ন আত্মা ছিল। গোপাল বাবুও নায়েবী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ইঁহার সহিত পাটের কাজ করিয়াছিলেন। এখন পুনরায় নায়েবী করিতেছেন। যাহা হউক, এই বৎসর ভূতনাথ বাবু পাটের কাজে ৯৫ সহস্র টাকা লাভ করেন। মাতুলের ঋণ লক্ষ টাকা ক্ষতির মধ্যে এই এক বৎসরে ইনি ৯৫ সহস্র টাকা শোধ দেন। ইহা ১২৯৬ সালের কথা। এই বৎসর হইতে ভূতনাথ বাবু ব্যবসায় কার্য্যে পা'য়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন।

১২৯৭ সালের প্রারম্ভে স্বষ্টিধর বাবুর সহিত ভূতনাথ বাবুর এই বন্দোবস্ত হইল যে, পাটের কাজে লাভ তিন অংশ হইবে,—এক অংশ স্বষ্টিধর বাবু, এক অংশ ভূতনাথ বাবু এবং অপর অংশ রাসবিহারী বাবু পাইবেন; ইহা ভিন্ন দশ হাজার টাকা লাভের উপর ভূতনাথ বাবু কমিসানি স্বরূপ হাজার টাকা পাইবেন। এ বৎসরও ভূতনাথ বাবু খুব জোরে কার্য্য চালাইলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী ভূতনাথের উপর বড়ই সদয়া। এই বৎসর মাতুলের পূর্ব্বের ক্ষতি যাহা ছিল, তাহার সমুদয় উঠিয়া গেল, এমন কি ভূতনাথ বাবু উহার ব্যাজ পর্য্যন্ত সমুদয় শোধ দিয়া লাভ করিলেন ৬৪৷৷০ হাজার টাকা; এই ৬৪৷৷০ হাজার টাকার মধ্যে ৪২ হাজার টাকা তহবিলে মজুত এবং ২২৷৷০ হাজার টাকার বিল ছিল। ৪২ হাজার টাকা তিন অংশ হইলে ভূতনাথ বাবু পাইলেন ১৪ হাজার এবং কমিসনি ১০ হাজারে ১ হাজার হিসাবে ৪০ হাজার টাকা লাভের কমিসনি পাইলেন ৪ হাজার, ভূতনাথ বাবু মোট ১৮ হাজার টাকা পাইলেন, আর ২২৫০০৲ টাকার বিল আদায় হইলে অংশ হইবে বলিয়া তাহা ক্যাসে রহিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চিনিপটীর যে দোকানে রাজুদাস ম্যানেজার ছিল, তাঁহার অবর্ত্তমানে ইহার তৃতীয় ভ্রাতা বাবু জয়গোপাল পাল মহাশয় সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। সেই দোকানে রাজুদাসের

পূর্ব্বেও অনেকে ম্যানেজার হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহাতে লাভ করিতে পারেন নাই। কমলার কৃপায় জয়গোপাল বাবু এই বৎসর সেই ফারমে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা লাভ করেন। কিন্তু স্বষ্টিধর বাবুর সহিত অংশের গোলযোগ হওয়াতে ইনি এই বৎসর হইতে মাতুল-সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। ভূতনাথ বাবু দেখিলেন, এক ভ্রাতা সরিয়া দাঁড়াইল, তখন ইঁহাদের ভায়ে ভায়ে অভিন্ন মিলন—এক আত্মা ছিল। এই কারণেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, ভূতনাথ বাবু ঐ ১৮ হাজার টাকা লইয়া ভ্রাতার সহিত মিলিত হয়েন, এবং উভয়েই মাতুলের সহিত কাজের সংস্রব এই বৎসর হইতে পরিত্যাগ করেন। ২২ হাজার ৫ শত টাকার যে বিল ছিল, তাহা আদায় হইল, উহা তাঁহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ পাল মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত রহিল। নিকাশ প্রকাশ হয় না দেখিয়া স্বষ্টিধর বাবু সেই রামগোপাল পালের দ্বারা হাইকোর্টে তিন নামে অর্থাৎ স্বষ্টিধর কোঁচ, রাসবিহারী চেল ও ভূতনাথ পাল এই তিন নামে এক নালিস রুজু করেন যে, "রামগোপাল বাবু বলিতেছেন, আমার সহিত এ পর্য্যন্ত অংশ নিষ্পত্তি হয় নাই, আমি উক্ত কর্ম্মের অংশীদার, অতএব আমি টাকা পাইব।" শেষে ইঁহারা হাইকোর্ট হইতে সালিশি নিষ্পত্তি করাইয়া এই মোকর্দ্দমা ধনকুবের, জমিদার ও মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীলাল সিংহ এবং শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল খাঁ মহোদয়দ্বয়ের নিকট উঠাইয়া আনিলেন। ইঁহারা রসিদ দিয়া অম্বিকা বাবুর নিকট হইতে ২২৫০০৲ টাকা লইয়া এই মোকর্দ্দমার বিচার করিয়া দিলেন। ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় রামগোপাল বাবুকে ২।৩ হাজার টাকা দিয়া মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইয়াছিল।

ভূতনাথ বাবু ১২৯৮ সালে উক্ত ১৮ হাজার টাকা মূলধন লইয়া নিজে পাটের কাজ আরম্ভ করিলেন। জয়গোপাল বাবুও নিজে চিনির কারবার করিতে লাগিলেন। ভূতনাথ বাবুর ভাগ্যলক্ষ্মী আবার বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। কার্য্যে সুবিধা হইল না, মূলধন নষ্ট হইয়া গেল, হতাশ হইয়া পড়িলেন। মাতার নিকট টাকা ছিল, তিনিও এ সময় অর্থ সাহায্য করিলেন, এবং জয়গোপাল বাবুও ভূতনাথ বাবুকে এ সময় যথেষ্ট অর্থ সাহায্য এবং উৎসাহ দিয়া পুনরায় পাটের কাজে নামাইলেন। বোধ হয়, এই সময় বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া ইঁহার সহিত পাটের কাজে যোগ দিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা খগেন্দ্র বাবুও এ সময় ভূতনাথকে কিছু অর্থ সাহায্য করেন। ৩।৪ বৎসর পরে ভূতনাথ বাবুর অদৃষ্ট পুনরায় সুপ্রসন্ন হইল। ভূতনাথ বাবু নিজেই

বলিতেন "আমার অসময়ে যে যাহা দিয়া ছিল, তাহার অনেক বেশী সকলেই লইয়াছেন; কিন্তু মার ঋণ শোধ হয় নাই, তাহা এ জন্মে শোধ হইবে না।"

তৎপরে ইনি নিজে অনেকগুলি পাটের মোকাম করিয়াছিলেন। স্বকৃত উপায়ে বেলার হইয়াছিলেন। ডাণ্ডীতে বৎসর বৎসর ৭৫।৮০ হাজার টাকা কমিশনি দিয়া তিনি নিজে এখান হইতে পাটের বেল পাঠাইয়া বিক্রয় করিতেন। কলিকাতায় পাটের বেল খরিদ-বিক্রয় করিতেন। রামকৃষ্ণপুরে তাঁহার চাউলের সুবৃহৎ কল, লঞ্চ, বোট, ভড় ছিল। তিনি কটক, বালেশ্বর, গঞ্জাম বহরমপুর, গেঁওখালি প্রভৃতি স্থানে মোকাম খুলিয়াছিলেন। প্রায় হাজার লোক প্রতিপালন করিতেন। এমন জিনিষ নাই যে, ভূতনাথ বাবু ইদানিং তাহার ব্যবসা করেন নাই। অন্ন দিতে কাতর ছিলেন না। প্রতি বৎসর ইঁহার সংসার খরচ হইত ৭২ হইতে ৭৫ হাজার টাকা। তিনি ১৩০৯ সাল হইতে তাম্বুলিসম্মিলনী সভা করিয়া নানাদলে বিভক্ত ৮২ হাজার তাম্বুলি একত্র হইবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। নিজের এক কন্যার বিবাহ অন্য থাকে দিয়া গিয়াছেন। দরিদ্রদিগকে অনেক টাকা প্রকাশ্যে এবং গোপনে দান করিতেন। জীবনে কখন কোন নেশা করেন নাই—তামাক পর্য্যন্ত খান নাই। জন্মাবধি তিনি কখনও থিয়েটার দেখেন নাই এবং গল্পের বই পড়েন নাই, কিন্তু সাহিত্যের উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। সময় পাইলেই ষ্টেটস্‌ম্যান পড়িতেন। তাম্বুলি-সমাজ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি "মহাজনবন্ধু"র একরূপ সৃষ্টিকর্ত্তাই ছিলেন। ইহাতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সাহিত্য-পারিষদের মেম্বর ছিলেন। তাম্বুলিসভার প্রাণ ছিলেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত যাহার নিকট টাকা পাইবেন, সে তাহা না দিলে তজ্জন্য জীবনে কখনও কাহার নামে নালিশ করেন নাই। লোক-অত্যাচার তিনি খুব সহ্য করিতে পারিতেন। ইদানিং কাজের লাভ-লোকসানে হতাশ হইতেন না। সর্ব্বদা হাস্যবদনে ছিলেন। সময়, এডুকেশন গেজেট, উড়িয়া ও নবসংবাদ ও প্রবাসীতে ইঁহার জীবনীর বিষয় সময়ে সময়ে লেখা হইয়াছে। তাম্বুলি-সমাজ ইঁহার অভাবে কাঁদিতেছে। শত শত লোকের অন্ন উঠিল, তাহারাও কাঁদিতেছে। আমরাও ইহার জন্য শোকে অধীর হইয়াছি। কর্ম্মবীর ভূতনাথ তাম্বুলিদিগের নিকট অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। স্বর্গে গিয়া তাঁহার আত্মা বিশ্রাম করুক, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের উপস্থিত প্রার্থনা।

মহাজনবন্ধু, মাসিক-পত্র।
৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সাল।

ভারতে কয়লার খনি।

প্রতি বৎসরই আমাদের দেশে খনিজ ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি হইতেছে এবং অনেক খনির স্বত্বাধিকারী প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। ১৯০৪ অব্দের ভূতত্ত্ব বিবরণীতে মিঃ হল্যাণ্ড খনি সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা বেশ আশাপ্রদ। দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি প্রচুর পরিমাণে শস্তা কয়লা প্রভৃতি ইন্ধনের উপর নির্ভর করে। বোম্বাই প্রদেশে বাঙ্গালার ন্যায় কয়লার খনি থাকিলে তথাকার কল-কারখানাগুলি আরও উন্নতি করিতে পারিত এবং অধিক লাভবান হইত। বোম্বাইতে ভারতের কয়লা ভিন্ন ইংলণ্ড ও জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা আমদানি হয়। পঞ্জাবের অবস্থাও তদ্রূপ। তথায় একমাত্র ড্যাণ্ডোট নামক স্থানে উল্লেখযোগ্য কয়লার খনি আছে। কিন্তু তাহাতে রেলওয়ের জন্য যে পরিমাণ কয়লা আবশ্যক, তাহাই পাওয়া যায় না। কাজেই বাধ্য হইয়া পঞ্জাবের জন্য বঙ্গদেশ হইতে কয়লা আমদানি করিতে হইতেছে। যে কয়লা বাঙ্গালার খনিতে ২৷৷০ টাকা ৩৲ টন্ বিক্রয় হয়, তাহা পঞ্জাবে ১৪৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, বোম্বাই ও পঞ্জাবের কল-কারখানাগুলি কয়লার অভাবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

এমত অবস্থায় জম্মুতে যদি কয়লার খনির কারবার চলে, পঞ্জাবের কল-কারখানাগুলির অনেক অসুবিধা দূর হইতে পারে। সুখের বিষয় এই, কাশ্মীর-দরবার কয়লার খনি আবিষ্কারের জন্য যথোচিত যত্ন ও অর্থব্যয় করিতেছেন। ১৯০৩ অব্দে ভূতত্ত্ব-বিভাগের মিঃ সিম্‌সনকে জম্মুর পাহাড়গুলি পরীক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। তৎপরে খনিবিদ্যায় পারদর্শী জাপান-প্রত্যাগত মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায় তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হন। জম্মুর কয়লা অধিকাংশ স্থলেই ভূমিকম্প প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ উৎপাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উক্ত কয়লা ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে কলের চাপে শক্ত ইষ্টকাকারে পরিণত করিতে হইবে। তাহাতে যথেষ্ট ব্যয়বাহুল্যের সম্ভাবনা। কাশ্মীরের অন্তর্গত লাড্ডার কয়লার ইষ্টক উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রেলওয়েতে পরীক্ষা করিয়া আশাপ্রদ ফল পাওয়া গিয়াছে। লাড্ডার কয়লা-

ক্ষেত্রে ন্যূনাধিক ৩৭৷৷০ লক্ষ টন কয়লা আছে। তথাকার কয়লা মোটের উপর বঙ্গের কয়লা অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে।

কাশ্মীরের কোন কোন কয়লাতে কোক্‌ও তৈয়ারী হয়। নাম্মাতে ১০ হইতে ১২ ফিট পুরু কয়লার স্তর পাওয়া গিয়াছে। আঞ্জিনালার কাছেও কয়লা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা বিশেষ কার্য্যোপযোগী নহে। এই কয়লাক্ষেত্র জম্মুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩০।৪০ মাইল দূরে। খনি হইতে কয়লা এত দূরে বহন করাও কম ব্যয়সাধ্য নহে; পাহাড় অঞ্চলে রেল তৈয়ারী করিতেও ৩০।৪০ লক্ষ টাকার কম খরচ হইবে না। এত টাকা মূলধন কয়লার ব্যবসায়ে খাটাইলে লাভের আশা খুব কম। তবে জম্মু সহর হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত রেলবর্ত্ম নির্ম্মাণের প্রস্তাব চলিতেছে; এই রেললাইন উপরোক্ত কয়লা ক্ষেত্রের সন্নিকট দিয়া গেলে, কার্য্যারম্ভের সম্ভাবনা আছে।

বঙ্গদেশে রাণীগঞ্জের কয়লাক্ষেত্র ও খনি বহু পুরাতন এবং এখনও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কয়লা উৎপাদন করিতেছে। ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্র অতি অল্পকাল মধ্যেই ভারতের খনিসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং কালে যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, এমতও আশা করা যায়। এই সকল খনির কোম্পানী প্রভূত লাভবান হইতেছে। যদিও আজকাল ভারতে কয়লার বাজার 'মন্দা', তবুও ঝরিয়ার কয়লার ব্যবসায়ে অনেকে শতকরা ৩০৲ ৪০৲ টাকা লাভ করিতেছেন।

কুল্পীর বরফ।

কলিকাতার ফিরিওয়ালারা এই ব্যবসায় করে। ভালমন্দ হয় না। যে সকল দেশে বরফ পাওয়া যায় না, তথায় এই ব্যবসায় চলে না। গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় /১ সের বরফ দুই পয়সায় পাওয়া যায়। /৫ সের বরফ দশ পয়সা; এক পয়সার লবণ, দুই পয়সার দুধ, এক পয়সার নেবু, এক পয়সার ক্ষীর, একটী বড়তোলো হাঁড়ি ছয় পয়সা, একখানা সরা এক পয়সা, ময়দা এক পয়সা, মোট ।/১৫ তেইশ পয়সা মূলধন, ইহা ভিন্ন টীনের কতকগুলি কুপী প্রয়োজন হয়; এক শত কুপী প্রস্তুত করাইলে বহুদিন

চলে। টীনের কারখানায় ছিট্ ছাট্ টীন দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়, দেড় টাকা দিলে ১০০ শত কুপী পাওয়া যায়। কুপীর আকৃতি পানের খিলীর মত, মুখে ঢাক্‌নি আছে।

কুপীগুলির ভিতর কোনটীতে কেবল দুধ, কোনটীতে কেবল ক্ষীর, কোনটীতে কেবল নেবুর রস জলে গুলিয়া সেই জল পুরিয়া ঢাক্‌নি বন্ধ কর। এইরূপ ১০০ শত কুপীতে দুধ জল, ক্ষীর জল দিয়া ঢাক্‌নি আঁটিয়া, ময়দা জলে গুলিয়া রুটী তৈয়ারীর মত করিয়া ময়দা মাখিয়া, উহা দ্বারা ঢাক্‌নির ফাঁক বন্ধ কর; প্রত্যেক কুপীর এক কুপী কানায় কানায় যেন দুধ ইত্যাদি পূর্ণ থাকে। ফাঁক বা জোড়ের মুখ ময়দা-মাখা দিয়া আঁটিয়া দাও, যেন কিছুতেই উহার ভিতরে বাতাস না যাইতে পারে।

এইবার /৫ সের বরফকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল। হাঁড়ির তলদেশে এক প্রস্থ খণ্ড খণ্ড বরফ রাখ, পরে উহার উপর একপ্রস্থ ঐ কুপীগুলি সাজাও। এই কুপীগুলির উপর আবার একপ্রস্থ বরফখণ্ড দাও, আবার ঐ কুপীগুলি সাজাও, ইহার উপর আবার একপ্রস্থ বরফখণ্ড দাও, এইরূপ স্তরে স্তরে বরফ ও কুপীগুলি সাজাইয়া হাঁড়ী পূর্ণ কর। এক হাঁড়ি কানায় কানায় বরফ ও কুপী দিয়া এক পয়সার লবণ ছড়াইয়া দাও এবং সরা ঢাকা দিয়া ময়দা-মাখা দ্বারা হাঁড়ী ও সরার মুখ আঁটিয়া দাও, যেন ফাঁক না থাকে, হাঁড়ীর ভিতর বাতাস না যায়। এইবার হাঁড়ীটী কাপড়, গামছা বা কম্বল জড়াইয়া অন্ধকারময় শীতল স্থানে অন্ততঃ ৪ ঘণ্টা রাখিয়া দাও। তাহা হইলেই প্রবল শৈত্য পাইয়া কুপীর ভিতর জল জমিয়া যাইবে। এক হাঁড়িতে এক শত বড় কুপী ধরে না, ৫০টা ধরিলেও এবং সকলগুলি যে ভাল জমে, তাহাও নয়; না জমিলে অন্ততঃ ২৫টা জমিলেও উহার প্রত্যেকটী দেড় আনা বা এক আনায় ফিরিওয়ালারা বিক্রয় করে। তাহা হইলে ২৫টা এক আনা হিসাবে ১৷৷/০ আনা হয়, মূলধন ।/১৫ তেইশ পয়সা বাদ দিলে ১৷/৫ এক টাকা তের পয়সা লাভ থাকে। প্রত্যহ সমুদয় বিক্রয় না হইলে ক্ষতি হয়, ক্ষতি হইলেও ত্রিশ দিনে ৩০৲ টাকার স্থলে ১৫৲ টাকা একটা লোকে এই ব্যবসায়ে ফিরি করিয়া পাইয়া থাকে। ইহা বৈকাল বেলা হইতে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত কলিকাতায় বিক্রয় হয়। আমার একটা চাকর সমস্তদিন কাজ করিয়া, বৈকালে ইহা ফিরি করিতে বাহির হইত। সে আমাদের সম্মুখে ইহা প্রস্তুত করিত। মেদীপাতা, বেলফুল, কুল্পীর বরফ ফিরি করিতে করিতে ক্রমে থালা, ঘটী মাজা

চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া, কাপড় ফিরি আরম্ভ করে, এবং বৈকালে ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করে। ক্রমে তাহার উন্নতি হইতেছিল। তাহার দেশ মেদিনীপুর জেলায়। এখন শুনিতে পাই, সে দেশে গিয়া, কাপড়, বেনেমসলা এবং ময়দা, ঘৃত, চিনির দোকান করিয়াছে। শ্রীঃ—

ভদ্রকে ব্যবসায়।

উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর জেলায় ভদ্রক নামে একটী সবডিবিসন্ আছে। ইহা বি, এন্ রেলওয়ের উপর অবস্থিত। হাবড়া হইতে ১৮২ মাইল ব্যবধান। রাত্রি ১০টা ২৩ মিনিটের মান্দ্রাজ-মেলে তৃতীয় শ্রেণীর মাশুল ২।৵০ দিয়া গাড়িতে উঠিলে পরদিন প্রাতে ৫টা ৩৯ মিনিটের সময় এখানে পৌঁছান যায়। ভদ্রকে যাইবার আর একখানি গাড়ি আছে, তাহা হাবড়া হইতে পুরী গমন করে। এই গাড়িতে বেলা ১০টা ২৩ মিনিটের সময় রওনা হইলে রাত্রি ৯টার সময় সেখানে পৌঁছিতে পারা যায়। ষ্টেসন হইতে ভদ্রক সবডিবিসন্ প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। গোযান অথবা পাল্কি করিয়া এই পথটুকু গমন করা যায়। গোযানের ভাড়া ।৵০ হইতে ॥০, ও পাল্কি ৸৵০। অশ্ববান ভাড়া আদৌ পাওয়া যায় না। ষ্টেসন হইতে আসিবার পথে "শালিন্দি" নামে একটী ক্ষুদ্রনদী পার হইতে হয়। বৎসরে ৪।৫ মাস টোঙ্গা করিয়া পার হইতে হয়। বাকী সময় নদীতে অতি সামান্যই জল থাকে, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। নদী পার হইয়াই ভদ্রকের "নূতন বাজার"। এখানে সামান্য তরি-তরকারী ও মাছ, জলখাবার ইত্যাদি বিক্রয় হয় ও ভদ্রকের আদালতের মোকর্দ্দমাকারীগণ বাসা লইয়া থাকে। রেলরাস্তা খুলিবার পূর্ব্বেই এ বাজার খুব জমকাল ছিল ও পুরীযাত্রীগণ এখানে দলে দলে চাটিতে ও ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইত। এক্ষণে ধর্ম্মশালাটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ও চটিগুলি ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, রেল হইবার পূর্ব্বে এখানে সন্ধ্যাকালে সময়ে সময়ে কত রাজা ও মহারাজা হাতি, উট চড়িয়া আসিতেন ও কত সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। ধর্ম্মশালায় কতই আনন্দ হইত, সে আনন্দ এখন কিছুই নাই; ধর্ম্মশালা এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

নূতন বাজার (যাহাকে উড়িয়ারা "নোয়াবাজার" বলে) পার হইয়া হাঁসপাতাল, তাহার পর ডাকঘর ও শেষে স্কুল ও কাছারি। এখানে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন মুন্সেফ ও একজন সবডেপুটী আছেন, তিনজনই বাঙ্গালি। স্কুলটীতে এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়ান হয়। স্কুলটীর নিকট ডাক বাঙ্গালা।

শালিন্দি নদীটী সর্পগতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। ইহার উভয়কূলে অনেক গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলিতে প্রবাসী বাঙ্গালীরা ৫।৭।১০ পুরুষ যাবৎ বসবাস করিতেছেন। নদীর ধারে প্রসিদ্ধ গ্রামের মধ্যে আগড়পাড়া, কাউপুর, রাউদপুর, জানুগঞ্জ, ভদ্রক, কোঙাস, সান্থিয়া, গরদপুর উল্লেখযোগ্য ও ক্রমান্বয়ে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়টী ভদ্রক হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে দুইঘর বাঙ্গালি কায়স্থ জমিদার আছেন, তাঁহাদিগকে বংশ-পরম্পরায় দেশের লোকে "মহাশয়" আখ্যা দিয়া থাকে। বংশের যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনিই এই "মহাশয়" উপাধি পাইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমান "মহাশয়ের" অবস্থা এক্ষণে তত ভাল নহে।

ভদ্রকের জলবায়ু বিশুদ্ধ। এখানে কূপের জল ব্যবহৃত হয়। চারিদিকে খোলা মাঠ ও উত্তমরূপে ইতস্ততঃ বায়ু সঞ্চালিত। পুষ্করিণী বেশী নাই ও তাহাতে গাছের পাতা পচিতে পায় না বলিয়া ম্যালেরিয়া এখানে নাই। গরীব দুঃখীরা গাছের তলা ঝাঁট দিয়া শুষ্কপত্রগুলি লইয়া কাষ্ঠের জালরূপে ব্যবহার করে, এজন্য বাগান বাগিচার তলা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। শুষ্কপত্রগুলি পুড়াইয়া যে ছাই হয়, তাহার সহিত গোময় মিশাইয়া তাহারা সার-স্বরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহার করে।

এখানকার গ্রামগুলির দৃশ্য বড় মনোহর। নির্জ্জন পল্লীগ্রামের শান্তিপূর্ণ ভাব সদা বিরাজমান। ভদ্রকের ৫ মাইল দূরে শালিন্দী নদীর উপর ভদ্রকালী নাম্নী পাষাণময়ী কালী প্রতিমা আছেন। কিম্বদন্তী আছে যে, পুরাকালে দেবী ভদ্রকেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। যখন কালাপাহাড় উড়িষ্যায় আসিয়া হিন্দুদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংশ করিতে থাকে, সেই সময় দেবীর প্রতিমাকে ভদ্রক হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ভদ্রকালী হইতে অপভ্রংশ হইয়া স্থানের নাম ভদ্রক হইয়াছে। এখানে আরও কয়েকটী দেবতার বিগ্রহ আছেন, তন্মধ্যে "মদনমোহন জী" প্রসিদ্ধ। ইঁহাকে প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্থাপন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নামে প্রায় ৪০০।৫০০ বিঘা জমি দেবোত্তর করিয়া দিয়া গিয়াছেন ও দানপত্রের দ্বারা বংশের জ্যেষ্ঠকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। "মদনমোহনজীর" মন্দির

কান্থিয়া গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামে বিগ্রহ-স্থাপনকারী পণ্ডিত মহাশয়ের বংশীয় কয়েক ঘর বাঙ্গালী বসবাস করিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব এই কান্থিয়া গ্রামে মদনমোহনজীর মন্দিরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের কাঁথা এখনও এখানে আছে। হোরা পঞ্চমীর দিন চৈতন্যদেবের আগমন স্মরণার্থে এই কান্থিয়া গ্রামে একটী উৎসব হয়, সেই উৎসবের দিন "কাঁথা" দেখান হয়।

এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাও কম নহে, কয়েকটী মুসলমান জমিদার আছেন। কতলুখাঁর সময় হইতে ইঁহারা বসবাস করিতেছেন। মুসলমানেরা হিন্দিতেই কথা কহে, তবে সময়ে সময়ে উড়িয়াদের সঙ্গে উড়িয়াতেও কথা বলে।

এখানে তরিতরকারী ও ফলমূল ভাল পাওয়া যায় না। বিচিওয়ালা বেগুন, বিলাতি কুমড়া, কচু ও কাঁচকলা ব্যতীত অপর তরকারি বড় একটা পাওয়া যায় না। আলু শীতকালে পাওয়া যায়, গ্রীষ্মকালে বড় পাওয়া যায় না, সময়ে সময়ে আদৌ পাওয়া যায় না। মৎস্য প্রায় পাওয়া যায় না, সময়ে সময়ে ক্ষুদ্রমৎস্য বেশী মূল্যে পাওয়া যায়। চাউল, মহিষাঘৃত, কালিকড়াই, সর্ষপ, তিল এই সমস্ত বেশ পাওয়া যায় ও শস্তা। এরূপ শস্তা চাউল কোথাও দেখি নাই। সোনাখিলি বলিয়া একপ্রকার খুব সরু চাউল পাওয়া যায়, তাহা পৌষ, মাঘ মাসে এক টাকায় ১৭।১৮ সের পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। ভেড়া ও আঙ্কুড়া নামে সমুদ্রের ধারে দুইটী পরগণা আছে, সেইখানে অনেক মহিষ আছে ও তথায় ঘৃত প্রস্তুত হয়। চেষ্টা করিলে ভাল ঘৃত পাওয়া যায়, কিন্তু ঘৃত-ব্যবসায়ী পাইকারদিগের জন্য একেবারে বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া দুষ্কর। ভদ্রক হইতে ঘৃতের আড়োঙ "ভেড়া" প্রায় ১৯।২০ মাইল ব্যবধান। পথ বর্ষাকালে দুর্গম হয়। সময়ে সময়ে ঘৃত /১।৵ একসের ছয় ছটাক পর্য্যন্ত এক টাকায় পাওয়া যায়। পাঁচ পোয়া (৮০সিক্কা ওজন) প্রায়ই পাওয়া যায়। এই ঘৃত কলিকাতায় চালান দিলে বেশী লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই ও তত অধিক মালও পাওয়া যায় না। তবে ভদ্রক ও বালেশ্বরে বিক্রয় করিলে লাভ মন্দ হয় না; যেহেতু রেলে চুরি ও অত্যধিক মাশুল এড়াইতে পারিলে লাভ না হইবে কেন।

স্থানীয় উড়িয়ারা অতি নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি, তবে দুঃখের জ্বালায় মিথ্যা কথা কহে ও চুরি করে এবং অনেকে কলিকাতায় যাইয়া বেশভূষা করিতে শিখিয়া আসে।

ভদ্রক ও তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে প্রায় ১০০।১৫০ ঘর বাঙ্গালি তাঁতি আছে। তাহারা প্রায় বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ করিয়াছে; সামান্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষা সময়ে সময়ে বলিয়া থাকে। ইহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই কান্না আসে। সমস্ত দিন স্ত্রী-পুরুষে খাটিয়া চারি পাঁচ পয়সার বেশী রোজগার করিতে সমর্থ হয় না। অনেকের জমিজমা নাই, তাহাদের দিনান্তে একবেলা শাক ও ভাত অতিকষ্টে জুটে। ইহাদের খাটাইয়া লইতে পারিলে ও রকমারি পাড়ের সরু ধুতি ও ছিটের যান তৈয়ারি করিবার কারখানা কেহ করিলে বেশ লাভবান হইতে পারেন। ইহারা দুঃখের জ্বালায় বুদ্ধিহীন হইয়াছে। কি করিলে ভাল হয়, বুঝিতে পারেনা ও বুদ্ধি থাকিলেও অর্থাভাবে তাহা খাটাইবার উপায় নাই। কোন ভদ্রলোক যদি প্রথমতঃ দশটী (Fly-shuttle loom) তাঁত, যাহা ভদ্রকে প্রত্যেকটা ২০৲ টাকায় তৈয়ারী হইতে পারে, অর্থাৎ ২০০৲ টাকার তাঁত, সূতা ৫।৭ শত টাকার ও এক শত টাকার ঘর একখানা, মোট হাজার টাকা লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন, তবে নিম্নের হিসাব মত তাঁহার মাসিক ১০০৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

দেড় দিনে এক জোড়া কাপড় হইলে,

মাসে দশটী তাঁতে ২০০ জোড়া কাপড় বুনান যাইতে পারে।

২০০ জোড়া কাপড়ের সূতার মূল্য	২৫০৲
মজুরি জোড়া পিছু ।৵০ হিঃ	৭৫৲
মোট—	৩২৫৲
কাপড় বিক্রয় জোড়াপিছু ২৷৵০ হিঃ	৪২৫৲
লভ্য	১০০৲

এখানে চাউলের কারবার সুন্দররূপে চলে। কয়েকটী মাড়ওয়ারি কয়েক বৎসর চাউলের কারবার করিয়া বেশ দু'পয়সা সংস্থান করিয়াছে। ভদ্রক হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে রেলের লাইনের ধারে রাঙ্কিয়া নামক স্থানে চাউলের খুব আমদানী হয়। সেখানে খালে নৌকা করিয়া ও রাস্তায় গরুর গাড়ি ও বলদে করিয়া অনেক চাউল আমদানি হয়। সরু চাউল বড় জোর দুই টাকা দুই আনা পর্য্যন্ত মন ও মোটা চাউল (কাজ্‌লা, যাহাতে কিছু ধান মিশান আছে, যেগুলি খুব মোটা) তাহা দেড় টাকা মন বিক্রয় হয়। মাড়ওয়ারিরা নানারকমের চাউল ১৷৷০ হইতে ২৷৵০ মন কিনিয়া সকল রকম চাউল মিশাইয়া দুইমনি পাকা বস্তা বাঁধাইয়া গরুর গাড়ি করিয়া মাল ষ্টেসনে চালান দেয়।

উড়িয়া কয়ালদিগকে কিছু বেতন দিতে হয় না। তাহারা চাউলের বেপারিগণের নিকট হইতে বস্তাপাছু এক আঁচল করিয়া চাউল পায়, তাহাতেই তাহাদের যথেষ্ট হয়। রাঙ্কিয়া হইতে ষ্টেসনের গাড়ি ভাড়া বস্তা পিছু আধ আনা। সেই গাড়ওয়ানই মাল ওজন দিবে ও রসিদ আনিয়া দিবে। ইহা শুনা গিয়াছে যে, মিশান চাউল মনকরা বড় জোর দুই টাকা খরিদ্দর পড়ে ও তাহা রামকৃষ্ণপুরের আড়ত পর্য্যন্ত পৌঁছিতে, বড় জোর আট আনা পড়ে এবং চাউল ২৸০ দরে রামকৃষ্ণপুরে প্রায় বিক্রয় হইয়া থাকে; এমতে মনকরা তিন চারি আনা লাভ হইতে পারে। দুই ওয়াগান মালের মূল্য আন্দাজ ১৪০০ টাকা, এবং থলে কাঁটা ইত্যাদি ২০০৲, মোট ১৬০০ টাকা লইয়া চাউলের ব্যবসা অনায়াসে আরম্ভ করা যায়। সেখানে মাসিক ঘরভাড়া ২৲ টাকায় ব্যবসার উপযোগী সামান্য ঘর মিলিতে পারে ও পরে ৬০।৭০ টাকায় একটী মাটীর দেওয়াল দেওয়া ঘর অনায়াসে তৈয়ারি করিয়া লওয়া যায়।

মাসে চারি ওয়াগান করিয়া মাল সহজেই চালান দেওয়া যায়, ও ওয়াগান পিছু ৩০ টাকা লাভ থাকিলেও মাসে ১২০ টাকা লাভ অতি সহজেই হইতে পারে।

এখানে রাস্তাঘাট ও খালের সুবিধা থাকায় বার মাসই চাল আমদানি হয়, সেই নিমিত্ত কান্তর হাট অপেক্ষা এখানে কারবার একটু সুবিধা।

শ্রীনীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

দেশীয় ষ্টীমার।

"মহাশয়!

আপনাদের পত্রেই সর্ব্বপ্রথম "দেশীয় জাহাজ" চাই, ইহা আমরা শুনি। ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিউন, এদেশীয় লোকের সদিচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, অদ্য সেই সংবাদ আপনাদের নিকট পাঠাইলাম। দয়া করিয়া ইহা মুদ্রিত করিবেন। শ্রীঃ—"

পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষতঃ চট্টগ্রামের অনেক লোক রেঙ্গুনে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা বড় কম নয়। তাহাদের অধিকাংশ গুদামের কুলী ও জাহাজের লস্কর। যদিও ইহারা এই কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তথাপি ইহাদের উৎসাহ ও একতা দেখিলে অবাক হইতে হয়। কয়েক বৎসর

পূর্ব্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ ষ্টিম্ নেভিগেসন্ কোম্পানীর ষ্টিমারযোগে স্বদেশে যাইবার জন্য একবার অনেক লোক ষ্টিমারঘাটে একত্র হয়। কর্ম্মচারীরা জাহাজে অধিক লোক উঠিতে দেয় নাই। যাত্রীরা জোর করিয়া উঠিতে চাহিলে তাহারা ষ্টিমার হইতে পাইপের দ্বারা জনসংঘের উপর উষ্ণ বারিধারা বর্ষণ করিয়াছিল, বলিয়া শুনিয়াছি। ইহাতে চট্টগ্রামবাসী মুসলমানগণ এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে, ইতর-ভদ্র সকলেই এক বিরাট সভায় সমবেত হইয়া এসিয়াটিক ষ্টিম্ নেভিগেসন কোম্পানীর নিকট আবেদন করিয়া চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনের জন্য দুইখানি ডাইরেক্ট ষ্টিমার মঞ্জুর করান।

তদবধি অধিকাংশ লোক এসিয়াটিক্ কোম্পানীর ষ্টিমার পাইলে ব্রিটিস ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ষ্টিমারে আর কখনও যাতায়াত করে না। ব্রিটিস ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজে চট্টগ্রামবাসীরা একেবারেই যাতায়াত করিবে না, স্থির করিয়াছিল। কিন্তু এই কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের অনেক অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া সকলে আর একটী সভায় মিলিত হইয়া স্থির করেন যে, "যদি কাহারও এই ষ্টিমারে যাতায়াতের ইচ্ছা হয়, তবে তিনি যাইতে পারিবেন। কারণ, এই কোম্পানী ভবিষ্যতে এরূপ অত্যাচার আর করিবে না বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।"

সম্প্রতি জনরব যে, আকিয়াবের ঘাটে একজন এবং রেঙ্গুনের ঘাটে আর একজন যাত্রী প্রহরীর প্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এ জনরব যতদূর সত্য হউক বা না হউক, আমি স্বয়ং আকিয়াবের ষ্টিমার ঘাটের অত্যাচার এবং ষ্টিমারে ডেক প্যাসেঞ্জারের শোচনীয় অবস্থা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একবার দেখিয়াছিলাম, টিকিট-আফিসে ৫।৬ হস্ত উচ্চে স্থিত এক জানালার নিম্নে অনেক লোক একত্র হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা জানালার নিকটে ছিল, তাহাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া দুই দুই জন পরস্পরের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক টিকিট ক্রয় করিতেছিল!

পরদিন প্রাতঃকালে ষ্টিমার ঘাটের অবস্থা আরও ভয়ানক দেখিলাম। জেটীর উপর অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের সম্মুখে এক মোটা দড়ি জেটীর উভয় পার্শ্বে বন্ধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তথায় পাহারাওয়ালা ও বুলক্ অফিসের কয়েক জন পেয়াদা বড় বড় বেত্রদণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পশ্চাতের লোকের ধাক্কায় সম্মুখের কয়জন লোক দড়ির উপর পড়িয়া গেল। তখন কয়জন প্রহরী অতীব নির্দ্দয়ভাবে তাহাদিগকে বেত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। তাহার পর ষ্টিমারে এত অধিক লোক লওয়া হইল যে, জনতার

উত্তাপে উপর ডেকে পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস গ্রহণ কষ্টকর বোধ হইতেছিল। ষ্টিমারে হাঁস মুরগী যে ভাবে রাখা হয়, আরোহীদিগকে তদপেক্ষা অধিকতর কষ্টে থাকিতে হয়। এ দৃশ্য না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিবেন না। আমি যাহা দেখিয়াছি ও যেরূপ ভুগিয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করিবার শক্তি আমার নাই। এরূপ দৃশ্য আমি একাধিকবার দেখিয়াছি।

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত দুইটি লোকের মৃত্যু-সংবাদে রেঙ্গুন-প্রবাসী পূর্ব্ববঙ্গের লোকগণ ভিক্টোরিয়া হলে এক সভা আহ্বান করিয়া প্রস্তাব করেন যে, কেহ আর অন্য কোন কোম্পানীর ষ্টিমারে স্বদেশে যাইবেন না এবং বন্ধু-বান্ধবগণকেও যাইতে দিবেন না। সভায় স্থির হইয়াছে যে, ১০ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করত শীঘ্রই দুইখানি ষ্টিমার খরিদ করিয়া বেঙ্গল ষ্টিম নেভিগেসন কোং নামে এক নূতন কোম্পানী গঠিত হইবে। দশ দশ টাকা হিসাবে এক অংশ share করা হইবে, যেন নিতান্ত গরীব লোক পর্য্যন্ত ইহার অংশ গ্রহণ করিয়া গৌরবানুভব করিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের যে কেহ ইহার অংশ খরিদ করিতে পারিবেন, এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। সমস্ত টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইবে। এই কার্য্যের উদ্যোক্তা চট্টগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত সেখ এহছান আলী, শ্রীযুক্ত নূর আলী চৌধুরী এণ্ড সন্‌স, শ্রীযুক্ত সেখ এমদাদ আলী, শ্রীযুক্ত আবদুল বারি মিঞা, শ্রীযুক্ত কতাপর রহমান চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মাহাং কালা মিঞা ও শ্রীযুক্ত আবদুল রহমান চৌধুরী। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম দুই জন ও শেষ তিন জনের প্রত্যেকে ১০৲ হিঃ ১০০০ অংশ খরিদ করিবেন। তাঁহারা এই কোম্পানীর ডাইরেক্টর হইবেন। উক্ত অঞ্চল নিবাসী যে কোন লোক ঐ পরিমাণ অংশ খরিদ করিলে ডাইরেক্টর শ্রেণীভুক্ত হইবেন। যদি অংশ বিক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ মূলধন সংগ্রহ না হয়, তবে বাকী টাকা তাঁহারা নিজে দিবেন।

এই ব্যাপারে এ অঞ্চলের প্রত্যেক লোক এত উৎসাহিত হইয়াছেন যে, নিতান্ত গরীব লোকেরাও এক এক অংশ খরিদ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যেই মূলধনের অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কোম্পানীর ভাবী ডাইরেক্টরগণ সকলেই অর্থবান ব্যবসায়ী। তাঁহারা মূলধনের সমুদয় টাকা অবাধে দিতে পারেন। তাঁহাদের যেরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও উৎসাহ দেখিতেছি, তাহাতে এই কোম্পানী শীঘ্রই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ হয় না। শুনিতেছি, সভা হওয়ার পূর্ব্বেই ষ্টিমারের জন্য ইউরোপে পত্র লেখা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের রেঙ্গুন

প্রবাসী লোকেরা অত্যন্ত একতাবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—বিনা ভাড়ায় লইয়া গেলেও অপর ষ্টিমারে যাইবে না; ইহা শেষ পর্য্যন্ত অটল থাকিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। নূতন ষ্টিমারদ্বয়ের নাম Unity ও Success বা একতা ও সফলতা রাখা হইবে বলিয়া শুনিতেছি।

অদ্যকার সভায় অত্যন্ত ঝড়ের জন্য সকল লোক উপস্থিত হইতে পারে নাই। পুনরায় এক বিরাট সভা হইবে, তাহাতে ৫।৬ হাজার লোক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অদ্যই নানা স্থানে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরের জন্য কাগজ প্রেরিত হইয়াছে। সভাস্থ সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত স্বাক্ষর করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও লিখিবার ইচ্ছা রহিল। * ইতি ২১শে মে, ১৯০৫।

শ্রীনগেন্দ্রলাল চৌধুরী,—রেঙ্গুন।

---

* নগেন্দ্র বাবুর পত্র মুদ্রিত করিয়া সুখী হইলাম। আমরা যে কোন বিষয়ের জন্য "উন্নতি" "উন্নতি" বলিয়া যে চীৎকার করি, উহার মূল "সময়োপযোগী" ব্যবহার! অর্থাৎ সময়োপযোগী ব্যবহারের অর্থই হইতেছে "উন্নতি।" এদেশের রেলওয়ে এবং জাহাজ দেশীয় লোকের হস্তে না আসিলে কিছুতেই এদেশীয়দিগের মঙ্গল হইবে না। নিজেদের ষ্টিমার হইলে কথিত অত্যাচার যে একেবারে উঠিয়া যাইবে, তাহাও ঠিক ধারণা করিতে পারিলাম না। রেলের প্রাত্যহিক অত্যাচার চুরি, ঘুস্, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি দেশীয় লোকের দ্বারাই অধিকাংশস্থলে সংঘটিত হয়। তাহা হইলেও এই ষ্টিমার কোম্পানী আমাদের হইবেন, ইহাই বড় আনন্দের কথা।

আমাদের দেশী ষ্টিমার কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন ঐরূপ যাতায়াত করিবে কি? চট্টগ্রামবাসী অন্যান্য ধনবানের ষ্টিমারের কাজ নূতন নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। চট্টগ্রাম এবং উড়িষ্যার বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে ষ্টিমার প্রস্তুত হইত, বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এ কাজ এক্ষণে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সেই প্রতিদ্বন্দ্বীতার মূল ভাড়া শস্তা! আশা করি, আমাদের দেশীয় ষ্টিমার কোম্পানী এই বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখিবেন। ভারতের সুবিখ্যাত ধনী মৃত মহাত্মা জে, এন্, টাটা ও এইরূপ একবার বৈদেশিক ষ্টিমার কোম্পানীর সহিত ঝগড়া করিয়া জাপানী ষ্টিমার আনাইয়া ছিলেন, শেষে শস্তা ভাড়ার জন্য অধিকদিন তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা থাকে নাই। মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র স্বর্গীয় হরিমোহন রায় মহাশয়ও এইরূপ কলিকাতা হইতে শান্তিপুরে যাতায়াতের জন্য রিভার ষ্টিমার করাইয়াছিলেন, শেষে ঐ ভাড়ার প্রতিযোগিতার জন্য নেভিগেসন কোম্পানীর হস্তে উহা তুলিয়া দিয়া যান। গঙ্গানদীতে লঞ্চ, বোট প্রভৃতি দেশীয় লোকের অনেক আছে। কলিকাতায় আজকাল জাহাজ প্রস্তুতের বড় বড় কারখানা হইয়াছে, কিন্তু এই কারখানাগুলি ইংরাজের সম্পত্তি। আমাদের সমবেত চেষ্টায় এইরূপ

হারমনিয়াম প্রস্তুত।

হারমনিয়াম একটী তৃপ্তিজনক সুমধুর বাদ্যযন্ত্র। ইহাতে প্রায় সকলেরই একটু ঝোঁক পড়িয়াছে। বাজারদরে কিনিতে গেলে ন্যূনপক্ষে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকার কমে একটী ভাল হারমনিয়াম পাওয়া যায় না। সুতরাং সকলের পক্ষে ইহা ক্রয় করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু নিজে তৈয়ারি করিতে পারিলে খুব অল্প খরচেই ইহার একটী প্রস্তুত করিতে পারা যায়। প্রথমত এই যন্ত্র প্রস্তুত করিবার কথা বলিলে অনেকেই মনে করিবেন যে, উহা বড় একটী কঠিন কাজ; বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ, সমস্ত সরঞ্জামই বাজারে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। যথা—রিড, যাহা হইতে সা, রে, গা, মা ইত্যাদি স্বর নির্গত হয়; কি-স্প্রীং (Key-spring), যাহা অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে পুনঃ জাতিয়া রাখে; কয়েল-স্প্রীং, যাহা ভিতরের বেলোকে (অর্থাৎ যে বেলোতে বাতাস ধারণ করে) চাপিয়া রাখে; বেলো-স্প্রীং, যাহা বাহিরের বেলোকে ফেলিয়া রাখে; বেলো প্রস্তুতের জন্য সর্ব্ববিধ চামড়া; ষ্টপ্, যাহা প্রথম টানিয়া পরে হারমনিয়াম বাজাইতে হয়; কির জন্য নকল হাতির দাঁত (আইভরি সিট্) ও তাহা আঁটিবার জন্য পিন্ বা তৎপরিবর্ত্তে আটা; রিড আঁটিবার জন্য স্ক্রু; বেলো জুড়িবার জন্য আটা, মার্ব্বেল কাগজ, পিস্‌বোর্ড ইত্যাদি আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যই কিনিতে পাওয়া যায়। এই যন্ত্র দেবদারু কাষ্ঠেই বেশ তৈয়ারি হইতে পারে। এখন একটু মনোযোগ দিয়া কার্য্যে যোগ দিলেই হয়।

প্রথমত বাজারে একটী দেশী প্রস্তুতি হারমনিয়াম আনিয়া, ইহার সমস্ত অংশ সাবধানে একে একে খুলিয়া (কি গুলি খুলিবার সময় ইহাতে নম্বর

জাহাজ প্রস্তুতের কারখানা হওয়া কর্ত্তব্য, তবে ইঞ্জিনিয়ারীং পরীক্ষার ফল এদেশীয়েরা পাইবেন। ইংরাজরাজ দয়া করিয়া আমাদের সবই দিতেছেন, তাঁহারা দেশীয় কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ার করিয়া দিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের কাজ দিলাম না। অথচ আবার ছেলে তৈয়ারী করিবার জন্য চারি আনার চাঁদা করিয়া বিদেশে ছেলে পাঠাইতেছি!! হায় আমাদের বুদ্ধি! "দেশী দ্রব্য কিছু অধিক মূল্য হইলেও লওয়া উচিৎ" এদেশী অনেকানেক সম্পাদকের নিকট একথা শুনিয়াছি, কিন্তু ইহাতে আমাদের আস্থা নাই। কতদিন লইবে? খাতির এবং অভাবের যুদ্ধে, আমাদের ধারণা, অভাবেরই জয় হয়। নগেন্দ্রবাবু এই সকল তথ্যগুলি চট্টগ্রামের পক্ষ হইতে কলিকাতার বাবু সমাজে জানাইলেন। মঃ বঃ সঃ।

দিয়া দিলে পুনঃ বসাইতে কোন গোলযোগ হইবে না) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখুন, বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করুন। এইভাবে একবার খুলিয়া ও পুনরায় আঁটিয়া যে পর্য্যন্ত ইহার সমস্ত কৌশল ও কার্য্য মুখস্থ না হয় এবং জ্ঞানচক্ষে না ভাসে, সে পর্য্যন্ত নিজের জ্ঞানের সহিত আলোচনা ও পরীক্ষা করুন; কারণ তাহাতে আপনার জ্ঞানের জড়তা ঘুচিয়া গিয়া বুদ্ধি পরিষ্কার ও কার্য্যকর হইবে।

প্রত্যেক কাজই নিঃসন্দেহরূপে বুঝিয়া লইবেন, যেমন—কি করিয়া বাতাস ভিতরের বেলোতে যায়। যে বেলোটী বামহাত দিয়া নাড়িলে বাতাস চালিত হয়, তাহার দুই পার্শ্বে সমরেখায় পছন্দমত দুইটী বা তিনটী করিয়া ছিদ্র থাকে। ইহার এক পার্শ্বের ছিদ্রের ভিতরের দিকে একখানা চামড়া আছে। এই চামড়ার টুকরাখানা এই বেলোর ভিতরে বাতাস যাইতে দেয়, কিন্তু বাতাস বাহির হইতে দেয় না। আবার এই বেলোর অন্যপার্শ্বে দুইটী বা তিনটী ছিদ্র আছে, তাহাদের দ্বার উন্মুক্ত,—কিন্তু বাতাস থামাইবার কিছুই নাই। সুতরাং এই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া ইচ্ছামত বাতাস চালাইতে পারা যায়।

এদিকে ভিতরের বেলোটী একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, ইহাতে কেবল বাতাস আসিবার জন্য একটীমাত্র দ্বার আছে, কিন্তু ষ্টপ ভিন্ন বাতাস বাহির হইবার (ষ্টপ খুলিলে-কি বোর্ডে বাতাস লাগে; সুতরাং ষ্টপ খুলিয়া বাজাইতে হয়) অন্য উপায় নাই। বাহিরের বেলোর ঐ উন্মুক্ত দ্বারের সঙ্গে এই দ্বারের যোগ থাকে; সুতরাং বাহিরের বেলো দ্বারা বাতাস চালাইলে ভিতরের বেলোতে উহা সঞ্চিত হয়। ষ্টপ (ইহার ছিদ্র যে বোর্ডে থাকে, তাহাকে উইণ্ডচেষ্ট wind-chest বলে) খুলিয়া দিলে (উদ্দেশ্য উহার ভিতর হইতে বাতাস খরচ করা) ইহার মধ্যস্থ বাতাস কি-বোর্ডে যাইয়া লাগে এবং কি'তে অঙ্গুলি চালনা করিলেই সুন্দর স্বর নির্গত হয়। এসম্বন্ধে আর বেশী কিছু লেখা বাহুল্য মাত্র। এখন কি-বোর্ড ও বেলোর কথা লিখিতেছি।

হারমনিয়ামের কাজের মধ্যে কি-বোর্ড ও বেলো প্রস্তুত করাই কঠিন কার্য্য। কি-প্রস্তুত করিবার সহজ প্রণালী বলিতেছি। প্রথমে কির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কির জন্য যতখানি লম্বা আবশ্যক, তত বড় এক-খানি কাষ্ঠ লউন। তৎপরে (এই স্থানে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন) কাল চাবির দুইধারে ঠিক সমান দূরে দুইটী সরল রেখা অঙ্কিত করুন। কি বসাইবার জন্য ইহার অগ্রভাগে করাতে-কাটা খাঁজ ও মাঝখানে ছিদ্র থাকে, অতএব এই দুইটী কাজের জন্য দুইটী সরল রেখা টানুন। এখন কাল চাবির

গোলভাগে যে রেখা দিয়াছেন, কির অগ্রভাগ হইতে সেই রেখা পর্য্যন্ত মোট যতগুলি কি (কাল কি ও সাদা কি) লাগিবে, ততগুলি কির জন্য কম্পাস দ্বারা সমান সমান আঁক দিন এবং প্রত্যেক কির মাঝে এক দুই তিন ইত্যাদি ক্রমিক নম্বর দিন (তাহা হইলে কির গোলযোগ হইবে না) ও কোমল কির জন্য স্বতন্ত্র চিহ্ন দিন।

খুব পাতলা ছোট করাত দ্বারা অগ্রে সমস্ত কির অগ্রভাগে আবশ্যকীয় খাঁজ কাটুন এবং শেষে চিহ্নিত কোমল কিগুলি চিরিয়া বাটালি দ্বারা কাটিয়া পৃথক করিয়া রাখুন। কোমল কির যে স্থানে কাল কাঠ বসিবে, সেই স্থানগুলি (এখন ফাঁক) এবং বাকী অংশ (যে স্থান সাদা কির জন্য লাগিবে) সমস্ত জুড়িয়া সাদা কির জন্য আইভারি সিট্ আটা দ্বারা জুড়িয়া দিন। এখন কির যে ঘাটে মা (রিড) আরম্ভ হইবে, সেই ঘাট হইতে নি (রিড) ঘাট পর্য্যন্ত এই দুই ঘাটের প্রান্তসীমায় (ইহার মধ্যে সাদা কি চারিটী থাকে) দুইটী বিন্দু ধরিয়া, সেই অংশটুক প্রথম দুইভাগ করিয়া পুনঃ তাহার একভাগকে দুই ভাগ করুন। তাহা হইলেই সমান চারিভাগের এক ভাগ হইল এবং কির মাপের কোন দোষ রহিল না। কম্পাস্ দ্বারা এই মাপানুযায়ী আবশ্যকমতে সাদা কির জন্য বিন্দু দিয়া সমান সমান আঁক দিন এবং বিভিন্ন ভাগে এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে পিন মারিয়া দিন। এখন পূর্ব্ববৎ আঁক অনুসারে সাদা কি গুলি চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিলে দেখিবেন, সাদা কির যে খাঁজে কোমল কি বসিবে, সেই খাঁজে কতটুকু করিয়া আইভরি সিট্ বেশী আছে, তাহা কাটিয়া ফেলিয়া ইহাদের মধ্যে পিনের ছিদ্র করুন। পিনের ছিদ্র ও পিনের খাঁজ (অগ্রভাগ) যেন ঠিক সমসূত্রে থাকে।

যে প্রণালীতে কি প্রস্তুত করিবার কথা লেখা হইল, যদি আপনার হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় বিশুদ্ধরূপে কি প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইহা পেক্ষা সহজ আর হইতে পারে না। পূর্ণসংখ্যা কি একবারে প্রস্তুত করিবার জন্য যদি উপযুক্ত কাষ্ঠ মিলে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত মত খণ্ডকাষ্ঠ লইলেও চলিবে। যথা—

সা হ'তে গা কিংবা নি, মা হ'তে নি কিংবা গা,—সুবিধামতে যে রকম ইচ্ছা।

বেলো প্রস্তুত করিবার সম্বন্ধে বলিতেছি,—অগ্রে পিস্‌বোর্ডের ফ্রেম তৈয়ারি করিয়া কাষ্ঠে যখন জুড়িবেন, তখন আটা কিছু বেশী লাগাইয়া (কাষ্ঠে আটা দিবেন না) ক্লেম্প (অভাবে দড়ি দ্বারা খুব শক্ত করিয়া বাঁধিবেন)

দ্বারা যতদূর সম্ভব, জোরে চাপিয়া রাখিবেন। আঠা (একটু ঘন হওয়া আবশ্যক, কিন্তু খুব ঘন যেন না হয়) বেশী দিলে কাজ ভাল করে না, কিন্তু কাষ্ঠ জুড়িবার জন্য আঠা বেশী দিলে খারাপ হয় না। কারণ, চামড়া জুড়িবার হেতু যে যে স্থানে ফাঁক (উচু নিচুর গতিকে, দেখিলেই বুঝিবেন) হইবার কথা, সেই স্থানগুলি পূরণ করিয়া, বেশী আঠাগুলি ক্লেম্পের জাতায় সরিয়া যায়। উত্তমরূপে না শুকাইলে ক্লেম্প খুলিবেন না।

রিড্ বোর্ড—বোর্ডের যে স্থানে রিড্ থাকে, ইহারই অপর পার্শ্বে কি থাকে। রিড বসাইবার জন্য খাঁজ বড় থাকে এবং কির জন্য (অর্থাৎ স্বর বাহির হওয়ার জন্য) খাঁজ ছোট থাকে। ইহা এই প্রকারেই প্রস্তুত করা আবশ্যক এবং উচিত। ইহাতে স্বর মিষ্ট ও গাঢ় হয়। এই কাজ সুধু একখানা কাষ্ঠেও করিতে পারেন অথবা দুইখানা কাষ্ঠে দুই রকম খাঁজ কাটিয়া শেষে আঠা দ্বারা জোড়া দিলেও হয়। রিড বোর্ড ভাল করিয়া দেখিবেন।

কোন কাজই কঠিন বলিয়া মনে করিবেন না। যদি কঠিন বলেন, তাহা হইলে আপনি হয়ত কাজটী ভাল করিয়া বুঝেন নাই অথবা কাজের কোন সরল কৌশল-পথ পান নাই। সে যাহা হউক, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিযুক্ত থাকিলে চেষ্টায় সবই হইবে। হারমনিয়াম ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। প্রত্যেক হারমনিয়মে তের চৌদ্দ টাকার বেশী খরচ পড়েনা। পাঠকগণ এই প্রবন্ধ পড়িয়া কিঞ্চিন্মাত্র সাহস পাইলেও নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

হারমনিয়মের ষ্টপ,—তিনটীর কোন আবশ্যক করে না। উইণ্ডচেষ্টে একটা ছিদ্র থাকিলেই রীতিমত কাজ চলে। যদি আপনার ট্রিমলোর আবশ্যক হয়, তবে একটী ষ্টপ্ দিবেন এবং একটী ষ্টপ্ দ্বারাই তিনটী ষ্টপের কাজ চলিবে। হার-মনিয়ামের কি-বোর্ড খুলিয়া দেখুন, ইহার একটী ষ্টপের ছিদ্র ছোট, এই ষ্টপ্‌কে ফ্লুট ষ্টপ বলে; মধ্যটীর ছিদ্র তদপেক্ষা বড়, এই ষ্টপ্‌কে সাওয়ারডিন ষ্টপ্ (Sourdine stop) বলে; এবং অপরটী ট্রিমলোর ছিদ্র। ষ্টপ্ না দিয়া ট্রিমলোর কাজ ঠিক রাখুন। ফ্লুটের জন্য কোন ছিদ্র কিংবা ষ্টপ্ দিবেন না। মধ্যের ছিদ্রটী যে রকম থাকে, সেই রকমই করুন এবং এই ছিদ্রে ষ্টপ দিন। এখন এই ষ্টপে অল্প টান দিলে (যেন ছিদ্রের অল্প পরিমাণ খুলে) ফ্লুটের কাজ করিবে, সম্পূর্ণ টান দিলে সাওয়ারডিনের কাজ করিবে; আবার এই ষ্টপই বন্ধ করিলে ট্রিমলোর শব্দ হইবে। সুতরাং একটী ষ্টপই তিনটী ষ্টপের কাজ করিবে। ইহাতে যেমন শ্রমের লাঘব হয়, জিনিষটীও তেমনই ভাল থাকে।

হারমনিয়াম বার্ণিসের (অর্থাৎ চক্‌চকে রং পালিশের) বিষয় লেখা বাকি রহিল। পাঠকগণ এন্‌ভেলপে টিকিট দিয়া পত্র দিলে ইহার কারণ জানিতে পারিবেন।

শ্রীগজেন্দ্রকুমার পাল।
ওয়াচ-মেকার, কুমিল্লা।

ভারতবাসী—বিদেশীয় বণিক।

বর্ত্তমান সময়ে বর্ম্মা, রেঙ্গুন, যব, মালয়, সিংহল, এডেন, কলম্বো, মরিশস, নেটাল প্রভৃতি স্থানে ভারতবাসী ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় করিতেছেন। কলিকাতায় মারিশ চিনি আমদানী কেবল ভারতীয় মুসলমান ব্যবসায়ীরাই করিয়া থাকেন। মারিশ চিনি আমদানীর কার্য্যে আদৌ ইংরাজ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু ঐ সকল স্থানে চাউল প্রভৃতি দ্রব্য যাহা রপ্তানি করা হয়, তাহাও ভারতবাসী কর্ত্তৃক। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও ভারতীয় ব্যবসায়ী অনেক আছেন, কিন্তু কাগজে কলমে তাহাদের ব্যবসায় চলে। ২।৫ জন ভারতবাসী আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে স্বশরীরে ব্যবসায় জন্য গমন করিয়াছেন। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যেমন অনেক ভারতবাসী ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ইংলণ্ড, আমেরিকায় তত নয়। এই সকল ভারতীয় ব্যবসায়ীর মধ্যে, দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালি একজনও নাই। বাঙ্গালী চাকুরি লইয়াই ব্যতিব্যস্ত! বাঙ্গালী ঝগড়ার দালাল সহজেই হইবে, কিন্তু ব্যবসায় জন্য জাহাজে উঠিলেই তাহাদের জাতি যাইবে!! বাঙ্গালী ইংরাজীভাষা শিক্ষা করে, চাকুরী পাইয়া উপরি আয়ের সন্ধান করিবার জন্য। কিন্তু একই ভারতবাসী বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের লোকেরা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে, জগতের সমুদয় জাতির সহিত ব্যবসায় সম্বন্ধ সংস্থাপনের জন্য। বাঙ্গালী মনে ভাবে, ভারতবাসীরা বুঝি ব্যবসায় জানে না, বিদেশে ব্যবসায় জন্য যায় না। তাই তাহারা ছেলেটীকে সভার সাহায্যে বিদেশে শিল্পশিক্ষার জন্য পাঠাইতেছে, যেন শ্রীমন্ত সওদাগর বাণিজ্যে যাইতেছেন; তজ্জন্য চণ্ডীর পূজা, কালীপূজা এবং দেশের লোকেরা সেই ছেলের গলায় মালা দিতেছে। ছেলেটীও আহ্লাদে ডগ্‌ মগ্‌ হইয়া ভাবিতেছে, যেন দেশোদ্ধার হইল। হায় রে

বাঙ্গালি! এখনও তুমি শিক্ষার জন্য বিদেশে যাইতেছ, ইহাতেই এত; না জানি, দেশোদ্ধার হইলে তুমি কি করিবে! ৫।৬ পুরুষের ব্যবসায়ী বীর্য্য না পাইলে বাঙ্গালী কখনই বণিকের জাতি হইবে না।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য, এদেশীয় মহাজনদিগকে ভরসা করা। তাঁহারা যদিও প্রকারান্তরে বিদেশীয়ের সঙ্গে কারবার করিতেছেন, এখন হইতে ঐ সকল দেশে তাঁহারা দোকান প্রতিষ্ঠা করুন এবং বাঙ্গালীর ছেলেদের ঐ সকল স্থানে পাঠাইয়া দিউন। শত শত কংগ্রেস ও সভা-সমিতির চেষ্টায় যাহা না হইবে, বাঙ্গালী মহাজন! আপনাদের চেষ্টায় তাহা হইবে। কংগ্রেস এবং এদেশী অন্যান্য সভা-সমিতির সভ্যদিগেরও কর্ত্তব্য, দেশীয় মহাজনদিগকে কারবার করিবার পরামর্শ দেওয়া এবং সেই সঙ্গে এদেশীয় ছেলেদের তৈয়ারী করিয়া লওয়া।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য।

শিল্প-সংহিতার ১৮শ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, বিধি-নন্দন বাষ্পযোগে বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী যান নির্ম্মাণ করিলেন। ইহা আকাশমার্গে ইচ্ছামত গমন করিতে পারে। ইহা দীপ্তিমান্‌ ও নানা উপকরণযুক্ত। উহাই পুষ্পক-রথ নামে বিদিত *।

শাল্বরাজা ময়দানব হইতে লব্ধকামগামী ধূমযুক্ত দুর্ন্নভ যানে আরোহণ করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বৈর স্মরণ করতঃ অর্থাৎ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দ্বারকাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ঐ যান স্থলে, আকাশে, পর্ব্বতশৃঙ্গে ও জলে, যে কোন স্থানে চালান যাইতে পারে †।

শিল্প-সংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, মনুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সহসা দূরদৃষ্টি জন্য স্থায়ী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। প্রথমতঃ পলালাগ্নিতে দগ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা অন্তর্বংশী কাচ প্রস্তুত করিয়া তাহা পুনঃপুনঃ অগ্নিসংস্কারে শোধন করিলেন। ঐ কাচকে

---

* "বাষ্পযোগে ভু বৈ যানং চকার বিধিনন্দনঃ। অবিচ্ছেদগতির্যস্ত বায়ুবৎ কামগামিনম্‌। নানোপকরণৈর্যুক্তং ভাস্বন্তং পুষ্পকং বিদুঃ॥
শিল্পসংহিতা—১৮শ অধ্যায়।

† "সলব্ধা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্‌। যযৌ দ্বারাবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্‌। ক্বচিদ্‌ভূমৌ ক্বচিদ্‌ব্যোম্নি গিরিশৃঙ্গে জলে ক্বচিৎ॥" ঐ

নির্ম্মল জলবৎ স্বচ্ছ ও পাতন করিয়া বংশপর্ব্বের ন্যায় এক সচ্ছিদ্র ধাতু-নলে মধ্যে ও উভয়প্রান্তে পূর্ব্বপ্রস্তুত মুকুট বসাইয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন *।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখনানুসারে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে গ্লোব দ্বারা ভূগোল শিক্ষা প্রদান করা হইত। সময়নির্ণয়ের জন্য নানাবিধ ঘটিকা-যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। কেহ কেহ বলেন যে, থার্ম্মোমেটার, ব্যারোমেটার প্রভৃতি যন্ত্রও পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। দিক্ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দিগ্‌দর্শন যন্ত্র হিন্দুগণই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিলেন †।

রামায়ণ ও মহাভারতে শতঘ্নী নামক অস্ত্রের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। যদ্দ্বারা শত জনকে এককালে হতকরা যায়, তাহাকে শতঘ্নী যন্ত্র কহে। গঙ্গার খাল কর্ত্তন করিবার সময় বিহাট নামক গ্রামের নিকট ভূগর্ভে নিহিত যে একটী গ্রামের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা খ্রীষ্টের বহুশতাব্দী পূর্ব্বের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ গ্রামের যে মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ৫০০ খ্রীঃ পূঃ প্রচলিত অক্ষরে লিখিত ছিল §।

সেই স্থানে শতঘ্নী নামক অস্ত্রও পাওয়া যায়। এই শতঘ্নী অস্ত্রই বর্ত্তমান তোপ। অগ্নিপুরাণে বারুদ্, গুলি-গোলা ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। বারুদের প্রসঙ্গে মহাত্মা প্রিন্‌সেপ্ সাহেব বলিয়াছেন যে, বারুদ ভারতবর্ষেই প্রথমে প্রস্তুত হইয়াছিল ‡।

---

* "মনোর্বাক্যং সমাধায় দেবশিল্পীন্দ্র শাশ্বতম্। যন্ত্রং চকার সহসা দৃষ্টার্থে দূরদর্শনং। পলালাগ্নিদগ্ধ মৃদা কৃত্বা কাচ মনশ্বরম্। শোধয়িত্বাবৈ শিল্পীন্দ্র নৈর্ম্মল্যং ক্রিয়তে চ তৎ। চকার জলবৎ স্বচ্ছং পাতনং সুপরিস্কৃতম্। বংশপর্ব্বসমাকারং ধাতুদণ্ডং প্রকল্পিতম্। তৎপশ্চাদগ্রমধ্যেষু মুকুরঞ্চ বিবেশ সঃ॥"

শিল্পসংহিতা—১৮শ অঃ।

† "অভীষ্টং পৃথিবী গোলং কারয়িত্বাতু দারবম্। যন্ত্রাচ্ছন্নং বহিশ্চাপি লোকালোকেন বেষ্টিতম্। তোয় যন্ত্রং কপালাদ্যৈর্ম্ময়ুর নরবানরৈঃ। সসূত্র রেণু গর্ভৈশ্চ সমাক্ কালং প্রসাধয়েৎ॥ পারদাবাম্বু সূত্রাণি শুক্ল তৈল জলানি চ। বীজানি পাংশব স্তেষু প্রয়োগাস্তেপি দুর্ল্লভা। যায়াদুদঙ্মুখো নিত্যময়স্কান্তশলাকবৎ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

§ Princep's Indian Antiquities, Vol I.

"There are some other things, one bearing in some respects a resemblance to a small cannon, another to a button hook."

‡ "I am more than ever inclined to accede to the opinion of those, who believe that gun-powder was invented in India."

The use of it (cannon) in war was forbidden in the sacred books, the Viedam orVede."

Preckman's History of inventions and discoveries, Vol II,

ফারম-অফার।

আফিসওয়ালা ইংরাজ প্রভৃতি বড় বড় সওদাগরদিগের ব্যবসায় সম্বন্ধে "ফারম অফার" প্রথম ফাঁদ। ইহার উদ্দেশ্য, সওদাগরেরা ক্ষতির হস্ত হইতে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করিবেন। অর্থাৎ আমি এখান হইতে আমেরিকা, জর্ম্মণি কিংবা যে কোন দেশে মাল পাঠাইব, তথায় পত্রাদি যাতায়াতে বহু বিলম্ব হয়, টেলিগ্রাফ করিলেও ব্যয় আছে, অথচ এখানকার বা তথাকার বাজার-দর সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল, কখন দর চড়িতেছে, কখন বা পড়িতেছে; অতএব ফারম-অফার দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল বাজারদরকে অপরিবর্ত্তনীয় করা হয়। দেশীয় মহাজনের নিকট ফারম-অফার এই বলিয়া লওয়া হয় যে, "আপনি অদ্য এই দ্রব্যের যে দর দিতেছেন, তজ্জন্য আমরা টেলিগ্রাফ করিব; ৩ দিন বা ৭ দিন স্থান-বিশেষে সংবাদ গমনাগমনের জন্য যে সময় লাগে, সেই কয়দিন মধ্যে আপনাকে জানাইব, আমরা (আফিসওয়ালা) লইব কি না। কিন্তু এই ফারম-অফারে আপনি যে দর দিলেন, তাহা পাকা—আপনার আর নড়ন চড়ন নাই; আমার (আফিসওয়ালার) ইচ্ছা হয় লইব, অসুবিধা হয় লইব না।"

ফারম-অফারের কেমন মর্ম্ম, বুঝিলেন ত? তোমার হস্ত দড়ি দিয়া বাঁধিব, তৎপরে আমার ইচ্ছা হয় খুলিয়া দিব, নচেৎ তুমি বদ্ধ থাকিবে। কুলি আইন ও কুলি-কণ্ট্রাক্টের অদ্ভুত কার্য্যকারিতা যেমন প্রকাশ পায়, আমাদের বোধ হয়, এদেশী মহাজনদিগকেও ইংরাজরাজ কুলিবোধে এই ফারম-অফারের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা দ্বারা হয় কি?

আমি (আফিসওয়ালা) চাউল বা যে কোন দ্রব্য রপ্তানি দিবার মানসে এদেশী কোন মহাজনের নিকট দর লইয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া আসিলাম; সাত দিনের মধ্যে তোমাকে (মহাজনকে) জানাইব, আমি উহা লইব কি না। তৎপরে বাজার পড়িয়া গেলে, কোন উত্তর দিলাম না; তেজ হইলে ধরিয়া বসিলাম—মাল দাও, নচেৎ ডিফারেন্স লইব। মুখে এইরূপ এদেশী মহাজনকে খুব ভয় দেখাইলাম। অধিকাংশস্থলে এই ভয়েই এদেশী মহাজন আপোষে মিটাইয়া ফেলেন। মন্দ দালালেরা ফারম-অফারের সাহায্যে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

ফারম-অফার দ্বারা কোন মোকর্দ্দমা এদেশে হইয়াছে কিনা, তাহা আমাদের জানা নাই। ঐ ধম্‌কানী ইত্যাদির দ্বারা যাহা আদায় হয়, তাহাই লাভ। নচেৎ ফারম-অফারের পরেই গৃহীতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই কণ্ট্রাক্ট দিতে হয়। কেবল যদি ফারম-অফার আদালতে গ্রাহ্য হইত, তবে কণ্ট্রাক্টের সৃষ্টি কেন?

কণ্ট্রাক্ট ভিন্ন আদালত-গ্রাহ্য নহে। ফারম-অফার কাঁচা সত্ত্ব। গ্রাহ্য হইতেও পারে, না হইতেও পারে। উহা তোমার পক্ষে যেমন, আমার পক্ষেও তেমনি। তুমি ৩ দিন পরে বলিলে "মাল লওয়া হইল না।" তুমি ৩ দিন পরে মাল চাহিলে, আমি অসুবিধা বোধে বলিতে পারি, "দিব না।" যদি বলেন, ফারম-অফারের মর্ম্ম তাহা নহে, উহার মর্ম্ম "দিতেই হবে" আমি বরং ইচ্ছানুসারে লইব। আমি বলিব, 'লও', তিন দিনের মধ্যে লইবে কিনা বলিবে বলিয়াছিলে; এখন আমি 'দিব না' বলায় তুমি জোর করিয়া লইবে—লও। কিন্তু উক্ত তিন দিনের মধ্যে লও, চারি দিন হইলে আমি বাধ্য নহি। এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যের জন্য আইনের মর্ম্ম উভয়ের পক্ষেই সমান আছে। বড় বড় ব্যারিষ্টারের নিকট কিম্বা সুবিচারকের নিকট ইহার তাৎপর্য্য চাপা পড়ে না। এই জন্যই ইহার পর কণ্ট্রাক্টের সত্ত্বে উভয়কে উভয়ের বশীভূত হইতে হয়।

ওজন।

যে কোন দ্রব্যের লঘুত্ব, গুরুত্ব অর্থাৎ "ভার" ও "দম্" সামঞ্জস্য করাকেই ওজন বলে। "দম্" সকল দ্রব্যের সমান নহে। "একের ভার" অপরের তুলনায় "এক" করিলেও তাহা "দমে" সমান হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারি, ১/ মণ তূলা এবং ১/ মণ লোহা ভারে সমান হইলেও দমে লোহা এক মণ বেশী বোধ হয়; কেন না, উহাকে উঠান কষ্টকর, অথচ সেই ওজনের তূলাকে অনায়াসেই নাড়ান বা সরান চলে। ইহা হইল কেন? উভয়ের ভার সমান হইলেও "দম" সমান নহে।

আমাদের প্রত্যেকের মুখ যেমন বিভিন্ন প্রকার, জগতের প্রত্যেক দ্রব্যের ভার ও দম্ সেইরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। কাজেই দ্রব্যের ভার ও দম্ এক করিবার জন্য জগতের প্রত্যেক স্থানে ওজন প্রণালীও স্বতন্ত্র হইয়াছে। শুনিতেছি, বঙ্গেশ্বর এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ওজন প্রণালীকে "এক" পদ্ধতি করিবেন। এই কথার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝি নাই; সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়া, ইহা লিখিলাম।

কথাটা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে কার্য্যে উহা পরিণত করা বড়ই কঠিন হইবে। বাঙ্গালায় এবং উড়িষ্যায় ৬০, ৬২, ৮০, ৮২৷৷৵০, ১০৫ শিক্কার ওজন প্রচলিত আছে। বালেশ্বরে ৮০ সিক্কা, কলিকাতায় ৮০ সিক্কা, লুপলাইনের অধিকাংশ স্থানে, নদীয়া ও শান্তিপুরে ৬০ সিক্কার ওজন, ইহাকে কাঁচি ওজন বলে;

যশোহর জেলার স্থানে স্থানে ৮২৷৷৵০ ওজন। শোরো, ভদ্রক, জজপুর ও কটক প্রভৃতি স্থানে ১০৫ শিক্কার ওজন। টাকাকে এক সময় শিক্কা বলা হইত। শিক্কা অর্থাৎ টাকা। ১০৫ শিক্কার ওজন বলিলে ১০৫ টাকাকে ওজন করিয়া যাহা হয়, উহাই /১ সের ধরা হয়; এইরূপ ৮০ শিক্কার ওজন বলিলে ৮০ টাকা দ্বারা যে ওজন হয়, সেই ওজন /১ সের ধরা হয়। টাকাকে যেমন শিক্কা বলা হয়, সেইরূপ টাকার অপর নাম তোলা। এইজন্য অনেকে বলেন, ৮০ তোলার সের, ৬০ তোলার সের, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইংরাজী ১ পাউণ্ড এবং আমাদের অর্দ্ধসেরে ইতর-বিশেষ আছে। যে দেশে যতবিধ ওজন-প্রণালী প্রচলিত থাকুক না কেন, ব্যবসায়ীরা হিসাব দ্বারা সমুদয় প্রণালীকে "এক" করিয়া কার্য্য চালাইতেছেন। এই প্রথার পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক।

নোটের চলন এদেশে আছে, কিন্তু মফঃস্বলের অনেক স্থানে নোট আদৌ চলে না। জজপুরের মফঃস্বলের লোকেরা নোট আদৌ লয় না। চাঁদপুর, যশোহর, শান্তিপুর প্রভৃতি সুসভ্য স্থানের কৃষকেরা ২০৲ টাকা এবং ৫৲ টাকার নোট লয় না; কেন না, উক্ত দ্বিবিধ নোট জাল হইয়াছিল। তাহারা বলে "আমরা মূর্খ, উহা ভাল কি মন্দ বুঝি না; অতএব সন্দেহে কাজ কি? মোটেই উহা লইব না।" ওজন-প্রণালীও ঐরূপ একতা লাভ করিবে। ওজনের সঙ্গে দরের পড়তা। ১০৫ তোলার ওজনে যে দর, ৮০ তোলা ওজনে সে দর নহে। এই দরের কমবেশ অনেক স্থানের কৃষকেরা আদৌ বুঝিবে না। ইহা বুঝাইবার চেষ্টা আমরা অনেক স্থানে করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। শ্রীঃ—

মহাত্মা গোবর্দ্ধন রক্ষিত।

দক্ষিণদাঁড়া, সপ্তগ্রাম প্রদেশে ছিল। স্বনামধন্য পুরুষ ৺ গোবর্দ্ধন রক্ষিত সপ্তগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান কর্জ্জনাগ্রামে ১০৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাম্বূলী ছিলেন। অদ্যাপি যাত্রা করিবার সময় তাঁহার স্বদেশবাসীগণ গোবর্দ্ধনের নাম লইয়া যাত্রা করিয়া থাকে। তারকেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির গোবর্দ্ধন রক্ষিত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহাতে গোবর্দ্ধনের নাম কেবলমাত্র তাম্বূলী কেন, হিন্দু-মাত্রের নিকট প্রসিদ্ধ ও গণনীয় হইয়াছে। কলিকাতার মাড়ওয়ারী বণিক্‌গণ ঐ মন্দিরের পরিবর্ত্তে অধিকতর সৌষ্ঠবশালী দেবায়তন নির্ম্মাণ করিয়া দিতে

চাহিয়াছিলেন। দেবস্ব রক্ষক মোহান্ত মহারাজ তাহার প্রতিবাদ করেন। আমরা গোবর্দ্ধন রক্ষিতের জীবনী তদ্বংশীয় শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রক্ষিতের নিকট যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

গোবর্দ্ধনের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। গোবর্দ্ধনের জন্মের দুই মাস পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার জননী দীনহীনা কাঙ্গালিনীর ন্যায় অতি কষ্টে আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিদিগের সাহায্যে কুমারের লালন পালন করেন। ক্রমে অন্নাশনের কাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া তিনি অতি সামান্যভাবে শিশু পুত্রের অন্নপ্রাশন সমাধা করিলেন। তিনি কাট্‌না কাটিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য যে সাদা গড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ বস্ত্র ও অপরাংশ চাদর করিয়া দিয়াছিলেন। সেই হেতু আমাদিগের বংশে অন্নপ্রাশনকালীন বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধে চেলী কিম্বা গরদের জোড়ের বন্দোবস্ত নাই। পূর্ব্বপ্রথা আমরা অদ্যাপি অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। ক্রমে গোবর্দ্ধনের পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম দেখিয়া তাঁহার জননী বিদ্যাশিক্ষার্থ তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। তিনি যৎসামান্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, জননীর কষ্ট দেখিয়া তিনি লেখা-পড়া পরিত্যাগ করতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কোন এক আত্মীয়ের কারবারে সামান্য বেতনে প্রবিষ্ট হন। গোবর্দ্ধনের এত অল্প বয়সে ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও কার্য্যপটুতা দেখিয়া ধনী তাঁহাকে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাহ্লাদে তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহার বিবাহ দেন। বিবাহের কিছুদিন পরে গোবর্দ্ধন চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, সংসারের ভার ক্রমে গুরু হইতে গুরু-তর হইতেছে, সুতরাং চাকরি করিয়া এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করা সুকঠিন। এই সিদ্ধান্তে তিনি চাকরি পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ের আশয়ে নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে হুগলীর অন্তঃপাতি সন্ধিপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে কতকগুলি জোলা ও ইতরশ্রেণীর লোকের বাস। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সামান্য ব্যবসায়ের পক্ষে এই স্থান বিশেষ উপযুক্ত। তাঁহার জীবনের উন্নতির এই প্রথম সোপান। ক্রমে ব্যবসায়ের উন্নতি দেখিয়া জননী ও পত্নীকে কর্জ্জনা হইতে সন্ধিপুর গ্রামে লইয়া আসিলেন। ব্যবসায়-সূত্রে গোবর্দ্ধনের সন্ধিপুরে বাস। ক্রমশঃ ঐ ব্যবসায় হইতে উন্নতি করিয়া পরিশেষে রীতিমত দোলোচিনি ও সুপারির ব্যবসায় খুলিয়াছিলেন। সন ১১২৮ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র রামনারায়ণের জন্ম হয়। ক্রমে তাঁহার আরও চারিটী পুত্র জন্মে।

তাঁহাদের নাম রামনিধি, কালীচরণ, দাতারাম ও ভক্তরাম। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্থানীয় ও বিদেশীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ঐ সময় গোবর্দ্ধন ধর্ম্ম ব্যবসায়ের দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। সন্ধিপুর গ্রামে তাঁহার প্রসিদ্ধ অতিথিশালা ছিল। অনাথ আশ্রম কার্য্যক্ষম সুযোগ্য কর্ম্মচারী দ্বারা সুচারুরূপে পরিচালিত হইত। অতঃপর একদিন দৈবঘটনায় তাঁহার সন্ধিপুর গ্রামের দোকানাদি ও বাসস্থান অগ্নি লাগিয়া ভস্ম-সাৎ হয়; কেবলমাত্র একখানি সুপারির গোলা অবশিষ্ট থাকে। ঘটনার দিবস গোবর্দ্ধন ঘরগইল গ্রামের কারখানা হইতে সন্ধিপুরে প্রত্যাগমনকালীন পথি-মধ্যে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্রাহ্মণ গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ করিলেন এবং কহিলেন, "অদ্য তোমার বাটীতে বিশেষ পরিতোষের সহিত আহার করিয়াছি, কিন্তু মুখশুদ্ধি হয় নাই।" এইরূপ কথোপকথনের পর ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। গোবর্দ্ধন এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে গ্রামের প্রান্ত-সীমায় আসিয়া শুনিলেন, অগ্নিদাহে গৃহ, বাটী এবং দোকানপাট প্রভৃতি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি হায় কি করিলাম, চিনিতে পারিলাম না বলিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুপারির গোলা ব্যতীত সমস্তই সর্ব্বভূকের উদরসাৎ হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ পুরোহিত ডাকাইয়া যথাশাস্ত্র সুপারির গোলা অগ্নিদেবকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। অগ্নিদাহে তাঁহার ব্যবসার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, বরং বিপুল অর্থ উপার্জ্জিত হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন কালীভক্ত ছিলেন। সন্ধিপুরের নিকটবর্ত্তী কাপড়পুর বাগাণ্ডা নামক গ্রামে কালীপূজার দিন উপস্থিত হইয়া ষোড়শোপচারে পূজা ও দানাদি করিয়া আসিতেন। কথিত আছে যে, উক্ত কালিকাদেবী গোবর্দ্ধনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া একদিন স্বপ্নে তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করেন যে, আমার মন্দিরের পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকা লইয়া দেবীমূর্ত্তি গড়িয়া প্রতিষ্ঠা করিলে আমি তাহাতে আবির্ভূত হইব। গোবর্দ্ধন দেবীর আদেশমত মূর্ত্তি গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি শিব ও বিষ্ণু স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সকল দেবদেবীর দৈনিক সেবা ও অতিথিশালার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। গোবর্দ্ধন ধর্ম্মপরায়ণ, উদারচেতা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। লোকমুখে শুনা যায় যে, এখন যথায় তারকেশ্বরের মন্দির বিরাজিত, ঐ স্থান টাউড়কাঁটার জঙ্গলে পূর্ণ ছিল ও রামনগর গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ গ্রামে মুকুন্দ ঘোষ নামক জনৈক গোপ

বাস করিত। সে দধি-দুগ্ধ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহার ভৃত্যেরা গরু চরাইতে মাঠে লইয়া যাইত। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় একটি দুগ্ধবতী গাভী ঐ টাউড়কাঁটার বনে প্রবেশ করিয়া তারকনাথ দেবের মস্তকে দুগ্ধ বর্ষণ করিত। মুকুন্দ ঘোষ গাভির দুগ্ধ না দিবার কারণ অনুসন্ধানে অক্ষম হইয়া রাখাল বালকগণকে তিরস্কার করিত। মুকুন্দের তাড়নায় রাখাল বালকগণ প্রপীড়িত হইয়া কে দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রাখালগণ কতিপয় দুগ্ধবতী গাভির অনুসরণ করিয়া দেখিল যে, টাউড়কাঁটার বনমধ্যস্থ প্রস্তরখণ্ডের উপর এক এক করিয়া দুগ্ধ বর্ষণ করিতেছে। এই সংবাদ রাখালেরা মুকুন্দ ঘোষকে জ্ঞাপন করিল এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করাইল। মুকুন্দরাম ঐ প্রস্তরখণ্ডকে দেবতা ভাবিয়া সেই স্থান পরিষ্কার করতঃ ক্ষমতামত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে তারকনাথ দেব গোবর্দ্ধনকে প্রত্যাদেশ করেন যে, এই স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ ও দুইটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দাও। গোবর্দ্ধন আদেশমত সত্বর উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গোবর্দ্ধন কলিকাতার কোন এক মহাজনকে এক শত বস্তা চিনি নমুনা দৃষ্টে ধার্য্য দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ মহাজন নমুনামত চিনি নয় বলিয়া গোলযোগ উপস্থিত করেন। উদ্দেশ্য ছিল, দরে বাট্টা করিবে; গোবর্দ্ধন তাহাতে অস্বীকার করিয়া ঐ বস্তাগুলি অন্যকেও বিক্রয় না করিয়া গঙ্গায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ইনি নানা স্থান হইতে স্বজাতিয় কুটুম্বকে আনাইয়া নিজ অর্থে তাঁহাদিগের বসবাস নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম স্থাপনাও করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায় তিনি বেশভূষা ও আবাসবাটীর চাক্‌চিক্যে লক্ষ্য রাখিতেন না। তাঁহার পরিধেয় বসন পাঁচি ধুতির বন্দোবস্ত ছিল। তিনি দীন দরিদ্র লোকদিগকে অর্থ দান করিতেন। কোন ভদ্রলোকের অবস্থান্তর দেখিলে ছলে বা কৌশলে যে কোন প্রকারে হউক, অর্থদানে তাঁহার অভাব মোচন করিতেন। তিনি এইরূপ ব্রতে ব্রতী থাকিয়া ক্রমে হুগলী ও বর্দ্ধমান বিভাগে সাধারণ লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন দ্বারা সাধারণের সমূহ উপকার করিয়াছিলেন। নিজের স্বার্থ বা নামের দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া ঐ সকল দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন এবং তাঁহাদের নামেই উৎসর্গ করিতেন। [ক্রমশঃ।

মহাজনবন্ধু, মাসিকপত্র।
৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা; আষাঢ়, ১৩১২ সাল।

পাকা রং।

বর্ণদ্রব্য পাকা করিবার কারণ এই যে, অদ্রবনীয় বর্ণকে দ্রবনীয় এবং পরে কাপড়ের মধ্যে পুনরায় অদ্রবনীয় করিলে ঐ বর্ণ পাকা হয়। আর দ্রবনীয় বর্ণগুলিকে কাপড়ে সংযুক্ত করিয়া তথায় অদ্রবনীয় করিতে পারিলেও তাহা পাকা হয়। কতকটা বকমকাষ্ঠ, কৃমিদানা, মঞ্জিষ্ঠা অথবা মালচ জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ রঞ্জিত জল ছোট শিশিতে রাখিয়া দিলে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু যদি তাহাতে একটু ফটকিরির জল দিয়া কয়েক ফোঁটা সোডার জল কি একটু সোডা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ রঞ্জিত জল দুধে অম্লযোগের মত ছিটিয়া যাইবে, রংটী শিশির তলার অদ্রবনীয় আকারে জমিবে ও উপরে পরিষ্কার বর্ণহীন জল থাকিবে। যে অদ্রবনীয় বর্ণদ্রব্য শিশির তলায় পড়িবে, তাহাকে অতি অল্প পরিমাণ সাজিমাটীর জল কি সাবানের জল দিয়া ফুটাইলেও আর দ্রব হইবে না। এখন রাসায়নিক বিদ্যা দ্বারা জানা গেল যে, আমরা কৌশলক্রমে জলে দ্রবনীয় বর্ণদ্রব্যকে, ক্ষারজল ও সাবানের জলে অদ্রবনীয় অবস্থায় আনিতে পারি। এখন আমাদের কাপড়গুলি কি প্রকার দ্রব্য একবার চিন্তা করিয়া দেখি। এক আঁটি খড়, ঘাস, একটি খেঁগরা অথবা এক গোছা চুল লইয়া বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দুইটি খড়, ঘাস, খেঁগড়াকাটি বা চুলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি নল বা শিশির মত স্থান আছে; আর অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলেও কাপড়ের প্রত্যেক সূতার মধ্যে, কার্পাসের প্রত্যেক দুই লোমের মধ্যে এরূপ স্থান রহিয়াছে, যাহা এক একটী ক্ষুদ্র শিশি বা নলের সহিত তুলনা হইতে পারে। যেমন প্রত্যেক সূতার মধ্যে কার্পাসের প্রত্যেক লোম দ্বারা অগণ্য নল উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার কাপড়ে প্রত্যেক দুই সূতার মধ্যবর্ত্তী স্থানও এক একটী ক্ষুদ্র শিশি বা নলের অনুরূপ। যেমন শিশিতে বর্ণদ্রব্যের জল রাখিয়া তাহাতে ফটকিরি ও সোডা দিয়া পরীক্ষা করিলে বর্ণ অদ্রবনীয় হইয়া পৃথক হয়, ঠিক সেই প্রকার কাপড়ের প্রত্যেক সূতা এবং দুই সূতার মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নলবৎ স্থানগুলি বর্ণদ্রব্যের জল পূর্ণ করিয়া যদি উহাতে ফটকিরি ও সোডা যোগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ বর্ণদ্রব্য তৎস্থানে ঠিক শিশির মত অদ্রবনীয়

অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে শিশিতে বর্ণদ্রব্য অদ্রবনীয় ও বস্ত্রের সূত্রমধ্যস্থ অতি ক্ষুদ্র নল মধ্যে অদ্রবনীয় করা বিষয়ে কিছু প্রভেদ আছে। যাহারা নানা-বিধ আকারের কাচপাত্র সচরাচর ব্যবহার করেন, তাহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, কোন কাচপাত্রে কোন দ্রবনীয় দ্রব্য যথা,—চূণের জল, হীরাকসের জল ইত্যাদি অদ্রবনীয় করিলে পাত্র যত বৃহৎ ও প্রশস্ত হয়, ততই সহজে পরিষ্কার করা যায়; আর যত সূক্ষ্ম হয়, ততই রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উভয় প্রকার উপায় দ্বারা পরিষ্কার করা কঠিন হয়। এইজন্যই কাপড়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বা নল মধ্যে বর্ণদ্রব্য একপ্রকার অদ্রবনীয় হইলে সাজিমাটি, সাবান ও রজকের প্রবল আঘাতেও ঐ সংযত বর্ণ পৃথক হয় না, উক্ত যান্ত্রিক ক্রিয়া ব্যতীত বিশেষ বিশেষ প্রকার রং পাকা করিবার উপকরণের সহিত বস্ত্রের বিশেষ আকর্ষণ আছে, একটি সামান্য দৃষ্টান্তেই পাঠকগণ এবিষয়ে বেশ বুঝিতে পারিবেন। দেখুন, মেজেণ্টার রং ও বকম কাষ্ঠের রং জলে সহজে দ্রবনীয়, কিন্তু হাতে লাগিলে সহজে ধৌত করা যায় না; যাহা হউক, বর্ণদ্রব্য তত সহজে কাপড়ে সংযুক্ত ও অদ্রবনীয় হয় না। যে দ্রব্য দ্বারা বর্ণদ্রব্যকে পাকা অর্থাৎ বস্ত্রমধ্যে অদ্রবনীয় করা যায়, তাহাদের অসাধারণ শক্তিতেই বর্ণদ্রব্য অতিস্থায়ীভাবে লাগিয়া যায়। রং পাকা করিবার দ্রব্যগুলি কাপড়ের সহিত কিরূপ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়, তাহা বুঝাইতে গেরিমাটি বা গুপীমাটি কাপড়ে একবার লাগিলে সহজে উঠে না এবং হিরাকস কি টিংচার-ষ্টিল নামক ঔষধ কাপড়ে লাগিলে কোনমতে উঠে না। এই দ্রব্যগুলির একদিকে বস্ত্রের সহিত যেরূপ প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে বর্ণদ্রব্যের প্রতিও সেই প্রকার। কোন বর্ণদ্রব্যের জল পরীক্ষাজন্য কোন কাচপাত্রে রাখিয়া ফটকিরি ও সোডার জল, হিরাকসের জল ইত্যাদি যোগ করিলে ঐ বর্ণদ্রব্য অদ্রবনীয় হয়, কিন্তু বস্ত্রমধ্যে ঐ প্রকার করিলে তাহারা যে কেবল অদ্রবনীয় হয়, এরূপ নহে; বস্ত্রের সূতার সহিত রাসায়নিক মিলনে এমন একটি স্থায়ী উজ্জ্বল অদ্রবনীয় বস্তু প্রস্তুত করে, যাহার বলে কাপড় অতি উজ্জ্বলরূপে গাঢ় পাকা রংএ রঞ্জিত হয়। যদিও কুসুমফুল ও নীল প্রভৃতি জলে অদ্রবনীয় বর্ণ বিশেষ বিশেষ প্রকার ক্রিয়া ব্যতীত সাধারণ উপায়ে কাপড়ে পাকা রং করা যায় না, কিন্তু অধিকাংশ রংই পাকা মসলা সংযুক্ত বস্ত্র, বর্ণদ্রব্যের জলে ফুটাইয়াই প্রস্তুত করা হয়। যে সকল পাকা বর্ণ সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে লাল ও কাল বর্ণই প্রধান। আমরা নিম্নে লাল ও কালবর্ণ দেশী ও বিলাতি উপায়ে পাকা করিবার কথা বলিতেছি।

বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ধাতুদ্রব্যই রং পাকা করিবার উৎকৃষ্ট উপকরণ; তন্মধ্যে ফটকিরি, রাঙ ও লৌহ এই তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং অতি বিস্তীর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। ফটকিরি ও রাঙজ দ্রব্য বর্ণহীন বা সাদা, সুতরাং বর্ণ-দ্রব্যের প্রকৃত রং পরিবর্ত্তন করে না, কিন্তু লৌহ ঈষৎ লোহিতাক্ত বর্ণ প্রাপ্ত হওয়াতে বর্ণদ্রব্যের প্রকৃতবর্ণ কতক পরিমাণে রূপান্তর করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বস্ত্র মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অগণ্য নল বা ছিদ্র আছে, কোন প্রকার সম্পূর্ণ তরল দ্রব্য অথবা তরল অবস্থাপ্রাপ্ত দ্রব্য ভিন্ন ঐ ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, আর ঐ সূক্ষ্মতম চ্ছেদ বা নল মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় অদ্রবনীয় না হইলেও বর্ণ পাকা হয় না; এজন্য ফটকিরির মড়িচা (Oxide of Aluminium), লৌহের মড়িচা (Oxide of Iron), রাংএর মড়িচা (Oxide of Tin), বর্ণদ্রব্য পাকা করিবার প্রকৃত বস্তু হইলেও উহাদিগকে দ্রব অবস্থায় বস্ত্রে সংলগ্ন করা আবশ্যক। ঐ সকল দ্রব্যকে দ্রবাবস্থায় বস্ত্রে সংযুক্ত করিতে আবার উপযুক্ত দ্রাবকের আবশ্যক। কারণ বস্ত্রের সহিত ঐ মড়িচাগুলির যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বা আকর্ষণ আছে, যদি দ্রাবকের সহিত তদপেক্ষা অধিক আকর্ষণ হয়, তবে কোন কার্য্যই হইবে না; এজন্য এমন দ্রাবক ব্যবহার আবশ্যক, যাহারা অতি সহজে উক্ত মড়িচা হইতে অন্তরিত হইয়া যায়। উদ্বায়ী দ্রব্য মধ্যেই এই প্রকার গুণ দেখিতে পাওয়া যায়; আর উক্ত মড়িচা সকল সহজে নানা প্রকার দ্রাবকে দ্রব হয়। দ্রাবক সকল আবার উগ্রতাগুণে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে বস্ত্র নষ্ট করিয়া ফেলে; এজন্য মড়িচা দ্রব করিতে পারে, সহজে মরিচা হইতে অন্তরিত হয়, এবং বস্ত্রের উপর কোন প্রকার উগ্রক্রিয়া প্রকাশ করে না। এই প্রকার কোন দ্রব্য পাইলেই আমরা উক্ত মড়িচা সকলকে দ্রব করিয়া বস্ত্রে সংলগ্ন করিতে পারি। রসায়ন বিদ্যা প্রকাশ করিতেছে, শির্কা (Vinegar) বা শির্কায় (Acetic acid) এই তিন প্রকার গুণ ধারণ করে, এই জন্যই শির্কা বা শির্কাসার অর্থাৎ এসিটিক এসিড এই কার্য্যে বাহুল্যভাবে ব্যবহৃত হয়। রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির পূর্ব্বে এবং এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে লালবর্ণ পাকা করিবার জন্য ফটকিরি ও সোডা মিলাইয়া ফটকিরির মড়িচা দিয়া ছাপ দিয়া থাকে। এই উপায় অত্যন্ত সহজ ও সুলভ হইলেও রং ততদূর পাকা হয় না; কারণ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধাতুদ্রব্যের মড়িচাকে দ্রব অবস্থায় কাপড়ে সংলগ্ন না করিলে উহার সূক্ষ্মতম নল বা ছিদ্র মধ্যে প্রবেশ করিতে

পারে না, তবে ঐ সকল দ্রব্য অতি সামান্য রাসায়নিক ও সাধারণ যান্ত্রিক শক্তিতে বস্ত্রে সংলগ্ন হইয়া কতকটা পাকা হয়। সামান্য ফটকিরি দুইটী লবণ-যোগে প্রস্তুত হয়; যথা,—(Sulphate of aluminium and Sulphate of ammonia) সল্‌ফেট অব্ এমোনিয়া ও সল্‌ফেট অব্ এলুমিনা। ইহাতে যে এমোনিয়া আছে, তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। কতকখানি ফটকিরি কি ফটকিরির জলে, একটু চুণ কি সাজিমাটি বা সোডা যোগ করিলে এমোনিয়ার গন্ধ বাহির হয়, ঐ মিশ্রণ উষ্ণ করিলে এমোনিয়া অধিক বাহির হয়; যাহা হউক, ফটকিরি স্বভাবতই ঈষৎ অম্লাক্ত, ঐ অম্ল অতিরিক্ত সলফিউরিক এসিড বর্ত্তমান থাকাতেই হয়। ফটকিরির মড়িচাকে শির্কাদ্রাবকে দ্রব করিবার জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়, ফটকিরি হইতে মড়িচা প্রস্তুত করিয়া অথবা ফটকিরির ধাতুকে শির্কাদ্রাবকে দ্রব করা তত সহজ ও সুলভ নহে; এজন্য রাসায়নিক আদান-প্রদান বা পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিয়া অসাক্ষাৎ-ভাবে ফটকিরি হইতে উহার সলফিউরিক এসিড হরণ ও তৎপরিবর্ত্তে উহাকে শির্কাম্ল দান করা হইয়া থাকে। ফটকিরি ও (Pyrolignite of Lime or acetate of Lead) পাইরোলিগনাইট অব্ লাইম কিম্বা সুগর অব্ লেড্ সহিত মিলিত হইলে নিজদেহ হইতে বাধ্য হইয়া সল্‌ফিউরিক এসিড ত্যাগ ও ঐ সকল দ্রব্যের এসিটিক এসিড গ্রহণ করে। ইহার কারণ এই যে, সীস ও চুণের সহিত গন্ধকদ্রাবকের রাসায়নিক আকর্ষণ ফটকিরি অপেক্ষা অধিক। সুগর অব্ লেড্ অপেক্ষা পাইরোলিগনাইট অব্ লাইম অনেক সুলভ, এজন্য বিলাত প্রভৃতি স্থানে এই দ্রব্য ফটকিরি যোগে এসিটেট অব্ এলুমিনা প্রস্তুত করা হয়। যাঁহারা অতি অল্পপরিমাণ এলুমিনা এসিটেট প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করিতে চান, তাঁহারা নিম্নলিখিত পরিমাণ লইবেন।

(সুগর অব লেড্ ৪৮ গ্রেণ, জল ৩ ড্রাম) ৩ এর ৪ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে চারি আনা ওজন সুগর অব্ লেড্ দ্রব করিতে হইবে। যদি ঐ জল ঈষৎ ঘোলা হয়, তবে উহাতে কয়েক ফোঁটা এসিটিক এসিড যোগ করিলে ভাল হয়। আর একটী পাত্রে (৭৮ গ্রেণ ফটকিরি, জল ১৫ ড্রাম) সাড়ে ছয় আনা ওজন ফটকিরি এক ছটাক পরিষ্কার জলে দ্রব করিয়া উক্ত সুগর অব্ লেডের সমুদয় জলে (৯ ড্রাম ফটকিরির জল) ২। কাঁচ্চা উক্ত ফটকিরির জল যোগ কর, সুবিধা হইলে অল্পক্ষণ গরম কর, তারপর স্থিরভাবে কয়েকঘণ্টা রাখিয়া দিলে পাত্রের নীচে কতকটা খড়ির মত দ্রব্য জমিবে, উপরে পরিষ্কার জল থাকিবে। এই জলই

এসিটেট অব্ এলুমিনা, ইহার সহিত অতি অল্প অতিরিক্ত ফটকিরি থাকিয়া যায়, তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। ঐ পরিষ্কার জল সাবধানে ঢালিয়া লইয়া গঁদের আঠা যোগে উপযুক্তরূপ ঘন করিয়া কাপড়ে ছাপা দিতে হয়। ঐ কাপড় গরম স্থানে ২।৩ দিন রাখিয়া দিলে সমুদয় শির্কা উড়িয়া ফটকিরির মড়িচা কাপড়ে জমিয়া যায়। কাপড়খানিকে সাধারণ জলে অথবা অল্প গোময়-মিশ্র কিম্বা অল্প চাখড়ি-মিশ্র জলে বারেক ভিজাইয়া নদী কি পুষ্করিণী প্রভৃতির জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া মালচ, মঞ্জিষ্ঠা, বকমকাষ্ঠ কিম্বা কৃমিদানার জলে দশ মিনিট ফুটাইলে পাকা লাল রং হইবে। দেশীয় কারিকরেরা কোন কোন স্থানে শুদ্ধ ফটকিরি ও সোডা ব্যবহার করিয়া থাকে; ফটকিরি জলে গুলিয়া তাহাতে সোডা ক্রমে ক্রমে দিতে হয়, কিন্তু নাড়িয়া দিলে নির্ম্মল হয়। এরূপ বারবার সোডা যোগ করাতে, যখন সোডাযোগে আর ফুটিয়া উঠেনা ও নির্ম্মল হয় না, স্থায়ী-ভাবে অস্বচ্ছ অর্থাৎ ঘোলা হয়, তখনই ঠিক প্রস্তুত হয়। এই দ্রব্যের সহিত গঁদ মিলাইয়া ঘন করতঃ কাপড়ে ছাপ দিলে এসিটেট অব্ এলুমিনার মত বস্ত্রের ঐ স্থানে বর্ণ পাকা করিবার উপযুক্ত হয়, কিন্তু এই উপায়ে বর্ণ তত পাকা হয় না। যাহা হউক, আমরা উপরে শুদ্ধ পরীক্ষা করিবার জন্য সামান্য পরিমাণ প্রস্তুতের কথা বলিলাম, ব্যবসা কি কারবার উপযোগী অধিক পরিমাণ প্রস্তুতের কথা পরে বলিতেছি।

লাল রং পাকা করিবার জন্য ফটকিরিই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু রাঙের মড়িচা এ বিষয়ে ফটকিরি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। রাঙ, এসিটীক এসিড বা শির্কাম্লে দ্রব্য হয় না; সুতরাং বস্ত্র নষ্ট করে না, সহজে রাঙ হইতে অন্তরিত হইয়া যায়। এই সকল গুণসম্পন্ন রাঙ দ্রবকারী অন্য দ্রব্য অনুসন্ধান করিলে মিউরিয়েটিক বা হাইড্রোক্লোরিক (Muriatic or Hydrochloric acid) এসিডেই বিশেষ উপযোগী বলিয়াই বোধ হয়। রাঙ হাইড্রোক্লোরিক এসিডে সহজে দ্রব হয়, আর তাপ প্রয়োগ করিলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড উড়িয়া যায়; এজন্য রাঙ হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রব করিয়া ক্লোরাইড অব্ টীন নামে ব্যবহৃত হয়। বস্ত্র-রংকারীরা বিলাতে ইহাকে "স্পিরিট" কহে, এবং এই দ্রব্য যোগে যে সকল পাকা বর্ণ হয়, তাহাদিগকে "স্পিরিট কলার" কহে। টিন ক্লোরাইড কি নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়, পরে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কাল পাকা রং করিতে "লৌহ" ধাতুর লবণই অধিক ব্যবহৃত হয়। যদিও অতিপূর্ব্বকাল হইতে অতি সুলভ হিরাকস বিবিধ কালবর্ণ প্রস্তুত করিতে ব্যব-

হৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু হিরাকস গন্ধকদ্রাবক ও লৌহযোগে প্রস্তুত ; এজন্য বস্ত্রে সংযুক্ত হইলে, গন্ধকদ্রাবক উড়িয়া যাইতে পারে না, এবং ঘনীভূত হইয়া বস্ত্র নষ্ট করিয়া ফেলে ; আর হীরাকস জলে সহজে দ্রব হইলেও বায়ুতে রাখিলে অতিশীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ অদ্রবনীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। এই সকল কারণে এসিটেট অব্ আয়রণ (Acitate of Iron) এই কার্য্যের জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এসিটিক এসিড বা শির্কাম্ল যেরূপ লোহাকে সম্পূর্ণ দ্রব করে, তেমনি সহজে বস্ত্র হইতে অন্তরিত হইয়া যায় ; আর ইহার কিছুমাত্র উগ্রধর্ম্ম নাই, এজন্য এসিটেট্ অব্ আয়রণ বস্ত্রে কাল রং করিতে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। লৌহের ছোট ছোট টুকরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এসিটীক্ এসিডের মধ্যে মগ্ন রাখিলে লৌহ ক্রমে ক্রমে উহাতে দ্রব হইয়া এসিটেট্ অব্ আয়রণ প্রস্তুত করে। আমাদের দেশীয় কারীকরেরা এখনও পর্য্যন্ত নৌকার পুরাতন পেরেক ঘুঁটের আগুণে দগ্ধ করিয়া বড় বড় জালাতে গুড়ের জল মধ্যে ২।৩ মাস কি আরও দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখে, এইরূপে তাহাদের এসিটেট অব্ আয়রণ প্রস্তুত হয়। যাহা হউক, সে বিষয়ে আমরা বিস্তীর্ণভাবে শীঘ্র বলিব। বিলাতেও Pyrolignious acid নামক বিমিশ্র এসিটিক্ এসিডে লৌহ দ্রব করিয়া কখন কখন কাল পাকারঙ্গের উপকরণ প্রস্তুত করে, কিন্তু সচরাচর (Pyrolignite of Lime) পাইরোলিগনাইট অব্ লাইম নামক দ্রবযোগে হীরাকসের গন্ধকদ্রাবক হরণ করিয়া "Iron Liquor or Black Liquor" পাকা কাল রং করিবার উপকরণ প্রস্তুত হয়। ঐ পাইরোলিগনাইট্ অত্যন্ত সুলভ বলিয়া উহা অধিক ব্যবহৃত হয়, নচেৎ হীরাকসের জলে সুগার অব্ লেডের জল যোগ করিয়া, সুগর অব্ লেডের সীস দ্বারা হীরাকসের গন্ধকদ্রাবক হরণ ও তৎস্থানে সুগার অব্ লেডের শির্কাম্ল প্রদান করিয়া উৎকৃষ্ট প্রকার এসিটেট্ অব্ আয়রণ প্রস্তুত হয়। পরীক্ষার জন্য কতকটা হীরাকসের জলে ক্রমে ক্রমে সুগার অব্ লেডের জল মিলাইলে যখন আর ছিটিয়া যায় না, তখনই স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে ময়দার মত দ্রব্য ঐ পাত্রের নীচে জমিয়া যায়, আর উপরে ঈষৎ লালবর্ণের জল থাকে, এই দ্রব্যই এসিটেট অব্ আয়রণ। অধিক পরিমাণ এসিটেট অব্ আয়রণ অর্থাৎ পাকা কালবর্ণ করিবার উপকরণ প্রস্তুত করিতে ছিট-প্রস্তুত-বিদ্যার আচার্য্য বংশীয়গণ অর্থাৎ আমাদের দেশীয় কারিকরেরা চিরপ্রচলিত পদ্ধতিক্রমে কি উপায় অবলম্বন করে, প্রথমে দেখা যাউক। দেশীয় পাকাছিট ও পাকা রং প্রস্তুত বিষয়ে কোন পুস্তক আমরা

এপর্য্যন্ত দেখি নাই। তাহারা যে ভাবে ছিট প্রস্তুত করে, তাহা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হইলেও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হয় না ; কারণ বাবুই পক্ষীর কুলায়, মধুমক্ষিকার মধূচক্র ইত্যাদি যে সংস্কার-বলে আবহমানকাল গঠিত হইতেছে, দেশীয় কারিকরগণ ঠিক সেই প্রকার প্রচলিত পদ্ধতির একমাত্র অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। কিসে কি হয়, কেন এই দ্রব্য কাল হয়, কেন ঐ দ্রব্য লাল হয়, এতগুলি উপকরণ ব্যবহার কর, ইহার কোন্ দ্রব্যের কি গুণ, এই সকল প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য কি, কেন বর্ণ পাকা হয় ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তাহারা কিছুই জানেনা, সুতরাং প্রচলিত পদ্ধতির অনুমাত্র ব্যতিক্রম করিতেও তাহারা কোনক্রমে সাহসী হয় না। এই কারণেই উহাকে আমরা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া না বলিয়া সংস্কার বলিলাম। দেশীয় কারিকরগণের যে যাহা শিক্ষা করিয়াছে, প্রাণান্তেও অন্য ব্যক্তিকে তাহা প্রকাশ করে না, এই জন্যই দেশীয় ব্যবহৃত উপকরণগুলির সকল স্থানে সমগুণ ও সমপরিমাণে যে ব্যবহৃত হয় না, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। যাহা হউক, তাহাদের মূলতত্ত্ব আমরা প্রকাশ করিতেছি। কোন প্রকার ছোট ছোট লৌহখণ্ড প্রথমে সংগ্রহ করিতে হয়। পুরাতন নৌকার অকর্ম্মণ্য পুরাতন লোহার পেরেকই অধিক সুলভ, এজন্য তাহারা ঐ প্রকার পেরেক ব্যবহার করে। পেরেকগুলিকে প্রথমে ঘুঁটের আগুণে উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া লয়। দগ্ধ করিবার প্রকৃত কারণ তাহারা জানেনা, আমাদের বিবেচনায় পেরেকগুলিকে তৈলাক্ত দ্রব্য ও অন্য প্রকার ক্লেদাদি হইতে নির্ম্মল করা প্রধান উদ্দেশ্য ; আর উহাতে মড়িচা উৎপাদন করা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। পেরেকগুলি দগ্ধ হইলে একটী বৃহৎ জালা কি কলসে কতকগুলি এই প্রকার পেরেক রাখিতে হয়। ইহার পরিমাণ অবশ্যই নানাস্থানে নানাপ্রকার। ঐ জালাতে আখের গুড় ও জল একত্র করিয়া উহার ৩ এর ৪ অংশ বা অর্দ্ধেক পূর্ণ করিতে হয়। জালাটী নিরাপদ ও উষ্ণ রাখিবার জন্য মাটীর নীচে পোঁতা যাইতে পারে, অথবা ইট ইত্যাদি দিয়া সমান ভাবে বসাইয়া রাখা যাইতে পারে। জালাটীর মুখে একখানি সরা ঢাকা দিয়া ঐ সরাটীকে আঠাল কাদা দিয়া আবদ্ধ করিতে হয়। কয়েকদিন এই ভাবে রাখিয়া দিলে ভিতরের গুড়ের জল ক্রমে ক্রমে প্রথমে অঙ্গারাম্ল, পরে সুরা, তৎপরে শির্কাম্লে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই শির্কাম্ল ক্রমে উক্ত লৌহখণ্ডের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে এসিটেট অব্ আয়রণে পরিবর্ত্তিত করে। দগ্ধ করিয়া লওয়াতে লোহার উপরের

অংশ কতকটা মড়িচা হয়, মড়িচা শির্কার সহিত অতি সহজে মিলিতে থাকে। গুড়ের জল ও লোহা জালায় দিয়া আবৃত রাখিলে কয়েকদিন মধ্যে ভিতরের জল উথলিয়া উঠে। সরার নিকট মাটীর লেপ ভিজিয়া গেলেই ভিতরের এই অবস্থা জানা যায়। যাহা হউক, জালার ভিতরে ক্রমাগত রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকে, ২।৪ মাস পরে জালার জল ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। বাস গৃহে বিশেষতঃ শয়নগৃহে জালা রাখিলে স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে পারে, এজন্য স্বতন্ত্র ঘরে রাখা উচিত। গুড়, জল ও লোহার পরিমাণ এক এক স্থানের কারিকর এক এক প্রকার ব্যবহার করে, এজন্য ঠিক পরিমাণ প্রকাশ করা অসম্ভব। সচরাচর একমণ জলে ৫ হইতে ১৫ সের আখের গুড় দিলেই হয়, লোহার পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক বা অল্পে ক্ষতি নাই, কিছু অধিক হইলেই ভাল হয়। এই জল ২।৩ মাসের পর প্রস্তুত হইলে ইহার প্রতি সেরে চারি আনা ওজন হীরাকস ও এক কি দুই আনা ওজন তুঁতে এবং কিছু ময়দা মিলাইয়া আগুণের তাপে গরম করিতে হয়। লোহার কিম্বা মাটীর বাসনে জাল দেওয়া যাইতে পারে। জাল দিলে কিছু অতিরিক্ত শির্কা উড়িয়া যায়, আর ময়দার সহিত মিলিয়া বেশ ঘন হয়, ঘন হইলেই কাপড়ে ছাপ দিবার উপযোগী হয়। ময়দা এরূপ পরিমাণ মিলাইতে হইবে, যেন জাল দিলে অধিক ঘন না হয় এবং এরূপ পাতলাও না হয়, যেন কাপড়ে চুপসাইয়া যায়। উক্ত জলকে অধিক ঘন অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ লৌহযুক্ত করিবার জন্য অতিরিক্ত হীরাকস যোগ করে, কিন্তু কি জন্য তুঁতে দেয়, আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কারিকরগণের বিশ্বাস, তুঁতে দিলে রং কিছু অধিক পাকা হয়। বিলাতি উপায়ে প্রস্তুত পাকা কাল রঙ্গের মসলায় তুঁতে দেয় না, অথচ তাহাদের রং বেশ পাকা হয়। এখন দেখা যাউক, বিজ্ঞানপ্রিয় বিলাতবাসীরা কি উপায়ে পাকা কাল রঙ্গের মসলা প্রস্তুত করে।

বিলাতে বড় বড় টবে শির্কা বা বিমিশ্র এসিটিক্ এসিড রাখিয়া, তাহাতে লোহার ছোট ছোট দ্রব্য দীর্ঘকাল রাখিয়া দিয়াও এসিটেট অব্ আয়রণ প্রস্তুত হয়, কিন্তু এইপ্রকার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, ও অপরিচ্ছন্নতা জন্য বিলাতে তত আদর নাই। তথায় পাইরোলিগনাইট অব্ লাইম নামক অতি সুলভ এসিটেট অব্ লাইম অথবা সুগার অব্ লেড হীরাকসের সহিত মিলাইয়া অধিক পরিমাণ ব্লাকলিকর বা আয়রণ লিকর নামক কাল রঙ্গের উপকরণ প্রস্তুত হয়। ফলতঃ কোন কোন কারখানায় লৌহখণ্ড ও এসিটিক এসিডের আদর

আছে। বিলাতে লোহার জিনিস চ্ছেদ, কুঁদা ইত্যাদিতে ছোট ছোট লৌহখণ্ডের অভাব নাই, তথায় তাহারা কতকগুলি জালা সাজাইয়া রাখে। প্রথমে একটীতে শির্কা ও লোহা কয়েক দিন রাখিলে ঐ দ্রব্য, শুদ্ধ লৌহখণ্ডযুক্ত অন্যপাত্রে রাখা হয়। এইপ্রকার ক্রমাগত করিয়া যখন ঐ দ্রাবকের আপেক্ষিক গুরুত্ব উপযুক্ত হয়, তখনই প্রস্তুত-প্রক্রিয়া শেষ করে। তাহারা এইপ্রকার প্রক্রিয়া করে বলিয়া দেশীয় কারিকরগণের ন্যায় শেষে আর তাহাদের হীরাকস যোগ করিতে হয় না।

কুঁদাই কারখানা।

কাষ্ঠের চেয়ার, টেবিল, জানালা, দরজা, কড়িকাট্ ইত্যাদি প্রস্তুত সূত্রধর দ্বারা সাধিত হয়। ইহা ভিন্ন কাষ্ঠ-শিল্পের সূক্ষ্মকার্য্য কুঁদাই ও খোদাই দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। উড্ এন্‌গ্রেভিং প্রভৃতি কাষ্ঠের উপর খোদাই কার্য্য এস্থলে বক্তব্য নহে। এ প্রবন্ধে আমরা কুঁদাই কার্য্যের কথা বলিব।

কটক, রাণীহাটীতে কাষ্ঠ কুঁদাইয়ের ৫।৭টী কারখানা আছে। প্রত্যেক কারখানায় ১০।১৫ জন করিয়া লোক খাটিতেছে। ইহাদের মূলধন ঃ—ঘরভাড়া মাসিক ১৲ টাকা, প্রত্যেকের পারিশ্রমিক (ভাল কারিকরের) রোজ ।০ আনা, দড়িটানা লোকের রোজ /০ আনা, রঙ্গিন গালা ।০ আনা, কাষ্ঠ প্রত্যেকের জন্য ॥০ আনা, কুঁদাই কাঠি ৫টা ৸০ আনা, কুঁদাই যন্ত্র সরঞ্জম সহিত ২৲ টাকা, মোট ৪৸/০ আনা। ইহা একখানা কুঁদাই যন্ত্র চালাইবার মূলধন। কিন্তু একখানা চালাইতে ঘরভাড়া এক টাকা লাগে না, এবং প্রতি বারে কুঁদাই কাঠি এবং কুঁদাই যন্ত্র ক্রয় করিতে হয় না। অতএব চারি টাকা তের আনা প্রথমবারে খরচের পর কারীকরের মজুরী ও কাষ্ঠ ইত্যাদির জন্য একখানি কুঁদাই যন্ত্র পরিচালন করিতে প্রত্যহ আট আনা, নয় আনা খরচ হয়, এবং ইহাদের দ্বারা প্রত্যহ এক টাকা উপায় হয়। খরচ-খরচা বাদে প্রত্যেক কুঁদাই যন্ত্রে আট আনা লাভ থাকে নিশ্চিতঃ। প্রত্যেক কারখানায় ৫।৭টী যন্ত্র রহিয়াছে দেখিলাম।

ইহারা করে কি? এই সকল কারীকরেরা কুঁদাই যন্ত্রের সাহায্যে মুণ্ডিকাম, কসিমোড়া, গম্ভীরা (উড়েরা রলিল) প্রভৃতি দেবদারু জাতীয় বুনো, নরম কাষ্ঠ

হইতে সিন্দূরকৌটা, দাবাবোড়ের এবং দশ পঁচিশের ঘুঁটি, শিশুদের বাজন, ল
লাঠিম ইত্যাদি দ্রব্য কুঁদাইয়া বাহির করে।

কি করিয়া করে? আমাদের দেশে ছুরি, কাঁচি শান দিবার যন্ত্র দেখিয়াছ
উহা যেমন ঘুরে, এই যন্ত্রও একজন লোকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতে থাকে, অ
এক ব্যক্তি কুঁদাইতে থাকে। একখানা দেড় হস্ত পরিমিত গোল,
কাষ্ঠের দুই দিকে দুইটী গোল প্রেক আঁটিয়া, প্রেকের মুখ কিছু বাহির কর
রাখ। উক্ত কাষ্ঠের মাপে মাটীতে দুইটী খুঁটি পুঁতিয়া ঐ খুঁটিদ্বয়ের উ
ইহাকে (বাহিরকরা প্রেকদ্বয় বিশিষ্ট কাষ্ঠের রোলারকে) স্থাপিত ক
এই গোলকাষ্ঠ বা রোলারের একপার্শ্ব কিঞ্চিৎ ভারী করিতে হয়, অ
হইলে দড়ির টানে ঘূর্ণায়মান কাষ্ঠের গতির ভারকেন্দ্রের সমতাপ্রাপ্ত হ
ইহাতে কুঁদাইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। অতএব উক্ত রোলারের একদি
কিঞ্চিৎ মোটা রাখিলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং আছেও তা
অপরদিকে একটী কাষ্ঠনল। কৌটা ইত্যাদি যে মাপের দ্রব্য হইবে, সে
মত ইহার গর্ত্ত হওয়া চাই; কেননা এই নলে কাষ্ঠখণ্ড আট্‌কান থাকে।
ইহা পূর্ব্বোক্ত রোলারের যে পার্শ্ব কিঞ্চিৎ সরু, সেই দিকে স্ক্রু ইত্যাদি দ্বা
কিংবা দড়ি দিয়া বাঁধিলেও চলিতে পারে। যাহা হউক, এই নলের গা
কাষ্ঠখণ্ডকে গোলাকার করিয়া আঁটিয়া দাও এবং এই কাষ্ঠখণ্ডকে কুঁদি
মনোমত দ্রব্য প্রস্তুত কর। ইহাই হইল কুঁদাই যন্ত্র। তুরপুনের গা
যে নিয়মে দড়ির পাক থাকে, কুঁদাই যন্ত্রের রোলারে সেই নিয়মে এ
প্যাঁচ্ দড়ি দিয়া একজন লোকে ইহা টানিতে থাকে।

কুঁদাই যন্ত্র অনেকে দেখিয়াছেন, অতএব সবিশেষ ইহার পরিচয় অনাবশ্যক
রিটর্ড বা বকযন্ত্র অর্থাৎ চোলাই যন্ত্র যেমন বহুবিধ আকার প্রকারে
আছে, ইহাও তদ্রূপ বহুবিধ গঠনের আছে। কাঁসারিদিগের ঘড়া ও ঘ
কুঁদিবার যন্ত্র, খাটের পায়া বা তক্তপোষের পায়া কুঁদিবার যন্ত্র হইতে ঢোল
ইত্যাদি কুঁদা এবং ছুরি, কাঁচি শান্ দিবার যন্ত্রও এই কুঁদাই যন্ত্রের অধীন, কি
স্থলবিশেষে আকৃতির বৈচিত্র্যের ইতরবিশেষ আছে।

কুঁদাই কাঠি। ইহা লৌহনির্ম্মিত, ও ইহার মুখে ধার আছে; কাহারও
বা মুখ বাঁকা। ছোট ছোট উকা বা স্ক্রু আঁটিবার যন্ত্রের মত দেখিতে। ইহা
তিন চারি প্রকারের আছে। ১ম মোটা, ২য় উহাপেক্ষা সরু, ৩য় আরও সূক্ষ্ম
৪র্থ মুখবাঁকা মোটা, ৫ম মুখবাঁকা সরু।

কুঁদাই কার্য্য। ইহা একবার দেখিলেই শিক্ষা করা যায়। জোড়ের স্থানগুলি প্রথম কোঁদা হয়, পরে অপরাংশ কোঁদা হইয়া থাকে। মুখবাঁকা কাঠি দিয়া কুঁদিয়া ভিতর গর্ত্ত করা হয়।

কলিকাতার ব্যবসায়-অবস্থা।

ভারতবাসী ব্যবসায় জানে না বলিলে তাহাদের প্রাণে আঘাত লাগে। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নহে বটে, কিন্তু চাকুরী এবং উপরি আয়ে নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে; নচেৎ পূর্ব্বে নেটালে কলিকাতার দ্রব্য বিদেশীয় বণিকেরাই লইয়া যাইত, এক্ষণে তথায় ভারতবাসী ছুটিয়াছে। মরিশস্ দ্বীপে ভারতবাসীর একচেটিয়া বাণিজ্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রেষ্ঠী ব্যবসায়ীর কল্যাণে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসায় ভারতবাসীর হস্তে আসিয়াছে।

কলিকাতায় ইয়ুরোপীয় আফিসগুলির কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা হীনপ্রভ হইয়াছে। ইহার কারণ অনেক। জর্ম্মণি ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় উহারা পারিয়া উঠিতেছে না, ইহাই বাজারে রাষ্ট্র! উক্ত কারণ বলবৎ হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশস্থলে এদেশীয় অসদ্-চরিত্র লোকের সহিত সহবাসে উহাদের ব্যবসায়কে আরও দিন দিন হীন ও ক্ষীণ করিতেছে। এই নিয়মে আরও কিছুদিন থাকিলে ইংরাজের আফিসগুলির আরও অমঙ্গল সংঘটিত হইবে।

বর্ত্তমানক্ষেত্রে এদেশীয় মহাজনেরা ইংরাজবণিক্‌কে মাল বিক্রয় করিতে সর্ব্বদা আশঙ্কা বোধ করেন। ইহার কারণ, তাঁহারা যে মাল লইবেন, শিল স্যাম্পল মিলিলেও তবু তাহা ঠিক হয় না; অতএব ভাল মাল চাই। তাহাও দিলে তবু মিলে না, এইরূপে ক্রমাগত ভাল মাল চাল! নতুবা তাঁহাদের সরকার, গোমস্তাকে কিছু কিছু দক্ষিণা দাও, তবে উহা মঞ্জুর হইবে। দক্ষিণার অভাব কিংবা তারতম্য হইলে এ ফ্যাঁসাদ থাকিবেই থাকিবে। ইংরাজ ঝগ্‌ড়া মিটাইতে জানে না, পাকাইতে জানে; এমন তমোজাতি জগতে আর নাই। ইংরাজ রাজার জাতি বলিয়া জোরের উপর চলে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা ঝগ্‌ড়ার দিকে যাইতে চাহে না, নিজের ক্ষতি হইলেও সঙ্গে সঙ্গে বিবাদ নিষ্পত্তির প্রার্থী। ইংরাজের হস্তে বর্ত্তমান

সময়ে কেবল জাহাজের ব্যবসায়টা একচেটিয়া বলিয়াই বোধ হয়; নচেৎ ইংরাজ অধিকৃত ব্যবসায়-স্থানগুলি ভারতবাসী শনৈঃ শনৈঃ অধিকার করিতেছে।

মুম্বাই নগরের পদমসী বাবু কেপটাউনে গদী করিয়াছেন। ইনি ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছেন, এবং মরিশস্, কলম্বো, এডেন প্রভৃতি অনেকস্থলে ব্যবসা উপলক্ষে জাহাজে উঠিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সে দিন দেখা হইল; আমি বলিলাম "আপনারা ত জৈন হিন্দু! জাহাজে কি আহার করেন?" উত্তরে "সঙ্গে নিজের খাদ্যদ্রব্য থাকে, স্বপাকে তাহাই ভোজন করি, জাহাজের খাবার স্পর্শ করি না। সকল স্থানেই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ভোজন করা চলে। কেন চলিবে না? প্রবৃত্তি অনুসারে ভোজন। ময়দা, ঘৃত, চাউল সকল দেশেই আছে। অসবর্ণ বিবাহ, নিজের ভাষা ত্যাগ এবং জাতীয় আহার পরিত্যাগ না করিলেই হইল। উহা করিলে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, অতএব উহা পাপ। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, জগতে একটা ভাষা এবং একটা জাতি হউক। নিজের ধর্ম্মানুসারে আচার-ব্যবহার না রাখিলে নিজের পতন। অতএব জাহাজে চড়িয়া বিদেশে ব্যবসায় করিতে যাইবার বাধা কি?"

কলিকাতায় দুই আনা মূলধনে পান, সিগারেটের দোকান হইতে লক্ষ লক্ষপতির দোকান আছে। কলিকাতায় অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা দোকানের সংখ্যা অধিক। "গেঁও যোগী ভিখ্ পায় না" অথবা লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে। ইহাদের দ্বারা কলিকাতার ব্যবসায়-অবস্থার কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না। বাঙ্গালি! দাদা! অন্যান্য ভারতবাসীর মত তোমরাও সমুদ্রপারে ব্যবসায় জন্য যাত্রা কর। ভগবান, তোমাদের এই মতিগতি দিউন। শ্রীঃ—

শান্তিপুরের কাপড়।

ঢাকা, শান্তিপুর ও ফরাসডাঙ্গার কাপড় এদেশে অনেকদিন হইতেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে শান্তিপুরে একটি কাপড়ের কুঠি ছিল। উহাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ কুঠির কাজকর্ম্ম খুবই ভালরূপ চলিত, এবং বিস্তর পরিমাণে নানাপ্রকারের কাপড় সমস্ত প্রস্তুত হইয়া অল্পাধিক মূল্যে সর্ব্বত্র বাজারে বিক্রীত হইত। উহাকে বানকের কুঠি বলিত। স্কাগড়ের পাড়ে রেসমের ব্যবহার হইত বলিয়াই কুঠির নাম বানকের কুঠি

হইয়া থাকিবে। শান্তিপুরের এখনকার জীবিত বর্ষীয়ান্‌দিগের মধ্যে বোধ হয় কেহ ঐ কুঠি চলিতে দেখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন না।

বিলাতী প্রতিযোগিতায় দেশীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা বহুদিন হইতে ক্ষুণ্ণ। ইদানীং গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে এবং দেশীয় অনেকের স্বদেশীয় শিল্পদ্রব্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ বস্ত্রাদি দেশীয় শিল্পের যেন কতকটা উন্নতি হইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। শান্তিপুরে বস্ত্র-ব্যবসায়ী ৮ হাজার লোক সেন্সসে ধরা আছে। এই ৮ হাজারের মধ্যে অনেকে হয়ত সূতাই কাটে, নতুবা শান্তিপুরে এখন অন্যূন দুই হাজার খানি তাঁত চলিতেছে। সাবেক তাঁতিদের মধ্যে অনেককে বাধ্য হইয়া জীবিকান্তর আশ্রয় করিতে হইয়াছে। সুতরাং যাহারা ঐ সকল তাঁত চালাইতেছে, তাহারা সকলেই যে জাতিতে তাঁতি, এরূপ নহে; উহাদের মধ্যে অন্যান্য জাতীয় লোকও আছে। এই সকল তাঁতিদের মধ্যে উপযুক্তরূপ মূলধন কাহারই নাই; সুতরাং ঐ সকল তাঁতে যে সকল কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার অধিকাংশই স্বল্প মূল্যের কাপড়। বেশী দামের কাপড় প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায়ী তাঁতিরা তাহাদের মেহনৎ-আনা পোষাইতে পারে না, মহাজনেরাও অনেক স্থলে বেশী মূল্যের কাপড়ের জন্য টাকা দাদন উহাদিগকে দিতে স্বীকৃত হয় না। শান্তিপুরের কাপড় যে ধরণে প্রস্তুত হয়, তাহাতে অল্পমূল্যের কাপড়গুলি তত টেঁকসই নয়। সেইজন্য সাধারণের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, "শান্তিপুরের কাপড় ধোয়ালি তো খোয়ালি।" বস্তুতঃ অল্পমূল্যের শান্তিপুরের কাপড় কতকটা খেলোই হইয়া থাকে। বেশীদামের কাপড়ের পক্ষে ওকথা খাটে না। সাত টাকা হইতে পঁচিশ টাকা মূল্যের কাপড় শান্তিপুরে প্রস্তুত হইয়া থাকে; এই সকল কাপড়ের জমী সত্যসত্যই ভাল এবং অপেক্ষাকৃত টেঁকসই। পাড়ের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; কারণ অল্পমূল্যের হউক আর অধিক মূল্যের হউক, প্রধানতঃ পাড়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই লোকে শান্তিপুরের কাপড় ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল, শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় শান্তিপুরের নষ্টপ্রায় বস্ত্রশিল্পের কতকটা পুনরুদ্ধার মানসে পিতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উহার জন্য কিছু মূলধন প্রয়োগ করিতে প্ররোচিত করেন। পিতাপুত্রে এক্ষণে অনেকগুলি তাঁত ভাল কারিকর রাখিয়া চালাইতেছেন। কারিকরেরা সকলেই শান্তিপুর নিবাসী। উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বাগ্‌চি মহাশয়ও কারিকর রাখিয়া

অনেকগুলি তাঁত চালাইতেছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া ঐ কার্য্যে যে মূলধন ন্যস্ত করিয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী মূলধন নিয়োগ করিলে শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্প অনেকটা রক্ষিত হইতে পারে। কালীপ্রসন্ন বাবু প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষি ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে যে টাকা খাটাইতেছেন, সেই টাকা অপর কোন কারবারে খাটাইলে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী লাভবান হইতে পারিতেন। তবেই বুঝিতে হইবে যে, স্বদেশহিতেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া উহাঁরা ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন বলিয়াই ওরূপ স্বার্থের দিকে তাঁহাদের ততটা লক্ষ্য নাই বলিয়াই মনে হয়। শান্তিপুর একটি বর্দ্ধিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ব্রাহ্মণ চিরকালই সমাজের হিতকর সকল বিষয়েরই শিক্ষক এবং সমাজের রক্ষক। তাঁহাদের চেষ্টায় শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে কতকটা চেষ্টা হইলেও দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। কালীপ্রসন্ন বাবু, আশুবাবু ও নরেন্দ্র বাবু এই সাধুচেষ্টার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে সাধুবাদের পাত্র।

কালীপ্রসন্ন বাবু প্রভৃতিরা যে তাঁত চালাইতেছেন, উহা সাবেক তাঁত। ফ্লাইশাট্‌ল প্রভৃতি যে সকল তাঁতের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই সকল তাঁত সাহায্যে চালাইলে বোধ হয়, আরও অনেকটা ভাল কাজ হইতে পারে। কালীপ্রসন্ন বাবুর সহিত এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া জানিয়াছি যে, নূতন আবিষ্কৃত তাঁত সাহায্যে কাজ চালাইতে কারিকরদিগকে স্বতন্ত্র শিক্ষাদানের প্রয়োজন। সে পক্ষে তেমন সুবিধা হয় না। আশা করি, শান্তিপুরস্থ মহোদয়গণ এ সম্বন্ধেও বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন।

এক্ষণে ঐ সকল তাঁতে ৭ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। ২১০ নম্বরের সূতায়ও কাপড় প্রস্তুত হয়। অর্ডার দিলে সূতার কাপড়ের উপর জরির কাজ করিয়াও উহাঁরা দিতে পারেন। তাহাতে এক একখানি কাপড়ের মূল্য ৬০।৭০।৮০ টাকা পর্য্যন্ত হয়। সূতার কাপড় টেঁকসই হয় না, তাহার উপর জরির কাজ করাইয়া বেশী পয়সা খরচ করা অনেক বিবেচক গৃহস্থের অনুমোদিত না হইলেও অনেক বড়মানুষ লোকে সখ করিয়া তাহাও করাইয়া লইতেছেন। পাড়ে নাম লিখিয়া দিবার অর্ডারও উহাঁরা লইয়া থাকেন, সেরূপ কাপড়কে নামপেড়ে কাপড় বলে। ওরূপ কাপড়ের মূল্য ১০।১২ টাকা। রুমালেও নাম লেখা হইতেছে। রুমালের আয়তন হিসাবে উহার মূল্য। বার আনা হইতে ৩।৪ টাকা মূল্যেরও ওরূপ রুমাল হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে শান্তিপুরের অধিকাংশ বস্ত্র কলিকাতা হাবড়াহাটে বিক্রয় হয়। প্রতি হাটবারে তথাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা হাবড়াহাটে বস্ত্র লইয়া আইসে। ফাল্গুন, চৈত্র মাসে শান্তিপুরে গিয়া দরিদ্র তাঁতিদের ৫৲ ৬৲ টাকা করিয়া দাদন দিয়া বস্ত্র বুনাইতে হয়। দাদন দিলে সে আপনাকে ভিন্ন অপরকে বস্ত্র বিক্রয় করিবে না এবং দাদনের টাকা বস্ত্রের মূল্যে শোধ দিবে। সময়ে সময়ে মহাজনেরা এই দাদন-প্রথার জন্য দরিদ্র তাঁতির সমূহ ক্ষতি করেন অর্থাৎ দুই টাকা জোড়ার বস্ত্র এক টাকাতেও লইয়া থাকেন। আবার তাঁতিরাও একজনের নিকট দাদন লইয়া, লুকাইয়া অন্যকে বস্ত্র বিক্রয় করে। ফলে, ফাল্গুন, চৈত্র হইতে তথায় বসিয়া অল্পে অল্পে ৫।৬ হাজার টাকার বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দুর্গাপূজার সময় উহা বিক্রয় করিলে, নিশ্চিত উক্ত টাকার এক টাকা হারে সুদ পোষায়, ক্ষতি কিছুতেই হয় না ; বরং বার টাকা সুদ লইয়া সময়ে সময়ে লাভ থাকে।

এই প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেট (১৬ই আষাঢ়, ১৩১২) হইতে সংকলিত করিয়া দিলাম। শান্তিপুরের জনৈক তাঁতি ১ম বর্ষ মহাজনবন্ধুর ১৭২ পৃষ্ঠায় "শান্তিপুরের কাপড়" শীর্ষক একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিল। এডুকেশন গেজেটে "ফরেশডাঙ্গার কাপড়" বিষয়ক একটী প্রবন্ধ যদি কেহ দয়া করিয়া লেখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। শ্রীঃ—

সমালোচনা।

বাঙ্গালায় "সমালোচনা" যন্ত্র সম্পাদকগণের স্ব স্ব বিবেচনায় বিভিন্নভাবে চালিত হয়। পাঁচ সিকা দামের বেহালা যেরূপ বাজে, এক শত টাকা মূল্যের বেহালা তদপেক্ষা নিশ্চিতঃ ভাল বাজে। মূল্যের তারতম্যে গুণের তারতম্য হয়। বাঙ্গালার সম্পাদকেরাও ঐ ধরণের সমালোচক।

কোন কোন সম্পাদকের নিকট "মাসিকপত্র সমালোচনা" করা খানকতক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্বীয় স্বার্থ-বিজড়িত মাসিকপত্র বুঝাইয়া থাকে। ইঁহারা প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে ইচ্ছানুসারে সেই "খাঁড়া বড়ি থোড় এবং থোড় বড়ি খাঁড়া" ইহাই সমালোচনা করেন। এই কারণেই বাঙ্গালীর উচ্চমনা হইতে এখনও অনেক বিলম্ব।

তাহার পর রুচি! যিনি সমালোচক, তাঁহার রুচি অনুসারেই সমালোচনার কথা বাহির হয়। যে পেঁয়াজ খায়, তাহার মুখ দিয়া সেই পেঁয়াজের গন্ধ বাহির হয়। বিজ্ঞতা এইখানেই ধরা পড়ে। দু'দশ জন অমার্জ্জিত-বুদ্ধি লোককে বাহাদুরী দেখান সহজ, কিন্তু কামারের দোকানে ছুঁচ্ বিক্রয় করা শক্ত!

বহুবাজারে গরমের "সময়" এক ভীষণ রোগ দেখা দিয়াছে "ভাষা।" এই সম্পাদক প্রায় সকলের ভাষাকেই মন্দ বলেন। মহেন্দ্র মাষ্টার চির-কালটা মাষ্টারী করিলেন, "সময়"-সম্পাদক তাঁহার লেখা পড়িয়া বলিলেন "ভাষাটা নিতান্ত খিচুড়ি রকমের হইতেছে।" মহাজনবন্ধু "ভাষার হিসাবে দীন" তাহা নিশ্চিতঃ।

তাহার পর বানানভূল! "সময়ের" তাহা ধরিতে গেলে, আমাদের তিন ফর্ম্মার মহাজনবন্ধুকে ছয় ফর্ম্মা করিলে তাহাতেও স্থানাভাব হইবে। মহাজনবন্ধুর বানানভূল তুমি ধরিও ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার বানানভূল কত ধরিব? সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত; চিকিৎসা হইবে কোথায়? চালুনী হে! তুমি ধূচনীর দোষ দেখিবার পূর্ব্বে তোমার ছিদ্রগুলি বুজাও।

ঐ তারিখের পত্রে (১৬ই আষাঢ়, ১৩১২) সঞ্জীবনীকে অযথা আক্রমণ করা হইয়াছে। সঞ্জীবনী বলেন কি, তাঁহাদের দলে থিয়েটার দেখা লোক নাই? ইহাত শুনি নাই। বোধ হয় আছে বলিয়াই তিনি তাঁহাদের সেই প্রবৃত্তিকে ঘৃণা করেন। এজন্য আবার প্রবন্ধ! আবার সেই প্রবন্ধেই "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা" লিখিতে লেখক "সাধনতা" লিখিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি এদিকে নাই। ইনি কেবল পরছিদ্রান্বেষী। একটা কথা মনে পড়িল:—এক-জনের ছেলে ভাল লেখাপড়া জানিত না, কিন্তু কপালে অর্থ ছিল বলিয়া প্রচুর অর্থার্জ্জন করিয়াছিল। সেই ছেলের পিতাকে এক ব্যক্তি বলিয়াছিল "আপনার পুত্র অর্থার্জ্জন করে বটে, কিন্তু বিদ্যা শিক্ষা করে নাই।" উত্তরে পিতা বলিয়াছিল "তা' হউক, সে যে বিদ্যা শিখিয়াছে, তদ্দ্বারা পয়সা আনিতে পারিলেই হইল। তাহাকে কেহ লক্ষ্মীছাড়া বলিবে না ত? মূর্খ বলিবে, তা' বলুক। তুমি দেখিবে, যত বিদ্বানেরা পয়সার জন্য ঐ মূর্খের পদসেবা করিবে।" এদেশের লোক বিদ্যা ভালবাসে, না অর্থ ভালবাসে? আমাদের ধারণা, অর্থ ভাল বাসে; নচেৎ বাঙ্গালা ভাষার এই দুর্দ্দশা হয়। কেবল বাঙ্গালা কেন, জীবিত ভাষা মাত্রেরই ভাষাত্ব থাকে না। ভাষা দাঁড়াইয়া না থাকিলে—স্থির না হইলে তাহার কোন্‌খানটা কেমন, বুঝা যায় না। সংস্কৃত মৃতভাষা, তাই উহা বাঁধাবাঁধি

নিয়মের মধ্যে আছে। চলা ভাষা—গতিশীল ভাষা—চলিত ভাষা স্থির নহে; এই জন্যই দেখিবে, বাঙ্গালা ভাষা নানা ঢংঙ্গের। খৃষ্টানী বাঙ্গালা, ব্রাহ্ম-বাঙ্গালা, আসামের বাঙ্গালা, ঢাকার বাঙ্গালা, ময়মনসিংহের বাঙ্গালা, বহু-বাজারের বাঙ্গালা, কলুটোলার বাঙ্গালা এবং বালাখানা বা হাটখোলার বাঙ্গালা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। সন্ধ্যা ও এডুকেশন গেজেট, যশোহর, বরিশাল হিতৈষী, মেদিনীবান্ধব প্রভৃতি পত্রিকার বাঙ্গালা অনেকটা ঠিক। মহাজনবন্ধু—কৃষি-শিল্প পত্র, আমরা ইহার প্রথমবর্ষের কয়েক মাস সংস্কৃত-ভাঙ্গা ভাষায় পরিচালিত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা গ্রাহকদের পছন্দ হইল না। সমালোচকের পছন্দে আমরা কোন বিষয় পরিবর্ত্তন করিতে পারি না, গ্রাহকের পছন্দই পছন্দ! আর এক কথা, আমাদের কোন বিষয় সরলভাবে বুঝাইতে হইলে ভাষার ভাংচুর করিতে হয়, শিল্পপত্রে ইহা না করিলে চলে না; কাজেই যাহারা ভাবের রক্ষক, তাহারা ভাষার ভক্ষক! তাহা বলিয়া "সময়ের" ভাষা ভাল নহে। বিদ্যাচঞ্চু ভায়া, আর হজম শিখাইও না।

এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের ব্যবসায় নিন্দাকরা। এই দল এক-বার এক গৃহস্থের বাটীতে চোষ্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আহার করিল। গৃহস্থ খুব নম্রভাবে এবং সতর্কতার সহিত ছিল, যেন অমুক ব্যঞ্জনে ঝাল হইয়াছে, অমুক ব্যঞ্জনে লবণ হয় নাই ইত্যাকার দোষ তাহারা ধরিতে না পারে। সাবধানে থাকিয়াও শেষ নিস্তার নাই। তাহারা যাইবার সময় বলিয়া গেল, "হাঁ একরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের সানিয়ানা থালার এক কোণ ছেঁড়া!" সব ভাল; অমুক প্রবন্ধে ছবি দাও, কাগজ বড় কর, ছাপা পরিষ্কার কর। কথাগুলি বলিবার অগ্রেই তিনি বলিতেছেন, "সম্বৎসরের পর ভিঃ পিঃ পাঠাইলে সময় সময় জীবিত গ্রাহকের মৃত্যু-সংবাদও আসে।" তবে ইহা বুঝিলেন না যে, যে দেশের জল-বায়ুর এই দোষ, সে দেশে ছবি-ছাপা দিয়া কাগজ বড় করিয়া অনর্থক টাকা ক্ষতি করা সুবুদ্ধি ব্যবসায়ীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত কি না। "বল্‌নেওয়ালা বহুৎ মিলে, করণেকা বর দূর।" আশীর্ব্বাদ করিয়া ঐ কথাগুলি বলুন, হবে বৈ কি! মহাজনবন্ধুর প্রতি যদি সহৃদয় গ্রাহক মহোদয়েরা কৃপাদৃষ্টি করেন, তখন নিশ্চিতঃ ইহা বৃহৎ এবং সচিত্র বিচিত্র হইয়া বাহির হইবে। এখন "সময়" খানা সচিত্র হউক না কেন?

আমাদের দেশ ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থান। এই দেশে এক ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার লিভার-প্লীহার ব্যাধি ছিল,—তাঁহার পেট্‌জোড়া লিভার প্লীহা।

এই ডাক্তার এক ধনবান গৃহস্থের পুত্রের লিভার রোগের চিকিৎসা করিতেছিলেন। রোগটা মন্দপথে যাইবার উপক্রম হইল দেখিয়া, গৃহস্থ কলিকাতা হইতে কোন ইংরাজ-ডাক্তারকে লইয়া গেলেন। ইংরাজ-ডাক্তার গিয়া সেই চিকিৎসককে দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনি অগ্রে রোগমুক্ত হউন, তৎপরে অন্যের রোগ আরোগ্য করিবেন।" অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়, ইহা বাঙ্গালায় শোভা পায়! কেবল সময়-সম্পাদক বলিয়া নহে, এদেশের অনেক বড় বড় সম্পাদক মহাশয়েরা সময়ে সময়ে ভাষাগত ভুল ধরেন। অতএব তাঁহাদের নিকট আমাদের করযোড়ে বিনীত নিবেদন এই যে,— তাঁহারা দয়া করিয়া বলিয়া দিউন যে, বাঙ্গালা ভাষার এই পর্য্যন্ত সীমা এবং এইখানি খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং এইমতে বাঙ্গালা ভাষা লেখা কর্ত্তব্য। শ্রীঃ—

সহজ-শিল্প।

ভাল শাল কাচিবার উপায়।—চুয়ান মাকোপাথর এক বোতল লইবে। ইহা কলুটোলায় শালওয়ালাদের দোকানে পাওয়া যায়; এক বোতলের দাম ২৲ অথবা ৩৲ টাকা। এক বোতলে তিন যোড়া শাল ধোয়া যায়।

প্রথমে তিন যোড়া শাল পরিষ্কার জলে ডুবাইবে। যখন দেখিবে যে, বেশ ভিজিয়া গিয়াছে, তখন তাহাতে এক বোতল উক্ত চুয়ান পাথর ঢালিয়া দিবে। কিছুক্ষণ পরে যখন দেখিবে যে, উহা বেশ মিশিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে উঠাইয়া এক পরিষ্কার সমতল জায়গার (মাটিতে নয়) উপরে পাতিবে ও তাহার উপর হাত দিয়া কিম্বা ব্রুস দিয়া কিছুক্ষণ ঘসিবে। তাহার পর দেখিবে যে, বেশ সাফ হইয়া গিয়াছে। তৎপরে জলে ধুইয়া লইবে।

ইহা দামী বলিয়া ভাল শালেই ব্যবহৃত হয়।

ছারপোকা মারিবার ঔষধ।—কখনও চেয়ারে কিম্বা চৌকি, খাটিয়াদিতে ছারপোকা হইলে তাহাতে তারপিন তৈল ঢালিয়া দিবেন। তাহাতে আর কিছুদিন ছারপোকা হইবে না।

নস্য প্রস্তুত-প্রণালী।—কিছু অতি উত্তম তামাকের পাতা লইয়া তাহাকে হামানদিস্তায় ভাল করিয়া গুঁড়াইবেন। উক্ত গুঁড়া একখণ্ড পরিষ্কার নেকড়ায় ছাঁকিয়া লইবেন। তাহার পর ১০।১২ বার গোলাপজলে ভিজাইয়া শুকাইতে হইবে। এইরূপ করিলে নস্য প্রস্তুত হইবে।

তামাকের পাতা যদি কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, অবশেষে তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া, শুকাইয়া হামানদিস্তায় গুঁড়া করেন, তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বাঁকিপুর।

মহাত্মা গোবর্দ্ধন রক্ষিত।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ।)

বর্ত্তমান তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ ষ্টেশনের নিকট গোবিন্দপুর গ্রামের প্রান্তসীমায় ঐ সময় গোবর্দ্ধন একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং সেই কারণ কয়েকদিন তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার তথায় অবস্থানকালে কি ভদ্র, কি ইতর, সর্ব্বশ্রেণীর লোক সকল সমবেত হইয়া গোবর্দ্ধনের নিকট উপস্থিত হয় এবং বর্ষাকালে ডানকুনির মাঠ অতিক্রম করিয়া বৈদ্যবাটী পৌছনার কষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছিল। ইহা অবগত হইয়া গোবর্দ্ধন উক্ত পুষ্করিণীর নিকট হইতে মল্লা সীম্‌লা গ্রাম পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ পথের নাম রক্ষিতের জাঙ্গাল বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। গোবর্দ্ধনের এইরূপ কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া কতকগুলি দুষ্টলোক ষড়যন্ত্র করিয়া বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। তিনি ঐ সকল কার্য্য সাধারণের ভাবিয়া রাজাকে না জানাইয়া বিনা-সনন্দে অবাধে উহা করিয়া আসিতেছিলেন, দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্র কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ঐ সময় তারকেশ্বরের সন্নিকট মোড়া নামক স্থানে একটী জলাশয় খনন করান। এই জলাশয় এরূপ স্থানে হইয়াছিল যে, এই গ্রামের ও অন্যান্য গ্রামের লোক সমূহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

বারম্বার এইরূপ অভিযোগ হওয়ায়, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুর গোবর্দ্ধনকে অত্যাচারী ও রাজদ্রোহী বিবেচনা করিয়া, কতকগুলি শান্ত্রি ও তৎসঙ্গে একটী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সন্ধিপুর গ্রামে পাঠাইয়া দেন। যৎকালে মহারাজ-প্রেরিত আমলাগণ সন্ধিপুর পৌছিয়াছিলেন, সেই সময় গোবর্দ্ধন বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না; ঘরগোয়াল গ্রামে আপনার চিনির

কারখানায় ছিলেন। রাজকর্ম্মচারী গোবর্দ্ধনকে না পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। গোবর্দ্ধন এই সমাচার পাইবামাত্র বার হাজার টাকা সঙ্গে লইয়া রাজ-কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহারাজ রামনারায়ণের জবানবন্দী লইতেছিলেন। গোবর্দ্ধনের কাতর আবেদনে মহারাজ ঐ কার্য্য স্থগিত রাখিয়া, তাঁহার বাচনিক দরখাস্ত শুনিতে প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি? কি জন্য বিনা এত্তেলায় ও সনন্দে যথা তথা পুষ্করিণী খনন ও রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া আমার ক্ষতি কর? এ ক্ষতির উদ্দেশ্য কি? তুমি কি জান না যে, এই-রূপ ক্ষতিকারী লোক রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য?" ইহা শুনিয়া গোবর্দ্ধন বলিলেন "আমার নাম গোবর্দ্ধন রক্ষিত। আমি রাজ-সংসারের কোনই ক্ষতি করি নাই; বরং রাজকোষের ব্যয়বাহুল্য হ্রাস করিয়াছি। আমি সাধারণের উপকারার্থ ও মহারাজের সুনামের জন্য যথা তথা পুষ্করিণী ও পথাদি প্রস্তুত করাইয়া থাকি। যে স্থানে মহারাজার প্রজাবৃন্দ জলকষ্টে প্রপীড়িত ও জলের জন্য কুলনারীরা গ্রামান্তরে যাইয়া জীবনানয়নে জীবন রক্ষা করে, আমি তাহাদের অভাবমোচনে সেই সেই স্থানে পুষ্করিণী খনন করাই। এ কার্য্য রাজকীয় ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। রাজার কার্য্য—প্রজার কষ্ট নিবারণ। আর বস্তুতঃ এ কার্য্যে আমার অথবা আমার বংশাবলীর কোনই স্বার্থ নাই। সাধারণের যেখানে জলকষ্ট, সেইখানেই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছি, ও বেদ-বিধিমতে ঐ সকল জলাশয় প্রতিষ্ঠা করাইয়া কোন স্থলে ব্রাহ্মণদিগকে দান, অভাবে মহারাজার নামে উৎসর্গ করিয়াছি।" বর্দ্ধমানাধিপতি গোবর্দ্ধনের এই সকল উত্তর শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "তুমি বিনা এত্তেলায় রাজধর্ম্মের বিগর্হিত কার্য্যকরণ অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হওয়ায়, তোমাকে ১০০১ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা গেল।" গোবর্দ্ধন মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বাহকদিগকে রাজসমীপে সমস্ত টাকা আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র বাহকেরা সমস্ত টাকা লইয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ অধিক টাকা দেখিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিলেন "তুমি বিচারে যাহা দণ্ডিত হইয়াছ, তাহাই প্রদান কর।" গোবর্দ্ধন ইহা শুনিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন "বাটী হইতে আসিবার কালে মহারাজার নামে এই সকল টাকা আনিয়াছি; সুতরাং এই টাকায় আমার আর অধিকার নাই।" মহারাজ বলিলেন "দণ্ডিত টাকার অধিক গ্রহণ করিলে আমার দান গ্রহণ

করা হয়; সুতরাং দণ্ডিত অর্থের অধিক আমি লইতে ইচ্ছা করি না।" কিন্তু গোবর্দ্ধনের একাগ্রতা ও বিনয় দর্শনে মহারাজ অবশেষে ঐ সমস্ত টাকা অর্থাৎ ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। এবং কহিলেন, "তোমার অসীম রাজভক্তি দেখিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদানে প্রস্তুত আছি।" এই কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধন সাতিশয় প্রীত হইয়া মহারাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, বিনা-সনন্দে অর্থাৎ অনুমতি-পত্র ব্যতিরেকে মহারাজার অধীনস্থ যথা তথা সাধারণের ব্যবহারের জন্য যেন পুষ্করিণী খনন ও পথাদি প্রস্তুত করাইতে পারি। মহারাজা তাহাই স্বীকার করিয়া বলিলেন, ইহাতে আমি বিশেস সন্তোষ লাভ করিলাম না। তোমার নিজের ও অন্যের ব্যবহারের জন্য আর কিছু প্রার্থনা কর। তাহাতে গোবর্দ্ধন গোচারণের জন্য কিছু জমী প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ অতি আগ্রহের সহিত একবন্দে গোবর্দ্ধনকে ৪০০ বিঘা জমী প্রদান করিলেন! অদ্যাপি ঐ জমী গোবর্দ্ধনের বসতবাটীর পশ্চিম মাঠে বর্ত্তমান আছে। মহারাজ গোবর্দ্ধনের এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া তাহার বিনা প্রার্থনায় আরও কিছু জমী দিয়াছিলেন। তিনি মনের আনন্দে বর্দ্ধমান হইতে সপুত্রে দেশাগমন করিলেন। এবং রাজার আদেশমত ঐ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর, এক দিন তিনি পুত্রগণকে নিকটে ডাকাইয়া কহিলেন, "আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না—তোমরা সকলে আমার নিকট হইতে কিছুদিন স্থানান্তরে যাইও না।" পিতার এই কথা শুনিয়া পুত্রগণ তাঁহার সন্নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এক দিবস প্রাতঃকালে গোবর্দ্ধন পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "অদ্য আমাকে কালিকা দেবীর মন্দিরসমীপে লইয়া চল।" পুত্রগণ আদেশমত কার্য্য করিলেন। বেলা আড়াই প্রহরের সময় আসন্নকাল নিকট দেখিয়া গোবর্দ্ধন পুত্রগণকে বলিলেন "অদ্য আমার মৃত্যু হইবে; মৃতদেহ বড় পুষ্করিণীর ঈশানকোণে দাহ করিবে।" এই কথা বলিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে সন ১১৮৭ সালে কালিকা দেবীর সম্মুখে মহাত্মা গোবর্দ্ধন মানবলীলা সংবরণ করেন। কথিত আছে, দাহাদি কার্য্য শেষ হইলে অকস্মাৎ বড় পুষ্করিণীর জল স্ফীত হইয়া দাহস্থান প্লাবিত করিয়াছিল।

ব্যবসায়ী।

মহাজনদিগের কাজে মুহুরী, তাগাদাদার এবং দোকানদার এই তিন শ্রেণীর গোমস্তা থাকে। মুহুরীরা খাতা-পত্র লেখে ও হিসাব রাখে, তাগাদাদার তাগাদা করিয়া টাকা আদায় করে, এবং দোকানদার মাল বিক্রয় করে। ইংরাজের দোকানেরও (আফিসের) ঐ নিয়ম। তাঁহাদের "সেল্-মাষ্টার" স্বতন্ত্র; কেরাণীরা হিসাব রাখে, ইহাদের "বুক্‌কিপার" বলে; আপিসেও তাগাদাদার আছে, কিন্তু তাহারা অধিকাংশ স্থলে দ্বারবান বা উত্তর-পশ্চিমদেশীয় খোট্টা। মহাজনী কাজে দোকানদারের আদর বেশী; কেননা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভ করাইতে পারিলেই কারবার বজায় থাকে, কাজেই ইহাদের গৌরব অধিক।

ব্যবসায় কাজ শিখিতে হইলে, দোকানদার শ্রেণীতে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। আফিশের দোকানদার হইতে গেলে অধিক অর্থের প্রয়োজন; কেননা, সাহেবরা এক্ষণে সহজে এদেশী দোকানদার রাখিতে নারাজ। যে আফিশের অর্থবল কম, তাঁহারাই এদেশী দোকানদার রাখেন; এই শ্রেণীর দোকানদারকে "মুৎসুদ্দি" বলা হয়। ইঁহারা অনেক টাকা আফিসের কাজে জমা রাখিয়া তবে এই কর্ম্ম গ্রহণ করেন, প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাই আফিশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। বাঙ্গালীর টাকার অভাব; কাজেই অধিকাংশ বাঙ্গালী আফিশের দোকানদারী পদ গ্রহণে অপারক। সেই জন্যই এদেশের অধিকাংশ লোকে কেরাণী বা মুহুরী হইয়া থাকেন। কিন্তু দেশী মহাজনদিগের ফারমে দোকানদার হইতে প্রায় অর্থের আবশ্যক হয় না; বরং ইঁহারা প্রায় শূন্য-অংশীদার হইয়া থাকেন।

ব্যবসায় কাজে মুহুরী বা কেরাণীর উন্নতি নাই। উহাদের বেতন সীমাবদ্ধ; কিন্তু দোকানদারের বেতন সীমাবদ্ধ নহে, কারবারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদেরও উন্নতি বিজড়িত! দশহাজার টাকার কারবারে লাভ দেখাইতে পারিলে, ইঁহারা এক হাজার টাকা পারিতোষিক লইব বলিয়া দাবী করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন, এবং রক্ষাও হয়। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাই মহাজন।

এই প্রবন্ধে আমরা তিনটী দোকানদারের পরিচয় দিব।

(১) ইংরাজ-দোকানদার। ইঁহারা প্রায়ই লেখাপড়া জানা লোক। কাগজ, কলম, দোয়াত, ডাইরেক্টারী পুস্তক ১ খানা, টেবিল, চেয়ার, একখানা টানা পাখা ও ২।৪ শত টাকা মূলধন লইয়া ইঁহারা প্রচুর অর্থার্জ্জনে সমর্থ।

ইংরাজী ডাইরেক্টারী দেখিয়া ইঁহারা এদেশের মাল বিনা টাকায় সর্ব্বদেশে পাঠাইতে পারেন। যদি বলেন "কি করিয়া পাঠায়?" উত্তরে বলা যাইতে পারে প্সার (বিশ্বাস), ব্যাঙ্ক এবং জাহাজের দ্বারা মাল এদেশ হইতে বিদেশ যাইতে পারে" যদি বলেন "সে কেমন করিয়া হয়?" তবে গুছাইয়া কথাটা বলি। স্মরণ রাখিবেন একথা সকল আফিসের পক্ষে নহে। প্রথম ডাইরেক্টারীতে দেখ, কলম্বো, মরিশশ, নেটাল, সিংহল, এডেন, লণ্ডন, ইটালী, চীন প্রভৃতি স্থানের কোন্ কোন্ মহাজন কি কি দ্রব্য বিক্রয় করেন এবং সে সকল দ্রব্য ভারত হইতে যায় কি না; ঐ সকল স্থান হইতে কি কি দ্রব্য এদেশে আসে ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উক্ত পুস্তক দেখিয়া মুখস্থ করা চাই। উকিল হইতে গেলে যেমন আইনের বই পড়িতে হয়, ব্যবসায়ী হইতে হইলে ইংরাজী ডাইরেক্টারী পড়িতে হয়। তারপর এদেশী দ্রব্য যিনি যাহা লয়েন, তাঁহাকে প্রথমে সেই দ্রব্যের দর দাও এবং নম্রভাবে তাঁহাদের জানাও, "আপনারা দয়া করিয়া ইহা লইবেন, আমাদের প্রতিপালন করিবেন" ইত্যাদি। তাহার পর নমুনা পাঠাও, এবং তাঁহারা কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কের সহিত কার্য্য করেন, এইবার তাহার উল্লেখ করিয়া পত্র লিখ। উত্তর আসিলে এবং দ্রব্যের অর্ডার পাইলে, তখন সেই পত্রে যে ব্যাঙ্কের উল্লেখ থাকে, সেই ব্যাঙ্কে গিয়া উক্ত পত্র দেখাও, ব্যাঙ্ক টাকা দিবে কি না স্বীকার করাইয়া লও। তৎপরে যে দ্রব্যের অর্ডার পাইয়াছ, উহা কত টাকার দ্রব্য, এবং যে দরে অর্ডার পাইয়াছ, উহা এদেশে ক্রয় করিলে তোমার কত লাভ থাকে, ইত্যাদি হিসাব করিয়া দেখ। যদি তোমার নিকট টাকা না থাকে, তাহা হইলে উহা ক্রয় করিতে যে টাকা লাগিবে, তাহার জন্য মুৎসুদ্দি অনুসন্ধান কর; হিসাব ঠিক রাখিও যে, মুৎসুদ্দিকে উহা হইতে কমিস্যানী দিলেও তোমার কিছু থাকিবে কি না। অন্যথা ভাল দালাল দেখিয়া দ্রব্য ক্রয় কর, কারণ দালালের বিশ্বাসে ৫।৭ দিন পরে এদেশী মহাজনেরা টাকা লইয়া থাকেন। যাহা হউক, মাল ক্রয় করা হইলে উহা জাহাজে রপ্তানী দাও, এবং কাপ্তেনের নিকট মালের রসিদ লও। সেই রসিদ এবং বিল লইয়া গিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া আসিয়া মহাজনের দেনা শোধ দাও; দেনা দিয়া যাহা থাকিবে, তাহাই তোমার লাভ। ইহাকে বলে কমিসন এজেন্টের কাজ। অনেক ইংরাজ-দোকানদার একাজ করিয়া থাকেন। আফিশে কেরাণীগিরি করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ইহা আমরা অনায়াসে শিক্ষা করিয়া ব্যবসায়ী হইতে পারি। কাহাকেও ফাঁকি দিব না, জুয়াচুরী

করিব না, মিথ্যা কথা বলিব না, এই সংকল্প করিতে পারিলে নিশ্চিতঃ ভগবান বিমুখ হয়েন না। যতদিন ইহাতে পশার প্রতিপত্তি না হয়, ততদিন আফিসের কেরাণী হইয়া ইহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এদেশের অনেকে অন্তর্বাণিজ্যের পক্ষপাতী; কিন্তু ইহাও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত করিবার শক্তি-সামর্থ আমাদের কম। আমাদের জেলায় জেলায় কি কি দ্রব্য হয় এবং উহা বাণিজ্যের উপযুক্ত কি না, ইহার সন্ধান আমরা রাখি না; এজন্য বাঙ্গালা ভাষায় ডাইরেক্টারী একখানিও নাই। ইংরাজীতে আছে; কিন্তু আমাদের ঘরের সংবাদ আমরা একত্র সংগ্রহ করিলে যেমনটী সুন্দর হইবার আশা করা যায়, ইংরাজের সংগ্রহে সে আশা নাই। আমাদের জাতীয় ভাষায় বড় বড় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইয়াছে; এ সময় চেষ্টা করিলে সহজে আমরা জেলার ডাইরেক্টারী প্রস্তুত করিতে পারি।

আর এক শ্রেণীর ইংরাজ দোকানদার আছেন, তাঁহারা বড় বড় ধনী। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে বড় বড় সম্রাটকেও ভয় পাইতে হয়। জগতে সহজে কেহ কাহাকেও ভয় করে না। লাট কার্জ্জন বণিক্ সমিতির কথা শুনেন, ইহা আংশিক সত্য। তুমি সম্রাট হইলে, তোমাকেও ইহাদের কথা শুনিতে হইত; কেননা তোমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, ইঁহারা তোমাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করেন। এমন কি, তোমার দেশের প্রজাদের টাকা এবং শস্য উভয় দ্রব্যই ইঁহারা অন্যদেশে লইয়া যাইতে পারেন। ইহাতে তোমার দেশের প্রজার কষ্ট উপস্থিত হইতে পারে, আংশিক দুর্ভিক্ষ ইঁহারা করাইতে পারেন। কাজেই ইঁহাদের ভয় করিতে হয়। কি করিয়া ইহা হয়, তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে আমরা প্রয়াস পাইব। [ক্রমশঃ।

মহাজনবন্ধু, মাসিকপত্র।
৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা; শ্রাবণ, ১৩১২ সাল।

উপনিবেশ প্রয়োজন।

সঞ্জীবনী পত্রিকায় আমেরিকা প্রবাসী জনৈক বাঙ্গালী বেলিংহাম হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"তোমরা সকলেই জান, দেশকে বড় করিতে হইলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিষ চাই। সেটী—উন্নতিশীল দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করা। উহাতে মাতৃ-ভূমির প্রতি অনুরাগ শতগুণে বৃদ্ধি হয় ও মাতৃ-ভূমির সহিত সম্বন্ধ রাখিলে উহাতে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। ইউরোপীয় জাতিসমূহ উপনিবেশের প্রসার বৃদ্ধির এত পক্ষপাতী বলিয়াই এমন পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে। নব্য জাপানও এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। পরাধীন নব্য ইটালির যুবকেরা উহার সার্থকতা বুঝিয়াছিল বলিয়া ইটালী পুনরায় জাগিয়াছে। ইটালীবাসীদের মধ্যে যাঁহারা মাতৃ-ভূমির সেবা করিতে গিয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইটালীর উপনিবেশে আশ্রয় ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল সাম্রাজ্যে সাধারণতন্ত্র ও রাজ্যতন্ত্রের সময়ে মহাত্মা গ্যারীবল্ডী যে সেনার নায়কত্ব করিয়াছিলেন, উহা এই প্রবাসী ইটালীবাসীর দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল।

পৃথিবীর পরাধীন কিম্বা স্বাধীন প্রত্যেক দেশবাসীরাই এই উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষপাতী। ভারতবাসীরা কেন এ বিষয়ে উদাসীন থাকিবে, বুঝিতে পারি না। অবশ্য স্বীকার করি, মুষ্টিমেয় ভারতীয় বণিক্ ব্রিটিশ গায়নায় বাস করিতেছেন, কিন্তু উহাঁদের পন্থা ও চেষ্টা তেমন আশাপ্রদ নহে। কোন সুসভ্য জগতে উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইলে বিহিত পন্থা অবলম্বন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা সকল বৃথা হইয়া যাইবে। প্রত্যেক সভ্যজাতিই সুসভ্য বিদেশীদের সংস্রবে আসিতে ইচ্ছা করে। তাহাদের সমাজে আবিলতা যত কম প্রবেশ করে, উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। এই উপনিবেশ স্থাপন রাজ-নীতির একটি অঙ্গ। ইংলণ্ড মার্কিণের হস্তে পরাজিত হইয়া উপনিবেশ দ্বারা মার্কিণকে পরাজয় করিয়াছে। তাই যুক্তরাজ্যে ইংরাজের সংখ্যা এত অধিক। এখনও প্রতি বৎসর ক্যানাডা ও ইংলণ্ড হইতে বহুসংখ্যক ইংরেজ উপনিবেশে

যাইতেছে। ভারতবাসী যদি মঙ্গল চায়, তবে ইংলণ্ড, ক্যানাডা ও যুক্তরাজ্য, ভারতবাসীর দ্বারা ছাইয়া ফেলা উচিত। যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উপনিবেশ স্থাপন করা যায়, উহার সংকেত বলিতেছি।

প্রথমত পাঁচ শত কিম্বা হাজার শিক্ষিত, সচ্চরিত্র যুবকদিগকে প্রেরণ কর। উহারা জমি কিনিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করুন। উহাদের চরিত্র-প্রভাবে প্রতিবাসীরা সন্তুষ্ট হইলে স্বদেশ হইতে মজুর শ্রেণীর লোকদিগকে চালান করিতে আরম্ভ করুন। এই মজুরেরা চুক্তি অনুসারে তিন বৎসর খাটিবে। এই তিন বৎসর পরে উহারা আপনাদের পথ আপনিই দেখিতে সক্ষম হইবে। যুক্তরাজ্যের ওয়াসিংটন ষ্টেটে প্রচুর অনাবাদী ভূমি আছে। নামমাত্র টাকা খরচ করিলে অনেক জমী আবাদ করা যায়। এই জমী উর্ব্বরা। একটি কথা এই, গাছগাছড়া কাটিয়া জমী পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এই ষ্টেটে লোকের বসতি এত কম যে, প্রতি দুই বর্গমাইল জমীতে গড়পড়তায় দুইজন লোকের বাস। যুক্তরাজ্যে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করার এই সুসময়। আমি আশা করি, শীঘ্রই আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক সমিতি গঠিত হইবে। ভারতবাসীরা যদি স্বদেশের কল্যাণ করিতে ইচ্ছুক হন, তবে উপনিবেশ স্থাপনে তাঁহাদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। মার্কিণদের মত স্বাধীনচেতা লোক জগতে নাই। উহারা আপন স্বাধীনতাকে যেমন সযত্নে রক্ষা করিতে পারে, অপরের স্বাধীনতাকেও তেমনি সম্মান করে। এখানে রাজা প্রজা বলিয়া কোন কথা নাই; সকলেই যুক্তরাজ্যের প্রজা। পাঁচ বৎসর বাস করিলে রাজ্যাধীপের পদ ব্যতীত আর সমস্ত রাজকীয় পদ লাভের আশা আছে। আমাদের দেশের দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্‌দিগকে এ বিষয়টী ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। প্রতি বৎসর এক সহস্র শিক্ষিত যুবককে প্রেরণ করিলে দশ বৎসর পরে উহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

আমাদের দেশের লোকের ধারণা এই যে, মার্কিণেরা কৃষ্ণকায় লোকদিগকে ঘৃণা করে। এ কথাটী আংশিক সত্য। দাসত্ব-প্রথা প্রচলন হইতে উহার সূচনা। কিন্তু ধূসর বা পীতবর্ণের ভারতবাসী কিছুতেই নিগ্রোদিগের সম-শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না। নিগ্রো ও ভারতবাসীতে যে প্রভেদ, মার্কিণেরা সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

তবে যদি ভারতবাসীরা আপন গৌরব ভুলিয়া দুষ্ক্রিয়ায় রত হয়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা জন্মভূমির আরও দুর্গতি হইবে। এখানে আসিয়া আপন

মর্য্যাদা রাখিয়া চল। সম, দম, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, বিনয় ও শিষ্টাচারগুণে মুগ্ধ না হয়, জগতে এমন লোকত দেখি না। আমার ব্যবহার দেখিয়া একজন বিখ্যাত ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "Are you born of a royal Family ?" আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম, 'Yes, madam. We Hindus all from royal sages." এটি আত্মপ্রশংসা নহে। চরিত্রবান যুবককে মার্কিণেরা যারপর নাই সম্মান করে। এখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই স্বাধীন, সকলেই একসঙ্গে শিক্ষিত হয়। যতকাল তুমি চরিত্রবান থাকিবে, ততকাল তুমি যেখানে যেরূপভাবেই থাক না কেন, কেহ তোমার বিরুদ্ধে একটী কথাও বলিবে না। নিজ অভিজ্ঞতা হইতে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ;—স্কুলের ছুটির পর একদিন আমাদের শ্রেণীর একটী মেয়ে আমাকে বলিলেন যে, আমি তোমার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে চাই। আমি উত্তরদানে ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া আমাদের শিক্ষক বলিলেন যে, হয়ত তুমি কার্য্যে ব্যস্ত। আমি বলিলাম "না ডাক্তার, তবে কিনা রাস্তা-ঘাট ভাল করে জানিনা।" ডাক্তার বলিলেন "সে জন্য ভাবনা কি, তুমি যাও।" আমরা রওনা হইলাম। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় পার হইয়া একটি বনে আসিয়া পড়িলাম। এই বনের ক্ষুদ্র রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে একটি ঝরণা পাইলাম। পরিশ্রান্ত হইয়া একটি শৈলখণ্ডে উপবেশন করিলাম। এখানে বসিয়া নানা গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাড়ী ফিরিতে চারি মাইল পথ সম্মুখে। আমি বাড়ী ফিরিতে ব্যস্ত হইলাম। আমার সহাধ্যায়িনী বলিলেন "তুমি বাড়ী ফিরিবার জন্য এত উদ্বিগ্ন কেন? এখানে ভারতের মত হিংস্রক জন্তু নাই। কোন ভয়ের কারণ নাই।" আমি লজ্জিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় গল্প করিতে লাগিলাম। এদিকে রাত্রি হইয়া আসিল। কি বলিয়া এখন বাড়ী ফিরি, ভাবিতে ভাবিতে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি সাহসে একাকী আমার সহিত এই বনে আসিয়াছ? তোমার কি ভয় নাই?" এই কথা শুনিয়া মেয়েটী উত্তর করিলেন যে "তুমি ভদ্রলোক ও সচ্চরিত্র, এই বিশ্বাসই আমার সাহস।"

ভারতবাসীর উপনিবেশ।

"বঙ্গবাসী" বলিতেছেন "আমাদের উপনিবেশ" আছে। সত্য কথা। ইহা আমরা "মহাজনবন্ধু"তে ২।১বার প্রতিপন্ন করিয়াছি। ভারতবাসীর জ্ঞান যখন "ত্রিকোণ" পৃথিবী ছাড়িয়া সমুদ্রের পরপারে বহুদেশ আছে, ইহা যেদিন হইতে ভারতবাসী জানিয়াছে, সেই দিন হইতেই ঈশ্বরের নিয়মাধীনে ভারতবাসী উপনিবেশ স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। বাবুরা এ সকল বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই বলিয়া, এ সকল কথা এতদিন সাধারণ বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই; এখন বঙ্গবাসীর কথা শ্রবণ করুন;—

ভারতসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যবদ্বীপে হিন্দু-বৌদ্ধের প্রাচীন কীর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারত-সাগরের অন্য দিকে মরীচ দ্বীপে এবং কাফরি দেশে বাঙ্গালীর আধুনিক উপনিবেশের কথা বলা যাইতেছে। ইহা ভারতীয় দরিদ্র ব্যবসাদারের কীর্ত্তি। কেন না, বাঙ্গালী পণ্ডিত, টিকি ও থেল হুঁকার কল্যাণে "মুগ্ধবোধে" মুগ্ধ হইয়া যে সকল ছাত্র প্রস্তুত করিতেন, তাঁহারা সমুদ্রের নামে মূর্চ্ছা যাইতেন, তাঁহাদের ইহা ভাল লাগিত না। যাহার যাহা ভাল না লাগে, উহা অন্যের ভাল লাগিলেও সে তাহার প্রতিবাদ করে। এই দল বাঙ্গালীর মধ্যে অধিক সংখ্যক হইল। ইহার ফলে বাঙ্গালীর শুভ অদৃষ্টে "নস্যের ডিবা" চাপা পড়িল। ক্রমে মনস্বী ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইল। ইনিই সর্ব্বপ্রথম জাহাজে উঠিয়া লণ্ডনে গমন করিলেন। বাঙ্গালীর মুক্তির পথ প্রদর্শিত হইল। জগতের ভিতর "বাঙ্গালী" বলিয়া একটা জাতি আছে, ইহা জগতবাসী বুঝিল। নস্যের ডিবা এবং বাঙ্গালী পণ্ডিত with টিকি "কঙ্কাবতী" উপন্যাসে রহিল। এখন মরীচের কথা শুনুন;—

মরীচ দ্বীপে বিস্তৃত আখের চাষ ও বড় বড় চিনির কারখানা আছে। তাহার ফলে আমরা সময়ে সময়ে ৬৲ টাকা, ৬।০ টাকা চিনির মণ কিনিতে পাই। মরীচ দ্বীপ এখন ইংরেজদিগের। ইহার পূর্ব্বে ঐ দ্বীপ ফরাসীদিগের অধিকৃত ছিল। সেই সময়ে বহুতর চাষী ফরাসী ঐ দ্বীপে উপনিবেশ করেন। সেই সময় হইতে অনেক ফরাসী চিনির চাষ ও কারবার করিয়া থাকেন। কুলী বা শ্রমজীবী দিয়া অবশ্য চাষ করাইতে হয় এবং কারখানা

চালাইতে হয়। নিকটস্থ আফরিকার বা কাফরী দেশের কুলী মজুরগুলা একেবারে বর্ব্বর। তাহাদিগের দ্বারা কোন কাজ তোলা বিষম বিভ্রাট। কাজেই দরিদ্র ভারতবাসী লইয়া যাইতে হয়। আমাদিগের ছোটনাগপুর অঞ্চলের কর্ম্মঠ পরিশ্রমী বিভিন্ন দেশের জলবায়ু সহ্য করিতে পারে। তাহারা কতক ইচ্ছাপূর্ব্বক মরীচ দ্বীপে যায়।

মরীচ দ্বীপের সর্ব্বত্রই আখের চাষ আর চিনির কারবার; সুতরাং সর্ব্বত্রই দরিদ্র ভারতবাসীর প্রয়োজন। কাজেই সমগ্র মরীচ দ্বীপের সর্ব্বত্রই আধ-খোট্টা, আধ-বাঙ্গালী ভাষা চলিয়াছে। উহারা স্ত্রী-পুত্র লইয়া আজ দুই পুরুষ বসবাস করিতেছে।

এই সকল দরিদ্রের মধ্যে দুইটী বড় জাত হইয়াছে। একটী মুসলমান, আর একটী হিন্দু। মুসলমানেরা নমাজ করে, সিন্নি দেয়, মরিলে কবর দেয়, হিন্দি কথা বলিতে ভালবাসে। হিন্দুদিগের প্রতি গ্রামের পার্শ্বে একটী ঠাকুরের স্থান বা কালীর বেদী আছে; সেই স্থানে তাহারা অনেক সময় ঘট স্থাপন করিয়া, কখন কখন প্রতিমা গড়িয়া কালীর পূজা করে, পাঁঠা কাটে ও পাঁঠা খায়। তাহার মধ্যে পূজক আছে, পৈতাধারী আছে কিনা জানিনা। ইহারা মরিলে অবশ্য পোড়ায়, আর তিরহিঁ অর্থাৎ তের দিনে শ্রাদ্ধ করে। তাহাদিগের ভাষার টান্‌টা বাঙ্গালার দিকেই বেশী। দুই চারি জন লেখা-পড়া জানে। অক্ষরগুলা না-বাঙ্গালা, না-নাগরি; তবে কায়তির মত মাত্রাটা সমস্ত ছত্রে আগে টানিয়া দেয় বটে।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে বহুতর বাঙ্গালী মুসলমান ব্যবসা করিতে যায়। হুগলী জেলার জনাইয়ের নিকট বাক্‌সা-বেগমপুর, হুগলীর পশ্চিম বাগনান্ প্রভৃতি গ্রাম তাহাদিগের বাসস্থান। তাহারাও অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে একরূপ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহারা দুই দশ বৎসর থাকিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া, দুই চারি হাজার টাকা সঞ্চিত হইলে দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঘরবাড়ী পাকা করে, চাষবাসের উন্নতি করে। ব্যবসাটা প্রধানতঃ ভারতের বীজাদি লইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় বিক্রয় করা, আর অষ্ট্রেলিয়ার শস্যাদি ভারতে পাঠাইয়া দেওয়া।

আফ্রিকাখণ্ডে বা কাফরির মুলুকে, নেটাল দেশে, অনেক ভারতবাসী চা-এর ও চিনির আবাদে প্রথমে কুলীগিরি করিতে যায়। একটা নিয়মিত সময়ের জন্য তাহারা কুলির কাজ করিতে বাধ্য থাকে। সেই সময় উত্তীর্ণ

হইয়া গেলে, আর ৪৫৲ টাকা সেলামি দিতে পারিলে, সেই দেশে তাহারা বসবাস করিবার অনুমতি পায়; আর যে যতখানির খাজনা দিতে পারে, সে সেইমত জমী পায়। সেই সকল জমীতে তাহারা শাক্-সবজী, তরি-তরকারী তৈয়ার করিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করে। এক দিকে ডরবান উপসাগর, অন্য দিকে পাহাড়ী জমী, তাহারি মাঝে অম্বিল নামক নদীর দুই পার্শ্বে বেশ আবাদের উপযোগী অনেক জমী আছে। সেই সকল জমী অপেক্ষাকৃত নিম্নতর বটে এবং মধ্যে মধ্যে সেই সকল ভূমির উপর দিয়া বর্ষাকালে বানও চলে; কিন্তু সে ভূমিগুলি অত্যন্ত উর্ব্বর এবং তাহাতে জলসম্পোষ্য ভালরূপ আছে। পছন্দ করিয়া শত শত ভারতবাসী এই স্থানে জমীজমা করিয়াছে। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহারা সেই স্থানের নল-খাক্‌ড়া কাটিয়া ছোট ছোট কুটীর করিয়াছে। যাহারা উহারই মধ্যে একটু সম্পন্ন, তাহারা কাষ্ঠের এবং টিনের ছাদ দিয়া ঘর তৈয়ারি করিয়াছে। সমস্তই চাষের জমী; বড় বড় বন্য বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। চাষ করে প্রধানতঃ কলা, আনারস আর তরি-তরকারি। সমস্ত ভূমি বেশ পরিপাটী ও পরিষ্কার; সমগ্র ভূমিতেই লক্ষ্মীর শ্রী ছিল; একটি বড় মন্দির গঠিত ছিল, হয়ত তাহাতে দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন; ২৩ হাজার লোক ইহাতে বসবাস করিতেছিল,—আজি দেড় মাস হইল, বিষম ঝড়-বন্যায় দরিদ্র ভারতবাসীর এই সুন্দর উপনিবেশ একেবারে উৎসন্ন-মুখে পড়িয়াছে। এই বিপদের বার্ত্তা পাইওনিয়ারে পাঠ করিয়া, আফরিকা খণ্ডে ভারতবাসীর এই অভিনব কীর্ত্তির কথা জানিতে ও বুঝিতে পারিলাম।

কৃষি-পরীক্ষা।

হাওড়া-শিবপুরে, বর্দ্ধমানে এবং ডুমরাওনে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র আছে। এই সকল কৃষিক্ষেত্রে নানাবিধ কৃষি-দ্রব্যের আদর্শ পরীক্ষা হইয়া থাকে। বিদেশীয় কৃষিজাত সামগ্রীবিশেষ কিরূপ মৃত্তিকায়, কি প্রকার সারে, কোন্ প্রকার প্রকরণে সন্তোষজনক ফলোৎপাদন করিতে পারে, এই সকল কৃষি-ক্ষেত্রের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবনে সচেষ্ট হয়েন। নানাপ্রকার

কৃষি যন্ত্রাদিও এই সকল কৃষিক্ষেত্রে আনীত এবং পরীক্ষিত হইয়া থাকে। বৎসর বৎসর এই সকল আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বর্দ্ধমান এবং ডুমরাওন কৃষিক্ষেত্রের ১৯০৩—৪ সালের রিপোর্ট সম্প্রতি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। গত বৎসর বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে ধান্য-রোপণ সম্বন্ধে একটী পরীক্ষা হইয়াছিল। সাধারণতঃ বঙ্গের কৃষকগণ নয় বা দশ ইঞ্চি অন্তর ধান্য রোপণ করিয়া থাকে; ইহা অপেক্ষা ঘনভাবে অর্থাৎ একটু কাছাকাছি, অথবা একটু তরলভাবে অর্থাৎ কিছু দূর দূর ধান্য রোপণ করিলে ফসলের পরিমাণ অল্প বা অধিক হয়, পরীক্ষা প্রধানতঃ এই সম্বন্ধেই। এ পরীক্ষার ফল এই সরকারী রিপোর্টে এইরূপ দেখিলাম;—ছয় ইঞ্চি অন্তর, নয় ইঞ্চি অন্তর এবং বার ইঞ্চি অন্তর ধান্য রোপণে উৎপন্ন ধান্য-পরিমাণ প্রায়ই তুল্যরূপ হইয়াছিল। তবে, বার ইঞ্চি অন্তর ধান্য রোপণে খড়ের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ডুমরাওন কৃষি-ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় বিভিন্নরূপ ধান্যের আবাদ হয়। মধ্য-প্রদেশের চিমুর, বঙ্গের সমুদ্রবালি, রাঁধুনিগোপাল, কর্পূরকাঠি, বাঁকতুলসী, কালাজিরা, বাঁশমতি, দাদখানি, বাদ্‌সাভোগ, রামশাল এবং বালাম—এই কয়েকপ্রকার ধান্যের নামই রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে। ফলে দেখা যায়, বঙ্গের বাদ্‌সাভোগ এবং বাঁশমতি ধান্যেরই ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ডুমরাওন কৃষিক্ষেত্রের রিপোর্টে অন্যান্য কৃষি-পরীক্ষার কথাও আছে। এই সকল রিপোর্ট ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ সাধারণ কৃষকমণ্ডলী এ সকল রিপোর্ট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সুফল লাভই করিতে পারে না; এই সকল কৃষিক্ষেত্রের উৎপন্ন কৃষিদ্রব্য হইতে কর্ত্তৃপক্ষের প্রচুর অর্থাগমেরও সম্ভাবনা দেখি না। সুতরাং এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, এরূপ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র হইতে যদি সাধারণ কৃষক-মণ্ডলী কোন সুফল লাভ করিতে না পাইল, কর্ত্তৃপক্ষেরও প্রচুর অর্থ-সংগ্রহ না হইল, তবে এ সকলের জন্য বৎসর বৎসর অনর্থক এত অর্থব্যয় কেন? নানা কারণে বঙ্গের কৃষক সাধারণতঃ দরিদ্র। অন্নসংস্থানের অভাবের কথা ত ছাড়িয়াই দিই, অনেক সময়ে তাহাদের কৃষি-উপযোগী বীজাদিরও অভাব হইয়া থাকে। কৃষিক্ষেত্রে এত টাকা খরচ না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদি দরিদ্র কৃষকগণকে বীজাদি বাবদ কিছু কিছু অর্থসাহায্য করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, প্রত্যক্ষ ভাবে দেশের কিছু উপকার হইতে পারে। অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি

এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। আমেরিকা মহাদেশে কৃষিসম্বন্ধে যে সকল সরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, সে সকল রিপোর্টের বিনামূল্যে অবাধ বিতরণের ব্যবস্থা আছে। এদেশের কৃষি সম্বন্ধীয় ইংরাজী রিপোর্টসমূহ বঙ্গভাষায় অনূদিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত হইবার ব্যবস্থাও একান্তই অসম্ভব।

টাকার বাজার।

বিলাতে ইহাকে "এক্সচেঞ্জ" বলে। যাঁহারা বিলাতী মাল খরিদ বিক্রয় করেন, তাঁহারা "এক্সচেঞ্জ" দেখিয়া মালের বাজার আনুমানিক নির্ণয় করিয়া এই কার্য্য করেন। এজন্য ভাল ব্যবসায়ীকে "এক্সচেঞ্জের" প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। এক্সচেঞ্জ কষিয়া বাঙ্গালায় দরের পড়তা করা হয়। এক্সচেঞ্জ করিবার নিয়ম পরে বলিব। আমি কতকগুলি শস্য লইয়া বাজারে বিক্রয় করিলাম। শস্যগুলি গেল, উহার পরিবর্ত্তে আমার হস্তে টাকা আসিল। এই নিয়মে দেশের "এক্সচেঞ্জের" বিষয়ও বুঝিতে হইবে।

যে দ্রব্য আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া যায়, তৎপরিবর্ত্তে আমরা টাকা পাইয়া থাকি। এই কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা এদেশে টাকা অধিক আসিয়াছে এবং দেশে শস্যের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। এইহেতু পূর্ব্বের মত ১৲ টাকা মণ চাউল আমরা পাই না। যদি দেশের শস্য আট্‌কাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে এদেশে টাকা আসিবার উপায় নাই ; অন্যদিকে শস্য সস্তা হয় নিশ্চিতঃ।

ব্যবসায় দ্রব্য সস্তা হইলেই মহাজনেরা উহা ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন, কাজেই টাকার দরকার হয়। টাকার প্রয়োজন হইলেই উহার সুদ বৃদ্ধি হয়, সুদ বৃদ্ধি হইলেই টাকার বাজার তেজ অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ চড়া হয়। বিলাত হইতে এক্সচেঞ্জ চড়ার সংবাদ পাইলে আমরা এই বুঝি যে, তথায় ব্যবসায় দ্রব্যের দর পড়া বলিয়া তথাকার মহাজনেরা উহার খরিদ আরম্ভ করিয়াছেন। এক্সচেঞ্জ পড়ার সংবাদ আসিলে, তথায় ভাল কাজ হইতেছে না, ইহাই অনুমেয়। অতএব তথায় দ্রব্যের দর পড়তায় আসিতেছে না, কাজেই কাজ বন্ধ আছে। কাজ বন্ধ থাকিলেই দ্রব্যের দর পড়িয়া যায়। শ্রীঃ—

বাখরগঞ্জের বালাম চাউল।

বাখরগঞ্জের বালাম চাউল ভারত-খ্যাত। এতদ্দেশ হইতে প্রতিবৎসর ন্যূনাধিক বিশকোটি টাকার চাউল কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে। গুলিশাখালী, সাহেবগঞ্জ, ঝালকাঠি, পাড়েরহাট, চড়ামদ্দি, বানরিপাড়া ইত্যাদি বন্দর চাউলের প্রসিদ্ধ আরঙ্গ। পৌষ ও মাঘ মাসে ঐ সকল স্থান হইতে প্রত্যহ শতাধিক নৌকা চাউলে বোঝাই হইয়া কলিকাতায় রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে চাকরের মাহিনা মাসিক চারি আনা হইতে আট আনা ছিল। সাহেবদিগের খানসামারা আপ-খোরাকী দুই টাকা হইতে আড়াই টাকা বেতন পাইত। একদাঁড়ের এক খানি নৌকার ভাড়া মাসিক ছয় টাকা ছিল এবং ভাল বাঁশ দু'টাকা শত বিক্রয় হইত ইত্যাদি। নিম্নে ইংরাজাধিকৃতের পূর্ব্বের এবং পরের একটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে ; এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবেক যে, বাণিজ্য-বিস্তার ও লোকের বাহ্যিক উন্নতি পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বাখরগঞ্জ জেলার দ্রব্যাদির মূল্য কতদূর বাড়িয়াছে এবং এক শ্রেণীর লোকের তজ্জনিত অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

দ্রব্যের নাম।	১৭৫০ সালে প্রতি টাকায় মণ	১৭৮০ সালে প্রতি টাকায় মণ	১৭৯০ সালে প্রতি টাকায় মণ	১৯০৫ সালে প্রতি টাকায় মণ
আশু ধান্য	৪৸০	৪/০	৩৸০	১/৪
আমন ধান্য	৩৸০	৩/০	৩/০	১৷৷৫
বালাম চাউল (উত্তম)	২/০	১৸০	১৷৷০	১/৮
ঐ (মধ্যম)	২৸০	২৷৷০	২/	১৷১
ঐ (নীরেস)	৩৷০	২৸০	২৷৷০	১৷৬
খেসারীর ডাইল	৩/০	২৸০	২৷৷০	১৷৩
মসুরের ঐ	২৷৷০	২/০	২/০	১৷০
মুগের ঐ	২/০	১৸০	১৸০	১/৮
অরহর ঐ	২৷৷০	২/০	২/০	১৷০
ময়দা (ভাল)	২/০	১৸০	১৷৷০	১/৬

বাখরগঞ্জের চাউলে যে ভারতবর্ষের অনেক স্থানের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতেছে, ইহা বলা বাহুল্য। লং সাহেব তাঁহার প্রণীত "ভারতের সারসংগ্রহ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজবল্লভ, বাখরগঞ্জ হইতে

চাউল রপ্তানি করা বন্ধ করায় কলিকাতা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ১৭৭০ সালের সর্ব্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ, একমাত্র বাখরগঞ্জের চাউল রক্ষা করিয়াছে, নতুবা কত লোক যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময়ে সামার (Summer) নামে জনৈক শ্বেতকায় কোম্পানির কর্ম্মচারী-দিগের আহার্য্য ৩৫ হাজার মণ চাউল বাখরগঞ্জ হইতে ক্রয় করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন ও নবাব-পরিবারদিগের জন্য ৬০ হাজার টাকার চাউল ক্রয় হয়।

বালাম চাউলের গাছ জলের ভিতর হয়। নৌকা করিয়া ইহাকে তোলা হয়। ইহা "জলো চাউল" এইজন্য ইহা সহজে হজম হয়। শ্রমজীবীরা এই চাউল পছন্দ করে না ; কারণ, তাহারা ইহা খাইয়া তৃপ্তি পায় না। হাবড়া ও হুগলী জেলার চাউল তাহারা পছন্দ করে ; কারণ, উহা খাইলে ক্ষুধার উদ্রেক শীঘ্র হয় না।

স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস।

ইহাঁর নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত শিরুয়াইল গ্রামে। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। দেশে অসচ্ছলভাবে দিনপাত করিতেন। প্রায় ৮০ বৎসর হইল, ইনি রিক্তহস্তে কলিকাতায় উপস্থিত হন। কাজকর্ম্মের কোন সুবিধা না দেখিয়া সওদাগরি আফিসে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। কয়েকদিন পরে চীনদেশীয় একজন সওদাগরের সহিত ইহাঁর আলাপ হয়। উক্ত চীন সওদাগর তাঁহাকে কড়াই বিক্রয় করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বলিল "আমি কপর্দ্দক-শূন্য, ব্যবসা করিব কিরূপে ?" তাহাতে চীনা-ম্যান বলিল "তোমার টাকার দরকার হইবে না ; আমি তোমাকে দোকান করিয়া দিতেছি। কড়াই বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ আমাকে দিবে।" এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মৃত্যুঞ্জয় বড়বাজারে একখানি কড়াইয়ের দোকান খুলিয়া বসিল। সে সময়ে বড়বাজার ভিন্ন কলিকাতায় উল্লেখযোগ্য আর কোন বাজার ছিল না। যাহা হউক, ঐ সকল কড়াই*

* চীনদেশীয় কড়াইকে "কান্তিকড়াই" বলিত। কান্তিকড়াই অতি উৎকৃষ্ট লৌহে নির্ম্মিত ছিল। আজকালকার বিলাতী কড়াই ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না ; কিন্তু কান্তিকড়াই ভাঙ্গিয়া গেলেও তাহার দ্বারা অন্যান্য অনেক কাজ হইত।

বিক্রয় করিয়া দোকানটী ক্রমশঃ জমকিয়া উঠিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একজন সাহেব তাঁহার কারবার-স্থান হইতে বিলাতী কড়াই সকল উক্ত সর্ত্তে মৃত্যুঞ্জয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের সাধুতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সরল ব্যবহার দেখিয়া সকলেই তাঁহার দোকানে কড়াই খরিদ করিতে লাগিল। এইরূপে বিক্রয়াধিক্যবশতঃ দোকানে বিস্তর লাভ হইতে লাগিল।

এইবার মৃত্যুঞ্জয় নিজের লভ্যাংশ দ্বারা কড়াই খরিদ করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত সাহেব তাঁহাকে বিলাত হইতে কড়াই ইণ্ডেণ্ট (Indent) করিতে পরামর্শ দিলেন এবং তত্রত্য একটী ভাল কারবারের অধ্যক্ষের নিকট মৃত্যুঞ্জয়ের গুণাবলী বর্ণন করিয়া একখানি পরিচয়-পত্র (Introductory letter) দিলেন। মৃত্যুঞ্জয় সেই চিঠির বলে বিলাত হইতে অল্পমূল্যে কড়াই আমদানী করিয়া বহুতর টাকা লাভ করিতে লাগিল।

একবার মাল পাঠাইবার সময় বিলাতের কর্ম্মচারী ভুলক্রমে ইন্‌ভয়েসে (Invoice) ৩০০৲ টাকা কম চার্জ্জ করিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় ইন্‌ভয়েস্ দৃষ্টে হিসাব করিয়া দেখিল, ৩০০৲ টাকা ভুল হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় তৎক্ষণাৎ সেই টাকা বিলাতে পাঠাইয়া দেয়। তত্রত্য অধ্যক্ষ মৃত্যুঞ্জয়ের এতাদৃশ বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হইয়া বিনা টাকায় মাল পাঠাইতে লাগিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মাল বিক্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে টাকা পাঠাইতে লাগিল। এইরূপে মৃত্যুঞ্জয়ের দোকান একটী বৃহৎ কারবারে পরিণত হইল।

ইতঃপূর্ব্বে মৃত্যুঞ্জয় নিজের জ্ঞাতি ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে আনিয়া দোকানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; এখন তাহাদিগকে আটখানি পৃথক্ দোকান করিয়া দিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের কারবারে বড়বাজার পূর্ণ হইয়া গেল। বড়বাজারের প্রাচীন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে মৃত্যুঞ্জয়ের ব্যবসায়ের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয়ের অদৃষ্ট এমনই সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি যাহাতে হাত দিতেন, তাহাতেই প্রচুর লাভ হইত। এক সময়ে ১৲ টাকা দরে ৭০০ শত পাথরের টালি খরিদ করিয়া দোকানের বাহিরে ফেলিয়া রাখেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত কেহ তাহা খরিদ করিতে আসে না দেখিয়া কেহ কেহ বলিল, ঐ টাকাগুলি বৃথা গেল। কিন্তু তিনি সে কথায় ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। কিছুদিন পরে এক সাহেব টালি খরিদ করিতে আসিয়া ৪।০ টাকা দরে সেই টালিগুলি লইয়া গেল। আর একবার এক মহাজনের কড়াইএর গুদামে জল পড়িয়া

কড়াইয়ে জঙ্গ ধরিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়কে সেই সকল কড়াই খরিদ করিতে আহ্বান করা হইল। তিনি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কেবল উপরিস্থিত কতকগুলি কড়াই কিছু খারাপ হইয়াছে, নীচের কড়াই সমস্তই ভাল আছে। ইহা দেখিয়া ৩০০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া সেই সমস্ত কড়াই খরিদ করিয়া আনেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেই সমস্ত কড়াই বিক্রয় করিয়া ২০০০০৲ বিশ হাজার টাকা লাভ করেন।

এইরূপে যখন তিনি লক্ষপতি হইলেন, তখন অন্যান্য কারবার আরম্ভ করিলেন। বেলেঘাটা, উল্টাডিঙ্গি ও বাগবাজারে আড়ত খুলিয়া দিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইবার তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী বিমুখ হইলেন। যে সকল লোকের হাতে আড়তের ভার দিলেন, তাহারা সুচারুরূপে কার্য্য চালাইতে পারিল না; কারবারে কেবল লোকসান হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই আড়তগুলি নীলামে উঠিল। বহুতর টাকা বাহির হইয়া যাওয়াতে, কড়াইয়ের কারবারও মন্দা পড়িয়া গেল। অধিকাংশ দোকানই উঠিয়া গেল; দুই তিনখানি দোকানমাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই সময়েই মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস পরলোকে গমন করেন। সকলেরই বোধ হইল, যেন তিনি নিদারুণ মনঃকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়াই মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺অভয়াচরণ বিশ্বাস অনেকদিন পৈত্রিক কড়াইয়ের দোকান চালাইয়াছিলেন। অভয়াচরণের মৃত্যুর পর, তদীয় দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র বিশ্বাস দোকান চালাইতেছিলেন, কিন্তু হ্যারিসন রোড হওয়াতে তাঁহার দোকান উঠিয়া যায়। এক্ষণে তিনি কড়াইয়ের একখানি ক্ষুদ্র দোকান করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস বেলেঘাটার আড়তে গদিয়ানের কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস।

সুন্দরবন।

কাঁথির সহযোগী "নীহার" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সুন্দরবনে যাতায়াতের" মহাকষ্ট এবং প্রাণনাশের কথা লিখিয়াছেন; বিশেষতঃ ব্যবসায়ী ও মহাজন লোকের প্রাণনাশ কি সর্ব্বনাশ! ইহা আমাদের পক্ষে অসহ্য কষ্টকর

কথা এবং এদেশী ধনী মহাজনের পক্ষে ইহা অতীব নিন্দার্হ। সুন্দরবনে যাইবার সমুদ্রপথে গভর্ণমেণ্ট ষ্টিমার করিয়া দিবেন কেন? এদেশী মহাজন কি ইহা করিয়া দিতে পারেন না? রাজা সীতানাথ রায় প্রভৃতি মহোদয়েরা ষ্টিমারের কাজ খুলিয়াছেন, কলিকাতা হইতে নলছিট্ প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের ষ্টিমার যাতায়াত করিতেছে। এই শ্রেণীর মহাজনের এ বিষয়ে শীঘ্র মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। আর একটী কথা, দরিদ্র বাঙ্গালী ব্যবসায় করিতে গিয়া সমুদ্রে বা রেলপথে দৈববিপদে মারা পড়িলে, তাহাদের স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ জন্য বাঙ্গালী ব্যবসায়ীমাত্রকেই চাঁদা দেওয়া উচিত। আশা করি, মহাজনেরা বারইয়ারীর খরচা কমাইয়া, উক্ত টাকা দিয়া এজন্য একটী ফণ্ডের সৃষ্টি করিবেন। "নীহার" কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন,—

"সুন্দরবন আবাদ অবধি উহার সহিত এতদ্দেশবাসীগণের ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। সুন্দরবনের অধিকাংশ লাটদার বা ভূম্যধিকারীই আমাদের এই মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী এবং সুন্দরবনের অধিকাংশ প্রজাও মেদিনীপুরের লোক। এমন কি সুন্দরবনের এক-তৃতীয়াংশ লোক আমাদের মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী। সুন্দরবন যাতায়াতের পথ অতীব দুর্গম ও ভীষণ বিপদ-সঙ্কুল। জলপথে তরণী ব্যতীত তথায় গমনাগমনের অন্য কোনও পথ নাই। এদেশবাসীগণকে সুন্দরবনে গমন করিতে হইলে তালপাটী নামক মোহানা হইতে নৌকারোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইতে হয়। এই তালপাটী আমাদের কাঁথি হইতে ১৭।১৮ মাইল দূরে অবস্থিত।

"সুন্দরবন সাধারণতঃ ঘুষুড়াঙ্গা ও সাগর আইলাণ্ড নামক দুইটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত। উভয়ের মধ্যে একটী বৃহৎ সমুদ্র রহিয়াছে। সাগর আইলাণ্ডটী আমাদের সন্নিকটে ও ঘুষুড়াঙ্গা অত্যন্ত দূরে অবস্থিত। কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত না হইলে ও অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে তালপাটী হইতে ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যেই সাগর আইলাণ্ডে উপস্থিত হওয়া যায়; আর ঘুষুড়াঙ্গায় উপস্থিত হইতে হইলে ৩।৪ দিবসের কমে কিছুতেই উপস্থিত হইতে পারা যায় না। এই বিস্তীর্ণ জলপথে সামান্য একটী তরণীর মধ্যে বসিয়া এই ভীষণ সমুদ্র পারাপারের সময় আরোহীগণকে জীবনের মায়া-মমতা একেবারেই পরিহার করিতে হয়। লোকে সুন্দরবনের হিংস্রজন্তু সমাকুল ভীষণ-ভীতিপ্রদ ঘোর নিবিড় অরণ্য কাটিয়া বসতি স্থাপনের নিমিত্ত যে প্রকার উদ্বিগ্ন না হয়, এই জলধি পারাপারের সময় তদপেক্ষা অধিকতর আতঙ্কিত হইয়া থাকে।

"গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর তালপাটী হইতে সুন্দরবনে লোক লইয়া যাতায়াতের জন্য বার্ষিক কতকগুলি টাকা লইয়া কোন এক ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দিয়া থাকেন। বন্দোবস্ত গ্রহণকারী ইচ্ছামত আরোহীগণের উপর একটা কর নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন ; তবে নাকি গভর্ণমেণ্ট কর ও আরোহীর সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া একটী তালিকা দেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের সেই আদেশ সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয় না। আমরা অনেক সময় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়া থাকি।

"প্রতি বৎসর ধান্যরোপণ ও ধান্যকর্ত্তনের সময় এদেশের অসংখ্য লোককে সুন্দরবনে যাতায়াত করিতে হয়। এবং অনেক সময় জঙ্গল কাটিবার জন্যও সাঁওতাল আদি পাহাড়িয়াগণ দলে দলে গমন করিয়া থাকে। সেই সময়ে আরোহীগণের প্রাচুর্য্য নিবন্ধন এক একটী তরণীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ অধিক আরোহী বোঝাই করা হয়। বন্দোবস্ত গ্রহণকারীগণ অধিক অর্থ লোভেই এবম্বিধ অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। ফলে অনেক আরোহীকে অকালে সমুদ্রগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়।

হরি দলাই নামক একব্যক্তি উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ঐ স্থানের বন্দোবস্ত লইয়া আরোহী পারাপার করিতেছে। গত অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে উহারই দোষে একবার আরোহীপূর্ণ তরণী কয়েকখানি জলে নিমজ্জিত হইয়া বহুসংখ্যক আরোহীর প্রাণ বিয়োগ ঘটিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ সে সময় বিশেষ তদন্ত করিয়া অপরাধীর প্রতি উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার শুনিলাম, গত ২২শে আষাঢ় তারিখে ৮০ জন আরোহী ও কতকগুলি গরু এবং লাঙ্গলাদি পরিপূর্ণ একখানি তরণী ঘুঘুডাঙ্গায় যাইবার সময় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। ঐ বোটের কয়েকটী মাত্র লোককে নাকি জাহাজে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে ; তাহারও আবার এ পর্য্যন্ত কোনও সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অবশিষ্ট লোকগুলিকে সাগরগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। এখন এতগুলি লোকের অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী কে ? লোকে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণার্থ পেটের দায়ে দু'পয়সা উপায়ের জন্য দুস্তর বারিধি পার হইতে গিয়া অকালে জীবলীলা সাঙ্গ করিল ; এখন তাহাদের অনাথ স্ত্রী-পুত্রের গতি কি হইবে ? বোটে অধিক সংখ্যক আরোহী বোঝাই করা বশতঃই এই প্রকার বিপদ ঘটিয়াছে। অনেক সময় লাটদারগণের বোটও এই তরঙ্গায়িত সাগর-পারে গমনাগমন করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদের বোট

এইরূপ ঘনঘন মারা যাইতে ত প্রায়ই শুনা যায় না। ইহার কারণ কি ? লাটদারগণ খুব অল্পসংখ্যক আরোহী লইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন ; তজ্জন্য বায়ুর বেগ কখন কখন দৈবাৎ প্রবল হইলেও সেই বোটগুলি সহজে জলমগ্ন হয় না। কিন্তু খিয়াদারের বোটগুলি অতি সামান্য বাতাসেই জলমগ্ন হইয়া থাকে। একই সমুদ্রে এক সময়ে গমনকারী দুইখানি তরণীর মধ্যে একই বাতাসে একখানি জলমগ্ন হয়, আর একখানি হয় না। ইহার প্রধান কারণ কি বোঝাই-সংখ্যার ন্যূনাধিক নহে ? যদি বোঝাই-সংখ্যার ন্যূনাধিক্য বশতঃই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে, তবে এজন্য কি বোঝাইকারী ব্যক্তি দায়ী নহেন ? এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ কোন তদন্ত করিয়াছেন কিনা, আমরা তাহা অবগত নহি।

"আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট নিঃসহায় প্রজাপুঞ্জের যাবতীয় অভাবও অসুবিধা নিবারণ করিয়া থাকেন। যখন যে দেশবাসীর যে কোন বিষয়ের অভাব অসুবিধা ঘটিয়া থাকে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলেই অবিলম্বে তাঁহারা তৎপ্রতিকার করিয়া থাকেন। এক্ষণে শুনিতে পাই, কর্ত্তৃপক্ষ সুন্দরবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন জন্য সবিশেষ যত্ন করিতেছেন। এ সময়ে যদ্যপি তাঁহারা করুণা-পরবশ হইয়া তালপাটী হইতে সুন্দরবন যাতায়তের একটী ষ্টিমার করিয়া দেন, তাহা হইলে পারাপারের জন্য সাধারণকে আর ব্যাকুলিত হইতে হইবে না ; এবং ইহাতে প্রতি বৎসর এত অধিক সংখ্যক আরোহীও সমুদ্রগর্ভে জীবন হারাইবে না। ষ্টিমার হইলে সাধারণে নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করিতে পারিবে, সুন্দরবনও অবিলম্বে মানবগণের বাসোপযোগী হইয়া উঠিবে। শুধু ইহাই নহে, উহাতে গবর্ণমেণ্টের লাভও যথেষ্ট হইবে।

"সুন্দরবনে ষ্টিমার চালাইতে হইলে প্রথমতঃ তালপাটী মোহানা হইতে সাগর আইলাণ্ডের কোন সুবিধাজনক স্থান দিয়া ঘুঘুডাঙ্গার স্থানে স্থানে লাগাইয়া চালাইতে হইবে। সেজন্য দূরত্ব অনুসারে প্রত্যেক আরোহীর উপর বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা, কিঞ্চিদধিক মাশুল নির্দ্ধারিত করিলেও তাহারা অম্লানবদনে প্রদান করিতে পারিবে। হরি দলাই নাকি প্রত্যেক আরোহীর নিকট ৵১০ দেড় আনা হইতে ৶০ তিন আনা পর্য্যন্ত মাশুল আদায় করিয়া থাকে। তথাপি আরোহীগণের প্রাচুর্য্যতা নিবন্ধন বোটগুলিতে স্থান সঙ্কুলান হয় না। ঝড়-বাতাসের সময় ব্যতীত বোটগুলি প্রায়ই প্রত্যহ আরোহী লইয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ধান্য, চাউল ও আহারীয় সামগ্রী আদি প্রচুর পরিমাণে আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। তা' ছাড়া অনেক আরোহী লাটদার-

গণের বোটেও যাতায়াত করিয়া থাকে। ষ্টিমার হইলে আর কেহই বোটে যাইতে চাহিবে না। সুতরাং ইহাতে ষ্টিমার কোম্পানীর বিশেষ লাভ হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।”

অল্প মূলধনে ব্যবসা।

আমি যখন উড়িষ্যার অন্তর্গত ভদ্রক সবডিভিসনে থাকি, একদিন শ্রীহট্ট জেলা নিবাসী একটী ব্রাহ্মণ আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন যে, তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী আছেন, ৺জগন্নাথ পর্য্যন্ত যাইবেন। পাথেয়ের নিমিত্ত ভদ্রলোকদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া বিরক্ত করেন না। “গোলাপী দন্তমঞ্জন” আনিয়াছেন, এক কৌটার মূল্য চারি আনা, তিন কৌটার মূল্য আট আনা। “দন্তমঞ্জনের অন্ততঃ এক কৌটা লইয়া যেন তাঁহাকে উপকৃত করা হয়।” আমি আনন্দ সহকারে তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটী দন্তমঞ্জনের কৌটা লইয়া তাঁহাকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে, তিনি রেলের ধারে প্রত্যেক গণ্ডগ্রাম ও সহরে নামিয়া দেশ দেখিয়া যাইতেছেন ও মাসিক খরচ খরচা বাদে ১০০।১২৫ টাকা উপায় করিতেছেন। দন্তমঞ্জনের কৌটা টিনের ছিল, খুলিয়া দেখিলাম যে, দেড় কাঁচ্চা আন্দাজ গোলাপী রঙ্গের গুঁড়া রহিয়াছে। দাঁত মাজিয়া মাজন ভালই বোধ হইল। আমি মনে করিলাম, ইহা ত মন্দ নহে ; পুঁজি ৪।৫ টাকার অধিক নহে, অথচ অন্ততঃ গড়ে মাসিক ৩০।৩৫ টাকার অধিক রোজগার হওয়া সহজ। যেহেতু এক ভদ্রকেই ২।৩ দিনে ৮।১০ টাকার দন্তমঞ্জন বিক্রয় হইয়া গেল। আমাদের দেশের অল্পবয়স্ক, ধীর, নম্র, সৎ ও কষ্টসহিষ্ণু যুবকগণ যদি নিম্নলিখিত মত (১) দাঁতের মাজন, (২) বাতের তৈল, (৩) জ্বরের ঔষধ, (৪) ধর্ম্ম বিষয়ক ও অন্য পুস্তক লইয়া দুই তিন জনে এক এক দিকে বহির্গত হয়েন ও ঐরূপ ভাবে বিনম্রবচনে জিনিষ বিক্রয় করেন, তবে কলিকাতার সাহেবদিগের আফিসে ১৫।২০ টাকার চাকরি করিয়া জুতা লাথি খাওয়া অপেক্ষা কত স্বাধীন ভাবে ও আনন্দে থাকেন, তাহা বলা যায় না।

শীতকালে গরম শীতবস্ত্র লইয়া কাবুলীরা সর্ব্বত্র জিনিষ তিন চার গুণ দরে বিক্রয় করে। ভদ্রসন্তানেরা ২।৩।৪ জন একত্র হইয়া শীতকালে গরম কাপড়,

দেশীমিলের গেঞ্জী, জামা ইত্যাদি ঐ সঙ্গে বিক্রয় করিলে একএক জনে ৩০।৪০ টাকা মূলধন লইয়া মাসে ৩০।৩৫৲ টাকা খরচ-খরচা বাদে অনায়াসে উপায় করিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, আমরা কোন কথা শুনিয়া তাহা হইতে তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে মজবুত। যাহা হউক, আমি কয়েকটী পরীক্ষিত ঔষধ জানি, তাহা দ্বারা যদি একটীমাত্র অনক্লিষ্ট যুবকের অন্নের উপায় হয়, তবে আমার অদ্যকার শ্রম সফল হইল মনে করিব।

দাঁতের মাজন।

(১) উত্তম ফুলখড়ি চূর্ণ	...	একছটাক (৫ তোলা)।
(২) পচা সুপারি ভাজা চূর্ণ	...	একছটাক (৫ তোলা)।
(৩) ফটকিরি চূর্ণ	...	আধছটাক।
(৪) শুঁঠ ও গোলমরীচ চূর্ণ	...	আধছটাক।
(৫) কাঁঠালপাতার শিরাভাজা চূর্ণ	...	আধছটাক।
(৬) গেরিমাটী চূর্ণ	...	আধছটাক।
(৭) কর্পূর	...	দশরতি।
(৮) লবণ	...	একছটাক।

এই সমস্ত একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত ও পেষণ করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহা তৈয়ারি করিতে ছয় সাত পয়সার অধিক পড়িবে না ; এবং ১৫।১৬ কৌটা মাল হইবে, তাহা অন্ততঃ ২॥০ আড়াই ৩৲ তিন টাকায় বিক্রয় হইবে।

বাতের তৈল।

(১) মেটে তৈল	...	...	একছটাক।
(২) রেড়ির তৈল	...	...	একছটাক।
(৩) তার্পিন তৈল	...	...	একছটাক।
(৪) সৈন্ধব লবণ	...	...	২॥ তোলা।
(৫) কর্পূর	...	...	১। তোলা।
(৬) পিপরমেণ্ট	...	...	৪০ ফোঁটা।

এই তৈল ৺ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদিত বলিয়া শুনিয়াছি ও ইহা বাতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহা রৌদ্রে রাখিয়া একটু উষ্ণ হইলে

বাতের বেদনার স্থানে উত্তমরূপে মালিস করিলে বিশেষ উপকার হয়। এই তৈল তৈয়ারি করিতে এক শিশিতে ৶০ তিন কি ।০ চারি আনার অধিক পড়ে না, কিন্তু একশিশি তৈল ॥০ আট আনায় সহজে বিক্রয় হইতে পারে।

জ্বরের ঔষধ।

ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, সোমরাজ, জাঙ্গি-হরীতকী, বিট্‌লবণ, বড়এলাচের খোসা, ডালিমের সরু শিকড় সমান ভাগে লইয়া গুঁড়া করিয়া সেঁয়াকুলের মতন গুলি পাকাইয়া প্রত্যেক গুলিতে দুই গ্রেণ মিয়ুরেট্ কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া একটী গুলি প্রাতে ও একটী সন্ধ্যাকালে খাইলে ম্যালেরিয়া জ্বরের পক্ষে ভাল।

এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে সামান্য খরচ হইবে, কিন্তু একএকটী গুলি আধ আনা অন্ততঃ একপয়সায় বিক্রয় হইতে পারে।

প্রথম ও তৃতীয় ঔষধ টিনের আধপয়সার কৌটা করিয়া ও দ্বিতীয় ঔষধটী শিশিতে ভরিয়া মুদ্রিত লেবেল ও নিয়মাবলী আঁটিয়া এক হাজার করিয়া প্রত্যেক ঔষধ লইয়া দুইজনে বাহির হইতে হইবে ও একজন কলিকাতা বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিতে হইবে। মাল ফুরাইয়া গেলে তৃতীয় ব্যক্তি মাল পাঠাইয়া দিতে পারেন। এই সঙ্গে অর্ডার সপ্লাইয়ের কার্য্যও চলিতে পারে।

শ্রীনীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণী ব্যক্তিবর্গের কথা ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর রক্ষা করেন নাই বলিয়া, ইঁহারা বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন এবং দেশের সর্ব্ব সাধারণকে উত্তেজিত করাইয়া "স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার" করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বলিতেছেন। আর এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হইবার লক্ষণও এতদিন পরে বঙ্গে দেখা যাইতেছে। দেশের পক্ষে ইহা সুলক্ষণ নিশ্চিতঃ! কয়েকখানি পত্র-সম্পাদক এজন্য যেন উন্মত্ত-ভাবে লেখনী চালনা করিতেছেন। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা এক ঘণ্টার

মধ্যে ধর্ম্মঘট করিয়া কর্ম্ম বন্ধ করে, লাঠির বলে তাহারা মোড়ে মোড়ে দলবদ্ধ হইয়া লাঠি লইয়া দাঁড়ায়, গরুরগাড়ী দেখিলে প্রথমটা ভাল কথায় ফিরিয়া যাইতে বলে, না শুনিলে শেষে লাঠালাঠি। ইহাদের নিকট কলিকাতার পুলিস অকর্ম্মণ্য! আমাদের ধারণা, পুলিশ ঠিক থাকিলে এ ব্যাপারটী হয় না। গরুরগাড়ীর গাড়োয়ান এবং হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালা—ইহারা দুই ভাই! লালপাগড়ী ফেলিয়া ২।১ জন গাড়োয়ান হইয়াছে, তাহাও আমরা জানি। ভদ্রলোকে এতদূর করিতে পারিবেন না, কাজেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হওয়া দুষ্কর।

"বঙ্গবাসী" একথা বহুপূর্ব্বে বলিয়াছেন, "সকলে প্রতিজ্ঞা করুন বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিব না, তবে দেশ রক্ষা হইবে।" এতদিন তাঁহার কথা কেহই শুনেন নাই, কিন্তু উহার ফলে সাধারণ বাঙ্গালীর ভিতর এমন কি যাঁহারা নিরক্ষর, তাঁহারা পর্য্যন্ত দেশের কথা উঠিলেই বলিয়া বসেন "আমাদের দেশের সমুদয় মাল বৈদেশিক বণিকে লইয়া গেল, এইজন্য আমাদের দেশ নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে।" বর্ত্তমান সময়ে প্রতিজ্ঞার ভিতর দেখিতেছি, কেবল "স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কর।" স্বদেশের মাল বিদেশীকে বিক্রয় করা উচিত কি না, এখনও সে তর্ক উঠে নাই, বোধ হয় উঠিবে। যথার্থ যদি বাঙ্গালী এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিব, এ জাতির উন্নতি সন্নিকট।

এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ "সঞ্জীবনী" হইতে এখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"অটল প্রতিজ্ঞা—ইংলণ্ডজাত দ্রব্য ব্যবহার করিব না।

বাঙ্গালী স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুরুষদের নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াছে। তাহাদের আবেদন নিবেদনে কোনও ফল হইল না। বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করার এখন এক উপায় আছে—বাঙ্গালা দেশের ৪ কোটী হিন্দু ও মুসলমান প্রতিজ্ঞা করুন,—"স্বদেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, ইংলণ্ডের সে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিব না।" আমরা তবে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ৬ মাসের মধ্যে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আদেশ রহিত হইবে।

১৯০২—১৯০৩ সালে ইউরোপ হইতে ১৫ কোটী ৭৮ হাজার টাকার পরিধেয় বস্ত্র, ৪৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকার অন্যান্য বস্ত্র এবং ৫৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার সূত্র,—মোট ১৬ কোটি ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার সূতার দ্রব্য বঙ্গদেশে আমদানি হইয়াছে।

৫০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার পশমের দ্রব্য, ৪৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার তৈয়ারী পোষাক, ৪৯ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার লবণ, ৫৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার মদ, ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার চিনি ইউরোপ হইতে বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিল।

হিন্দু ও মুসলমান প্রতিজ্ঞা করুন, বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব না ;—৩ মাস পরে ইংলণ্ডে হাহাকার উপস্থিত হইবে। মানচেষ্টারের কাপড়ের কল বন্ধ হইবে—লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত শ্রমজীবী শার্দ্দূলসম গভীর গর্জ্জনে চারিদিক কম্পিত করিবে। আমাদের কোটি কোটি লোকের চক্ষের জলে যাহা হয় নাই—শ্রমজীবীদের গভীর গর্জ্জনে দুইদিনে তাহা সম্ভব হইবে। পার্লামেণ্ট চঞ্চল হইবে—রাজমন্ত্রীগণ অনন্যোপায় হইয়া লর্ড কার্জ্জনকে বলিবেন, "অবিলম্বে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আদেশ প্রত্যাহার কর।" লর্ড কার্জ্জন সে হুকুম বিনা বাক্য-ব্যয়ে শিরোধার্য্য করিবেন।

স্তব-স্তুতি অনেক হইয়াছে, আর নয়। এখন আইস, আমরা নিজের পদ-ভরে দণ্ডায়মান হই। বিদেশী দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করি।

পূজা আসিতেছে, এসময়ে কত কোটি টাকার বিদেশী দ্রব্য বাঙ্গালাদেশে বিক্রয় হয়। এবার সকলে মাতৃভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করি, ইংলণ্ডজাত বস্ত্র ক্রয় করিব না। দেখিবে, ইংরেজ সওদাগরদের কুঠিতে কোটি টাকার বস্ত্র মজুত হইয়া থাকিবে। রাজপুরুষগণ চঞ্চল হইবেন।

কেহ বলিতে পারেন, বঙ্গের সর্ব্বত্র দেশী বস্ত্র পাওয়া যায় না। তাঁহাদিগকে বলি, দেশী বস্ত্র যদি পাওয়া না যায়, তবে এবার স্বদেশের জন্য একটু ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে। এবার ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া রাজপথে বাহির হইবে, তবু বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিবে না। বালক-বালিকাদিগকে সকলে এই শিক্ষা দিন,—"ছিন্ন বস্ত্র বড় ভাল, বিদেশী নূতন বস্ত্র দাসত্বের শৃঙ্খল।" বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক পুরুষ সকলে প্রতিজ্ঞা করুন,—"ছিন্ন বস্ত্র পরিব, তবু বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিব না। আমরা আবার বলি, যদি সকলে এই প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, বাঙ্গালীকে হীন করিতে পারেন। যদি সকলে এই প্রতিজ্ঞা করেন, তবে বঙ্গের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় যোড়া লাগিবে।

বাঙ্গালীর হাতে বাঙ্গালীর জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। এস, ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সকলে সপরিবারে প্রতিজ্ঞা করি, স্বদেশজাত দ্রব্য পাইলে বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করিব না—বঙ্গে সুদিন ফিরিয়া আসিবে।"

ইহার উত্তরে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলিতেছি,—

প্রবন্ধে "ইংলণ্ডজাত দ্রব্য ব্যবহার করিব না" ইহা বোধ হয় সঞ্জীবনী তাড়াতাড়িতে বলিয়া ফেলিয়াছেন ; তবে কি আমরা জর্ম্মাণজাত এবং আমেরিকা-জাত দ্রব্য ব্যবহার করিব ? তাহা নহে ; ইয়োরোপজাত দ্রব্য মাত্রেই ব্যবহার করিব না, ইহাই তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য। আর একটী কথা "সঞ্জীবনী"কে এখানে জিজ্ঞাস্য এই, যদ্যপি ভারত-গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব পরিত্যাগ করেন, তখন বোধ হয় বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে আপত্তি থাকিবে না ? ষ্টিলপেনের নিবটী আমাদের পরিত্যাগ করা উচিৎ। স্কুল কলেজের ছেলেরা ইহা করিয়াছে কিনা, আমরা ইহা জানিতে চাহি। স্বর্গীয় অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয় কখন নিব ব্যবহার করেন নাই। নিবের কল দেখিতে লেটার প্রেসের মত ; সূক্ষ্ম লৌহপাত এই কলের সাহায্যে নিব হয়। এজন্য দুইটী কল ব্যবহৃত হয় ; প্রথমটী লৌহপাতকে নিবের আকৃতি করিয়া দেয়, দ্বিতীয়টী উহাকে ভাঙ্গিয়া দুমড়াইয়া দেয়, পরে খচ চেরা হয়। এই কল বঙ্গে শীঘ্র আনাইবার ব্যবস্থা করা উচিত।

এই প্রতিজ্ঞার সময় আশা করা যায়, আমাদের অনেক কাজ হইবে। ধীরে ধীরে বৈদেশিক দ্রব্যগুলিকে আমরা যাহাতে নিজস্ব করিয়া লইতে পারি, তাহার চেষ্টা করা উচিত। বিলাতী কালীর আমদানী বঙ্গে যে নিয়মে বন্ধ হইয়াছে, ঐ নিয়মে ক্রমশঃ আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলিকে নিজস্ব করিব, এজন্য দেশী মহাজনদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইতে হইবে। কেবল কথায় চিঁড়ে ভিজিবে না,—কেবল প্রতিজ্ঞায় কিছুই হইবে না ; কর্ম্মের জগতে কর্ম্ম করিতে হইবে, কর্ম্মই আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে, নচেৎ পরিণামে লোক হাসিবে।

প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, ৪৯ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার লবণ ; ৫৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার মদ বিগত বৎসর আমাদের দেশে আমদানী হইয়াছে। লবণ সম্বন্ধে "মহাজনবন্ধুর" পূর্ব্বের প্রবন্ধগুলি দেখা কর্ত্তব্য। ভারতের লবণ ভারত-বাসী মাত্রেই ব্যবহার করে, কেবল বাঙ্গালী আমরা ইহা করি না। ইহা আমা-দের পক্ষে কম কলঙ্কের কথা নহে। নিকটস্থ দোকানদারকে সতর্ক করাইয়া দাও, সে যেন লিভারপুলের লবণ দেশে লইয়া না আইসে। নৌ-পদার লবণ কটকে ব্যবহৃত হয়, তাহাই আনাইবার চেষ্টা কর। দেশী লবণের কাজ কলি-কাতায় অনেকের আছে, ইহাদের নিকট লবণ লও। ইহাদের কাজ বৃদ্ধি করাও,

বিলাতী লবণ সহজেই বন্ধ হইয়া যাইবে। মদের আমদানী একেবারে বন্ধ হইবে না ; কারণ ভারতীয় সাহেবদের জন্য উহার কিছু না কিছু আমদানী হইবে। আর আমাদের গৃহ-মাতালেরা যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইবেন, তাহাও নহে। এ বিষয়ে সাহেবদিগের সাহায্য লইতেই হইবে, কেননা ভারতীয় মাতালদের হাড়ে হাড়ে মদ্য বিঁধিয়াছে! গঞ্জাম বহরামপুর হইতে আমরা আস্কাদেশে গিয়াছিলাম, তথায় একটি চিনির কল আছে। উক্ত চিনি পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিত, এক্ষণে মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যা বিভাগে উহার প্রবল কাটতি হওয়ায় আর উহা কলিকাতায় আইসে না। আমরা উক্ত চিনিকে কলিকাতায় পুনরায় আনিবার উদ্দেশ্যেই গিয়াছিলাম, কিন্তু উক্ত কলের সত্বাধিকারী সাহেব বলিলেন "কলিকাতায় চিনি পাঠাইলে, আমাদের ক্ষতি হয়, আপনারা এক কাজ করুন, আমার এই কলের সঙ্গে ডিষ্টিলারী আছে, আপনারা মদ বিক্রয় করিবেন বলুন, তাহা আমি কলিকাতায় পাঠাইতে প্রস্তুত আছি।" মদ্য আমদানী বন্ধ করিতে গেলে, আমাদের দেশের সাহা মহাশয়েরা এই সকল দেশীমদ (অবশ্য ইহা বিলাতী অপেক্ষা হীন নহে) দোকানে রক্ষা করুন। কলিকাতার টর্ণার মারিসন কোম্পানীর সহিত এ বিষয় পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের কাশীপুরস্থ চিনির কলে মদ্য হইতে পারে কি না, জানা দরকার ; কারণ তারপুর ও কোটচাঁদপুরের চিনির কল দুইটি অর্থ অভাবে বন্ধ রহিয়াছে। যশোহর জেলার লোকের কর্ত্তব্য, উক্ত কল দুইটিকে পুনরায় পরিচালিত করা। তাহা হইলে যথেষ্ট দেশী মদ জন্মিবে এবং ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার চিনির আমদানী পক্ষেও কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত পড়িবে। চিনি সম্বন্ধে আমাদের বলিবার আরও কথা আছে। যশোহর, কোটচাঁদপুর, নদীয়া-শান্তিপুর, ২৪ পরগণা, গোবরডাঙ্গা বর্ত্তমান সময়ে এই তিনটী স্থানে দেশী চিনি প্রস্তুতের কারখানা আছে। ঝালকাটি, নলছিট প্রভৃতি স্থানের লোকেরা অদ্যাপি এই অপরিষ্কার চিনি ব্যবহার করেন, তাঁহারা ফর্শা চিনি দেখিলেই কলের চিনি বলিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করেন। উক্ত তিনস্থানের চিনিকেই "র" সুগার বলে। ঐ সকল স্থানের চিনি পূর্ব্বে বিদেশে রপ্তানী হইত, অদ্যাপি টর্ণার মরিসনের কলে উহা পরিষ্কৃত হয়। এই কলও আমাদের দেশী কল। মান্দ্রাজের চিনির কলগুলিও আমাদের দেশী কল। উক্ত তিন স্থানের চিনি, যখন কল হয় নাই, তখন সুখচরে পরিষ্কৃত হইবার কারখানা ছিল, এখনও এই কারখানা ২।৫ টা সুখচরে আছে। "র" সুগার পরিষ্কৃত করিয়া কৃষ্টাল সুগার হয়, অর্থাৎ দানাদার চিনি হয়। পূর্ব্ববঙ্গের লোক এই দানাদার চিনি দেখিলেই

উহা কলের চিনি বলিয়া ক্রয় করে না। তাহারা জানিত এবং এখনও জানে কাশীরচিনি পেষা চিনি এবং আমাদের দেশী "র" সুগার গোঁড়, দলুয়াচিনিও কলের চিনির মত নহে ; কাজেই দানাদার চিনিকে উহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করিত, এমন কি, হস্তে ভ্রমক্রমে লইলে হস্ত ধৌত করিত। এই কারণ ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীরা কলের কৃষ্টাল সুগারকে রোলারে পিষিয়া "পিটি" (ইহা ঠিক কাশীর চিনির মত) চিনির আবিষ্কার করিল। এই পিটি বাঙ্গালা দেশে এখন খুব চলিতেছে। ইহাদের সকলকে এই সময় জানান উচিত যে, উহাও কলের চিনি, তাহা হইলে সহজেই তাঁহারা কোটচাঁদপুর, শান্তিপুর এবং গোবরডাঙ্গার চিনি ব্যবহার করিবেন। পরন্তু চিনি সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে আরও একটু গোল-যোগ আছে। মরিশস চিনি, চায়না চিনি, জাবা চিনি—ইয়োরোপীয় চিনি নহে, ইহা বাঙ্গালীরা ব্যবহার করিবে কি না? ঐ সকল দেশের চিনি ভারতে প্রচুর আমদানী হয়। ইহার কি ব্যবস্থা হইবে?

মাঞ্চেষ্টরের কাপড় পরিবে না, বোম্বাই কাপড়কে দেশী বলিয়া পরিবে, তাহা হইলে বস্ত্র আমদানী কমিয়া গিয়া সূতার আমদানী বৃদ্ধি হইবে। ভারতে সূতার কল আছে, স্বীকার করি ; কিন্তু আইন আছে, সরুসূতা এদেশে হইবে না, ইহা করাইতে হইলে, যাঁহার সঙ্গে আড়ি, তাঁহারই পা'য়ে ধরিয়া করাইতে হইবে। পূর্ব্বে এদেশী তুলায় এদেশী সূতার কল চলিত, এক্ষণে বিদেশ হইতে তুলা আম-দানী হয়, তবে এদেশী সূতার কল চলে। শান্তিপুর, ফরাশডাঙ্গা, ঢাকা প্রভৃতি সকল স্থানেই দেশী কাপড় পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহার সূতা বিলাতী! অতএব ইহা ব্যবহার চলিবে কি না? মাছ খাইব না, মাছের ঝোল খাইব। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" এত বড় প্রতিজ্ঞাটা করিবার পূর্ব্বে ছোট ছোট প্রতিজ্ঞাগুলি করা কর্ত্তব্য, যাহা লোকে পালন করিতে পারিবে, সেইমত বলা উচিৎ। স্কুলের ছেলেরা যাহা পারিবে, তাহাই করাও ; নিব ছাড়াও। স্ক্রুপটী এদেশে হয় না ; এগুলি করাও। নচেৎ "বস্ত্রত্যাগ" প্রতিজ্ঞাটা রক্ষা হইবে কি না, ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয় হইতে পারে, বড় লোকের ; কিন্তু গরীব লোকই সকল দেশে অধিক, তাহারা পারিবে কি? তাহারা ত বিবস্ত্র হইয়াই রহিয়াছে। ইজ্জৎ বড় জিনিষ। ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আপিসে গেলে, সাহেব যদি আপিস হইতে তাড়াইয়া দেন, তখন কি হইবে? অনেক আপিসে দেশী নিয়মে কাপড় পরিয়া যাইবার হুকুম নাই, তথায় কোট পেন্টুলেন পরিয়া যাইতে হয়। এ সকল স্থলে কি হইবে?

প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে, "৩ মাস পরে ইংলণ্ডে হাহাকার উপস্থিত হইবে, ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল বন্ধ হইবে,—লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত শ্রমজীবী শার্দ্দুলসম গভীর গর্জ্জনে চারিদিক কম্পিত করিবে।" ইংলণ্ডে ইহা হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতাতেও ইহা যে হইবে না, তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করিব। বিলাতী কাপড়ের কাজে কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী ও মুটে-মজুর প্রতিপালিত হয়! ইহাদের দশা কি হইবে?

অধিক লোক যে কার্য্যে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহাদের অন্নে আঘাত মারিতে গেলেই আমাদের কথা কহিতে হইবে। কেবল আমরা নহে, আমরা যাঁহার ক্রোড়ে প্রতিপালিত—সেই ভারত গবর্ণমেণ্টকেও এজন্য কথা কহিতে হইবে। প্রত্যেক সভায় আমরা এদেশী রাজা মহারাজকে দেখিতে পাই, ইঁহারা এখন আমাদের "বিবস্ত্রা" হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে বলিতেছেন, কল্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট চাঁদার খাতা ধরিলে লক্ষ লক্ষ টাকা ইঁহারাই স্বাক্ষর করিয়া দিবেন। কিন্তু কাপড়ের কল একটা কলিকাতায় হউক বলিয়া ইহারা চাঁদা তুলিয়া কি করিতে পারেন না? আমাদের দেশের বস্ত্র যখন ব্যবসার জন্য বিদেশে বিক্রয় করিতে যাইব না, ঘরে পরিব, তখন একটা কল থাকিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। গায়ে মাখিবার সাবানের একটা কারখানা কলিকাতায় হওয়াতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। রাজা, মহারাজারা টাকা দিবার সময় গভর্ণমেণ্টকে দিবেন, এবং "বিবস্ত্র" করাইবার সময় আমাদের সভায় আসিবেন। বঙ্গের মত ভারতে অপর কোন প্রদেশের ধনীরা সাধারণের প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন না। এইজন্য ঐ সকল দেশের উন্নতি আছে। বঙ্গের ধনীদের দোষেই এদেশের সাধারণের অবনতি। দশটা লোক প্রতিপালিত হয়, এমন উপায় বল, শিরোধার্য্য করিব। নচেৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজেদের কুঠার নিজেদের পায়ে মারিব, যে ডালে বসিয়াছি, সেই ডাল কর্ত্তন করিব, হাহাকারের দেশে আরও হাহাকার কি আনিব? ইংলণ্ড ভারতের সম্বন্ধে যেরূপ বিজড়িত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, ভারত ইংলণ্ড ছাড়া নয়! উভয়ে এক। পিতা পুত্রে, রাজা প্রজায় যে পার্থক্য, ভারত ও ইংলণ্ডে সেই পার্থক্য। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আত্মহত্যা করার মত প্রতিজ্ঞা হইতেছে। প্রতিজ্ঞা পালনের সময় দেখা যাইবে, কে কোথায় থাকেন। শ্রী :—

মহাজনবন্ধু, মাসিকপত্র।
৫ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা; ভাদ্র, ১৩১২।

হাপ্‌টোন ব্লক।

পরিষ্কার (মসৃণ) কাষ্ঠখণ্ডের উপর ছবি অঙ্কিত করিয়া (মোটামুটি বৃক্ষপত্র ইত্যাদি ছবি) তৎপরে শিরিষের আটায় গুলিসুতা ভিজাইয়া ঐ সুতা, অঙ্কিত ছবির দাগে দাগে বসাইয়া শুষ্ক করিয়া যদি প্রেসে ছাপিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনায়াসে তাহা প্রেসে মুদ্রিত হয়। সুতার পরিবর্ত্তে যদি মাকড়সার জালের সুতা দিয়া কাষ্ঠফলকে ঐরূপ ছবি করিয়া দেওয়া হয়, তাহাও বোধ হয় কোন কোন প্রেসে ছাপিতে পারা যায়। কিন্তু হাপ্‌টোন ছবির "ডট্‌লাইন" মাকড়সার জাল অপেক্ষা সূক্ষ্ম; এত সূক্ষ্ম যে, তাহা চক্ষে দেখা যায় না। কপারপ্লেটে হাপ্‌টোন ফটো যাহা প্রেসে মুদ্রিত করিবার জন্য দেওয়া হয়, তাহা দেখিতে ঠিক ফটো; ইহা যে ব্লক, তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। যেন একখানি ফটো তাম্রের পাতে মুদ্রিত করা হইয়াছে, ইহাই হাপ্‌টোন ব্লক; ইহা ছাপা হয়। এই ব্লকের ভিতর অদৃশ্য লাইন আছে, সেই লাইন বা কমিতে কালী ধরে—তাই ছাপা হয়। এই অদৃশ্য লাইন "আই-গ্ল্যাস" দিয়া দেখিলে অনায়াসে দেখা যায়। এই ছবি যে সে প্রেসে ছাপা হয় না; কলিকাতার ২।৪টী প্রেসে ইহা ছাপা হইতেছে। প্রেসের সূক্ষ্ম শিল্পের অদ্ভুত উন্নতি বলিতে হইবে।

হাপ্‌টোন ব্লক সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কতকগুলি মোটামুটি কথা বলিব। হাপ্‌টোন ব্লক কি? এবং সাধারণ ব্লক কি? কাষ্ঠের উপর ছবি খোদিত করিয়া উহা মুদ্রিত করিবার জন্য প্রস্তুত করাকে "ব্লক" কহে। ইহার অপর নাম "উড-এন্‌গ্রেভিং"। হাপ্‌টোন ব্লক দ্বারা আজকাল উক্ত উড-এন্‌গ্রেভিংয়ের কার্য্য হইতেছে; এই জন্য ইহাকে হাপ্‌টোন ব্লক বলা হইল।

ধরুন, আপনার একখানি ফটো, উহার উপর ঘুঁড়ির কাগজ রাখিয়া উডপেনসিল দিয়া ফটোখানির দাগে দাগে বুলাইয়া ঘুঁড়ির কাগজে উহা

মোটামুটি আঁকিলাম। তৎপরে উড কাষ্ঠে * খড়িমাটী গোলা দিয়া শুকাইয়া এই কাষ্ঠের উপর কার্ব্বন পেপার † রাখিয়া, ঘুঁড়ির কাগজের উপরে যে ছবি উঠিয়াছে, তাহা পুনরায় উডপেন্‌সিল বা যে কোন একটা কলমের নিবের মত কাঠি দিয়া বুলাও, তাহা হইলে ঐ ছবি উডকাষ্ঠে গিয়া অঙ্কিত হইবে। তাহার পর, মূল ফটোর সঙ্গে ঠিক করিয়া মিলাইয়া উডপেনসিল সাহায্যে ছবিখানি উডকাষ্ঠে সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটালি বা নরুন কিম্বা ছুঁচ প্রভৃতি দ্বারা উক্ত কাষ্ঠফলকের ছবি বুলাইয়া খোদিত কর। ইহাকেই এনগ্রেভিং করা বলে; অর্থাৎ ইহা "কাষ্ঠে খোদান" ছবি। হাপ্‌টোন ছবি এইরূপে খোদান হয়।

হাপ্‌টোন ছবি ক্যামেরার সাহায্যে হয়। ফটোগ্রাফ তুলিবার বাক্সের মুখের দিকে যে কাচ আছে, উহাকে লেন্স বলে এবং উক্ত বাক্সকে ক্যামেরা বলে। এই ক্যামেরা বহুপ্রকারের আছে। তন্মধ্যে তিন প্রকার ক্যামেরা তিনটী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। (১ম) ফটো ক্যামেরা, (২য়) হাপ্‌টোন ক্যামেরা, (৩য়) বায়স্কোপ ফটো ক্যামেরা। ফটো ক্যামেরা অনেকেই দেখিয়াছেন, ইহাতে মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জড়জগতের ছবি অবিকল আলোক এবং রাসায়ণিক কালীর দ্বারা মুদ্রিত হয়। হাপ্‌টোন ক্যামেরাও ঐ প্রকার। প্রভেদ এই যে, ইহা বৃহৎ। ফটো-ক্যামেরার লেন্স ২।১ সেকেণ্ড খুলিয়া রাখিয়াই উহা বন্ধ করিতে হয়, কারণ, ইহা ৮।১০ মিনিট খুলিয়া রাখিলেই কার্য্য সারিতে পারা যায়। পরন্তু ফটো-ক্যামেরায় ছবি উল্টা উঠে, তৎপরে উহাকে কাগজে পরিবর্ত্তন করিলে সোজা হয়, কিন্তু এই ক্যামেরায় ছবি সোজা উঠে। ফটো-ক্যামেরার প্লেট্ এবং হাপ্‌টোনের প্লেট্ স্বতন্ত্র। অতএব ইহাতে ফটো তোলা হয় না; যদিও হয়, কিন্তু কে বলুন দশমিনিট স্থির হইয়া থাকিবে? আরও ফটোক্যামেরা অপেক্ষা ইহার কল-বল বেশী, তাহা পরে বলিতেছি। বায়স্কোপ-ক্যামেরাও ফটো-ক্যামেরার মত, কিন্তু ইহারও কল-বল অধিক। এই ক্যামেরার লেন্সের মুখে একখানি খিল সুকৌশলে সংলগ্ন এবং

* ইহা একপ্রকার কোমল কাষ্ঠ, বাজারে উডকাঠ নামে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ইহা এদেশী কাষ্ঠ নহে। এদেশী কামিনী প্রভৃতি কাষ্ঠেও একার্য্য হয় শুনিয়াছি।

† মহাজনবন্ধুতে কার্ব্বন পেপারের বিষয় বহুপূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। ইহা কালীর কাগজ। বেণের দোকানে যে ভূষা পাওয়া যায়, উহাতে অল্প রেড়ির তৈল দিয়া মাখিয়া একখানা অল্প পাৎলা কাগজে লাগাইয়া রৌদ্রে শুকাইলে কার্ব্বন পেপার হইবে।

এই খিলখানির সহিত একখানি চাকাও বাহিরের হাণ্ডেলের সহিত সুন্দর নিয়মে সংযুক্ত। এই ক্যামেরায় প্লেট্ রাখিয়া লেন্সের মুখ খুলিয়া গতিশীল দ্রব্যের ছবি তোলা হয়। মনে করুন, ঐ অশ্ব দৌড়িতেছে,—আমরা উহার ছবি তুলিব। অতএব এই ক্যামেরার লেন্সের মুখ খুলিয়া হাণ্ডেলটী ঘুরাইতে লাগিলাম। ইহা ঘুরাইতে চাকা ঘুরিল, চাকা ঘুরিয়া ভিতরে খিল উঠিতে এবং পড়িতে লাগিল, খিল উঠাপড়ার ভিতর দিয়া অশ্বের ছবি প্লেটে পড়িতে লাগিল। অশ্ব যতদূর দৌড়িল, ততক্ষণ ঐ হাণ্ডেল ঘুরাইতে লাগিলাম। এই প্রক্রিয়ায় যে ছবি তোলা হয়, তাহাই ডেভালাপ্ করিয়া বায়স্কোপের ফিতায় সাজাইয়া দেওয়া হয়। ইহার দ্বারা সচলচ্ছবি দেখা যায়। *

কষ্টিকলোসন প্রভৃতি নানাবিধ আরক-সংযুক্ত কাচ আলোক লাগিবামাত্রই বর্ণপ্রাপ্ত হয়, নচেৎ ইহা সাদা কাচের মতই থাকে। ইহাকেই প্লেট বলে। প্লেট ঘরে প্রস্তুত করাও চলে এবং বাজারে ক্রয় করিতেও পাওয়া যায়। ঘরে করিতে গেলে ঝঞ্ঝট্ বেশী। অতএব বিলাতী প্রস্তুত প্লেট্ বাজারে ক্রয় করাই সুবিধা। ফটো প্লেটের মত হাপ্‌টোন প্লেট্ বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ফটো প্লেটের অপেক্ষা ইহার আরক স্থায়ী। কেন না, এই প্লেটের আরকের উপর প্রেসওয়ালারা কালী দিয়া হাজার, দশহাজার কাপি মুদ্রিত করিবে, তবু ইহার আরক ক্ষয় হইবে না। ফটো-প্লেটের সহিত হাপ্‌টোন প্লেটের ইহাই পার্থক্য।

এখন ধরুন, আপনার একখানি ফটো হাপ্‌টোন করিতে হইবে। হাপ্‌টোন করিবার ক্যামেরার লেন্সের সম্মুখে আপনার ফটো ছবিখানা রাখা হইল। এই লেন্সের নিকট অপর একখানি লেন্স (কাচ বিশেষ) আছে। ইহাতে আপনার ছবি উল্টা উঠে, তৎপরে ক্যামেরার লেন্সে ছবিখানি পড়ে; ইহাতে ছবিখানি সোজা হইয়া ক্যামেরার ভিতর যায়। এই ক্যামেরার লেন্সের ভিতর অপর একখানি লেন্স (কাচ বিশেষ) আছে। ইহাকে "স্ক্রীন" বলে; ইহার গুণেই ছবি প্রেসে মুদ্রিত হইবার মত প্রস্তুত হয়। এই কাচখানিতে জলের মত লাইন কাটা। ইহার পশ্চাতে প্লেট থাকে। এইবার ক্যামেরার মুখ খুলিয়া দিলে, ক্যামেরার সম্মুখস্থ ছবিখানি, লেন্সের মুখে পড়িয়া, জালের দাগ কাটা কাচখানির ভিতর দিয়া প্লেটে গিয়া আপনার ফটোর অনুরূপ ফটো উঠে। ১০।১২ মিনিট লেন্সের মুখ খুলিয়া রাখিয়া, তৎপরে বন্ধ করিয়া

* মহাজনবন্ধু বায়স্কোপ প্রবন্ধ দেখুন।

দিয়া, অন্ধকার ঘরে লইয়া গিয়া ইহাকে ওয়াশ করিবার পর ডিসে পাইরোগ্যালিক এসিড লোশন প্রভৃতি দ্বারা ডেভালাপ করিতে হয়। এই কার্য্যকে "এচিং" করা বলে। তৎপরে ইহাকে কপারপ্লেটে ট্র্যান্সফার করা হয়। কপারপ্লেটে ট্র্যান্সফার করিবার নিয়ম, ফটো ট্র্যান্সফারের মত। * এই কপারপ্লেট বিলাত হইতে আইসে। কারণ, কপারপ্লেটে এইরূপ পরিষ্কার পালিস্ এদেশে হয় না। ছবি কপারপ্লেটে তুলিয়া এক প্রকার কালীর বার্ণিস একপোঁচ দেওয়া হয়। এই কালীর বর্ণ তামার রঙ্গের মত। ইহা দ্বারা ছবিকে স্থায়ী করা হয়, কিন্তু প্রেসে লইয়া গিয়া খানকতক ছাপিলেই এই রং উঠিয়া যায়। তাহা বলিয়া ছবির কোনরূপ হীনাবস্থা হয় না। কপারপ্লেটে ছবি তুলিয়া, কালীর বার্ণিস দিয়া, কাষ্ঠে প্রেক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। ইহাই হইল, এচিং বা হাপ্‌টোন ব্লক। এই ব্লকে ২।৫ লক্ষ ছবি মুদ্রিত হইতে পারে, তবু মন্দাবস্থা হয় না। গ্লেজ, শুক্‌না কাগজে ইহা ছাপিতে হয়, কাগজ ভিজাইলে ভাল ছাপা হয় না।

অদৃশ্যভাবে এই ফটোর ভিতর সেড্‌লাইন বা ডট্‌লাইন যাহার গুণে হয়, তাহার কথা এখানে একটু বলিব। পূর্ব্বে যে স্ক্রীন লেন্সের কথা বলিয়াছি, ঐ লেন্সে জালের মত দাগ কাটা। ফটোর উপর এই জাল জাল দাগ থাকে। এই জালের ডট্‌লাইনে ফটোর মশলা আট্‌কাইয়া যায়, দাগের ফাঁকা স্থানে মশলা ধরে না, অন্যস্থানে উহা ধরিয়া মোটা হয়, কাজেই ডট্‌লাইন হইয়া যায়। কিন্তু এই ডট্‌লাইন অতি সূক্ষ্ম, চর্ম্মচক্ষের অগোচর; তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাকড়সার জাল তবু দেখা যায়। ইহা অদৃশ্য হইলেও প্রেসে ছাপা যায়, এই জন্যই গ্লেজ কাগজের প্রয়োজন।

স্ক্রীনের ডট্‌লাইন ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০, ১২০, ১৩০, ১৫০, ১৭৫, ২৩৫ হইতে ৪০০ ডট্‌লাইন পর্য্যন্ত আছে। ৬০, ৭০, ৮০ প্রভৃতি ডট্‌লাইনে এচিং করিলে তাহার ব্লক্ খস্‌খসে হয় এবং ইহা প্রেসে ছাপিলে লাইনগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। ১৭৫ ডট্‌লাইন সহজে দেখা যায় না। মিঃ ইউ, রায়ের কারখানায় ইহাকে Commercial work বলা হয়। এই ব্লক করিতে তাঁহারা প্রতি বর্গইঞ্চি পাঁচ আনা হিসাবে মূল্য লয়েন, তাহাতে ক্যাবিনেট সাইজের ফটো এচিং করিতে ৭৲ টাকা লাগে। ২৩৫ ডট্‌লাইন কলিকাতার কুন্তলীন প্রেসে ছাপা হইতে পারে, কিন্তু ৪০০ ডট্‌লাইনযুক্ত ছবি এদেশে ছাপিবার প্রেস নাই। বিলাতে ইহা ছাপা হয়। শ্রী :—

* মহাজনবন্ধু ফটোগ্রাফিক প্রবন্ধ দেখুন।

রং ও বার্ণিশ।

(কাষ্ঠ ও লৌহজাত দ্রব্যের রক্ষণ-প্রণালী।)

মানবজাতি যতই উন্নত হইতেছে, ততই তাহাদের সুখসমৃদ্ধির জন্য অশেষ প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। সেই সমস্ত উপায় সুসম্পাদিত করিবার জন্য অশেষবিধ শিল্পকার্য্যের প্রয়োজন হইতেছে। শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে কাষ্ঠ ও লৌহই সর্ব্বপ্রধান। এই কাষ্ঠ ও লৌহ কতকগুলি নৈসর্গিক (যথা—জল, উত্তাপ, বায়ু ইত্যাদি) কার্য্যপরম্পরায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ ও লৌহজাত দ্রব্য সমূহকে এইরূপ ধ্বংস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারগণ অনেক প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ফ্রেঞ্চ বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর ট্রাউডের বর্ণিত কয়েকটী সাধারণ ব্যবহারোপযোগী পদ্ধতি "সায়েন্টিফিক আমেরিকান" পত্রিকা হইতে প্রদত্ত হইল।

১। তুঁতে; (Copper sulphate)—কাষ্ঠের উপর ইহার প্রলেপ দিলে কাষ্ঠ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ১০ পাউণ্ড জলের সহিত ১ পাউণ্ড তুঁতে উত্তমরূপে মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। ইষ্টকনির্ম্মিত সিমেণ্ট-করা খাত মধ্যে উহার সংমিশ্রণ-কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। আয়তন অনুসারে কাষ্ঠ ১৮ ঘণ্টা হইতে ৩৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তন্মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন রাখিতে হয়। কাষ্ঠের যে অংশ দৃঢ় করিতে হইবে, তাহা সর্ব্বদা যাহাতে নিমজ্জিত থাকে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক। এই প্রণালীতে প্রস্তুত কাষ্ঠ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইলে সাধারণ কাষ্ঠ অপেক্ষা তিন গুণ স্থায়ী হইবে এবং কাষ্ঠে কোনরূপ উই লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না।

তুঁতে অতি বিষাক্ত পদার্থ। ইহা ব্যবহারের সময় সর্ব্বদা সাবধান থাকা আবশ্যক। ব্যবহারের অব্যবহিত পরেই সাবান প্রভৃতি ধাবক দ্বারা পরিষ্কাররূপে হস্ত ধৌত করা বিধেয়। ব্যবহারাবশিষ্ট তুঁতের জল মাটী দিয়া চাপা দেওয়া আবশ্যক। নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যে উহার প্রলেপ দেওয়া উচিত নয়, কারণ উহা বিষাক্ত।

২। পাথুরিয়া কয়লার আল্‌কাতরা; (Coal-tar)—পাথুরিয়া কয়লা হইতে কোলগ্যাস বিশ্লিষ্ট হইলে যে অংশটুকু পড়িয়া থাকে, তাহার তরল

ভাগ পাথুরিয়া কয়লার আলকাতরা নামে অভিহিত হয়। নরম কাষ্ঠ যথা—সেগুণ, জাম ইত্যাদির উপর ইহার প্রলেপ দিলে কাষ্ঠ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। মাটীর নীচে বা বাহিরে এই কাষ্ঠ ব্যবহার করা যাইতে পারে। কঠিন কাষ্ঠ যথা—শাল, কাঁঠাল, বাবুল ইত্যাদি কাষ্ঠে এই আল্‌কাতরার প্রলেপ একেবারেই ফলপ্রদ নহে। ইহা উত্তাপ লাগিলে গলিয়া যায়, শুকাইলে ফাটিয়া যায় ও দেখিতে কদর্য্য বলিয়া সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী বস্তুতে ইহার প্রয়োগ বিধেয় নহে।

৩। উদ্ভিজ্জাত আল্‌কাতরা ; (Vegetable-tar)—পাথুরিয়া কয়লার আল্‌কাতরা অপেক্ষা এ আল্‌কাতরার মূল্য বেশী হইলেও ইহার ব্যবহার অনেক কারণে প্রথমাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই আল্‌কাতরার এক প্রলেপ, কয়লার আল্‌কাতরার পাঁচ প্রলেপের সমান ফলদায়ক ; এই অনুপাতে কয়লার আল্‌কাতরা অপেক্ষা এই আলকাতরার প্রলেপ শস্তা। ইহা গরম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শুকাইলে ধূসরবর্ণ পালিশের ন্যায় দেখায়। উত্তাপ পাইলে কয়লার আল্‌কাতরার ন্যায় ইহা দ্রব হয় বলিয়া সর্ব্বদা ব্যবহৃত বস্তুতে ইহার প্রয়োগ সঙ্গত নয়।

৪। (ক) আল্‌কাতরার পেণ্ট্‌ ; (Tar-paints)—পাথুরিয়া কয়লাজাত আল্‌কাতরা এবং তার্পিন তৈল অথবা গ্যাসোলাইন (gasolyne) নামক খনিজ্‌ সার্‌ সমানভাগে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে আল্‌কাতরার পেণ্ট প্রস্তুত হয়। ইহা দেখিতে গভীর কৃষ্ণবর্ণ। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায়। সওদাগরেরা সময়ে সময়ে ইহাকে পীত, লোহিত, ধূসর ইত্যাদি রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। কঠিন ব্রুসের দ্বারা কাঠের উপর যথাসম্ভব পাতলা করিয়া প্রলেপ দিতে হয়। নরম কাষ্ঠের উপর ইহার প্রলেপ দিলে কাষ্ঠ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই প্রলেপ লৌহের উপরও দেওয়া যাইতে পারে। জলের ভিতর ব্যবহার্য্য লৌহতার, লৌহ-চৌবাচ্চার ভিতরের অংশ ও জলনিমগ্ন অন্যান্য লৌহদ্রব্যে ইহার প্রলেপ কার্য্যকারী হয়।

(খ) আলকাতরা ও ধূনা (gum-resin) উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে কয়লার আল্‌কাতরা পেণ্ট (Coal-tar-paint) প্রস্তুত হয়। ইহা দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। পাতলা করিয়া দুইবার প্রলেপ দিলে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। লৌহ এবং কাষ্ঠ উভয়ের উপরেই ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই প্রলেপ দিলে লৌহে শীঘ্র মড়িচা ধরিতে পারে না।

(গ)	কয়লার আল্‌কাতরা ...	"লিটর" হিঃ আয়তন	১০ ভাগ।
	আর্দ্র চূর্ণ (Slaked-lime) ...	১০০০ হইতে ১৬০০	„
	তার্পিন তৈল ...	.৪	„
	বিশুদ্ধ ভিনেগার (Vinegar)...	.০৪	„
	তুঁতে	.৫৫ পাউণ্ড	„

উপরোক্ত দ্রব্যসমূহ মিশ্রিত করিবার পূর্ব্বে তুঁতে ও বিশুদ্ধ ভিনেগার একত্র করিয়া উত্তাপে ফুটাইয়া লইতে হইবে। ইহাতে ২।৩ গুচ্ছ রশুন প্রয়োগ করিলে উত্তম, উজ্জ্বল এবং স্থায়ী "পেণ্ট" প্রস্তুত হয়। এই "পেণ্টের" সহিত প্রয়োজন অনুসারে নানা রং মিশ্রিত করা যাইতে পারে। এই প্রণালীতে প্রস্তুত পেণ্ট উপরোক্ত "পেণ্ট" অপেক্ষা শস্তা, স্থায়ী ও সুন্দর।

৫। মস্‌নে ও তার্পিন তৈলের পেণ্ট্‌ ;—মস্‌নে ও তার্পিন তৈলের মধ্যে সবেদা বা ভূষিয়া সিন্দূর (Redlead) মিশ্রিত করিলে এই পেণ্ট প্রস্তুত হয়। প্রয়োজন হইলে ইহাকে নীল, পীত ইত্যাদি রঙ্গে রঞ্জিত করা যাইতে পারে। এই পেণ্ট দরজা, জানালা, কড়ি, বরগা প্রভৃতিতে প্রয়োগ করা যায়।

৬। লৌহ-পেণ্ট্‌ (Iron-paint)—মস্‌নের তৈলের পেণ্টের সহিত সূক্ষ্ম লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিলে এই পেণ্ট প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠ, লৌহ ও প্রস্তরে এই পেণ্ট ব্যবহৃত হয়। দেওয়ালের ভিতর ও আর্দ্র স্থানে যে সমস্ত কাষ্ঠ কিম্বা লৌহ ব্যবহৃত হয়, তাহার উপর এই পেণ্ট বিশেষ ফলপ্রদ। লৌহের উপর প্রলেপ দেওয়ার পূর্ব্বে কোক্‌কয়লা, লৌহের ব্রুস বা পিউমিক্‌ (Pumic) পাথর দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া লৌহ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত।

সহজ শিল্প।

লেবুর তৈল। লেবুর খোসা হইতে একপ্রকার ঈষৎ পীতবর্ণ অতি সুগন্ধযুক্ত তৈল পাওয়া যায়, ইহাকে লেবুর তৈল বলে। ইহা আস্বাদনে তিক্ত, কিন্তু ইহার বায়ুনাশক ও উত্তেজক গুণ আছে। পেট ফাঁপিলে ইহার দুই এক ফোঁটা জলের সহিত সেবন করিলে পেটফাঁপা নিবারণ হয়। শরীরের বেদনাযুক্ত স্থানে মালিস করিলে ঐ স্থানের উগ্রতা

সাধন করিয়া বেদনা নিবারণ করে। ইহা প্রায়ই অন্য ঔষধ সুগন্ধযুক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে লেবুর খোসাকে উত্তমরূপে পিশিয়া বকযন্ত্র দ্বারা তৈল চুঁয়াইয়া বাহির করা যায়। এই তৈল কিছুদিন রাখিলে ঘন ও টারপিন তৈলের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া যায়। উহা নিবারণ জন্য কুড়িভাগের এক ভাগ এলকোহল নামক সুরা-বীর্য্য মিশ্রিত করিবে ও পরে বোতলে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবে।

উলট কম্বল। উলট কম্বলের গাছ অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। বেশ ইহার সুন্দর ফুল হয়। সাধারণে ইহার ফুল ভিন্ন অন্য কোন গুণ অবগত নহেন। ইহার ছাল হইতে পাটের ন্যায় এক প্রকার বস্তু পাওয়া যায়, ইহাতে সুন্দর সূতা প্রস্তুত হইতে পারে। দেখিতেও ঠিক রেশমের ন্যায় সুন্দর ও মসৃণ। এক গাছে অনেক সূতা উৎপন্ন হয়। আর এক বিশেষ সুবিধা এই যে, একখণ্ড জমীতে বৎসরে তিন ফসল জন্মাইতে পারা যায়। কৃষকগণ একটু পরিশ্রম করিলেই ইহা হইতে রেশমের ন্যায় সূতা প্রস্তুত করিতে পারেন।

উলট কম্বল স্ত্রীলোকের বাধক বেদনার একটী অমোঘ ঔষধ। যাঁহারা ঋতুকালীন অসহ্য বেদনা ভোগ করেন, তাঁহারা এই ঔষধটি ব্যবহার করিলে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। কেবল বেদনা আরাম হয়, এমন নহে; বাধক জন্য যাঁহাদের সন্তানাদি হয় নাই, তাঁহাদের সন্তান হইবারও পথ পরিষ্কার হয়। রজরোধে ইহা ব্যবহার করিলেও ফল পাইবার সম্ভাবনা। এই গাছের শিকড়ের ছাল ২।৪ রতি পরিমাণ গোলমরিচের সহিত জল দিয়া বাটিয়া ঋতুর পূর্ব্বকাল হইতে সাত দিন ব্যবহার করিলে উপকার হইবে।

কাষ্ঠের ফারনিচারে কোনপ্রকার দাগ লাগিলে, তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে উঠাইতে হয়। অর্দ্ধ পাঁইট্ আলকোহল (Alcohol), এক চতুর্থাংশ চূর্ণ রেজিন (Pulverised resin), এক চতুর্থাংশ গাম সেলেক (Gum shellac), অর্দ্ধ পাঁইট সিদ্ধ তিষির তৈল একটী বোতলে করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া সমস্ত মসলাগুলি মিশাইবে। তৎপর যে স্থানে দাগ উঠাইতে হইবে, সেস্থানে উহা দিয়া ব্রুস দ্বারা ভালরূপে মাজিলে উঠিয়া যাইবে।

সিল্কের সাড়ী, চাদর, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্যে কোনপ্রকার দাগ লাগিলে, সেস্থানে অল্প পরিমাণে স্পিরিট বেন্‌জলিন্ দিলে শীঘ্রই নির্দ্দোষরূপে সংশোধন হইয়া যাইবে।

সাদা পাথরের টেবিলে কালি লাগিলে, অল্প ক্লোরাইড্ অব লাইম্ (Cloride of lime) জলের সঙ্গে মিশাইয়া আটাবৎ করিয়া সেস্থানে কয়েক ঘণ্টার জন্য লাগাইয়া রাখুন। তৎপরে সাবান এবং জল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইলে সুন্দর পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

ওয়াচ-মেকার—শ্রীগজেন্দ্রকুমার পাল।
কুমিল্লা।

স্বদেশী দ্রব্য প্রাপ্তিস্থান।

এই প্রবন্ধে আমরা যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ করিব। সংবাদপত্র হইতে যাহা সংগৃহীত হইবে, সে কথার সত্যতার জন্য আমরা দায়ী নহি। সংবাদপত্রের নামোল্লেখ সঙ্গে সঙ্গে করিব। স্বদেশহিতৈষী মাত্রেই পত্রাদি দ্বারা যথাসম্ভব এই সকল সংবাদের তথ্য সংগ্রহ করিবেন এবং দেশীদ্রব্য ব্যবহার করিবেন।

(১) পোষ্ট বর্দ্ধমান, কাঞ্চননগর, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী এবং পোষ্ট বর্দ্ধমান হইয়া বর্দ্ধমানের বড়বাজার, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দাস দে। ইহারা উভয়েই বিলাতী রজসের ন্যায় ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। (হাবড়া হিতৈষী।)

(২) পোষ্ট উজিরপুর, জেলা বরিশাল, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত কর্ম্মকার জর্ম্মন সিল্‌ভারের নিব প্রস্তুত করিয়াছেন। ইনি উৎকৃষ্ট ছুরি, দা এবং খড়্গ প্রস্তুত করেন। (বরিশাল হিতৈষী)।

(৩) শান্তিপুর ময়রাপাড়া, কোটচাঁদপুর (জেলা যশোহর), গোবরডাঙ্গা (জেলা ২৪ পরগণা), সুখচর (জেলা হুগ্‌লী); এই কয়স্থানে দেশী চিনি উৎপন্ন হয়। বটতলা ষ্ট্রীট্, রামকুমার রক্ষিত লেন এবং হুঁকাপটী (কটন ষ্ট্রীট্)—কলিকাতার বড়বাজারে এই স্থান তিনটী একত্রেই আছে এবং এই স্থানকে চিনিপটী বলে। বঙ্গের সমস্ত চিনি এইস্থান হইতে আমদানী রপ্তানি হয়। পূর্ব্বে ইহারা দেশী চিনি বিক্রয় করিতেন, এখন কলের চিনিই অধিক আমদানী করেন। শ্রীযুক্ত দীননাথ দাঁ, শ্রীযুক্ত নন্দলাল কড়ুরি, শ্রীযুক্ত

দুর্গাচরণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত কুশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল,—চিনি পটীর এই সকল দোকানদারের নিকট দেশী চিনি চাহিলে পাইবেন। দেশী চিনির নাম ;—শান্তিপুরের দলুয়া, চাঁদপুরের দলুয়া ও গোঁড়, সুখচরের দোবরা, একবোরা ও পেতে। ইহা ভিন্ন যাহা কিছু নামের চিনি, তাহা সমুদয় কলের চিনি। পল্লিগ্রামে দেশী গুড় সকল দেশেই হয়। ইহাই ব্যবহার প্রশস্ত।

(৪) মিছরিমাত্রেই কলের চিনি দ্বারা প্রস্তুত। কলিকাতা,—বড়বাজার, আফিং চৌরাস্তার মোড়ে শ্রীযুক্ত গিরিধারী লাল এবং লঘু হালুইকার উভয়ে দেশী দোবরা চিনির মিছরি করেন। ইহাকে থালার মিছরি বলে। এই উভয় দোকানের খাদ্যদ্রব্যও দেশী চিনিতে প্রস্তুত এবং বহুবাজারের ভীম নাগ এবং বেচারাম নাগ অদ্যাবধি দেশী চিনি দ্বারা সন্দেশ, রসগোল্লা করেন। ইহা ভিন্ন কলিকাতা সহরে সমুদয় খাদ্যদ্রব্যের দোকানে কলের চিনির খাদ্য। কলিকাতার মিছরির কারখানাগুলিতেও কেবল কলের চিনির মিছরি প্রস্তুত হয়। কলের চিনিমাত্রই খাওয়া উচিত নহে। ধর্ম্ম-হানিকর দ্রব্য দেশী ও বিদেশী উভয়ই ত্যজ্য। মিঠাই, সন্দেশ ইত্যাদি মিষ্টান্ন পরিত্যজ্য।

(৫) পোষ্ট বাঁকুড়া (B. N. Ry.) মুখার্জ্জি ফ্রেণ্ডস্ নামক বস্ত্রবিক্রেতা বাঁকুড়ার গোপীনাথপুর মহল্লার তাঁতিদের প্রস্তুত নানারূপ তসর কাপড়, জামার থান ও সূতার ছিট্ আমদানী করিয়াছেন। (মেদিনীবান্ধব)।

(৬) পোষ্ট কনৌজ (E. I. Ry.) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (হেডমাষ্টার) লিখিয়াছেন, "এখানে বালাপোষের কাপড় (ফরক্কাবাদী অথবা লক্ষ্ণৌ ছিটের) ৸৹ আনা হইতে ৫৲ টাকায় এক থান। লেপের ও তোষকের জন্য ছিটের খোল ১৲ হইতে ৫৲ টাকা থান।" (এডুকেশন গেজেট)।

(৭) পোষ্ট শান্তিপুর, জেলা নদীয়া (E. B. S. Ry.) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বাগ্‌চি প্রভৃতি এবং শান্তিপুর, সূত্রগড়ের অনেক তাঁতি পরিধেয় ধুতি, চাদর, জামার কাপড়, সাটী ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর কাপড় বিক্রয় করেন।

(৮) কলিকাতার সন্নিকট হাবড়াহাটে কেবল দেশী কাপড় বিক্রয় হয়। প্রতি মঙ্গলবারে হাট হয়। হাট স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের স্থানে হয়। কত তাঁতির নাম করিব? বঙ্গের সকল জেলার তাঁতি এখানে দেশী কাপড় বিক্রয়ার্থ আসে। বোধ হয়, ৪।৫ হাজার তাঁতির একত্র সমাবেশ হয়। সকল প্রকার কাপড় আমদানী হয়। (ক) হাবড়াহাটে ফরিদপুর ও যশোহরের

মোটা ধুতি দেখিলাম। বেশ টেঁকসই বলিয়া বোধ হইল। ছোটনাগপুর এবং বাঁকুড়ার দরিদ্রেরা ইহা ব্যবহার করে। মূল্য সস্তা। (খ) চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ার মোটা কাপড়ের থান দেখিলাম, ইহা দ্বারা আমাদের আলোয়ান এবং দোলায়ের কার্য্য হইবে। কুষ্টিয়ার চৌখুবি, ডোরাদার ও রঙ্গিন বিছানার চাদরও অনেক বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। (এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ মহাজন-বন্ধু ২য় খণ্ড, ৯ম সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে—দেখুন)।

(৯) ২৩১ নং লোয়ার সারকুলার রোড শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর নিকট "স্বদেশী সিগারেট" পাওয়া যায়। ইনি কলিকাতাস্থ ট্যাংরায় সিগারেটের কারখানা বহুদিন হইল খুলিয়াছেন। (বসুমতী)।

(১০) পোষ্ট ঝালকাটি হইয়া গাবখাল গ্রামে ৪৫৫ ঘর তাঁতি আছে। ইহারা ৫॥ নম্বরী ধুতির অনুরূপ ধুতি প্রস্তুত করিতেছে। (যশোহর পত্রিকা)।

[ক্রমশঃ।

প্রতিজ্ঞায় প্রতিকাজ।

দেশময় সুবায়ু বহিয়াছে। কাজ হইলে, ইহাপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? নূতন কিছু দেখিলেই আমাদের আনন্দ হয়, ইহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। পুরাতনে যে সুখদুঃখ আছে, নূতনে নিশ্চিতঃ নূতন সুখদুঃখ আমরা পাইব। তখন সে কথা বলিব। এখন যে আনন্দ পাইতেছি, তাহাতে চক্ষে জল আসিতেছে। এই নব ভাব কি চিরদিন থাকিবে? তাও কি সম্ভব! কিন্তু কিছুদিন অভ্যাসে রাখিলে, শেষে কিছু থাকিয়া যাইবে।

সেদিন বঙ্গীয় জমিদার-সমিতিতে (Bengal Land-holder's assonation) দেশের রাজা, মহারাজা, মহাজন এবং হিন্দুস্থানী মহাজনদিগের সম্মিলন হইয়াছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, (১) বিলাতী এবং জাপানী তাঁত বঙ্গের গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান পূর্ব্বক জোলাদের উক্ত তাঁত দেওয়া হইবে এবং দাদন দিয়া কাপড় করান হইবে। (২) কলিকাতায় বৃহৎ কাপড়ের কল করা হইবে। প্রস্তাব দুইটী সমর্থিত ও অনুমোদিত হইয়া সভাস্থলেই দুই লক্ষের অধিক টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে; আরও হইবে। এই সভার সভাপতি

হইয়াছিলেন, মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর। ইনি ১০ হাজার টাকা এই কার্য্যে দান করিয়াছেন। কাশীমবাজারের মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ৫০ হাজার টাকা এবং ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ৫০ হাজার টাকা এবং ব্যারিষ্টর মিষ্টার টি, পালিত মহাশয় ২৫ হাজার টাকা, এইরূপ অনেকে অনেক টাকা দান করিয়াছেন।

মহারাজদিগের জয় জয় হউক। কাজ হইবার পথে আসিয়াছে এবং কাজ হইবে নিশ্চিত; কেননা ইহাদের সঙ্গে যখন হিন্দুস্থানীরা মিলিত হইয়াছেন, তখন ইহা সুমঙ্গলের উপর সুমঙ্গল, সোনায় সোহাগা পড়িয়াছে। মহারাজেরা যদি আমাদের হতভাগ্য দেশের দিকে না দৃষ্টি করিবেন, তবে আমরা মনের কথা বলিব কাহাকে? কাঁদিব কাহার নিকট? ঈশ্বর করুন, দেশী লোকের আফিসে কলিকাতা গুল্‌জার হউক। আমরা বহির্বাণিজ্যে বাহির হইব। আমাদের জাহাজ হউক, আমাদের রেল হউক। সব হইবে, ক্রমে ক্রমে সব হইবে, এতদিন পরে যেন সে পথে দেশীলোকে দাঁড়াইয়াছেন। লক্ষ লক্ষ কংগ্রেসের বক্তৃতায় যাহা না হইবে, এই শ্রেণীর একটী কাজে তদপেক্ষা ফল অধিক হইবে। ইংরাজী চাঁদায় টাকা আদায় হয় না। এই চাঁদার টাকা নষ্ট হইয়াও নষ্ট হইবে না। ব্যবসায় কাজে হয়ত ধূলামুঠি ধরিলে সোণামুঠি হইবে। এতদিন এ চেষ্টা করিলে কত ফল হইত! ভারত মাতার শনিরদশা ঘুচিয়াছে কি?

জেলায় জেলায় যৌথ কারবারের কথা শুনিতেছি। কাপড়ের দোকান কিংবা একখানা বড়গোছের মুদিখানার দোকান বা মণিহারীর দোকান যেন যৌথ কারবারে পরিণত না হয়। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি যাহাতে এদেশে এক এক জেলা হইতে প্রস্তুত হয়, সেইজন্য যৌথকারবার করুন।

(১) গেঞ্জি, মোজার কল। ৫ হাজার বা ১০ হাজার টাকা মূলধনে ইহা সুন্দরভাবে চলিবে। ইহার কতকগুলি মেসিন আনাইয়া দেশের গরীব-দুঃখী লোকের দ্বারা ইহা করাইয়া লউন।

(২) হাড়ের দ্রব্য। মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর এবং কটকে ইহার কারীকর আছে। ইহারা হস্তিদন্ত এবং মহিষের শিংএর কাজ করেন। ইহাদের দ্বারা ছুরির বাঁট, ছড়ির হাণ্ডেল, ছাতার হাণ্ডেল, জামার বোতাম, কলমের হাণ্ডেল, উলবুনা কাঠি, চিরুণী, খেলানা, ছড়ি প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যের কারখানা খুলুন। ৫।৭ হাজার টাকায় একাজ সুন্দর চলিবে।

(৩) বিলাতী মাটী। ইহার কারখানা দশ হাজার টাকায় চলিবে। অবিলম্বে ইহার কারখানা করা উচিত। রসায়ণিক ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরা ইহা দ্বারা প্রতিপালিত হইবেন। সেই সঙ্গে গরীব দুঃখী লোকও অনেক প্রতিপালিত হইবে।

(৪) বিবিধ রং। ধাতু, উদ্ভিজ্জ এবং আলকাৎরা বিবিধ প্রকার বর্ণের কারখানা করিতে হইবে। একাজে কিছু অধিক টাকা আবশ্যক, যেহেতু ইহার যন্ত্রাদি আনাইতে হইবে। এদেশী রসায়ণিকেরা এ কাজেও প্রতিপালিত হইবেন। ২৫ হাজার টাকা লইয়া ইহা আরম্ভ করা হউক।

(৫) উডপেনসিল। ৫ হাজার টাকায় ইহার কারখানা হয়। অবিলম্বে ইহা এ দেশে করা উচিত।

(৬) নিব। এ কাজও বড়গোছের করিতে হইলে ৫ হাজার টাকায় যথেষ্ট হইবে। ইহার যন্ত্রাদি সত্বর আনান দরকার।

(৭) ছুঁচ্। বোরা সেলাই ছুঁচ্ হইতে কাপড় সেলাই ২৫ ছুঁচ্ ৫ পয়সা পর্য্যন্ত। ইহা করিবার জন্য কারখানা অবিলম্বে করা কর্ত্তব্য।

(৮) তাসা সুতা। তাসা ও কার্টিম সুতা প্রস্তুতের বিলাতী চরকা-যন্ত্র সত্বর এদেশে আনান দরকার এবং ইহার কারখানা করা উচিত।

(৯) সিগারেট। সিগারেটের কারখানা এদেশে করা উচিত।

এইরূপ অনেক দ্রব্য আমাদের স্বদেশী করিয়া লইতে হইবে। জেলায় জেলায় যেমন প্রতিজ্ঞা হইতেছে, সেই সঙ্গে প্রত্যেক জেলায় দুই, দশ হাজার টাকা করিয়া চাঁদা তুলিয়া ঐগুলির এক একটী কারখানা যৌথে স্থাপিত করা উচিত; তবে চাড় থাকিবে, তবে প্রতিজ্ঞা অটল থাকিবে। যে সকল দ্রব্য এদেশে চলিয়াছে, পসার হইয়াছে, তাহা তুলিবার আবশ্যক নাই। সেই সকল দ্রব্য এদেশে প্রস্তুত করিয়া যাহাতে দেশের লোক প্রতিপালিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ ইংরাজ ঘাঁটাইয়া ও তাঁহাদের রাগাইয়া আমাদের একূল ওকূল দু'কূল যাইবে। সদাশয় ইংরাজেরাও বুঝিতেছেন যে, ইহাতে সাধারণ দেশবাসীর দোষ নাই। শ্রীঃ—

কল-কারখানার কথা।

গত ২৮শে আগষ্ট কলিকাতা আলবার্ট হলে "বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প" সমিতির এক অধিবেশন হয়। সভায় স্থির হইয়াছে, (১) ম্যাচ, (২) পিন, ছুঁচ, কোদাল, কড়াই, ছাতার লৌহকাঠি, ছুরি, কাঁচি, (৩) সাবান, (৪) বোতাম এবং শিংঙের চিরুণী, (৫) চুড়ি, (৬) গ্ল্যাসের দ্রব্য, (৭) এনামেল, (৮) পোর্সলেন, (৯) পেন্সিল, (১০) চামড়া, (১১) রং, (১২) এসিড, এই সকল দ্রব্যগুলির কারখানা শীঘ্রই খোলা হইবে। রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ প্রত্যেকে এক একটী কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার ভার লইয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে এদেশী সম্পাদকগণ স্বদেশ-হিতৈষণার এক অপূর্ব্ব মন্ত্রশক্তিতে জাগ্রত হইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়াছেন। হইবার কথা বটে, কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই সন্দেহ হয়। যখন ল্যান্সডাউন বাহাদুর এদেশী চিনির কাজ রক্ষার জন্য জর্ম্মাণ বিট্‌চিনির উপর অতিরিক্ত ডিউটী বসাইয়াছিলেন, তখন এদেশী সম্পাদকগণ দুই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক, কেহ কেহ পৈতা বাহির করিয়া ল্যান্সডাউন বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সে সময় আমরা বলিয়াছিলাম, "এই যে দেশীচিনি রক্ষার ধূয়া, ইহা তোমাদের দেশের গোঁড় দলুয়াচিনি বাঁচুক বলিয়া নহে, ইহা চীন, মারিশ, জাবা প্রভৃতি দেশের চিনিকে রক্ষা করা হইতেছে।" ফলে হইল তাহাই। ভারতের চিনির কাজে কিছুই উন্নতি হয় নাই। এরূপ ভ্রম এদেশী সম্পাদক মহাশয়দিগের নানা কারণে হইয়া থাকে। এই যে সকল কারখানা রাজা মহারাজারা খুলিবেন বলিয়া, ভোগের অগ্রে প্রসাদের মত ভীষণ গর্জ্জনে প্রচার হইতেছে, ইহার কার্য্যফল কতটুকু হইবে, "বামুন বাড়ীর ভাত, পেটে না গেলে বিশ্বাস নাই।" তবে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ইহার ভিতর আছেন, তাই আশা আছে। তাঁহার কয়লার কুঠি, রেশমের কুঠি প্রভৃতি বহুবিধ কাজ আছে। ইনি যাহাতে থাকিবেন, তাহা বাঁচিবে বলিয়া আশা করি।

কলিকাতার শালখিয়াতে দেশালায়ের কল হইয়াছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে, কি? আবার—ম্যাচ! সাবানের কারখানা কলিকাতায় একটী হইয়াছে, এই কারখানার প্রতিদ্বন্দ্বী করিবার জন্যই বোধ হয়, আবার সাবানের

কারখানা হইবে। কাট্‌তি অধিক হইয়াছে, অতএব সাবানের কারখানা আরও ২।১০টী বৃদ্ধি হউক, ক্ষতি নাই। কাচের কারখানা বঙ্গে একবার হইয়াছিল, কেন তাহা উঠিল? বোতাম এবং শিংএর চিরুণীর কারখানা কটক রাণীহাটীতে আছে। তাহাদের কলিকাতায় আনাইয়া কারবারে শ্রীবৃদ্ধি করা হউক না কেন? চামড়া এবং এসিডের কাজ এদেশে যথেষ্ট আছে। মহাদ্রাবক চিকিৎসকমাত্রেই করিতে পারেন। চামড়ার ট্যানান্ করিবার কারখানা এদেশে দুইটী আছে। পেন্সিলের কারখানাও এদেশে হইয়াছিল, তাহাও উঠিল কেন? ছুরী, কাঁচি বঙ্গের সকল স্থানেই হয়; বরং ইস্পাতের কারখানা হউক। প্রেসের কালীর কারখানা হউক। যাহাতে দেশী সরু সূতা এদেশী কলে উৎপন্ন হয়, সেই অধিকার গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট লওয়া হউক। ভারতের অপর স্থানের লবণ যাহাতে বঙ্গে আইসে, তাহার চেষ্টা করা হউক।

বঙ্গদেশে ১০টী সূতার কল আছে। এই কলগুলির সবই প্রায় বৈদেশিক বণিকের অধিকারে আছে। শ্রীরামপুর এবং হাওড়ার কটন মিল এই দুইটীমাত্র ভারতীয় ধনী রাজা শিববক্ষ বাগলা এবং মূলরাজ গোবর্দ্ধন দাসের ধনে পরিচালিত। কিন্তু শুনিতেছি, শ্রীরামপুরের কলটী ঋণাবদ্ধ। বঙ্গে চিনির কল ৪টী। তন্মধ্যে ৩টী ইংরাজের হস্তে। কানপুরের কলটী গবর্ণমেণ্টের, কলিকাতার কলটী টর্ণার মরিসন কোম্পানীর, যশোহর কোটচাঁদপুরের কলটী আলেক্‌জাণ্ডার নিউ হাউস কোম্পানীর ছিল, এবং তারপুরের কলটী রায় ধনপৎ সিং বাহাদুরের ছিল। শেষোক্তটী এবং আলেকজাণ্ডার সাহেবের কলটী বন্ধ রহিয়াছে। কাপড়ের কল বঙ্গে বসাইতে হইলেও এখন দুই বৎসর সময় লাগিবে। এই সময় মধ্যে বোম্বাই কল আমাদের লজ্জা নিবারণ করিবে, এবং দেশী তাঁতিরা কাপড় যোগাইবেন, ইহাতে সংকুলন হইবে ত? যে সকল কলিকাতার ধনীরা বিজয়া দশমীর দিন প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ গাঁট কাপড় সওদা করেন, ইঁহারাই কাপড়ের কল এদেশে করিলে ভাল হয়, তাহা হইলে চলিবে। নচেৎ বাবু-ব্যবসাদারের কাচের কাজের মত—দেশালায়ের কাজের মত কাপড়ের কলও লয় পাইবে নিশ্চিতঃ। মুর্গীহাটার লাখোদা মহাজন যাঁহারা দেশালাই আমদানী করেন, এবং যাঁহাদের অনেকেরই দেশালায়ের কারখানা আছে, তাঁহারা বঙ্গে দেশালায়ের কারখানা করুন। বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সমিতির সদস্যেরা এইরূপ চেষ্টা করিয়া যাঁহারা যে কাজে লিপ্ত,

তাঁহাদের সেই কাজের কারখানা খুলিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করুন। যাহা নাই, তাহাই তাঁহারা নূতন করিয়া দেশকে রক্ষা করুন। শ্রী :—

বাবু-প্রতিজ্ঞা।

আমাদের দেশের বাবুদের কথায় এবং কাজে অনেকস্থলে মিল নাই। যে শ্রেণীর লোকের দ্বারা কাজ হয়, বাবুরা সেই কাজের লোকের সহিত —দেশের মহাজনের সহিত—দেশের ব্যবসায়ীর সহিত কস্মিনকালে মিশেন নাই, এবং এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সময়েও তাঁহাদের পরামর্শ লয়েন নাই। বাবুরা এতদিন পর্য্যন্ত দেশী ব্যবসায়ীকে দেশী দ্রব্যের মত—ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, চাকুরীটাই তাঁহাদের সুসভ্যের অঙ্গীভূত ছিল। এই প্রতিজ্ঞায় যত কিছু না হউক, এখন হইতে অনেকটা দেশীদ্রব্য এবং এদেশী ব্যবসায়ীর উপর ঘৃণাভাব কমিবে এবং চাকুরীকরা ঘৃণিত কার্য্য, এই সংস্কার কতকটা এদেশী অনেক লোকের মনে অঙ্কিত হইবে, আশা করা যায়।

বিষবৃক্ষে বঙ্কিমবাবু দেখাইয়া গিয়াছেন "নগেন দত্তের যখন বিপরীত বুদ্ধি, এমন সময় একদিন সূর্য্যমুখী নগেন দত্তকে বলিলেন "তুমি কি ছিলে, কি হইয়াছ, তোমার আর সে শ্রী নাই, এই দেখ দর্পণে তোমার মুখটী দেখ।" এই বলিয়া আয়নাখানি সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র বাবুর মুখের নিকট যেমন ধরিলেন, অমনি বাবু রাগ করিয়া উহা ফেলিয়া দিলেন, দর্পণ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতে ক্ষতি হইল কাহার? বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপারের হুজুগের উপর প্রতিজ্ঞা কর "বিদেশী বস্ত্র লইব না।" এই তুমুল আন্দোলনে ক্ষতি হইবে কাহাদের? স্বীকার করি, উপকার করিতে গেলেই নিজেদের ক্ষতি করিতে হইবে। কিন্তু ইহার পরিণাম কি?

আমাদের বিশ্বাস পরিণাম ভাল নয়। আজ তোমরা যেমন বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিবে না বলিয়া উত্তেজিত হইয়াছ, এইরূপ অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা "বিলাতী কাপড় পরিব না" বলিয়া উত্তেজিত হইয়া পরদিন হইতে সকলে "খপরের কাগজ" পরিয়া বাহির হইয়াছিল। তাহারা এরূপ বলে নাই যে, আমাদের বিলাতী কাপড় যাহা আছে, তাহা পরিব; এবার নূতন ক্রয় করিবার

সময় দেশী ক্রয় করিব। তোমাদের প্রতিজ্ঞায় এবং তাহাদের প্রতিজ্ঞায় এই প্রভেদ আছে। তোমরা মুখে বলিতেছ "দেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব" এবং কেহ বিলাতী নূতন কাপড় ক্রয় করিলে তাহা দগ্ধ করিতে উদ্যত, অথচ তোমার পরিধেয় বস্ত্র বিলাতী! কলিকাতার ফাঁকাস্থান যথায় আছে, প্রত্যহ বৈকালে দেখিবে, তথায় স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহারের বক্তৃতা হইতেছে; কিন্তু উক্ত সভার শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েরই পরিধেয় বিলাতী বস্ত্র। এইরূপ দেখিবে, ট্রামে, রেলে, ষ্টীমারে, নৌকায়, আফিসে, আদালতে, হাটে, বাজারে, স্নানের ঘাটে, কলিকাতার যথায় বাঙ্গালীর জনতা, তথায় স্বদেশী বস্ত্রের, স্বদেশী দ্রব্যের আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই অঙ্গঢাকা পরিধেয় বিলাতী! সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, ইহারা যাহা ছাড়িবার—তাহা ছাড়িয়াছেন; এবং যাহা ছাড়িবার নহে, তাহা ছাড়েন নাই। কি ছাড়িয়াছেন? সিগারেট! ঐ সকল জনতার মধ্যে এখন আর সিগারেট ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না, অনেকেই "বিড়ি" ধরিয়াছেন। বোধ হইতেছে, বিলাতী বস্ত্র ছাড়িবার নয়, তাই ছাড়েন নাই; নচেৎ সিগারেটের সঙ্গে সঙ্গে উহারও বর্জ্জন হইত। অথচ ইহারাই আবার বন্ধু বান্ধবের নববস্ত্র দেখিলে তাহা দগ্ধ করিতে যাইতেছেন। ঠিক নগেন্দ্র দত্তের ব্যাধিটা ইহাদের মধ্যে আসিয়াছে। ভাজা চাউল ও মুড়ী প্রায় একই দ্রব্য। বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করিয়া দেশী কলের কাপড় পরিলে তাঁতির উন্নতি কি হইবে? তাঁতিরে! তোদের জন্য বাবুরা কিছুই করিবেন না। তোরা নিশ্চয় জানিস্, তোরা যে আঁধারে আছিস, সেই আঁধারেই থাকিবি!! বোধ হয় এদেশীয় কয়েকখানা সংবাদপত্র-সম্পাদক এই প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তায় "শূন্যে বণিয়াদ তুলিয়া" মনে করিতেছেন, "পাকা অট্টালিকা করিবেন।" কালনেমির লঙ্কাভাগের মত ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতের তাঁতির সংখ্যা, তাঁতের সংখ্যা, প্রত্যহ উৎপন্ন বস্ত্রের সংখ্যার সহিত ভারতের লোকসংখ্যার তুলনা করিয়া বলিয়া দিলেন "ভাবনা নাই; আমরা বিবস্ত্র হইব না।" কেহ কেহ বলিলেন, "উঃ হুঃ ভারতের তাঁতির জাত-সংখ্যার সহিত তাঁত-সংখ্যার মিল নাই হে! না হইলেও, জোলা ধরিয়া দাদন দিয়া কাপড় বুনাইব, না হয় আহাম্মদাবাদ এবং নাগপুরের মিল হইতে বস্ত্র আনাইব। ভাবনা কি?" কেহ কেহ বলিল "বোম্বাই মিলওয়ালারা বস্ত্র যোগাইতে পারিবে না।" কেহ কেহ বলিলেন "চাঁদা তুলিয়া কল শীঘ্রই হইবে।" কেহ কেহ বলিলেন "কল বসাইতে দুই বৎসর লাগিবে।" কিন্তু কেহই বলিলেন

না যে, শস্তায় বিলাতীর মত কাপড় হইবে কি প্রকারে? শেষে আট্‌কাইবে—শস্তায়! যাঁহারা বলিয়াছেন, "না হয় চট পরিব" ইহা রাগের কথা, ধর্ত্তব্য নয়। শস্তায় বিলাতীর মত বস্ত্র না হইলে, কিছুতেই এ প্রতিজ্ঞা থাকিবে না! কেন না, দেশটা বাবু-রাজ্য নহে। ইহা ইংরাজের রাজ্য। ইহা অবাধ বাণিজ্যের রাজ্য। শস্তা কর, ইংরাজ বণিক্ তখন তোমার মোট মাথায় করিবে। উহাঁরাই তখন ঐ বস্ত্র জাহাজে করিয়া লইয়া গিয়া, অন্য দেশে বিক্রয় করিয়া, ভারতে টাকা আনিয়া দিবে। তাও ত হয়, বোম্বায়ের কলের কাপড় চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইতেছে।

অস্থির বুদ্ধির আরও পরিচয় এই হুজুগে পাওয়া যাইতেছে। আমার মাতার মুমূর্ষাবস্থা এখন তখন! ডাক্তার কবিরাজে জবাব দিয়াছে। এখন ভগবানের উপর নির্ভর, তিনি রক্ষা করিলেই রক্ষা হইবে। বাটীশুদ্ধ সকলেই বিমর্ষ, শোকাতুর। এমন সময় বাটীতে গান হইবে, ছড়া কাটান হইবে। এখন কবির কাব্য শুনিবার সময় বটে! বলিবে, স্বদেশীকে উত্তেজিত করিতেছি। মরি মরি কি বুদ্ধি! কাহার রাজ্যে তুমি কাহাকে উত্তেজিত কর? যত উত্তেজিত করিতে যাইবে, ততই তোমরা জ্বলিয়া মরিবে। যাত্রার দলের কৃষ্ণ নাচে, রাধা নাচে; যে ঢোল বাজাইতেছে, ঢোল ফেলিয়া সেও একবার নাচিতেছে। গানে বলা হইতেছে, "তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই; তবু তাই বে'চে,—কাচ, সাবান, মোজা, কি'নে কল্লি ঘর বোঝাই।" আবার এই গানেই বলা হইতেছে, "এই প্রতিজ্ঞা ক'রবো ভাই; পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।" অর্থাৎ মায়ের ঘরের না পাইলে, পরের ঘরের কাচ, সাবান, মোজা প্রভৃতি কিনিব। কেমন এইত প্রতিজ্ঞা? এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস কি? আজ তোমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছ, "ক'সে চালাও ঘরের তাঁত।" তৎপরে হাটে তাঁতী কাপড় আনিল, তোমার দেশের লোক শস্তা নয় বলিয়া লইল না। গরীব তাঁতি একবার ক্ষতি দিবে। তাহার পর আর তোমার কথা শুনিবে কি? অমুক অমুক স্থানের যে সকল ধনবানেরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন "আমরা দেশীবস্ত্র পরিধান করিব।" আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা বরাবর দেশী কাপড় অন্ততঃ পোষাকী ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাদের জন্যই এখনও দেশী কাপড়ের অস্তিত্ব আছে। ইহাতে কিছুই, নূতনত্ব নাই।

বাবু-প্রতিজ্ঞায় অবিশ্বাস করিবার আরও অনেক কথা আছে। তাঁহারা

যাহা প্রচার করেন, উহার কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নিম্নে কতকগুলি তাহার উদাহরণ দিতেছি। ১৩০৭ সালের চৈত্রমাসে এদেশী সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়, "বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায় জাপান হইতে উড্‌পেন্‌সিল প্রস্তুত করা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ছয় সহস্র টাকায় ইহার কারখানা চলিবে; বর্দ্ধমানের বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় উক্ত টাকা দিয়া এই কারখানা করিবেন।" তৎপরে এই কারখানার উড্‌পেন্সিল আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। ইহার কি হইল? ঐ সনে ইহাও প্রচার হয়, "সাউথ রোড এলাহাবাদ, মেটাল ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানীর কারখানার স্বত্বাধিকারী এলাহাবাদ হাইকোর্টের জনৈক বিশিষ্ট উকিল বাবু রতনচাঁদ, ইনি ষ্টিলপেন এবং নিব প্রস্তুত করিতেছেন।" বাস্তবিক ইহা ঠিক কি না? যদি হয়, তবে সেই নিব এবং সেই ষ্টিলপেন আপনারা ব্যবহার করেন না কেন? ১৩০৮ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে প্রচারিত হয়, "রংপুরে চিনির কল হইবে, জমিদার শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার মহাশয় এই কলের সেক্রেটারী হইবেন" স্থির ছিল; তিনি এই বিষয় লইয়া "মহাজনবন্ধুতে" সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার পরিণাম কি হইল? ১৩০৮ সালের বৈশাখমাসের সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম, "পুণা সহরে ছুঁচ, আলপিন, কাঁটাপেরেক প্রভৃতির একটী কল বসিবে, তজ্জন্য একটী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। মূলধন ১ লক্ষ টাকা। প্রত্যেক অংশের মূল্য এক শত।" এই কারখানা হইয়াছে কি না? হইয়া থাকিলে আমরা এই কারখানার দ্রব্য ব্যবহার করি না কেন? পুণাবাসীরাও কি বাঙ্গালীর মত নিষ্কর্ম্মা বাবু; কথার ঠিক নাই? ইহা বলিয়া ত মনে হয় না।

এইরূপ অনেক কথা দেখাইতে পারি; কিন্তু কাজে মিল দিতে পারি না। ওহে! এখনও এক বাবু বলেন "কথা বনাম কাজ" অর্থাৎ বাক্য-চর্চ্চড়ী করিব,—ফাজলামী করিব, আমার মত বুদ্ধি দেখাইব, তবে কাজ হবে।" বটেই ত! হবে বটে, ছাগলের যুদ্ধের মত, অথবা গর্জ্জন বেশী, বর্ষণ কম। কাজেই "বাবু-প্রতিজ্ঞায়" সন্দেহ হয়; যেন ভাঙ্গা কপাল আরও না ভাঙ্গে। দোহাই ইংরাজরাজ! আমরা বঙ্গের সমুদয় ব্যবসায়ীর পক্ষ হইতে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি, এই প্রতিজ্ঞার হুজুকে দোহাই প্রভু! আমাদের কোন দোষ নাই। দরিদ্র আমরা পরিশ্রম করিয়া সংসার পরিচালিত করি। প্রভো! এই জন্য যেন আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া টেক্স, খাজনা বা ইন্‌কম্ টেক্স বৃদ্ধি

না করেন। এবার যাহা কিছু বাড়াইতে হয়, তাহা বাবুপক্ষে ঐ বাবুদের সংবাদপত্রের উপর শুভদৃষ্টি করিবেন। শ্রীঃ—

ব্যবসায়ীর প্রতিজ্ঞা।

রাজার সহিত দ্বেষাদ্বেষী ভাবে প্রতিজ্ঞা করার পক্ষপাতী আমরা নহি। স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞায় বর্ত্তমান সময়ে আমাদের (ব্যবসায়ীদের) সমূহ ক্ষতি হইল এবং আরও হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। দেশের জন্য যাঁহারা ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা নিশ্চিত ধন্য-বাদের পাত্র। চিনি বরং না খাইয়া গুড় খাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা চলে। কারণ, আমাদের চিনির দেশ। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের চিনি স্মরণ হইতেছে,—১২৯৫ সালেও বিদেশে রপ্তানী গিয়াছে। বহুপূর্ব্বে কাপড়ও এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত। যখন বাটীর দেওয়ালের গাত্রে ক্ষুদ্র অশ্বত্থ গাছ হয়, তখন উহা অনায়াসে উত্তোলন করা যায়; যেমন দুই তিন দিন মধ্যে কলিকাতা হইতে এমন কি সমগ্র বঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সিগারেট বন্ধ হইল, কিন্তু বাটীর গাত্রে অশ্বত্থ বৃক্ষের শিকড় বসিয়া গেলে, বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বাহির হইলে, বৃক্ষ সুবৃহৎ হইলে, তখন উহাকে তুলিতে গেলে, বাটীখানি ভাঙ্গিয়া নূতন না করিলে হয় না। বিলাতী কাপড় যখন নূতন নূতন এদেশে আমদানী হইল, সে সময় উহা শস্তা বলিয়া এ বিষয়ে কেহই লক্ষ্য করেন নাই, এখন উহা এদেশে রীতিমত বসিয়া গিয়াছে। এদেশী লোকও উক্ত কার্য্যে অনেকেই প্রতিপালিত হইতেছেন। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে এদেশী যত তাঁতি বস্ত্র-ব্যবসায়ে প্রতিপালিত হইত, এখনও বিলাতী বস্ত্র-ব্যবসায়ে তদপেক্ষা যে এদেশী অল্প লোক প্রতিপালিত হয়েন, তাহা নহে। এখন ইহার পরিবর্ত্তন করাইতে হইলে, দেশকে ভাঙ্গিয়া নূতন দেশ করিতে হইবে; তবে বিলাতী বস্ত্র ব্যবসায়ের শিকড় উঠিবে। লবণ সম্বন্ধে বঙ্গের লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া যে কিছু করিতে পারিবেন, ইহা বোধ হয় না। সৈন্ধব লবণও আমাদের দেশী লবণ নহে; উহাও সেলিফের লবণ। পূর্ব্বে তুলা এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী যাইত, এখন তুলাপটিতে

(কটন ষ্ট্রীট্) একখানিও তুলার দোকান নাই; তালপুকুর এখন নাই, তথায় লোকের বাটী হইয়াছে, কিন্তু নামটা এখনও তালপুকুর রহিয়াছে। সেইরূপ এখন নামমাত্র বড়বাজার তুলাপটি রহিয়াছে। এখন মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে তুলা আমদানী হইয়া ভারতের সূতার কল চলিতেছে। দেশী চরকার সূতা এখন আমাদের নাই। দেশী কাপড় তাঁতিরা যাহা বুনিতেছে, তাহাও বিলাতী সূতায়। বলিবেন, এদেশী লোকেরা মজুরী পাইতেছে। উত্তরে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় করিয়া এদেশী অনেক লোক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মজুরী পায়। তবে পূর্ব্বে যে শ্রেণীর লোকে (তাঁতিরা) উহা পাইত, এখন অন্য শ্রেণীর লোক (বাঙ্গালীর অন্যান্য জাতির ব্যবসায়ী এবং হিন্দুস্থানীরা) পায়। বিলাতী বস্ত্র-শিল্পের সূক্ষ্ম সূতা আমাদের দেহের প্রতি লোমকূপে যেন জড়াইয়াছে, ইহার সম্পূর্ণ বর্জ্জন অসম্ভব। তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া যে এই গ্রহ কাটাইব না, তাহা বলিতেছি না। যখন বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা ভারতের বহুবিধ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা স্বদেশী করিয়া লইয়াছেন, এই সেদিনের কথা, ভারতের নীল ক্রয় তাঁহারা বন্ধ করিয়া আমাদের নীলের কাজ তুলিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহারা স্বদেশে উহা প্রস্তুত করিয়া স্বদেশী অভাব মোচন করিয়াছেন; সেইরূপ স্বদেশী অভাব মোচন করা আমাদের অতীব কর্ত্তব্য, ইহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু এজন্য রাজার প্রতি দ্বেষাদ্বেষী ভাব দেখাইব কেন? সাবধান! সাবধান!! এই সকল কারণে যেন আমরা ঘুণাক্ষরেও রাজ-সম্মান—রাজভক্তি প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ না হই। আমরা ইংরাজের কৃপায় উঠিয়া দাঁড়াইতে শিখিব, তাহার এই লক্ষণ হইয়াছে মাত্র। এখনও অনেক বিষয়ে রাজাকে আমাদের হস্ত ধরিয়া উত্তোলন করিতে হইবে, তবে আমরা দাঁড়াইতে শিখিব। কেবল দেশের অভাব মিটাইলেই আমাদের কার্য্য শেষ হইবে না। যে দ্রব্য আমাদের দেশে নাই, বিদেশ হইতে আইসে, উহা দেশে প্রস্তুত করিয়া দেশের অভাব মিটাইতে হইবে এবং ঐ সঙ্গে উহা এত করিতে হইবে যে, তাহা লইয়া আমরা বিদেশে বিক্রয় করিয়া আসিব, তবে দেশের মুখোজ্জ্বল হইবে, তবে আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটা জাতি বলিয়া দাঁড়াইব। এ সব অনেক কথার কথা। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার বাণিজ্যের যে অবস্থা আছে, যেন আমাদের দোষে তাহা নষ্ট না হয়। দরিদ্রতা যেন আরও বৃদ্ধি না হয়। আমরা আর চাকুরি পাইতেছি না।

কাজেই আমাদের নূতন নূতন দ্রব্যের কল-কারখানা আশু করিতে হইবে ; এস, আমরা এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করি।

বৈদেশিক বণিকেরা পূর্ব্বের মত পণ্যদ্রব্য আনিয়া আমাদের বিক্রয় করেন না। এখন আমরা অনেক স্থলে মাল দেখিয়া সওদা করি না। আমদানী মালের "সিল-স্যাম্পল" প্রথা প্রায় রহিত হইয়াছে বলিলেও হয়, কিন্তু রপ্তানী মালের সিল-স্যাম্পল প্রথা পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়াছে ; কারণ এস্থলে বিক্রেতা বাঙ্গালী, ক্রেতা ইংরাজ, এবং যে স্থলে ক্রেতা বাঙ্গালী বা দেশী লোক এবং বিক্রেতা ইংরাজ বা ইয়ুরোপীয় অন্য কোন জাতি, তথায় "মার্কা" ধরিয়া মালের কনট্রাক্ট দেওয়া হয়। "মার্কা" মারা বিস্তার ভিতর যেমন গোলযোগ, মার্কা-মারা দ্রব্যের ভিতর তদ্রূপ গোলযোগ! সাপ-ব্যাঙ যাহা আসিবে, মার্কার কল্যাণে তাহাই লইতে হইবে। কাঁদিবার স্থান নাই এবং কেইবা কাঁন্না শুনে ? কনট্রাক্টে সহি করিয়াছ, কথা বলিবার যোটী নাই। উহাদের কনট্রাক্টে লেখার কৌশল শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। "তুমি যে দ্রব্য আমার নিকট, এত টন, এই মার্কা, এই দরে লইবে, আমি নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উহা অমুক দেশ হইতে আনিয়া দিব, কিন্তু যদি জাহাজের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া যায়, জাহাজের চাকা না চলে, সমুদ্রের ঝড়ে যদি জাহাজ অন্যত্র যায়, অথবা আমার দেশে যুদ্ধ কিম্বা আকস্মিক কোন বিপদ হয় অর্থাৎ কুলিরা ধর্ম্মঘট করে, তাহা হইলে নিরূপিত সময়ে আমি তোমাকে মাল দিতে বাধ্য নহি ; এবং তুমি এজন্য ডিফারেন্স পাইবে না।" এইরূপ ভাবে বৈদেশিক সওদাগর আপন কোলে রীতিমত ঝোল মাখেন! দেশী লোকেরা যেন মাল ক্রয় করিয়া, টাকা দিয়া, চোরের মত হয়। এই যে আমাদের দেশের লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া বিলাতী কাপড় বিক্রয় বন্ধপ্রায় করিয়াছে, এইত এক সমূহ ক্ষতি, তাহার উপর এখনও যে সকল কনট্রাক্ট আছে, তাহা ফেরত দিবার উপায় নাই। ইংরাজ ফেরত করিতে পারেন, জাহাজের পাল ছিঁড়িয়াছে কিম্বা কুলিরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, বা অন্য কোন ওজরে ; কিন্তু দেশী লোকের ফেরত করিবার উপায় নাই। না লও, ডিফারেন্সের টাকা দাও। ভাই রে! প্রতিজ্ঞা কর, আমরা আর কনট্রাক্ট স্বাক্ষর করিয়া মাল ক্রয়-বিক্রয় করিব না। আমাদের নিকট যখন বিদেশী বণিক মাল লয়েন, সে মাল জাহাজে রপ্তানি হইবে, বিল অফ্ লেডিং কাপ্তেন সহি দিবে, তাহা দেখিয়া ব্যাঙ্ক টাকা দিবে, তবে দেশী মহাজন টাকা পাইবে। আর, আমরা যখন উহাদের নিকট

মাল ক্রয় করিব, অগ্রে ছিট্ পাইটী পর্য্যন্ত সমুদয় টাকা আপিশে জমা দিব, তবে তাহারা ডেলেভারি রসিদ দিবে। আমি যে টাকা অগ্রিম জমা দিলাম, উহারা হয়ত উক্ত টাকা অপেক্ষা মাল কম দিল, এই বাকী টাকার জন্য বিল করিয়া আদায় কর! এই বাকী টাকার জন্য ব্ল্যাকউড ব্ল্যাকউড কোম্পানীর নামে আমরা ছোট আদালতে একবার নালিশও করিয়াছিলাম। বৈদেশিক বণিকের সহিত কাজে এতই সুখ। ভাই রে! প্রতিজ্ঞা কর, আমরা বৈদেশিক বণিকের নিকট অগ্রিম টাকা লইয়া, তবে মাল ডেলেভারী দিব। এই সব ঝগড়া রাজার সহিত নহে, ইহা বিদেশীয় বণিকের সহিত কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য। আশা করি, মহাজনেরা এই হুজুগে এই সকল কার্য্য-বিশৃঙ্খলা যাহাতে সুশৃঙ্খল হয়, তাহা করিবেন। রাজার নিকট আমরা পড়িয়া মার খাইতে পারি, কিন্তু ইংরাজ-বণিকের নিকট আমরা পড়িয়া মার খাই কেন ? ঐক্য নাই বলিয়া! শ্রী :—

পত্রাদি।

"মহাশয়!

স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিব বলিয়া, বাবুরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহা অনেকের নিকট শুনিয়া গত ২০শে ভাদ্র মঙ্গলবারে হাওড়াহাটে কতকগুলি দেশী শান্তিপুরে বস্ত্র লইয়া যাই। চারিশত টাকার কাপড় লইয়া গিয়াছিলাম, তের টাকা মাত্র কাপড় বিক্রয় হয়, আর সমুদয় বস্ত্র ফেরত লইয়া আসি। কেবল আমি বলিয়া নহি, আমার মত অনেকেরই এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। উক্ত হাওড়াহাটে প্রচুর দেশীবস্ত্র মজুত ছিল। আশানুরূপ বিক্রয় হয় নাই, তবে শুনিলাম এবার অন্যান্য বারের অপেক্ষা নাকি অধিক বস্ত্রের আমদানী হইয়াছিল, তাই বিক্রয় হয় নাই! এই হাটে বসিয়া বিজ্ঞাপনের কাগজ পাইলাম যে, আগামী ২১শে ভাদ্র বুধবারে বালীতে রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেশীবস্ত্রের নূতন হাট খুলিবেন ; এবং হাটে বসিয়া আরও শুনিলাম, উক্ত রাজা বাহাদুর নাকি তাহার জমিদারী হইতে বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিয়া, তথাকার গরীব দুঃখীকে বিতরণ করতঃ দোকানদারদিগকে বলিয়া দিবেন যে, "বিলাতীদ্রব্য আর আনিও না"। উক্ত রাজা বাহাদুরের দেশের (বালী-উত্তরপাড়ার) লোক নাকি নূন খাইবে না, সৈন্ধব

খাইবে; চিনি খাইবে না, গুড় খাইবে; এইরূপ কত সুখ্যাতির কথা শুনিলাম। অনেক তাঁতি বলিল "আমরা কল্য বালীর হাটে যাইব, দেখিস্ যদি আমাদের দেশী কাপড় বিক্রয় না হয়, তাহা হইলে রাজা বাহাদুর নিশ্চয় কিনিয়া লইবেন, তিনি স্বদেশী বস্ত্রে উৎসাহ দিবেন এবং তাঁহার দেশের লোক যখন সৈন্ধব-লবণ এবং গুড় খাইতেছেন, তখন তাহারা নিশ্চয় দেশীবস্ত্র লইবেই লইবে।"

ইহাদের উৎসাহ-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, আমি শান্তিপুরে দেশীকাপড় ৸৵০ আনা, ১৲ টাকা, ১৷৷০ টাকা, ২৲ টাকা, ২৷৷০ টাকা, ৩৲ টাকা, ৩৷৷০ টাকা হইতে ৭৲ টাকা জোড়ার কাপড় এবং ৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১ হাত পর্য্যন্ত সমুদয় ধোয়ান কাপড়, এবং নানাবিধ পাড়ের ধুতি, উড়ানি এবং শাড়ী লইয়া বুধবার (২১শে ভাদ্র) হাওড়ার ট্রেণে উঠিয়া বালী গেলাম। ইহা নূতন হাট। যাঁহারা বসাইতেছেন, তাঁহাদের যত্নের সীমা নাই, এমন কি হাটের ফোড়েদের পরিতোষরূপে ভোজ দিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুরের জয়জয়কার হউক; কিন্তু তাঁহার দেশের লোকের আক্কেল নাই। এদিকে গুড় খাইতেছেন, সৈন্ধব-লবণ খাইতেছেন, ইংরাজী কথাও নাকি মুখে উচ্চারণ করিবেন না, অনেকে এই প্রতিজ্ঞা কচ্ছেন; আর (এই শুক-রুখর দিনে) একবার হাট দেখিতে অনেকেই আসেন নাই! দেশীবস্ত্র ক্রয় বাবুদের মুখেই হইতেছে বুঝি! বলিতে কি, বালীর হাটে আমার এক জোড়া কাপড়ও বিক্রয় হয় নাই। নূতন হাট না হওয়াই সম্ভব; তবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাবুরা বিলাতীবস্ত্র লইবেন না; তাই আশা ছিল, কিছু দেশীবস্ত্র বিক্রয় হইবে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র নন্দী,—বস্ত্র-ব্যবসায়ী। হাবড়া, রামকৃষ্ণপুর।"

সংবাদ।

"মহাশয়! গত বৈশাখমাসে স্বর্গীয় ভূতনাথ পালের সংক্ষিপ্ত জীবনী যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়া আপনার মহাজনবন্ধুর পাঠক মহাশয়-দিগকে ভূতনাথ বাবুর ছবি উপহার দিতেছি। আশা করি, ইহা আপনার গ্রাহকবর্গকে দিয়া বাধিত করিবেন। শ্রীঃ—"

স্বর্গীয় ভূতনাথ বাবুর ছবির পার্শ্বে যে বালকটী দেখিতেছেন, উনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মহাজনবন্ধু, মাসিকপত্র।
৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা; আশ্বিন, ১৩১২।

লবণ।

লবণ সম্বন্ধে "মহাজনবন্ধু"তে প্রতি বর্ষেই কিছু না কিছু লেখা হইয়াছে। এ প্রবন্ধ সেই সকল প্রবন্ধের ছায়া অবলম্বনে লিখিত হইল।

সম্বর-লবণ পূর্ব্বে জয়পুর এবং যোধপুরের রাজাদিগের দখলে ছিল, এখন ইংরাজরাজের অধিকারে আসিয়াছে। জয়পুর হইতে কয়েক ষ্টেশন পরে পশ্চিমদিকে ফলেরা ষ্টেশন। এই ফলেরা ষ্টেশন হইতে একটী ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়িতে উঠিয়া সম্বর-হ্রদে যথায় লবণের কুঠি আছে, তথায় যাওয়া যায়। ইহাকে "সা" লবণ, "খেওড়া" লবণ বা "সম্বর" লবণ বলে। বোম্বাই প্রদেশে লবণ হয়। পূর্ব্বে সিন্ধু প্রদেশ হইতে যে লবণ আসিত, তাহাকে "সৈন্ধব" লবণ বলা হইত। এক্ষণে সিন্ধু প্রদেশের লবণের কাজ উঠিয়াছে, কিন্তু "সৈন্ধব" লবণ নাম উঠে নাই। এখন মস্কট হইতে এক প্রকার পার্ব্বতীয় লবণ আইসে, তাহাকেই "সৈন্ধব" লবণ বলা হয়; অতএব এখনকার সৈন্ধব লবণ আমাদের দেশী লবণ নহে। পরন্তু দুই তিন বৎসর হইতে সেলিফ হইতে এক প্রকার লবণ আসিতেছে, ইহাকেও সৈন্ধব লবণ বলিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। মান্দ্রাজ বিভাগে, নৌপদা নামক স্থানে এবং গঞ্জামে দেশী লবণ প্রস্তুত হয়। উড়িষ্যা বিভাগের লোকেরা উক্ত লবণ ব্যবহার করে। বোম্বাই অঞ্চলের লোকেরা স্বদেশী লবণ ব্যবহার করে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভারতের অধিকাংশ স্থানেই স্বদেশী লবণ ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাববাসীরা এখনও প্রকৃত সৈন্ধব লবণ খায়। কচ্ছবাসীরা সামুদ্রিক লবণ (ইহাকে "বারগোড়া" লবণ কহে) ব্যবহার করে। রাজপুতানার জলহীন মরুভূমিস্থিত কয়েকটী স্থানে, যথা—পাঁচভদ্রা, ডিডোয়ানা, ফালোড়ী, লুনী প্রভৃতি দেশের লবণ ব্যবহার করে। বিহারের প্রায় সমস্ত স্থানের নোনা মাটী হইতে সোরা ও লবণ প্রস্তুত হয়। ইহাকেও নুনী লবণ বলা হয়, তথাকার অধিবাসীরা ইহাই ব্যবহার করে। সুন্দরবনের ভিতর এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার দক্ষিণে স্বতঃই সমুদ্রের ধারে রৌদ্রের তাপ পাইয়া লবণাক্ত মৃত্তিকা স্ফীত হইয়া শুকাইয়া উঠে। পূর্ব্বে এই লবণ মেদিনীপুরবাসীরা ব্যবহার করিতেন,

এখন ইহারা বঙ্গের বাবুদিগের মত লিভারপুলের লবণ ব্যবহার করেন। ফতেপুর, জৌনপুর প্রভৃতি ২।১টী জেলায় স্থানে স্থানে বৃহদায়তন লবণক্ষেত্র আছে। তত্রস্থ অধিবাসীরা এই লবণ ব্যবহার করেন। বালেশ্বরে পূর্ব্বে লবণের কারখানা ছিল, এক্ষণে উঠিয়াছে। কলিকাতায় সোরার কারখানায় লবণ হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের আদেশে নষ্ট করা হয়। অধিকাংশ স্থানের ভারতবাসী স্বদেশী লবণ ব্যবহার করেন। কেবল হতভাগ্য আমরা, আমরাই মরিয়াছি! বেঙ্গল বিভাগে কোন্ লবণ ব্যবহার হয়, শুনিবেন? তবে শুনুন। আমরা লিভারপুলের লবণ খাই। লিভারপুলের লবণ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, জানেন? ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী চেসায়ারের সমুদ্রের জল হইতে উৎপন্ন হয়; তাহাই আমরা খাই। ভারতে আমদানী বৈদেশিক লবণ যথা,—ফ্রেঞ্চ লবণ, ইটালীয়ন লবণ, সেলিফ লবণ (ইহাকেই এখন সৈন্ধব লবণ বলিয়া খাই), পোর্ট-সৈয়দ লবণ, জেদ্দা লবণ, মস্কট লবণ, এডেন লবণ, জর্ম্মনির লবণ এবং বোম্বাই লবণ। ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন লবণের ব্যবসায় করিতেন, তখন মেদিনীপুর, উড়িষ্যা বিভাগের স্থানে স্থানে এবং রাজপুতানা, বিহার প্রভৃতি দেশের লবণ আনিয়া বঙ্গে লটারি করিয়া বিক্রয় করিতেন। এখনও যেমন অহিফেন লটারি করিয়া বিক্রয় করেন, সেইমত লবণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। ইহা ছিল ভাল। শেষে শুষ্ক ডিউটীর টাকার লোভে ভারত-গবর্ণমেণ্ট লবণ-ব্যবসায় তুলিয়া দেন, কাজেই ঐ সকল বিদেশী লবণের প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে বঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, ভারত-গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ সাহায্য চাই, নচেৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেলিফ লবণকে দেশী সৈন্ধব বলিয়া খাইলে হইবে না। ভারতের অন্য প্রদেশের লবণ বঙ্গে আনিতে হইলে, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি সাপেক্ষ কি না, তাহাও জানা কর্ত্তব্য। নিজ বঙ্গে এক ছটাকও দেশী অর্থাৎ ভারতীয় লবণ নাই। বালেশ্বর, মেদিনীপুরের লোক ইচ্ছা করিলে নৌপদা বা গঞ্জামের লবণ ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু বঙ্গবাসীরা উহা পারে কি না সন্দেহ! কলিকাতাস্থ শুঁড়ায় সোরার কারখানার লবণ যাহাতে আমরা ব্যবহার করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ সেলিফ বা বোম্বাই লবণের দর ৩৬৲—৩৭৲ টাকার স্থলে ৬০৲—৬৫৲ হইয়াছে। এই টাকাটা আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া ইংরাজের ঘরে তুলিয়া দিতেছি। এ প্রতিজ্ঞার ফল কি?

লবণের কাজ।

লবণের কাজ গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের। কলিকাতার সন্নিকটস্থ শালখিয়া এবং খিদীরপুর ডকে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের "লবণ-গোলা" আছে। শালখিয়ায় বহুবিধ প্রকারের লবণ রাখা হয়, খিদীরপুরের গোলায় লিভারপুলের লবণ অধিক থাকিত; অন্যান্য লবণ অনেক সময় থাকিত না। বঙ্গের জন্য ব্যবহৃত যে কোন প্রকারের লবণ এই দুই গোলা হইতে সরবরাহ হয়। এই দুই স্থান হইতেই বঙ্গের মহাজনেরা লবণ ক্রয় করিয়া জেলায় জেলায় লইয়া যান। কলিকাতার বড় বড় লবণ-মহাজনেরা এই দুই গোলা হইতেই লবণ ক্রয় করিয়া আনিয়া, গুদামে রাখিয়া ছোট ছোট ব্যবসায়ীকে মণকরা ৵১০—৵৫ পয়সা লাভে বিক্রয় করেন। তৎপরে ঐ সকল ছোট ছোট ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কলিকাতার গৃহস্থেরা লবণ ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন। গবর্ণমেণ্টের গোলা হইতেও এক বস্তা, আধ বস্তা লবণ ক্রয় করা চলে, কিন্তু খরচাধিক্য বশতঃ কেহই ইহা লয় না। এমন কি ১০০ শত মণ লবণ গোলা হইতে খরচাধিক্য জন্য লওয়া যায় না। এ সকল স্থলে বড় বড় লবণের দালাল অর্থাৎ যাহাদের হস্তে গ্রাহক বেশী, তাহারা ২।১০ জন খুচরাগ্রাহকের অল্পাধিক্য অর্ডারানুসারে মাল একত্রে ক্রয় করিয়া দিলে সুবিধা হয়, নচেৎ নয়। কলিকাতার লবণ-ব্যবসায়ীর নিকট মফঃস্বলের লবণ-ব্যবসায়ীরা লবণ ক্রয় করেন না, তাঁহারা গোলা হইতেই লইয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত "লবণ" প্রবন্ধে বেঙ্গল বিভাগে কোন্ কোন্ লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহা বলা হইয়াছে। ঐ সকল লবণ কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্টের লবণ গোলাদ্বয়ে পাওয়া যায়। লবণকে গবর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগের মধ্যে ধরা হইয়াছে। এজন্য ইহার ওজন ইত্যাদির উপর বিশেষ দৃষ্টি। ওজন কমবেশী হয় না। গবর্ণমেণ্টের গোলাদ্বয়ে যে লবণ মজুত থাকে, তাহা গবর্ণমেণ্টের নহে। গোলার সমুদয় লবণ মার্চ্চেণ্টের অর্থাৎ গ্রেহাম, টর্ণার মরিসেন কোম্পানী প্রভৃতি বড় বড় মহাজনেরা বিদেশ হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনিয়া গবর্ণমেণ্টের গুদামের ভিতর মাল জিম্মা রাখেন। গবর্ণমেণ্টের এই ঝুঁকি লইবার তাৎপর্য্য—ডিউটী বা শুল্ক আদায়। এই জন্য

লবণ ক্রয় করিতে হইলে কলিকাতাস্থ "কাষ্টম হাউসে" ইহার দর হয় এবং লবণের টাকা ও ডিউটী এই আফিসে জমা দিয়া ডেলিভারী অর্ডার লইয়া, গোলা হইতে মাল লইতে হয়। যে দিন যে দর হয়, সেদিন খিদীরপুর এবং শালখিয়া উভয় গোলার দরই "এক" থাকে। গ্রাহকের ইচ্ছানুসারে যে গোলা হইতে হউক, এক গোলা হইতে মাল লইতে পারেন। সিয়ালদহ রেল দিয়া যাঁহারা মাল চালান দিবেন, তাঁহাদের পক্ষে খিদীরপুরের গোলা হইতে লওয়া কর্ত্তব্য; এবং যাঁহারা (E. I. Ry.) পশ্চিমবঙ্গে মাল চালান দিবেন, তাঁহাদের পক্ষে শালখিয়া ভাল। ইহাতে গ্রাহকের খরচা কম লাগে। মার্চেণ্টরা বাজার দর কমবেশী করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ডিউটীর কমবেশী হয় না। যদিও হয়, তাহা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর সকলকে জানাইয়া করেন। তখন দেশ মধ্যে এজন্য একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। তাহাতে সকলেই ইহার সংবাদ পায়; নচেৎ ইহা ঠিক এক নিয়মে থাকে।

ধরুন, অদ্য (৯ই আশ্বিন, ১৩১২ সাল) বোম্বাই করকচ (সৈন্ধব) লবণের দর ৬১৲ টাকা, কিন্তু কল্য ইহা ৬০৲—৫৮৲ হইতে পারে এবং ৬২৲—৬৩৲ টাকাও হইতে পারে। লবণের দর একশত মণের উপর হয়, এখানে "একমণের" উপর হয় না। উদাহরণ স্বরূপ অদ্যকার (৯ই আশ্বিন) লবণের বাজারদর দিলাম। বোম্বাই করকচ ৬০৲—৬১৲, জেদ্দা করকচ ৪২৲—৪৩৲, এডেন করকচ ৩৮৲—৩৯৲, সেলিফ করকচ ৩৭৲—৩৮৲, লিভারপুল ৫০৲। এই সকল দর একশত মণের উপর। এই প্রত্যেক একশত মণে গবর্ণমেণ্ট ডিউটী ১৫০৲ শত টাকা লাগে।

ধরুন, আমি ৪০০ মণ সেলিফ করকচ লবণ লইব। এখন দালালের নিকট কত টাকা দিব, হিসাব করুন। প্রথম একশত মণের উপর হিসাব ধরুন। ১০০ মণের ডিউটী ১৫০৲ টাকা, মুনফা বা মার্চেণ্টের দাম ৩৭৲, টোলপাস ৸৶০ আনা, ওজন সরকারী ⁄১০ দেড় আনা, রওনা খরচ ২৷৷০ টাকা, দালালী (মণ শতকরা) ১৲ টাকা, ভাঙ্গাই খরচা বস্তাবন্দী সহিত ২৷০ নয়সিকা,—মোট ১৯৩৸১০ একশত তিরানব্বই টাকা সাড়েবার আনা মাত্র। এখন ইহাকে চারিগুণ করিলেই ৪০০ মণের মূল্য হইবে, তাহা এই ৭৭৫৶০। এই টাকা দালালের নিকট দিলে তিনি এসম্বন্ধে সমুদয় কার্য্য করিয়া দিবেন। রেলে মাল চালান দিলে, রেলের রসিদ পর্য্যন্ত করিয়া আনিয়া দিবেন। বস্তায় মাল লইলে বোরা গ্রাহকের দিতে হয়

এবং বস্তা সেলাইয়ের দামও গ্রাহকের লাগে। সিঙ্গেল-সেলাই করিলে ৫০০ বস্তায় ৩৸০ এবং ডবল করিলে ৪৷৷০ টাকা বস্তাবন্দীওয়ালারা লয়। ইহা আমরা ভাঙ্গাই খরচের সঙ্গে ধরিয়া দিয়াছি।

ফলে, ডিউটী এবং মার্চেণ্টের মূল্য দিয়া উহার ওজন করা, অর্ডার কাটান, ওজন সরকার, মুটে, রেলভাড়া, নৌকাভাড়া, গরুরগাড়ী ভাড়া, দালালী, যাহা কিছু খরচা সবই গ্রাহকের। আচ্ছা, পূর্ব্বে যে একশত মণের উপর খরচা ধরিলেন, উহাতে "টোলপাস" কি? "ওজন সরকারী" কি? "রওনা খরচ" কাহাকে বলে? "ভাঙ্গাই খরচা" কি? এইগুলি বুঝাইয়া বলুন।

(১) টোলপাস অর্থাৎ জাহাজ হইতে লবণ যখন গুদামে উঠান হয়, তখন কলিকাতার পোর্ট-কমিসনারেরা পাস খরচ বলিয়া ইহা লয়েন। এই টাকা দ্বারা গঙ্গার ধার বাঁধান হয়, গঙ্গা কোথাও ভরাট হইলে মাটী কাটান হয় ইত্যাদি। (২) ওজন সরকারী। যিনি ওজন করেন এবং ওজন দেখেন, তিনি একজন সাহেব। অতএব ইহার অপর নাম "সার্জ্জন ফি"; হাজার মণ ওজন করিলে ইহাকে ৸৶০ আনা দিতে হয়। একশত মন লইলেও ৸৶০ আনা দিতে হয়। ৫ বস্তা বা দশমণ লইলেও ৸৶০ আনা লাগে। এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, অল্পমাল লইলে নিম্‌কি গোলায় সুবিধা হয় না। এইরূপ ধরুন, আমার মাল নিম্‌কি গোলা হইতে বাগবাজারে লইয়া যাইব, কাজেই নৌকা চাই। নৌকাখানি সমুদয় ভাড়া করিতে হইবে, তাহাতে দুইশত মণ মাল ধরে, আমি বোঝাই দিলাম ২৫ মণ, কিন্তু এই ২৫ মণে যে ভাড়া দিলাম, সেই ভাড়ায় ২০০ মণ আসিত। (৩) রওনা খরচা, ইহার অপর নাম অর্ডার কাটান। ধরুন, আমার লবণের কাজ বহুস্থানে আছে। বোলপুরে (লুপলাইন) আছে, এবং সেরপুরে (বগুড়জেলা) আছে। আমি হাজার মন লবণ লইয়া দুইখানি অর্ডার দুই স্থানের জন্য কাটাইলাম। ইহাতে আমার ২৷৷০ টাকা লাগিবে। যদি একখানি করিতাম, তাহা হইলেও ২৷৷০ টাকা লাগিত, যদি ১০০ মনের একখানি করিতাম, তাহাও ২৷৷০ টাকা, যদি ৫০০ মণের একখানি করিতাম, তাহাও ২৷৷০ টাকা। ধনি দালালেরা যদি বুঝিতে পারেন, বাজার তেজ হইবে, তবে ইহারা নিজে টাকা দিয়া একশত মণের হিসাবে ১০ খানা বা ২০ খানা অর্ডার কাটাইয়া রাখেন, পরে গ্রাহকের প্রয়োজনানুসারে অর্ডার বিক্রয় করেন। (৪) ভাঙ্গাই খরচা অর্থাৎ কুলিচার্জ্জ বা কুলি খরচা। ইহারা গুদাম হইতে লবণ আনিয়া

কাঁটায় দিবে, নৌকা, গরুরগাড়ী বা রেলগাড়ীতে মাল বোঝাই দিবে, এজন্য ইহাদের একটা হাজার মণের উপর বাঁধা নিয়ম আছে যথা,—নৌকায় ১১।০ টাকা, ওয়াগানে ৯৲ টাকা, গরুরগাড়ীতে ১১।০ টাকা, ইহা ভিন্ন গরুরগাড়ীতে বোঝাই দিবার জন্য প্রতি কুড়িমণে ।০ আনা খরচা লাগে। ইহা শালখিয়ার গুদামের নিয়ম। খিদীরপুরের গুদামে কিন্তু ইহার ভিতর ইতরবিশেষ আছে। খিদীরপুরের গুদামে ওয়াগানে লয় ১০৲, কিস্তিতে বা নৌকায় লয় ৯৲, গরুরগাড়ী হইলে পায় ১০৲ টাকা। ইহা ভিন্ন রেলের রসিদ খরচা হাবড়ায় লাগে এক রসিদে ।৵০ আনা, চিৎপুরে লাগে ।।৵০ আনা।

করকচ লবণ বহুবিধ আছে, উহাকেই সৈন্ধব লবণ বলা হয়। করকচ বা সৈন্ধব লবণ বিদেশী, কেবল বোম্বাই করকচ বা বোম্বাই সৈন্ধব দেশী।

শ্রীঅমূল্যধন কুণ্ডু।

২৬ নং আনন্দ খাঁর লেন, হাটখোলা, কলিকাতা।

চিনির কথা।

মহাজনবন্ধুতে এ বিষয়ে অনেক লেখা হইয়াছে, এমন কি, এক সময়ে কলিকাতার অনেকে "মহাজনবন্ধুকে" চিনির কাগজ বলিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রতিজ্ঞার জন্য অনেকে পুনরায় সেই সকল কথা জানিতে চাহিতেছেন। কাজেই সংক্ষেপে "দেশী-চিনি" বুঝিয়া লইবার কথাই বলিব।

পূর্ব্ববঙ্গে যে চিনি হয়, উহা "খেজুরে চিনি", খর্জ্জুর গাছের রস হইতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গে ইক্ষুচিনি খুব অল্প হয়। পশ্চিম বঙ্গেই ইক্ষুর আবাদ বেশী হইত, চিনিও যথেষ্ট হইত। পশ্চিম বঙ্গের ইক্ষুচিনিকে "কাশীর চিনি" বলা হইত। পূর্ব্ববঙ্গের ইক্ষুচিনিকে "শ্যামসাড়া" চিনি বলা হয়। শ্যামসাড়া ইক্ষুবিশেষের নাম। পূর্ব্ববঙ্গের খেজুরে চিনিকেই "দলো" ও "গোঁড়" বলে।

আমরা বিদেশে যে চিনি রপ্তানি দিতাম অর্থাৎ বৈদেশিক বণিক্‌কে যে চিনি বিক্রয় করিতাম, তাহা খেজুরে চিনি। ইক্ষুচিনি অপেক্ষা ইহা "জানশক্ত" চিনি। ইহার তাৎপর্য্য, ইক্ষুরস দুইবার বা তিনবার চিনি প্রসব

করিয়া চিটাগুড় হইয়া যায়। খেজুর রস ৪।৫ বার চিনি প্রসবের পর চিটাগুড়ে পরিণত হয়। উক্ত খেজুরে চিনিকে "র" (Raw) চিনি বা খাঁটি চিনি বা মূল চিনি বলে। ইহাই কলে পরিষ্কৃত হয়। বিদেশী কলে ভারতের এই চিনি গিয়া পরিষ্কৃত হইত। ১২৯৫ সালে বঙ্গের দলো, গোঁড় চিনি বিদেশে গিয়াছে। ১২৯৬ সাল হইতে বঙ্গে চিনি রপ্তানীর কাজ বন্ধ হইয়াছে। এখন এদেশে বিদেশ হইতে চিনি আসিতেছে। চীন, জাবা, মরিশস, অষ্ট্রেলিয়া, জর্ম্মনী, মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গে চিনি আসিতেছে। মান্দ্রাজ স্বদেশী, মরিশস্ জাবা ইত্যাদি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চিনি। চীনের চিনি স্বদেশী নহে, তবে যে স্থান হইতে উহা আসে, তাহা ইংরাজ-অধিকৃত চীনদেশ। অষ্ট্রেলিয়াও আমাদের রাজার দেশ। জর্ম্মনি আমাদের বিদেশ হইলেও রাজসম্পর্কের দেশ।

চিনির দ্বিবিধ অবস্থা যথা,—(১) দানাদার, (২) পেষা। ইক্ষুচিনি অর্থাৎ শ্যামসাড়া কিংবা কাশীর চিনি পেষা চিনি। ইহাদের অনুকরণ কলের চিনিতেও হইয়াছে, তাহাকে "পিটি" চিনি বলে। মান্দ্রাজ পিটি, কাশীপুর পিটি, আস্কা পিটি, চীনের পিটি নামধারী কলের চিনিগুলি কাশীর চিনির অনুকরণে প্রস্তুত।

দানাদার চিনি, দলুয়া, গোঁড় চিনি কলে রিফাইন হইয়া কলের চিনি হয়, পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু এদেশে কল হইবার বহুপূর্ব্বে ইহা বৈদ্যবাটী এবং সুখ্‌চর প্রভৃতি স্থানে দেশী প্রথায় দুধ দিয়া রিফাইন করা হইত, এখনও এই শ্রেণীর কারখানা সুখ্‌চরে ২।৫টা আছে। বৈদ্যবাটীতে আর আদৌ নাই। দেশী নিয়মে দলুয়া, গোঁড় পরিষ্কার করিয়া যে চিনি হয়, তাহাকে "দোবরা" "একবোরা" "পেতে" "চৌফেরা" চিনি বলে। এই সকল চিনিও পরিষ্কার দানাদার চিনি। ইহাদের অনুকরণে মরিশস্ চিনি, চীন দানাদার, জর্ম্মন বিট আবিষ্কৃত হইয়াছে। জাবাচিনি ২।৩ বৎসর হইতে কলিকাতায় আসিতেছে। এই জাবায় অপর্য্যাপ্ত চিনি হয়। জাবাচিনি সমুদয় দেশের চিনির অনুকরণ করিতে পারে। ১৬।১৭ নং জাবা আমাদের দেশের গোঁড় চিনির মত। কলিকাতার কাশীপুরে একটী চিনির কল আছে, এই কলের ২নং গ্রে-মার্কা চিনিও আমাদের দেশের গোঁড় চিনির অনুরূপ। মারিসের দ্বিবিধ চিনি কলিকাতায় আমদানী হয়। (১) শিরা, (২) বীজু। বীজুচিনির সহিত কাশীপুরের ১নং গ্রে'র মিল আছে।

গোঁড়ের ক্ল্যাসের চিনিতে "লাল বাতাসা" হয়। গোঁড় দেশীচিনি, কিন্তু লাল বাতাসা যে গোঁড়েই হইয়াছে, তাহা ধরিবার উপায় নাই। কারণ উহা জাবা ও গ্রে মার্কায় হয়।

খাইবার পক্ষে পেষাচিনি বা কাশীর চিনিই প্রশস্ত, কিন্তু কাশীর চিনি বাছিয়া লওয়া শক্তকথা। মাথাঘসার গলিতে মিছিরীর শুঁটের বাটাচিনি, মান্দ্রাজ পিটি চিনি, চীন পিটী চিনি অবিকল কাশীর চিনির মত। তবে চেষ্টা করিলে ইহাকে বাছাই করা যায়, বোরা ধরিয়া। কাশীর চিনি আড়াইমণী বস্তা এবং গোল বস্তা। ইহা আর নাই বলিলেও হয়। বড়বাজারে শীতল প্রসাদ, খড়্গপ্রসাদ বাবুরাই বরাবর এই চিনি পশ্চিম হইতে আমদানী করিতেন, এখনও কিছু কিছু ইহা আইসে। দর অধিক বলিয়া কেহ লয় না।

দেশীচিনির মিছিরি বঙ্গে আদৌ নাই। এখন কাশীপুরের কলের মিছিরি কিংবা কলিকাতার দেশী লোকের কারখানার মিছিরি সবই কলের চিনিতে প্রস্তুত। মারিশ চিনি, বিট্‌চিনিতে সুন্দর মিছিরি হয়। বিট্‌চিনির সন্দেশ হয়। মারিস, দোবরা এবং একবোরায় অতি সুস্বাদু সন্দেশ হয়।

যশোহর জেলার কোটচাঁদপুর, ২৪ পরগণার গোবরডাঙ্গা এবং নদীয়া জেলার শান্তিপুর সূত্রগড়ে দেশী গোঁড়, দলুয়া অদ্যাপি প্রচুর পাওয়া যায়।

উক্ত চিনি দেশী নিয়মে রিফাইন করিবার ও সুখচরের দোবরা, একবোরা চিনির ২।৫টা কারখানা এখনও আছে। ইহা ভিন্ন আর সবই কলের চিনি। দেশী ও বিদেশী কলের চিনিমাত্রেই পরিত্যজ্য। বিদেশী মেথর স্পর্শে যেমন অশুচি হয়, দেশী মেথর স্পর্শেও তদ্রূপ।

বস্ত্র।

—*—

ঋগ্বেদে বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ আছে। কৌষেয় বস্ত্র শব্দটীর ব্যুৎপত্তি পাণিনির চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত পুস্তক। ইহাদের মতে শতপথ ব্রাহ্মণ পাণিনীর ব্যাকরণ অপেক্ষাও প্রাচীন। এই শতপথেও কৌষেয়বাসের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র অতি প্রাচীন কাল হইতে

রোমক সাম্রাজ্যে ও অন্যত্র রপ্তানী হইত। খৃষ্টজন্মের ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত "এস্থার" (Book of Esther) পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে হিব্রু ভাষাতে "কার্পাস" কথাটি আছে। অতএব ভারতের কাপড় প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সুদূরব্যাপী প্রদেশে প্রচলিত ছিল। বোগ্দাদের খলিফাগণের নিকট ঢাকাই মস্‌লিনের প্রভূত আদর ছিল। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ভারতবর্ষে সূক্ষ্মবস্ত্রের ব্যবহার ছিল। দিল্লির আকবর বাদসাহ তাঁতের কারখানা করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে ১৫ গজ লম্বা এবং এক গজ চওড়া ঢাকাই মস্‌লিনের ওজন হইত ৫ তোলা। এখনও ১০ তোলায় ইহা প্রস্তুত হয়; মূল্য ৩০০৲ শত টাকা।

বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জন্য বরাত দিয়া তিনটী থান প্রস্তুত করান হয়। প্রত্যেকটী ২০ গজ লম্বা, এক গজ চওড়া, ওজন ৯॥ সাড়ে নয় তোলা ছিল। এজন্য শান্তিপুরের এক তাঁতি স্বর্ণপদক উপহার পাইয়াছিল। প্রায় আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে ফ্লেভিয়াস এরিয়ান তাঁহার প্রণীত Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, আরবগণ পাতিয়ালা (Broach) প্রভৃতি স্থান হইতে লোহিত সাগর প্রান্তস্থ আদুলী বন্দরে কার্পাস বস্ত্রের আমদানী করিত। খুব ভাল, কুড়ি গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া মস্‌লিনের থান অঙ্গুরীর ভিতর দিয়া টানিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহা বুনিতে ছয় মাস লাগে। বিখ্যাত পর্য্যটক টাভের্ণিয়ে বলেন যে, পারস্য-সম্রাট শাহসাফির (১৬২৮-১৬৪১ খৃষ্টাব্দে) দূত ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া নিজ প্রভুকে একটী রত্নখচিত নারিকেল উপহার দেন। উহার ভিতর ৩০ গজ লম্বা একটী মস্‌লিনের পাগড়ি ছিল। উহা এরূপ কোমল ও সূক্ষ্ম ছিল যে, ছুঁইলে মনে হইত না যে, কিছু ছুঁইলাম। এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিন পূর্ব্বে ঢাকায় প্রস্তুত হইত, তাহা ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে, দেখিতে পাওয়া যাইত না। সান্ধ্য শিশির হইতে পৃথক করা যাইত না বলিয়া, ইহার নাম ছিল "শব্‌নম" অর্থাৎ সান্ধ্য-শিশির। আর এক প্রকার মস্‌লিনের নাম ছিল "আব্‌-রওয়ান" অর্থাৎ প্রবহমান জল; কারণ, ইহা জলে ফেলিলে অলক্ষ্য হইয়া যাইত। এইরূপ কত কবিত্বপূর্ণ নামের বস্ত্র ছিল। হায়! আমাদের এমন একদিন ছিল যে, সে দিন ভারতবাসীরা প্রতিবৎসর ৫।৭ কোটী টাকার বস্ত্র

বিদেশীকে বিক্রয় করিত। আজ, আমরা ভাবিতেছি, আট কোটী বঙ্গবাসীর কাপড় দেশী তাঁতি সরবরাহ করিতে পারিবে কি না! এই জন্য আমরা আহাম্মদাবাদ, বোম্বাই, ছোটনাগপুরের কলের দিকে চাহিতেছি। তখন কল ছিল না, তাঁতির বাহুবলেই এদেশী লোকের লজ্জা নিবারিত হইয়া, উদ্বৃত্ত ৫ কোটী টাকার বস্ত্র বিদেশীকে বিক্রয় করিয়া ভারতবাসী সে টাকা পাইত। ডিউটী ইত্যাদি তুলিয়া দিলে, ভারতীয় তাঁতির বাহুবলে এদেশী কাপড়ের কলত বিকল হইবে নিশ্চিতঃ, এমন কি, ম্যানচেষ্টারের কলেরও জীবনী লইয়া টানাটানি পড়িতে পারে।

জাহাজ যাতায়াতের দেশে—বাণিজ্যের বন্দরে বন্দরে মানুষ হইতে যে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের মধ্যে তিনটী ভাব দেখিতে পাইবে। (১) দেশী, (২) বিদেশী, (৩) বিদেশীভাবে দেশী। বাঙ্গালীবিবি, কাশীপুরের কিংবা মান্দ্রাজের কলের চিনি, বোম্বাই প্রভৃতি মিলের বস্ত্র, বোম্বাই লবণ প্রভৃতি বিদেশীভাবে দেশী। বাণিজ্যের দেশে আরও দেখিতে পাইবে, এদেশী যে কোন দ্রব্যের রপ্তানী আছে এবং সেই দ্রব্যটীর আমদানীও আছে। যেমন, এদেশে প্রতি বৎসর গড়ে ত্রিশকোটী টাকার বিলাতী বস্ত্র আসে, আবার ভারতীয় বস্ত্র গড়ে ১ কোটী টাকা (বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে) অদ্যাপি বিদেশীকে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। তুলা ভারত হইতে বিদেশে যায় এবং বিদেশ হইতে ভারতে আসে। চামড়া ভারত হইতে যায় এবং বিদেশ হইতে ভারতে আসে। পাট গিয়া চট বা কাপড় হইয়া ভারতে আসে। এদেশী চট বিদেশে যায় এবং বিদেশী চট এদেশে আসে। পড়তার সুবিধা লইয়াই বাণিজ্য। বণিকেরা কিছু লাভ পাইলেই উহা লইয়া যায়, কিংবা এদেশে সুবিধা বোধ করিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিতে প্রস্তুত। শাঁখের করাত যাইতে আসিতে কাটে! একটা দিক ধর—হয় কল কর, নয় তাঁতিকে উৎসাহ দাও। স্বদেশবাসীরা সতর্ক হইলে,এই খেলায় স্বদেশের যে মঙ্গল করিতে পারেন,তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সতর্ক কি? সেই সম্বন্ধে এই বস্ত্র-শিল্পের কথাটাই বলিতেছি। ১৭৬৫ সালে বাঙ্গালার রাজস্ব-সংগ্রহের ভার ইংরাজের হস্তগত হয়। ইহার ৪ বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৭৬৯ সালে কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ তাঁহাদের ১৭ই মার্চ্চের পত্রে কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে "বঙ্গের রেশম প্রস্তুতের ব্যবসায়ীকে উৎসাহিত এবং রেশম-বয়ন শিল্পীকে নিরুৎসাহ করা হউক।" অর্থাৎ তাঁতিকে মার এবং উহার চাষের উন্নতি করাও। একারণ, বঙ্গের

জেলায় জেলায় রেশমের কুঠি ইংরাজেরা স্থাপিত করিলেন। এ সময় আমরা সাবধান হইলাম না!

ইংরাজেরা বিলাতে পশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ইহা পশুলোমে প্রস্তুত হয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ভারতের কার্পাস বস্ত্রের প্রথম পরিচয় পান। তৎপরে ভারতের তাঁতের প্রচুর বস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরেই ইংরাজরাজ বুঝিলেন, ভারতীয় বস্ত্রের জন্য বিলাতী পশুলোমের বস্ত্রের অবনতি ঘটিয়াছে। রাজা সতর্ক হইলেন। ইহার ফলে, ১৭২০ হইতে ১৭২৮ অব্দের মধ্যে ভারতীয় কার্পাস বস্ত্রাদির ব্যবহার তথায় আইন-অনুসারে নিষিদ্ধ হইল। ভারতীয় বস্ত্রের উপর শতকরা ৬০৲ টাকা ডিউটী করা হইল। ভারতীয় তাঁতির গলা টিপিয়া ধরা হইল। সর্ব্বদেশেই এই নিয়ম যে, শস্তার দ্রব্য বন্ধ করিতে গেলে, প্রজারা আপত্তি করে। বিলাতী প্রজারা এজন্য তুমুল আন্দোলন করিল। তাহারা বলিল, ভারতীয় বস্ত্র শস্তা, বিলাতী কাপড়ের মূল্য অধিক; আমরা দরিদ্র, শস্তা পরিত্যাগ করিয়া মহার্ঘ বস্ত্র লইব না। কিন্তু প্রজার কথা রাজা শুনিলেন না। যদি শুনিতেন, তাহা হইলে বিলাতী বস্ত্রের কল ইত্যাদি হইতে বিলম্ব ঘটিত। শিশুর সঙ্গত আব্দার পিতা শুনিয়া থাকেন, অসঙ্গত আব্দার গ্রাহ্য করেন না; কেন না, শিশুরা পরিণামদর্শী নহে। রাজা ও পিতা নিশ্চিত পরিণামদর্শী; কাজেই রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। ইহার ফলে, ওয়াট্, কে, হারগ্রীভস এবং আর্থরাইট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ নূতন যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া বস্ত্র-বয়নের ব্যয় অনেক কমাইয়া দিলেন এবং ১৭৩৬ অব্দে পূর্ব্বোক্ত আইনের ডিউটী কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ৪০৲ করা হইল। তাহার পর, ১৭৬০ হইতে ১৭৭০ সালের মাঝামাঝি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের প্রতিজেলার বস্ত্রের নমুনা-সংগ্রহের জন্য ৬ লক্ষ টাকা ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট দিলেন। ফলে, ভারতীয় সমুদয় বস্ত্রের নমুনা মাঞ্চেষ্টারে গেল। এ সময় ইংলণ্ডের কলকারখানার উন্নতির মুখ। ভারতীয় বস্ত্রের নমুনা পাইয়া, ২৪ বৎসর পরে মাঞ্চেষ্টারের কাপড় ভারতে দেখা দিল। ১৭৯৪ সালে ১৫৬০৲ টাকার বস্ত্র ভারতে আসিল, ১৭৯৫ সালে ৭১৭০৲, ১৭৯৬ সালে ১১২০৲, ১৭৯৭ সালে ভয়ানক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ২৫ হাজারে উঠিল। তৎপরে ক্রমেই বৃদ্ধি, ১৭৯৮ সালে ৪৪৩৬০৲, ১৭৯৯ সালে ৭৩১৭০৲, ১৮০০ সালে ১৯৫৭৮০৲, ১৮০১ সালে ২১২০০০৲, ১৮০২ সালে ১৬১৯১০৲, ১৮০৩ সালে ২৭৮৭৬০৲, ১৮০৪ সালে ২৯৩৬৭০৲, ১৮০৫ সালে ৩১৯৪৩০৲, ১৮০৬ সালে ৪৮৫২৫০৲, ১৮০৭ সালে ৪৬৫৪৯০৲,

১৮০৮ সালে ৬৯৮৪১০৲, ১৮০৯ সালে ১১৮৪০৮০৲, ১৮১০ সালে ৭৪৬৯৫০৲, ১৮১১ সালে ১১৪৬৪৯০৲, ১৮১২ সালে ১০৭৩০৬০৲, ১৮১৩ সালে ১০৮৮২৪০৲, টাকা মূল্যের বিলাতী বস্ত্র ভারতে আসিল।

১৮২৩ সালে হেনরি সেণ্টজর্জ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইনি কোম্পানির একজন ডিরেক্টর ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। ইনি তাঁহার লিখিত পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন "ভারতের সংস্রবে আমরা যে বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে ভারতীয় কার্পাস এবং রেশমী বস্ত্র আমাদের দেশের বাজার হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিয়াছি। ভারতের তূলা একটী প্রধান কৃষি। উক্ত তূলায় আমরা শতকরা ৬৭৲ টাকা শুল্ক বসাইয়া "প্রবেশ নিষেধ" বলিয়া দিয়াছি। এখন আমরা উৎকৃষ্ট কলের সাহায্যে সুলভে মাল তৈয়ারী করিয়া ভারতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা যেন সুস্পষ্ট ভাষায় এসিয়াবাসীকে বলিতেছি "আমরা যাহা পাঠাইব, তাহা তোমরা ক্রয় করিতে বাধ্য।" এইরূপ মনস্বী ইংরাজ অনেকেই সময়ে সময়ে ভারতবাসীর চক্ষু ফুটাইবার অনেক কথা অনেক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গের লোক জমিদারী এবং চাকুরী পাইয়া ব্যবসায় বিষয়ে যেন উদাসীন হইলেন, কিন্তু ভারতের অন্যান্য স্থানের লোকেরা এতদূর নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। বোম্বাই এবং নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশে এজন্য ঘোর আলোচনা বরাবর হইয়াছিল। তাহার ফলেই ঐ সকল প্রদেশগুলিতে কলকারখানার কার্য্য বিস্তৃত হইয়াছে। বহুদিন পরে বঙ্গ জাগিয়াছে। ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে, কালে নিশ্চিত ইংলণ্ডের মত ওয়াট, কে, হারগ্রাভসের মত লোক এদেশে জন্মিয়া দেশী তাঁতের উপকার করিবেন। স্মরণ রাখিবেন, তাঁতের উন্নতি হইয়া ক্রমে কল হইবে। ইংলণ্ডে তাই হইয়াছে, অতএব উপস্থিত আমরা কল চাই না।

নাগপুর এম্প্রেস মিল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ পার্শী বণিক্ জম্‌সেটজী নসরোয়ানজী টাটা এই বস্ত্রকলের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মূলধন ৫০০৲ টাকা হিঃ ৩০০০ হাজার অংশে বিভক্ত হইয়া মোট ১৪ লক্ষ টাকা ধার্য্য হয়। মধ্য-ভারতের নাগপুর সহরে এই কল স্থাপিত হয় এবং ১৮৭৭ সালে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়।

প্রথমে ১৫,৫৫২ (Throstle Spindle) থ্রসেল ও ১৪,৪০০ মিউল চরকা (Mule Spindle) ও ৪৫০টী তাঁত Loom লইয়া ইহার কার্য্যারম্ভ হয় এবং একটী ৮০০ ঘোড়ার ক্ষমতাশালী এঞ্জিনের দ্বারায় উহা চালিত হয়। এই মিলের কাজে গত কয়েক বৎসরে যে পরিমাণে লাভ হইয়াছে, তাহা ভারতের কাপড়ের কলের ইতিহাসে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

গত ২৯ বৎসরের মধ্যে এই কোম্পানি লাভের অংশ হইতে একত্রিশ লক্ষ সাতাশী হাজার পাঁচশত টাকা মূলধন বৃদ্ধি করিয়াছেন। অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ সুদের হিসাবে (Dividend) এক কোটী তেত্রিশ লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার তিন শত একাশী টাকা দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন রিজার্ভ ফণ্ড, ইন্সিওরেন্স ফণ্ড, কর্ম্মচারীদিগের পেন্সন ফণ্ড ও প্রভিডেণ্ড ফণ্ড প্রভৃতিতে সর্ব্বসমেত নগদ ৩৩ লক্ষ ২১ হাজার ১৮৪ টাকা মজুত আছে।

এই মিল স্থাপন-কাল হইতে গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এই মিলে ১ কোটী ৯৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৯ টাকা লাভ হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার সাবেক মূলধনের ১৩ গুণ লাভ হইয়াছে।

এই মিলে যাঁহারা প্রথম ৫০০ টাকার এক একটি অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহার নূতন অংশ ও সুদ বাবত ৯,২১৬ টাকা পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ৫০০ টাকার অংশে ২০০০ টাকার নূতন অংশ পাইয়াছেন। একুনে বর্ত্তমান বাজার দরে প্রতি অংশের হিসাবে ৪,৭৭৩ টাকা ও সুদ (Dividend) বাবদ ৪,৪৪৪ টাকা, মোট ৯,২১৬ টাকা পাইয়াছেন। এই কোম্পানি নাগপুরে ২৬৪ বিঘা জমী খরিদ করিয়াছে। মিল, গুদাম, আফিস, কর্ম্মচারীদের থাকিবার বাসস্থান, বিক্রয়ঘর, ধোলাই ও রঙ্গের কারখানা প্রভৃতি ৬৭৪৪৫৯ ঘন ফুট (Square feet) জমীর উপর স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থানে তুলার স্পিনিং ও প্রেস আছে।

এই কোম্পানির স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১৭,৯৬,০৭২ টাকা। এই কোম্পানি পুরাতন সমস্ত কল বদলাইয়া নূতন কল বসাইয়াছেন। এক্ষণে এই মিলে ৭৪৯২৪ Ring Spindle চরকা ও ১৩৮৪টি Loom তাঁত আছে এবং দুইটী এঞ্জিন ২৪০০ ও ৩৭৫ I H. P. ঘোড়ার শক্তিযুক্ত এবং "৮×৩০" ফিট ১২টী ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার আছে। ইহা ছাড়া নানা প্রকার ধোলাই করিবার, রঙ্গ করিবার ও ফিনিশ করিবার যন্ত্র আছে। এই সকল অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৪৪,৮৬,

৮৪৯ টাকা। গত বৎসর সূতা ও কাপড়ে মোট ১৬০৪৯২৬৬ পাউণ্ড ওজনের মাল প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মিলে প্রতিদিন ৪৩০০ লোক কার্য্য করে। তূলার মরসুমে ইহার জিনিং ফ্যাক্টরীতে প্রতিদিন ৪৩০ জন কুলি কার্য্য করে। এই কোম্পানী তূলা খরিদ করিবার নিমিত্ত ৬টী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আড়ত স্থাপন করিয়াছেন এবং উহাতে প্রতিদিন ১২০ জন লোক কার্য্য করে। মিলের মাল বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভারতের নানা স্থানে ২৮টী আড়ত আছে। এই মিল সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আশা করি, বঙ্গের ব্যবসায়ী ও জমিদারগণ এই কলের অধিকারীদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক নিজ নিজ শক্তি অনুসারে বঙ্গে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নপর হইবেন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন—বোম্বাই।

টাকু ও চরকা।

সকল সভ্যদেশের ইতিহাসেই দেখা যায়, প্রথমে টাকুতেই সূতা কাটা হইত। বিলাতের কেন—সমগ্র ইউরোপের—রমণীরা টাকুতেই সূতা কাটিতেন। বিলাতের অবিবাহিতা রমণীদের পক্ষে সূতাকাটাই প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই জন্যই ত এখনও অবিবাহিতা রমণীর নাম "স্পিন্‌ষ্টার" বা "সূতা-কাটুনী।" সার জর্জ্জ কক্স প্রভৃতি ইতিবৃত্ত-বিশারদ পণ্ডিতেরা বলিতেছেন,—"বিলাতের সকল ঘরের রমণীরাই টাকুতে সূতা কাটিতেন। মসীনার ছালের ছালটী সূতা বিলাতে বহুকাল হইতেই প্রস্তুত হইতেছে; তূলাও বিলাতে ভারত, চীন হইতে আসিত। কিন্তু প্রথম আমলে সূতাকাটার জন্য টাকু ভিন্ন অন্য যন্ত্র ছিল না, পরে ভারত হইতেই চক্র-যন্ত্র বিলাতে আনীত হয়! সেই চক্র-যন্ত্রই বরাবর চলিয়াছিল। বড় বড় লর্ডের ঘরেও মেয়েরা চক্রে সূতা কাটিতেন। এখনও কোন কোন ঘরে পুরাতন চক্র-যন্ত্র বা চরকা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এ চক্রে সূতা কাটা হয় না; কিন্তু লোকের ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি হয়।"

টাকু অনেকেই দেখিয়াছেন। পাথরের চাকী বা মাটীর চাকী, মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম ছিদ্র, ছিদ্রে সরু মসৃণ একটী শলাকা; ইহাতেই হইল টাকু। এখন

জালিকদিগের হাতে টাকু দেখিতে পাওয়া যায়, মাছধরা জালের সূতা এই টাকুতে প্রস্তুত হয়। এখনও অনেক গ্রামের ব্রাহ্মণ-মহিলারা পৈতার জন্য টাকু দিয়া সূতা প্রস্তুত করেন। এখনও দেখিবেন, অনেক ব্রাহ্মণের বাগানে বা উঠানে দুই পাঁচটী কার্পাসবৃক্ষ তূলা দিতেছে; ঐ তূলায় ব্রাহ্মণকন্যারা টাকু দিয়া সূতা কাটিতেছেন; ঐ সূতায় পৈতা হইতেছে।

টাকু এখন সহরেও জালিকহস্তে দৃষ্ট হয়। চরকা বা চক্র-যন্ত্র এখন সহর অঞ্চলে—পশ্চিম বঙ্গের সভ্যনগরে—দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের চিরসভ্য দেশেও প্রথমে টাকুর চলন হয়, পরে চরকার চলন হইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন গ্রামে এখনও টাকু চরকায় সূতা হয়, সেই সূতায় তন্তুবায়েরা কাপড় প্রস্তুত করিয়া দেয়। পশ্চিমবঙ্গের—বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে এখন দুই একটী গৃহে চরকা না দেখিতে পাই, এরূপ নহে। সাওতাঁল পরগণার সাওতাঁল রমণীরা একপ্রকার যন্ত্রে সূতা কাটে, তাহা টাকুও নহে, চরকাও নহে; দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ। তাহাতেও সূতাকাটা বেশ চলে।

চরকা বা চক্র-যন্ত্রও টাকুর কল। চাকীতে সানা বসাইলে টাকু হয়। ঢাকা অঞ্চলে যাহারা পূর্ব্বে ঢাকাই কাপড়ের জন্য অতিসূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিত, তাহাদিগকে অতি সূক্ষ্ম শলাকাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাকুর সাহায্য লইতে হইত। চব্বিশ পরগণার—গোবরডাঙ্গা, ইচ্ছাপুরের যাঁহারা এখনও অতিসূক্ষ্ম পৈতা প্রস্তুত করেন, তাঁহাদিগকেও সূক্ষ্ম টাকুতে সূতা কাটিতে হয়। একটা পৈতা একটা এলাচের ভিতর থাকে; বুঝুন, কিরূপ সূক্ষ্ম সূত্রে ঐ পৈতা প্রস্তুত হয়। বলিয়াছি, চরকাও এক প্রকার টাকুযন্ত্র। বস্তুতঃ টাকুর শলাকা হাতের পাকে না ঘুরিয়া, চরকার পাকে ঘুরে; তাই চরকায় বা চক্র-যন্ত্রে সূতা প্রস্তুত হয়।

চরকা নানাস্থানে নানারূপ। আমাদের নিম্নবঙ্গে দেখিয়াছি, কাষ্ঠনির্ম্মিত ছোট-কাটামোর উপর একটী গোলাকার কাষ্ঠপিণ্ড বা কাষ্ঠগোলক ঘুরিতেছে। এই গোলক সংসৃষ্ট এক হাতলে হাত দিয়া, চরকা বা ঐ চক্র ঘুরাইতে হয়। চক্রের একদিকে টাকুর শলাকার মত অতি সূক্ষ্ম শলাকা থাকে। সেই শলাকার মুখে তূলার পাঁজ ধরিয়া দক্ষিণহস্তে চরকায় পাক দিতে হয়, আর বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর টিপে তূলার পাঁজ ধরিয়া, ক্রমশঃ বামহস্ত বিস্তৃত করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে তূলার ভিতর হইতেই সূতা বাহির হইতে থাকে। প্রতিবার

যে সূতা বাহির হয়, প্রতিবারেই তাহাকে চরকার টাকু-যন্ত্রেই জড়াইয়া দিতে হয়। দক্ষিণহস্তের চক্র চলিলেই সকল কার্য্য অতিশীঘ্র সম্পন্ন হয়।

এই যে চক্র-চালন ও সূত্র-নিঃসারণ, ইহা বড়ই কৌশলের কার্য্য। সূতা-কাটা যে অতীব সুকুমার শিল্প, তাহা সকল দেশেই চিরদিন স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে! মিশরের রাজকন্যাদিগকেও সূতা কাটিতে হইত। বিলাতের লর্ড-সংসারেও যে সূতাকাটা চলিত, তাহা এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত। এই সূতাকাটাই আমাদের দেশে "কাট্‌না-কাটা।" গৃহস্থমহিলারা টাকু বা চরকায় সূতা কাটিয়া দিতেন, তন্তুবায় কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক লইয়া সেই সূতায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত। সেই বস্ত্রে গৃহস্থ পরিবারের বস্ত্রাভাব ঘুচিত। গৃহকার্য্যের পর বাড়ীর গৃহিণী—ঝী, বউ লইয়া বসিতেন, কেহ সূতা কাটিতেন, কেহ তন্তু-যুক্ত ধনুকে তূলা ধুনিতেন, কেহ হাতে করিয়া তূলা পিঁজিতেন, কেহ পেঁজাতুলা লইয়া নাতি-স্থূল, নাতি-সূক্ষ্ম, নাতি-দীর্ঘ, নাতি-হ্রস্ব কোমল পাঁজ পাকাইতেন। এই পাঁজ পাকানও একটী সুকুমার শিল্প। তুলা ভাল ধোনা না হইলে, ভাল পাঁজ হয় না। যাঁহার শিক্ষা নাই, কৌশল নাই, তিনি ভাল নরম পাঁজ পাকাইতে পারেন না।

টাকুতেই হউক, আর চরকাতেই হউক, সূতা কাটিবার সময়ে সূতায় হাত ক্রমেই ঘামিয়া উঠে। এই জন্যই সেকালের কাটুনীদিগকে কোমল ফুলখড়ি কাছে রাখিতে হইত; আর মধ্যে মধ্যে সেই খড়িতে হাত দিয়া, হাতের ঘর্ম্মের নিবৃত্তি করিতে হইত। এখন আপিশের কেরাণীরা বিলাতী পাউডার দিয়া ঘর্ম্ম নিবৃত্তি করেন। তখন পাউডার ছিল না, ফুলখড়িতেই কার্য্য সম্পন্ন হইত। যাহারা সূতাকাটা কৌশলে সুদক্ষ হইত না, তাহারা ক্রমাগতই খড়ী নষ্ট করিত। এই জন্যই প্রবাদ আছে, "কু-কাটুনী যে, খড়ী খায় সে।"

একখানি চরকা থাকিলে, সেকালে একটী বিধবা নিজের ও পিতৃহীন সন্তানগণের ভরণপোষণ চালাইতে পারিতেন। সধবারাও কাট্‌না কাটিয়া, দশ টাকার সংস্থাপন করিতে পারিতেন। এরূপ শিল্প আর নাই। আবার না হয় কেন? যে দেশে লোকের অভাব, সেই দেশের পক্ষেই কল একান্ত উপযোগী। ভারতের মত ত্রিশকোটি লোকের দেশে যদি আবার ঘরে ঘরে চরকা চলে, তাহা হইলে ত আর ভাবনা থাকে না!

স্বদেশী বস্ত্র প্রাপ্তিস্থান।

গত মাসে "স্বদেশী দ্রব্য প্রাপ্তিস্থান" নামক প্রবন্ধের মধ্যে দেশী-কাপড় প্রাপ্তিস্থান দিয়াছিলাম। ক্রমে ইহা সংগ্রহাধিক্য হইতে লাগিল, অতএব এজন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ করিলাম। যখন প্রতিজ্ঞার শব্দ উঠে নাই, মহাজনবন্ধু তৎপূর্ব্বেই বলিয়াছিল, "আমাদের জেলায় জেলায় কি কি দ্রব্য হয় এবং উহা বাণিজ্যের উপযুক্ত কি না, ইহার সন্ধান আমরা রাখি না; এজন্য বাঙ্গালা ভাষায় ডাইরেক্টারী একখানিও নাই। ইংরাজীতে আছে; কিন্তু আমাদের ঘরের সংবাদ আমরা একত্র সংগ্রহ করিলে যেমনটী সুন্দর হইবার আশা করা যায়, ইংরাজের সংগ্রহে সে আশা নাই। আমাদের জাতীয় ভাষায় বড় বড় সংবাদপত্র জেলায় জেলায় হইয়াছে। এ সময় চেষ্টা করিলে সহজে আমরা জেলার ডাইরেক্টারী প্রস্তুত করিতে পারি।" (মহাজনবন্ধু, আষাঢ় ৭২ পৃষ্ঠা।)

এই কথা বলিবার পর স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের "প্রতিজ্ঞার" একটী ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ের শব্দ শুনিয়া ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাগ্রত হইল। এখন প্রতি জেলার সম্পাদক মহোদয়েরা দরিদ্র মহাজনবন্ধুর কথা শ্রবণে নহে,—স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া প্রতি জেলার শিল্প ও ব্যবসায় সন্ধানে উৎসুক হইয়াছেন। আশা করা যায়, এ সময় আমাদের জাতীয় ডাইরেক্টারী প্রস্তুত হইবে। কেহ না করেন, অন্ততঃ ক্ষুদ্র মহাজনবন্ধু ক্রমশঃ ইহা সংগ্রহ করিবে, সে অনুকূল বায়ু অঙ্গে স্পর্শ করিয়াছে।

আজ যেন আমাদের অনেক পূর্ব্বকথা "জীবন্ত" হইয়া উঠিয়াছে। কি আনন্দের দিন! আমরা প্রাত্যহিক ঈশ্বরোপাসনার পরে মাকে বলিতাম, "মা এদেশী সমস্ত সংবাদপত্রকে কৃষিশিল্পের কাগজ ক'রে দে' মা! আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর মা।" কেবল উপাসনায় নহে, এই সকল কথা বহুবার বহুভাবে লেখা হইয়াছে। সন ১৩০৮ সাল, মাঘ মাসের "মহাজনবন্ধু" এই কথা বলিয়াছে,—"আমাদের মফঃস্বলস্থ সহযোগী মহাশয়েরা যদি স্ব স্ব স্থানের কৃষিশিল্প এবং কল-কারখানা গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ঐ সম্বন্ধে লেখনী পরিচালিত করেন, তাহা হইলে বাস্তবিক এদেশের কার্য্য করা হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ মাসিক-পত্র এবং পত্রিকাগুলিতে "বাজে গল্প" এবং "ছড়া কাটান" হইয়া থাকে। সাধারণের উৎসাহেই সাহিত্যে এই সকল আগাছা

জন্মিয়াছে। পূর্ণ উৎসাহে এদেশী কৃষি-শিল্পের দিকে অন্ততঃ ২০,০০০ হাজার লোকের মতি-গতি যদি ফিরান যায়, তাহা হইলে সাহিত্যের আগাছা ঘুচিবে, দেশ নবজীবন পাইবে,—বাঙ্গালাদেশ "কাজের জমি" হইবে। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা ভাষার প্রচার চাই। কলম্বো, এডেন, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালা ভাষার প্রচার করিতে হইবে, এবং উহাদের ভাষা আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে। এজন্য মহাজনবন্ধু "জাপানী ভাষা" "তেলেগু ভাষা" প্রভৃতির "ওয়ার্ডবুক" সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়াছে এবং এখনও উক্ত কাজ করিতে প্রয়াসী রহিয়াছে। এদেশী লোকে কিন্তু এখন মহাজনবন্ধুর এই অংশ গ্রহণ করেন নাই। ইহা দ্বিতীয়াবস্থার কথা। সে অবস্থা এখন এদেশে হয় নাই। ঘর রক্ষা হইলে, ঘরের মাল যখন বৃদ্ধি হইবে, যখন উহা বিক্রয় না করিলে চলিবে না, তখন এদেশী লোকে বহির্ব্বাণিজ্যের পথ অনুসন্ধান করিবে। তখন দেখিবে, (সিংহল সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীরাজার কল্যাণেই প্রতিষ্ঠিত হয়, নতুবা তৎপূর্ব্বে উহা অসভ্যদিগের রাজত্ব ছিল; ১ম বর্ষের উদ্বোধনে "বিলাত-যাত্রীর পত্র" প্রবন্ধ দেখুন।) মহাজনবন্ধুর কথার অর্দ্ধেক ফল হইয়াছে। দেশের সর্ব্বসাধারণে আজ কৃষি-শিল্পের আন্দোলন করিতেছে। এখন বাধ্য হইয়া যদি এদেশী সম্পাদক মহোদয়েরা কেবল কৃষি, শিল্প, কল-কারখানা, ব্যবসায়, বাণিজ্যের কথা আন্দোলন করেন, তাহা হইলেও এই প্রতিজ্ঞা কিছুদিন স্থায়ী হইবে।

যাহা হউক, এখন কাজের কথা বলি। গত ৩০শে ভাদ্র কাটোয়া হইতে প্রকাশিত 'প্রসূন' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এ পথ প্রথম ধরিয়াছে, এজন্য সুমনাকে (প্রসূনকে) আমরা আন্তরিক শতসহস্র ধন্যবাদ দিতেছি।

প্রসূন বলিতেছেন "কাটোয়ার নিকট কোন্ কোন্ স্থানে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহার তালিকা"।—ইহার মধ্য হইতে কেবল বস্ত্রের তালিকা নিম্নে মুদ্রিত হইল।

(১) দাঁইহাটের তসর বিখ্যাত। এরূপ সুন্দর টেঁকসই তসর-কাপড় ভারতের আর কোন স্থানে প্রস্তুত হয় কিনা সন্দেহ। মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে এই দাঁইহাটজাত তসর প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয়। মূল্যের তারতম্য অনুসারে তসর ভাল মন্দ হইয়া থাকে। ৫৲ টাকা মূল্য হইতে ১০৲ টাকা মূল্যের তসর পাওয়া যায়। তসরের কাপড়, চাদর এবং জামা, কোট ও চোগা, চাপকানের উপযুক্ত থান পাওয়া যায়।

(২) মুস্তলী।—এখানকার তন্তুবায়গণ দাঁইহাটের ন্যায় তসর-কাপড় প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা ছাড়া সূতার কাপড়ও তৈয়ারী করিতে পারে। ২০ নং সূতা হইতে ২০০ নং সূতার কাপড় পর্য্যন্ত ইহারা অনায়াসে প্রস্তুত করে। ৫০।৬০ নং সূতার একটু মোটা আঁসের ধুতি, শাড়ি প্রভৃতি বস্ত্র ১৸০ সিকা হইতে ২৲ মূল্যে দিতে পারে। ঐ সকল কাপড় বেশ টেঁকসই হয়।

(৩) চাণ্ডুলী।—চাণ্ডুলীর তন্তুবায়গণ সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের জন্য প্রসিদ্ধ। ১০ নং সূতার বিছানার চাদর হইতে ২০০ নং সূতার অতি সূক্ষ্ম ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত করিয়া থাকে। এখানে একটী কারিকর তাঁতে জামা ও পাজামা প্রস্তুত করিত। আজকাল গেঞ্জিফ্রকের কল আনিবার জন্য দেশের লোক ব্যস্ত, কিন্তু এক সময়ে চাণ্ডুলীর এই নিরক্ষর শিল্পী তাহার হাতের তাঁতেই গেঞ্জিফ্রকের অনুরূপ জামা প্রস্তুত করিত। কলিকাতার মহামেলায় তাঁতের এই জামা, পাজামা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত শিল্পী পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই অন্ধদেশে ইহার আদর না হওয়াতে শিল্পীর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পও লোপ পাইয়াছে। চাণ্ডুলীর বস্ত্র-শিল্পের যে প্রকার উন্নত অবস্থা, তাহাতে তন্তুবায়গণ উৎসাহ পাইলে ১৷৷০ টাকা মূল্য হইতে ৬৲ টাকা মূল্যের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে।

(৪) নিরোল।—এখানে অনেকগুলি তন্তুবায়ের বাস। গ্রামে প্রবেশ করিলে মনে হয়, বুঝিবা এদেশ হইতে এখনও বস্ত্র-শিল্পের লোপ হয় নাই। অনেকগুলি তন্তুবায়-পরিবার শুদ্ধ বস্ত্র বয়ন করিয়া বেশ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। নানা প্রকার সূক্ষ্ম ধুতি ও শাড়ি প্রস্তুত হয়। এখানকার সাধারণতঃ বস্ত্রের মূল্য বিলাতি বস্ত্র অপেক্ষা কম, কিন্তু নিরোলের তন্তুবায়গণের একটী দোষ আছে। তাহারা যে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা বেশী দিন টেঁকসই হয় না। নিতান্ত অল্প মূল্যের সরু সূতার খুব অল্প জমায়, এই সকল বস্ত্র তৈয়ারি করিয়া থাকে, এই জন্যই কাপড়গুলি তত বেশী টেঁকসই হয় না। নিরোলের তন্তুবায় সম্প্রদায়কে আমরা অনুরোধ করি, তাহারা যেন শুধু ফাঁকির উপরে কাজ করিতে চেষ্টা না করে। তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রগুলি টেঁকসই হইলে তাহাদের বস্ত্র এদেশে বিক্রয় হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের প্রচুর অর্থলাভ হইবে।

(৫) সোনাকুন্ডি।—সরু মোটা নানা প্রকারের বস্ত্র এখানে প্রস্তুত হয়। দেশের লোকদিগের দ্বারা উৎসাহিত হইলে, এখানে অনেক কাপড়

পাওয়া যাইতে পারে। ৫০।৬০ নং সূতার কাপড় ১ জোড়ার মূল্য ২৲ টাকার বেশী নহে, অথচ বেশ টেঁকসই হয়।

(৬) লোহারুন্ধি।—আমরা অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছি যে, এখানে তন্তুবায়গণ ৫০।৬০ নং সূতার যে ধুতি ও শাড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা বিলাতী কাপড় অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং মূল্যও কম।

(৭) কুলাই।—এখানকার তন্তুবায়গণ এক সময়ে কেবলমাত্র বস্ত্রবয়ন করিয়াই বেশ সমৃদ্ধ অবস্থার লোক ছিল। যখন গ্রামে কার্পাসের চাষ হইত, তখন গৃহস্থগণ চরকায় কার্পাসের সূতা তৈয়ারী করিয়া তন্তুবায়গণের নিকট ঐ সূতার কাপড় তৈয়ারী করিয়া লইতেন। ইহাতে তন্তুবায়গণের বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন হইত। কিন্তু আজকাল বিলাতী বস্ত্রের প্রবল প্রতিযোগিতায় তন্তুবায়গণের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। এখন এখানকার তন্তুবায়গণ কেবলমাত্র গামোছা বয়ন করিয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যদি অন্ততঃ ২০৲ টাকা করিয়া মূলধন পায়, তাহা হইলে ইহারা বিছানার চাদর, মশারির থান এবং ৫০।৬০ নম্বরের সূতার ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত করিতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, তন্তুবায়গণকে সূতা ও মজুরি দিয়া কাপড় বয়ন করিয়া লইলে, একজোড়া বেশ টেঁকসই ধুতি ১৸৶০ আনায় পাওয়া যায়।

(৮) খেঁরো।—এখানকার তন্তুবায়গণ সাধারণতঃ মোটা সূতার কাপড় তৈয়ারী করিয়া থাকে। দোসুতির মোটা বিছানার চাদর, মশারির থান, গামোছা, লেপের ও তোসকের গজি থান প্রভৃতি বস্ত্র এখানে প্রস্তুত হয়। ৫০।৬০ নম্বরের সূতার কাপড় এখানেও প্রস্তুত হইতে পারে। মূলধনের অভাবে এবং ক্রেতার অভাবে তন্তুবায়গণ এই সকল বস্ত্র বয়ন করিতে সাহস করে না। শুনিয়া সুখী হইলাম, খেঁরোর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন তন্তুবায়কে ২৫৲ টাকা মূলধন দিয়াছেন এবং জন কয়েককে প্রয়োজনমত মূলধন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তন্তুবায়গণ যাহাতে নানাপ্রকার ধুতি, শাড়ী বয়ন করে, তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন।

(৯) গুড়পাড়া।—মোটা ২০ নং সূতার বস্ত্র, গামোছা, বিছানার মোটা চাদর, মশারির থান এবং লেপের ও তোসোকের থান এখানে প্রস্তুত হয়। তন্তুবায়গণ নিঃস্ব। মূলধন পাইলে, ইহারা শাড়ী ও ধুতি প্রস্তুত

করিয়া দিতে পারে। বিলাতী মশারির থান এবং লেপ, তোসোকের হরেক রকম রংদার ছিট অপেক্ষা এখানকার তৈয়ারী মশারি ও লেপ, তোসোকের থান বেশী টেঁকসই।

(১০) চুরপুনি।—মোটা সূতার নানাপ্রকারের বস্ত্রাদি এখানে প্রস্তুত হয়। গ্রাহকগণ উৎসাহ দিলে সকল রকম কাপড়ই প্রস্তুত হইতে পারে।

(১১) শিড়পাড়া।—এখানে মোটা ও সুক্ষ্ম সূতার সকল প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ৫০ নম্বরের সূতার যে ধুতি তৈয়ারী হইয়া থাকে, তাহা বিলাতী রেলি ব্রাদার্সের লাট্টুমার্কা কাপড় অপেক্ষা টেঁকসই ও মূল্যেও সুলভ। আজকাল বিলাতী ৩৲ মূল্যের ১ জোড়া কাপড় অনেক ভদ্রলোককে ক্রয় করিতে দেখা যায়। সে কাপড়গুলি ৩।৪ মাসের মধ্যে ছিঁড়িয়া যায়, কিন্তু ৩৲ মূল্য দিয়া শিড়পাড়া প্রভৃতি স্থলের কাপড় লইলে কাপড়ও বেশ সুন্দর হয় এবং এক বৎসরকাল স্থায়ী হয়।

(১২) পালিটা।—মোটা সূতার গামোছা, কাপড়, মশারির থান, ১০ নং সূতার মোটা বিছানার চাদর এখানে প্রস্তুত হয়। মোটা সূতার খুব লম্বা মোটা চাদর এখানে তৈয়ারী হয়। এই চাদর পরস্পরের সঙ্গে সেলাই করিয়া সংযোগ করিলে, দীর্ঘকাল স্থায়ী বেশ সামিয়ানা প্রস্তুত হইতে পারে।

(১৩) পোষ্ট বড়বাজার, ৮ নং সূতাপটী ; কলিকাতা।—শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর সুকুল, ১০ নং হইতে ৪০ নং পর্য্যন্ত দেশী সূতা বিক্রয় করেন। অর্ডার পাইলে ইহাপেক্ষাও অধিক নম্বরের দেশী সরু সূতা দিতে পারেন।

(১৪) পোষ্ট কুমিল্লা, শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ পাল। কুমিল্লার বাজারে নানাবিধ দেশী ছিটের বস্ত্র পাওয়া যায়, বিশেষতঃ "ময়নামতি" দেশী ছিট্ সুন্দর দেখিতে। ইহাতে জামা হইবে।

(১৫) পোষ্ট কানপুর, "কানপুর উলেন্ মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড"। কলিকাতার এজেন্সি নিউ চিনাবাজার ষ্ট্রীট্ ও ১২৩।১২৪ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট্।—এই কলের ফ্লানেল, সার্জ্জ, টুইড, বনাত, পটি, নমদা, লুই, কম্বল, ট্রেভেলিং রগ, বার্নিল উল, হর্সক্লদিং বা ঘেরাটোপ, সক্ বা হাফষ্টকিং ইত্যাদি পশমী দ্রব্য পাওয়া যায়।

(১৬) পোষ্ট দোগাছি, জেলা পাবনা।—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সাহার নিকট পত্র দিলে, তিনি তথাকার সাড়ি, ধুতি এবং বিছানার চাদর সরবরাহ করিবেন।

স্বদেশী দ্রব্য প্রাপ্তিস্থান। *

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

১১। পোষ্ট টালিগঞ্জ, সাহাপুর, কলিকাতা স্বর্গীয় জগদীশ ঘটকের আবিষ্কৃত ধানভানা ও চাউল ছাঁটান কল বিক্রয় হয়। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুরপতি ঘটক এখন সত্ত্বাধিকারী।

১২। পোষ্ট হাবড়া হইয়া সালিখা, শ্রীযুক্ত রাখালদাস সাধুখাঁর আবিষ্কৃত চাউলছাঁটা কল পাওয়া যায়।

১৩। পোষ্ট ত্রিভেন্দাম, মান্দ্রাজ; আর্টস্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট,—এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে। ইহাদের নিকট কলার আঁশ বাহির করিবার কল পাওয়া যায়। মূল্য ৯৷৷০ নয় টাকা আট আনা। প্রত্যহ এই কলে অর্দ্ধসের হইতে /১ সের আঁশ বাহির হয়। এটো কলার গাছ হইতেই অধিক আঁশ বাহির হইয়া থাকে। বঙ্গবাসী।

১৪। পোষ্ট কুমিল্লা, "প্রতিনিধি" পত্র-সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে, তিনি হাল্কা বাঁশের ছাতা অতি অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া দিবেন। ইনি সংবাদ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামক স্থানে ৪।৫টী ছাতার কারখানা আছে। ত্রিপুরার পর্ব্বতে ছাতার বাঁটের বাঁশ হয়, তাহা কলিকাতায় আমদানী হইয়া দেশী ছাতার বাঁট হইতেছে। কুমিল্লা প্রতিনিধি।

১৫। পোষ্ট বিডনস্কোয়ার, ১০১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট্; ব্যানার্জ্জি ব্রাদার্স। আয়নার কারখানা। ইহারা আমেরিকা হইতে এই কাজের জন্য কল ইত্যাদি আনাইয়াছেন। বিলাতী প্রক্রিয়ায় দেশী-প্রস্তুত সুন্দর সুন্দর বহুবিধ দর্পণ প্রস্তুত করেন। পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করেন। স্বদেশী পকেট আয়নার দর প্রতি ডজন ৸০ হইতে ৸/০ আনা।

---

* ভারতে নূতন যাহা হইতেছে, তাহাই এ প্রবন্ধে স্থান পাইবে। খাদ্যদ্রব্যে ভারত পরবশ নহে। চাউল, ছোলা, তৈল, ঘৃত ইত্যাদির প্রাপ্তিস্থান এ প্রবন্ধে দিব না; অথবা ঘড়ি, ছাতা এবং হারমোনিয়ম ইত্যাদি দ্রব্যগুলির সবই বিলাতী, কেবল এখানে জুড়িয়া লওয়া হয়। অতএব এ সকলকেও দেশী দ্রব্যের তালিকাভুক্ত করিব না।

১৬। পোষ্ট আলিপুর হইয়া আলিপুরের আদালত; উকিল বাবু বংশধর বন্ধু বিলাতীর অনুরূপ জুতার-কালী প্রস্তুত করিয়াছেন। হিতবাদী।

১৭। দৌলতপুর বিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পাল নিব প্রস্তুত করিয়াছেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। হিতবাদী।

১৮। ফ্লাইসটল্ বা ঠক্‌ঠকি তাঁত মূল্য ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা। পোষ্ট শ্রীরামপুর, শ্রীযুক্ত এস, সি, ঘোষের নিকট ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

১৯। চন্দননগরের শ্রীযুক্ত বি, কে, ঘোষ দুইখানি জাপানী তাঁত এবং ১০ খানি হেটারশ্লির তাঁত আনাইয়াছেন। সঞ্জীবনী।

২০। পোষ্ট কাটোয়া, দাঁইহাট। পিত্তল, কাঁসার বহুবিধ বাসন পাওয়া যায়। প্রসূন।

২১। পোষ্ট মুর্শিদাবাদ হইয়া খাগড়া। বিজয়কৃষ্ণ ভদ্র, গোষ্ঠবিহারী দাস, হরিচরণ মণ্ডল প্রভৃতি কারিকরের নিকট খাগড়ার বিখ্যাত কাঁসার বাসন পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মৃজাপুর, দারাপুর, রাইবাঘিনী, ব্রাহ্মণাহিরী, বিষ্ণুপুর; হুগলী জেলার অন্তর্গত বালী, কামরগড়; মেদিনীপুর জেলার মধ্যে রামজীবনপুর; এবং বালেশ্বর জেলার বহুস্থানে কাঁসার দ্রব্যের কারখানা আছে। কলিকাতার নূতনবাজার এবং বড়বাজার, কাঁসারিপটী প্রভৃতিস্থানে পিত্তল ও কাঁসার বহুবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়।

২২। চর্ম্ম-নির্ম্মিত দ্রব্য। আবদুল ওয়াহিদ খাঁ এণ্ড কোং, কাণপুর। বেঙ্গল টেনারিং কোং, ২৮ নং গোরাচাঁদ রোড ইটালি, কলিকাতা। কাণপুর লেদার ওয়ার্কস কোং লিমিটেড, কাণপুর। মঙ্গলিপ্রসাদ এণ্ড কোং, কাণপুর। সেখ মহম্মদ আইসাক, কাণপুর। তেজরাত আসান ওয়ার্কসপ, কাণপুর। ইঁহাদের নিকট জুতার চামড়া, ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি পাওয়া যায়। আশা করি, ইহারা বড় ব্যাগ, মণিব্যাগ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবেন।

২৩। বসাক এণ্ড কোম্পানী। ইহার নিকট পেষ্টবোর্ড পাওয়া যায়। মাণিকতলা ব্রিজ, ইষ্ট ক্যানেল রোড, কলিকাতা। বঙ্গবাসী।

২৪। দেশালাই। গুজরাট ইস্‌লাম ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্টারিং কোম্পানী লিমিটেড, আহম্মদাবাদ। ইহা ভিন্ন এসিয়া খণ্ডের অপরাপর স্থানে অনেক দেশালায়ের কারখানা হইয়াছে। লাখোদার মহাজনগণ অনেকেই দেশালায়ের কল করিয়াছেন। মুর্গীহাটা, বড়বাজারে ইহাদের দেশালাই পাওয়া যায়।

২৬। পোষ্ট অম্বালা, সদরবাজার, পঞ্জাব গ্ল্যাস ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী লিমিটেড এবং রজয়েড গ্ল্যাস ম্যানুফ্যাক্‌চারিং, আলোয়ার ষ্টেট্; এই দুই কারখানায় কাচের বহুবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত কারখানাটী ৩।৪ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের কারখানার কাচের দ্রব্য কলিকাতায় দেখা যায় না। কাচ-শিল্পে ভারত এখনও সর্ব্বপশ্চাতে।

২৬। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের কালির কারখানা আছে। ডি, দুরাই স্বামী আয়ার, ৩০৭ নং মুস্থুচেটী ষ্ট্রীট্, মান্দ্রাজ। ডি, ওয়াল্ডি এণ্ড কোম্পানী, কোন্নগর, বালী। গুজরাট ষ্টোরস, আহম্মদাবাদ। পি, ঘোষাল, ১ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। পি, এম, বাক্‌চি, ১৬ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট্। রায় ব্রাদার্স, কলিকাতা। এই সকল কারখানার কালি, ভারতের সকল মণিহারী দোকান হইতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নিকট প্রেসের কালি পাইব বলিয়া আশা করি। জুতাক্রুশের কালি, লেটার প্রেসের কালি, টাইপ রাইটিং ইঙ্ক প্রভৃতি ইহাদের কারখানা হইতে শীঘ্রই বাহির হউক, জগদীশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

২৭। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শ্রীযুক্ত মহম্মদ হাফিজল হফ সাহেবের নিকট পোষ্টাফিস বেগুসরায়, জেলা মুঙ্গের, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাইবেন।

(১) তালকাঁড়ির উৎকৃষ্ট ছড়ি ।০ হইতে ১৲ টাকা।

(২) ঐ কামিজের বোতাম ৵০ সেট।

(৩) আবলুস-কাষ্ঠে, হস্তী-দন্তের কারুকার্য্য-খচিত সুন্দর ছড়ি ।।০ আনা হইতে ৩৲ টাকা।

(৪) আবলুসের রুল ।০ হইতে ২৲ টাকা।

(৫) আবলুসের নানা রকম বাক্স, উহাতে হস্তী-দন্তের কার্য্য ও লতা পাতা বিশিষ্ট; ফরমাস দিলে তৈয়ারি করাইয়া দেওয়া হয়। মূল্য সাইজ অনুসারে ২৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা।

(৬) বাঁশের ও বেণার পাখা, ফুলের সাজি, পেপার বা সকেট ইত্যাদি অতি উত্তম তৈয়ারি হয়; এমন কুত্রাপি পাওয়া যায় না। মূল্য ।০ হইতে ২৲ টাকা।

(৭) তাম্রনির্ম্মিত চাদর লতা-পাতাবিশিষ্ট, ছিলিমের অগ্নি ঢাকিবার পাত্র অর্থাৎ সরপোষ। মূল্য ১।।০ হইতে ২।।০ টাকা।

মহাজনবন্ধু, মাসিকপত্র।
৫ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা; কার্ত্তিক, ১৩১২।

লবণ।

(৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা; ১২১ পৃষ্ঠার পর।)

বঙ্গে লবণের কাজ পূর্ব্বে বাঙ্গালীর নিকট ছিল। হাটখোলায় লবণগোলা ছিল। ডায়মণ্ডহারবার, কালাবুড়, যশোহরের নিকট, তমলুক প্রভৃতি বঙ্গের বহুস্থানে লবণ প্রস্তুত হইত। তখনকার গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের জমিদারদিগকে লবণ প্রস্তুতের জন্য অনুরোধ করিতেন। এই সুখের দিন কেন গেল?

বাঙ্গালী চিরকাল বুদ্ধিমান। এ জাতির মত জুয়াচুরী বিদ্যা জগতে আর কোন জাতি জানে কি না সন্দেহ। জগতের নিয়ম, নিজেদের দোষ না দেখা,—ইহাই আমাদের মহাব্যাধি। লবণ বিষয়ে বিশ্বাসী গবর্ণমেণ্টের গলায় ছুরি-দিতে বাঙ্গালী কসুর করে নাই। উপরি পাওনা এবং চাকুরীই হইল বাঙ্গালীদিগের বিদ্যার সার। এই রোগেই আমরা লবণের কাজ হারাইয়াছি। পাঁচশত মণের চালান কাটিয়া হাজার মণ লবণ ডিলিভারি দিয়াছি, গবর্ণমেণ্টকে গুদাম মিল দিবার সময় নৌকার তলা ছিদ্র করিয়াছি; নৌকা ডুবিয়াছে বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছি, গণ্ডায় এণ্ডা মিলাইয়াছি, এই জন্য অনেক লবণ-দারোগা হত্যা হইয়াছে, আরও কত কি হইয়াছে। সে সকল কেচ্ছা এখন ভুলিলে চলিবে কেন? আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আজ ভারতের সর্ব্বদেশের লোকে স্বদেশী লবণ ব্যবহার করে, কেবল বঙ্গ স্বদেশী লবণ ব্যবহার করিতে পায় না।

এই সকল বিষয়ে পুনঃ অধিকার প্রাপ্ত হইবার বাসনা থাকিলে, গবর্ণমেণ্টের সহিত দ্বেষাদ্বেষী ভাবে কিছুই হইবে না। রাজনীতি আন্দোলনের সময় আমরা যেমন রাজার নিকট এটা চাই, ওটা চাই, সেইরূপ ব্যবসায়নীতির জন্যও রাজার নিকট সবিনয়ে ইহা চাহিতে হইবে। রাজা আমাদের বঙ্গে লবণ প্রস্তুতের পুনঃ অধিকার দিউন। আমাদের শত দোষ মার্জ্জনা করুন। অভাবপক্ষে গঞ্জাম, সম্বর-হ্রদের লবণ কলিকাতায় আনাইয়া দিউন।

ইংরাজকে আমরা যখন বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত বিষয়ে গুরুর আসন দিয়াছি, তখন ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজকে গুরু না করিলে চলিবে কেন? তোমরা যাহা মনে করিতেছ "নিজেরা বড় কাজের নায়েক হইয়াছি" তাহা হও নাই। ইংরাজ ভিন্ন তোমাদের উদ্ধারের উপায় নাই। এই আন্দোলনও ইংরাজী শিক্ষার ফল। ইংরাজকে বিদেশী ভাবিও না। জর্ম্মণি, আমেরিকা, ফ্রান্স, রুষিয়া, জাপান প্রভৃতি আমাদের নিকট বিদেশী, ইংরাজ আমাদের নিকট বিদেশী নহেন। ইংরাজ-বণিকের সহিত একত্র হইয়া একযোগে কর্ম্ম কর। ইংরাজ-বণিককে বঙ্গে লবণের কারখানা খুলিতে বল। একযোগে এই কথা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে জানান হউক। তবে লবণের কার্য্যে স্বদেশী লবণ বঙ্গ পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। ইহা রাগারাগির কথা নহে। দেশের কথা, দশের কথা, দেশের সুবিধার কথা; রাগারাগির ভিতর এ কথা কতক্ষণ থাকিবে? রাগে কেবল ক্ষতি হইয়াই থাকে।

মফঃস্বলে অনেক স্থলে লবণ ব্যবসায়ীরা লবণের দর বৃদ্ধি করিয়াছেন, কেন ইহা হইল? করকচ চামড়া পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার হইত, উহা একশত মণ ২৫৲ হইতে ২৭৲ টাকায় বিক্রয় হইত, তাহার দর ৬০৲ হইতে ৬৫৲ টাকা হইয়াছে। হইবেই ত! অগ্রে ইহার কাট্‌তি ছিল না, তাই দর কম ছিল; এখন কাট্‌তি বাড়িল, কাজেই দর বাড়িল। কিন্তু ৬০৲ হইতে ৬৫৲ টাকার লিভারপুল লবণ আমরা বরাবর খাইয়া আসিয়াছি। এখন না হয়, তৎস্থলে ২৫৲ হইতে ২৭৲ টাকার করকচ ৬০৲ হইতে ৬৫৲ টাকায় খাইতেছি। এ ক্ষেত্রে মফঃস্বলের মুদিরা, মহাজনেরা দর বৃদ্ধি করেন কেন? তখন তাঁহারা রিফাইন লিভারপুল যে দরে লইয়াছেন, এখন না হয়, করকচ সেই দরে লইতেছেন, ইহাতে মফঃস্বলে দরের তেজ হইবার কোন কারণ নাই। পরন্তু লবণ বিষয়ে স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদিগকে একটা কোন আশু প্রতিকার করা উচিত। কেবল বক্তৃতা করিয়া দেশকে উত্তেজিত করিলে ইহা কতক্ষণ থাকিবে? যাঁহার সহিত আপনারা "আড়ি" করিয়াছেন, তাঁহার সহিত "ভাব" করুন। এই সকল দুঃখের কথা তাঁহাকে বলুন।

দোহাই বল্‌ছি, এমন কাজ অনেক আছে, যাহা ইংরাজ ভিন্ন তোমরা করিতে পারিবে না। আলিবর্দ্দি খাঁকে বা আঠার মাসী নবাব সিরাজকে নষ্ট ক'রে ছিলে, তোমাদের পশ্চাতে ইংরাজী বল ছিল বলিয়া। এখন ইংরাজের উপর সেই অশ্রদ্ধা ভাব প্রচার করা তোমাদের কখনই উচিত হইতেছে না।

ইংরাজকে নষ্ট করিবে কাহার বলে? ইংরাজ ভিন্ন তোমাদের কংগ্রেস চলিবে কি? এ বৎসর কি কেবল স্বদেশী লইয়া কংগ্রেস হইবে?

ভারতে ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানাগুলিকে স্বদেশী বলিয়া যখন ধরা হইতেছে, তখন ভারতে ইংরাজের দোকান বা আফিসগুলিকে কেন স্বদেশী আফিস বলা হইবে না?

দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ধীর-স্থিরভাবে করা যায় না বুঝি? বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের জন্য যদি ইহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ আন্দোলন রাজনীতি আন্দোলন বৈ কি! ইহাতে কখনই দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপকার হইবে না; কারণ ইহার সহিত দ্বেষ-হিংসাভাব রহিয়াছে। ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য আমাদের বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুরও দিল্লীর দরবারে শিল্পপ্রদর্শিনী খুলিবার সময় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন (মহাজনবন্ধু ২য় বর্ষ, ২৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন), সেই মতেই কার্য্য হওয়া উচিত এবং হইতেছেও তাই, হইবেও তাই। দেশের সুবিজ্ঞ, বুদ্ধিমানেরা স্থির-ধীরভাবে স্বদেশী শিল্পের আমূল অবস্থা বুঝিয়া তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।

লবণের কারখানা বঙ্গে যাহাতে হয়, সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করুন। এজন্য কলিকাতার বিখ্যাত লবণ ব্যবসায়ীদিগের নাম-ধাম নিম্নে দিলাম। ইহাদের লইয়া লবণ সম্বন্ধে সভা করুন এবং সেই সভায় টর্ণার মরিসন, গ্রেহাম কোম্পানী প্রভৃতি লবণের মহাজনদিগকে ডাকাইয়া ইহার ব্যবস্থা করা হউক। অভাবপক্ষে সম্বর লবণ যাহাতে বঙ্গে আমদানী হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হউক।

লবণ ব্যবসায়ীগণ।

শ্রীচন্দ্রশেখর পাল, হাটখোলা।
শ্রীবিহারীলাল কুণ্ডু, হাটখোলা।
শ্রীশশীভূষণ পাল, হাটখোলা।
শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ কোং, বেলগেছে।
শ্রীরামতারণ মণ্ডল, টালা।
শ্রীআশুতোষ নন্দী, মুন্সিগঞ্জ।
শ্রীযোগেন্দ্রদেব মান্না, মুন্সিগঞ্জ।
শ্রীজ্যোতিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্সিগঞ্জ।
শ্রীগোপালচন্দ্র দে, খিদিরপুর।
শ্রীহরিমোহন দালাল, উল্টাডিঙ্গি ও টালা।
শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীক্ষেত্রমোহন কুণ্ডু, ভবানীপুর ও গড়ে।

চালানিওয়ালা ও দালালগণ।

শ্রীঅমরচাঁদ পাল, হাটখোলা।
শ্রীজানকীনাথ রায়, হাটখোলা।
শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায় এণ্ড কোং, ঐ।
শ্রীবৃন্দাবন, বলরাম সাহা, ঐ।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়চৌধুরী, হাটখোলা। শ্রীগুরুপ্রসাদ কুণ্ডু, হাটখোলা।
শ্রীগিরিধারীলাল মাড়ওয়ার, বড়বাজার। শ্রীসিউদৎরায় কেড়িয়া, বড়বাজার।
শ্রীনাহুরাম, ব্রজমোহন মাড়ওয়ার, বড়বাজার।

ইহা ভিন্ন আরও ছোট ছোট চালানিওয়ালা নানাস্থানের আছে, তাঁহারা পরমিট হইতে দালালের দ্বারা মাল খরিদ করিয়া পল্লিগ্রামে লইয়া যায়।

কাপড়ের কল হওয়া উচিত কি না ?

জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, যে কোন কর্ম্মে সর্ব্বপ্রথম মানুষের বল, তৎপরে পশুবল, তৎপরে কল বা জড়-শক্তি।

ইংলণ্ডে বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি প্রথমাবস্থায় তাঁতিরাই করিয়াছিল। তৎপরে ম্যানচেষ্টার যখন তথাকার বস্ত্র লইয়া বহির্ব্বাণিজ্যে বাহির হইল, তখন কাজেই কলের প্রয়োজন হইল। কলে সকল দিকে সুবিধা হয়, কিন্তু একদিকে বড় অসুবিধা এই হয় যে, দেশের অনেক গরীব দুঃখীর কার্য্য যায়। ম্যানচেষ্টারের এখন ইহাই হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে কুলি মজুরের পারিশ্রমিক অতিরিক্ত অধিক হইবার একমাত্র কারণ "কল"। সংসার ভরণ-পোষণের টাকাটা পরিশ্রমের উপর দিয়াই অর্জ্জন হয়। কাজ নাই, অথচ সংসার-খরচ চাই, কাজেই সংসার-খরচ যাহা হয়, সেইমত পরিশ্রমের মজুরী বলিতে হয়। না পাইলে নিহিলিষ্টের দল হয়। বিলাতে সংসার-খরচ বেশী, অথচ কলের জন্য অনেকের কাজ নাই, কাজেই তথাকার পরিশ্রমের মূল্য অধিক। এজন্য বর্ত্তমান সময়ে অনেক বড় বড় ইংরাজের মত এই যে, কল-বল কমাইয়া দেশের লোকের কার্য্য দাও, দেশী শিল্পীকে উৎসাহ দাও। আমাদের বড়লাট কার্জ্জন বাহাদুরও এই মতের পক্ষপাতী।

ইংরাজেরা বহির্ব্বাণিজ্য করে বলিয়া উহাদের মাল বেশী চাই, কাজেই কল চাই। আমরা এখনও বহির্ব্বাণিজ্য করিতে শিখি নাই। অতএব আমাদের বর্ত্তমান সময়ে কলের বিশেষ প্রয়োজন নাই। আর এক কথা, যে দেশে কুলি মজুর শস্তা, সে দেশে কল চলিতে পারে না। ক্রমে এদেশে যখন কুলি মজুরের প্রাত্যহিক বেতন ১৲, ১।০ সিকা হইবে, তখন কল করিতেই হইবে। এখন

কল করিলে ঐ সকল শ্রমজীবীরাই কলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী করিবে এবং করিতেছেও তাই। এই রামকৃষ্ণপুরে ১৩টী চাউলছাঁটা কল হইয়াছিল। মনুষ্যের স্বভাব একজনে কোন নূতন কাজ করিলে, তাহার আত্মীয়স্বজনেরা সেই কার্য্যের অনুসরণ করে। ইহার ফলেই রামকৃষ্ণপুরে চাউলছাঁটা কল ২।৩ বৎসর মধ্যে বাড়িয়া উঠিল। শেষে এখন ঐ সকল কল এদেশী শ্রমজীবীদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতে মরিতে বসিয়াছে। কারণ এই যে, কলওয়ালারা একমণ অপরিষ্কার চাউল ছাঁটিয়া দিলে মণকরা ।৵০ হইতে ।৶০ আনা লয়, মণকে মণ ভজাইয়া দেয়, খুদ, কুঁড়া উহারা লয়। স্মরণ রাখিবেন, ইহারা চাউল হইতে চাউল করিয়া দিল। কিন্তু মেদিনীপুর জেলাস্থ গেঁওখালি, মহিষাদল, তমলুক, ঘাটাল এবং বর্দ্ধমান, নদীয়া, হুগলী ও হাবড়া জেলার দরিদ্রা বিধবা স্ত্রীলোকেরা ধান হইতে সুন্দর চাউল করিয়া দেয়, উহা কলেছাঁটা চাউল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, অথচ ইহারা একমণ ধান লইয়া ।/০ হইতে ।৵০ আনা মজুরীতে চাউল করিয়া দিয়া থাকে। কাজেই কল চলে না। উড়িষ্যা বিভাগের স্ত্রীলোকেরা ইহাদের মত চাউল করিতে পারে না। ধানে চাউলে করিয়া ফেলে, এইজন্য (উড়িষ্যার চাউলের জন্য) ২।৩টী কল রামকৃষ্ণপুরে চলিতেছে। কিন্তু যে দিন হইতে উড়েনীরা ধানহীন চাউল করিবে, সেইদিন হইতে এই ২।৩টী কলও থাকিবে না।

চিনির-কল, ময়দার-কল, সূতার-কল, কাগজের-কল প্রভৃতি বঙ্গে অনেক আছে। কিন্তু কাহারও অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হয় না ; কারণ এই সকল কলের মধ্যে কতক জীবিত, কতক মৃত, কতক মৃতপ্রায় অবস্থাপ্রাপ্ত। ইহার একমাত্র কারণ, এই সকল কলের দ্রব্য বহির্ব্বাণিজ্যের উপযোগী নহে। ভারতে পাট এবং চট-কলের দ্রব্য বহির্ব্বাণিজ্যে যায়, কাজেই ইহাদের উন্নতি হইয়াছে।

বিবেচনা করা উচিত, যে দেশে সূতা এবং কাপড়ের কলের অবস্থা ভাল নহে, সেই দেশে আবার কাপড় এবং সূতার-কল করিতে যাইব কেন ? বোম্বাইওয়ালারা বহির্ব্বাণিজ্যে যাইতে শিখিয়াছে ; উহাদের বঙ্গ সাহায্য করুক আর নাই করুক, একদিন উহারা বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি করিবেই করিবে। অবাধ বাণিজ্য রক্ষা—অর্থাৎ সর্ব্বদেশের গবর্ণমেণ্টকে ডিউটি করিয়া সকল দেশের শিল্প-বাণিজ্যের পথ রক্ষা করিতে হয়। নচেৎ রাজায় রাজায় মনোমালিন্য বৃদ্ধি হয়, যুদ্ধ হয়। এই সকল কারণেই ভারতে শ্রম-শিল্পের শস্তা দ্রব্যের উপর ডিউটী

ইত্যাদি করিতে হয়। এই কারণেই বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বস্ত্র-শিল্প শস্তা হইলেও মস্তক উত্তোলন করিতে পারিতেছে না। বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের কল চালাইবার কয়লাও উক্ত সকল প্রদেশে নাই, উহারা বঙ্গের কয়লার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করুক, কতকটা করে। আমরা জানি, বঙ্গে কাপড়ের কল হইলে খুব শস্তায় কাপড় হইবে বটে, কিন্তু শস্তা হইলেই গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া ডিউটী করিতে হইবে। এ দোষ ভারত-গবর্ণমেণ্টের নহে। জগতের সমুদয় রাজাদের অবাধ-বাণিজ্যের নীতির দোষ বা গুণ বলিতে হইবে। তাই বলি, বহির্ব্বাণিজ্যে আমাদের বাহির হওয়া উচিত। তখন কাপড়ের কল যত কর, শোভা পাইবে। নচেৎ বস্ত্র-শিল্পের জন্য প্রত্যেক জেলায় জেলায় যত তাঁত আছে, সন্ধান লইয়া, সেই জেলা হইতে চাঁদা তুলিয়া প্রত্যেক তাঁতির মাসিক বেতন দিবার বন্দোবস্ত করা হউক। ইহাকেই "বাউণ্টিফেড" বলে। ইহাতে কাপড়ের মজুরী কমিয়া যায়, ৩।৪ দিনে তাঁতি একজোড়া বস্ত্র বুনে, এই ৩।৪ দিনের মজুরী চারি আনা হিসাবে অন্ততঃ একটাকা হয়, মাহিনা করা থাকিলে, জোড়া প্রতি এই ১৲ টাকা মজুরী কমিয়া গিয়া ২।০ আনার জোড়া বস্ত্র ১।০ পাঁচ সিকিতে হইবে। এজন্য কতক টাকা তুলিয়া রাজার হস্তে দিয়া, ইহাতে রাজার সাহায্য চাই। তিনি প্রত্যেক জেলার তাঁতিদিগের বেতন দিবেন এবং এই টাকা ব্যাঙ্কে খাটাইয়া আয় হইতে ব্যয় করিবেন।

হাতফেরার জন্য বস্ত্রের মূল্য অধিক হয়; ইহা বন্ধ করা উচিত। তাঁতির বাড়ীতে সূতা এবং তাঁতির মজুরী দিয়াই যাহাতে গৃহস্থেরা বস্ত্র পায়, তাহা গ্রামের লোকের করা উচিত। ইহা করাও সহজ। ব্যবসাদারের বাজারে মাল আসিলে বাজারের হাওয়াতে দর হয়, ঠকাইবার পথ হয়। যাহাতে এইগুলি না হয়, তাহা করা হউক। উপস্থিত বঙ্গে কাপড়ের কলের প্রয়োজন নাই, আবশ্যক হইলে কল স্বতঃই হইবে।

এই আন্দোলন মধ্যে যাঁহাদের "মোড়ল" বলিয়া বুঝিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে ব্যবসায়ী একজনকেও দেখি নাই। কার তারকের বাড়ীর নলিন বাবু, ঠনঠনিয়ার লাহা মহারাজেরা, চুঁচুড়ার রক্ষিত বাবুরা, গ্রেহাম কোম্পানীর বাটীর নীলকমল বাবু প্রভৃতি বঙ্গের ব্যবসায়ী-বীরেরা এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন কি? ইঁহারা কোন পরামর্শ দিতেছেন না কেন? যাঁহাদের কথায় কাজ হইবে, তাঁহারা কৈ?

এ সকল কথা যদি ভাল না লাগে, তাহা হইলে আমরা বলিব, হয় তাঁতি বাঁচাও, নয় তাঁতিকে মারিয়া কল কর। কিন্তু বঙ্গের চারিদিকে তাঁতের উন্নতির জন্য যেরূপ ধূম লাগিয়াছে, ইহা কিছুদিন থাকিলে, বঙ্গে কাপড়ের কল চলিবে কি? বস্ত্রের জন্য বাড়ী বাড়ী চরকা বসিলে, নিশ্চিত তোমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। কল করিতে গেলেই দুই দিক নষ্ট হইবে। কল হওয়া দেশের অবস্থার কথা, এখনও সে অবস্থা দেশে হয় নাই।

কল দুই প্রকার—শিল্পীদের হাতকল এবং এঞ্জিন বয়লারে চলে যে কল। শেষোক্ত কলের পক্ষপাতী আমরা নহি। প্রথমোক্ত কলে ক্ষতি হয় না, সেলাইয়ের হাতকল এদেশে আসিয়া দর্জ্জির অন্ন মারা যায় নাই। ঐরূপ হাত-কলের তাঁত বঙ্গে আনা বিশেষ প্রয়োজন।

স্বদেশী জাহাজ হইয়াছে।

আজ কি আনন্দ! বঙ্গ জাগিয়াছে! কর্ম্ম করিবার সময় আসিয়াছে। সন ১৩১১ সালের আশ্বিন মাসের মহাজনবন্ধুতে আমরা সর্ব্বপ্রথম "স্বদেশী জাহাজ চাই" এই প্রার্থনা করি। উক্ত প্রবন্ধটী "যশোহর-পত্রিকা" "হিতবাদী" প্রভৃতির সম্পাদক মহাশয়েরা উদ্ধৃত করিয়া প্রচারের সহায়তা করেন।

ইহার আট মাস পরেই রেঙ্গুন হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রলাল চৌধুরী জানান যে, চট্টগ্রামবাসীরা স্বদেশী ষ্টীমার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত গত জ্যৈষ্ঠমাসের "মহাজনবন্ধুতে" নগেন্দ্র বাবুর পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব এস্থলে তাহার পুনঃ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তৎপরে, ৩রা নবেম্বর (১৯০৫ সাল) আমাদের গুরুভ্রাতা সতীশ বাবুর যে পত্র রেঙ্গুন হইতে পাইয়াছি, তাহা এ স্থলে মুদ্রিত হইল।

"প্রণাম দাদা! দয়া করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিম্নলিখিত ব্যক্তির নামে মহাজনবন্ধুর প্রথম হইতে তৃতীয়বর্ষের পত্রিকাগুলি ভিঃ পিতে পাঠাইবেন। ফেরৎডাকে মূল্য দিয়া গ্রহণ করিবেন। ঠাকুরের কৃপায় ভাল আছি, ভরসা করি, আপনারা কুশলে আছেন। আশা করি, শুনিয়া সুখী হইবেন; গত ১লা নবেম্বর বেঙ্গল-ষ্টীম্-নেভিগেসন কোম্পানীর প্রোটিয়াম্ নামক জাহাজ রেঙ্গুন

হইতে আরোহী লইয়া চট্টগ্রামে যাত্রা করিয়াছে। দশ লক্ষ টাকা, দশ টাকার সেয়ারে সংগ্রহ করিয়া উক্ত কোম্পানী দুইখানি জাহাজ লইয়া উপস্থিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পরে সুবিধামত আরও ২।১ খানি জাহাজ ক্রয় করিয়া রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা যাতায়াতের সুবিধা করিবেন। বঙ্গের যে কোন হিন্দু কি মুসলমান এখনও ইচ্ছা করিলে ১০৲ টাকা মূল্যের এক বা ততোধিক অংশ ক্রয় করিতে পারেন। দাদা! জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরে আসিলে পর শত শত হিন্দু ও মুসলমান পুলকিত অন্তরে জাহাজ দেখিতে আসিয়াছিল, সে দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। ইতি—

বিনয়াবনত—শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার। ৫৮ নং বারষ্ট্রীট্, রেঙ্গুন।

কর্ম্মবীরেরা জগতে কর্ম্ম করিতে আইসেন। বাঙ্গালিজাতি হইলে এত শীঘ্র কার্য্য হইত না। ইহাতে ধনবান ব্যবসায়ী মুসলমান জাতি লিপ্ত। আমরা কেবল চিৎকার করি। বোম্বাইওয়ালাদের স্বদেশী সমুদ্রপোত আছে। বঙ্গে সমুদ্র-জাহাজ ছিল না, এই বোধ হয় প্রথম হইল।

ওগো বাবুরা! কাজ করুন। কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইয়া ফেলুন। এইরূপ জাহাজ করুন। বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য করুন। তবে দেশোদ্ধার হইবে। আপনারা যে পথে গিয়াছেন, উক্ত পথে গেলে কলিকাতাকে পূর্ব্বের মত পল্লিগ্রামে পরিণত করাইতে হইবে। তাহা কখনই হইবে না। ইংরাজের কৃপায় আমরা এখন জগতের সকল জাতির নিকট দাঁড়াইতে শিখিয়াছি। সেই পদ-পসার বজায় রাখিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

এই ষ্টীমার কোম্পানীকে আমরা শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। ইহারা নীরবে দেশের কল্যাণকর কার্য্যে ব্রতি হইয়াছেন বলিয়া এজন্য স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ দিতেছি।

মা'! তুই সব জানিস্। কত দেখিলি,—পূর্ব্বে চণ্ডীপাঠ ক'রে দেশোদ্ধার হইত, দেশের কল্যাণ হইত। তৎপরে মা'! ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই গৃহস্থের মঙ্গল হইত, দেশের রোগবালাই সরিয়া যাইত। এখন মা'! নুন না খাইলে কি দেশোদ্ধার হইবে? মা' বল্লেন, তা' নয়! তোরা এই প্রার্থনা কর;—বল,—

"ভগবান! এমন দিন কি আসিবে? আমরা কি দেখিতে পাইব, ভারতীয় বণিকের শত শত অর্ণবপোত সদাসর্ব্বদা ভারত-মহাসাগর দিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে?" ইহাই বর্ত্তমান সময়ে দেশোদ্ধারের প্রকৃত পথ।

ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের কল।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে লবণ এবং কাপড়কে বিশেষভাবে ধরা হইয়াছে, তৎপরে চিনিকে ধরা হইয়াছে। কিন্তু চিনি চিনিতে না পারায় এখনও বঙ্গে চিনির কাজ পূর্ব্ববৎ ভাবেই চলিতেছে। কাপড়ের জন্য কল হইবে বলিয়া কলিকাতায় চাঁদা তুলা হইতেছে। বঙ্গের তাঁতিরা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও বস্ত্র-শিল্পের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রসব অনেক হইতেছে—বাঁচিবে কতগুলি, ভগবান জানেন। কেহ কেহ কাপড়ের কলের পক্ষপাতী, কেহ কেহ বা দেশী তাঁতের উন্নতির পক্ষপাতী। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সকল মতেই চলিতে হইতেছে; নচেৎ আমরা শ্রমজীবী-শিল্পের পক্ষপাতী, ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাঁহারা কাপড়ের কলের পক্ষপাতী, তাঁহাদের জন্য "কমলা" হইতে ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের কলের বিষয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কমলা ধীরভাবে এ সকল বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। ব্যবসাদারের সহিত "কমলার" অনেক প্রবন্ধের সুর মিলিতেছে। ইহা দেশের সৌভাগ্যের কথা। কমলা বলিতেছেন,—

"আজকাল বিলাতীকাপড়ের প্রতিযোগিতার উপায় উদ্ভাবন করা প্রত্যেক স্বদেশবাসীরই চিন্তার স্থল হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে তাঁতের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ বা তাঁতের কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিতেছেন। তথাপি প্রকৃত হাতে-কলমে কাজ না জানা থাকিলে এতবড় গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা একেবারে বিড়ম্বনা; কারণ, তাহাতে কৃতকার্য্যের কোন আশা নাই। যাঁহারা তাঁতের দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রথমত আমাদের দেশে কত প্রকার তাঁত চালিত হইতেছে, কাহাতে কিরূপ আয় ব্যয়, কাহার দ্বারা কিরূপ বস্ত্র তৈয়ারী হইতে পারে, কাহার কিরূপ অন্ধি-সন্ধি, ইহা বেশ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে সফল হইবার কোন আশা নাই।

কাপড় বুনিবার জন্য তাঁতের কারখানা আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে যতগুলি হইয়াছে, তাহার মধ্যে ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের কলের কারখানা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই কলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় একজন

প্রবীণ বিজ্ঞ ব্যবসায়ী। তিনি অনেক দিবস ধরিয়া নানা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন ও অনেক বিষয়ে বেশ সফলকাম হইয়াছেন। অনেকদিন ধরিয়া কাপড় তৈয়ারী বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল এবং তিনি ঐ বিষয়ে অনেক তত্ত্বানুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এই আলোচনার ফলে তিনি সম্প্রতি এক বিস্তৃত কারখানা খুলিয়াছেন।

তিনি বিলাত হইতে কল ক্রয় করিয়া চন্দননগর সহরের মধ্যভাগে একটী বৃহৎ কারখানা চালাইতেছেন। তাঁহার সমুদায় কলগুলি বাষ্প সংযোগে চলিতেছে। এখন সেখানে ১৩ খানি তাঁত (Loom) চলিতেছে। প্রত্যেক তাঁতই লৌহনির্ম্মিত ও বিশেষ বড় নয়। এই কল ম্যানচেষ্টারের র‍্যাফেল ব্রাদার্সদের নির্ম্মিত। সেখান হইতে ক্রয় করিতে বিভিন্ন তাঁতের বিভিন্ন দাম লাগিয়াছে। কোন কলখানির দাম ২০০৲ টাকা, কোনখানি ২৫০৲ টাকা, কোনখানি ৩০০৲ টাকা এবং কোনখানি বা ৫০০৲ টাকা। তাহার পর প্রত্যেক কলগুলি জাহাজে করিয়া কলিকাতায় এবং সেখান হইতে চন্দননগরে রেলে করিয়া আনা হইয়াছে এবং তাহাতে একটা বেশ খরচও হইয়াছে। পরে কোম্পানীর উপদেশানুসারে স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ কর্ত্তৃক সেগুলিকে খাটান হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁতগুলি বাষ্পযোগে চলিতেছে ও সেই কারণে একটী বয়লার চলিতেছে। বয়লার প্রায় ৪০ হইতে ৫০ প্রেসারে চলিয়া থাকে। ফ্লাই হুইলের সহিত দুইটী রডের চামড়ার দ্বারা সংযোগ আছে এবং রডের সহিত প্রত্যেক তাঁতের চামড়ার দ্বারা সংযোগ আছে। এই সকল তাঁতের একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহা চালাইবার জন্য তাঁতির আবশ্যক করে না; সামান্য কুলি দ্বারাও এই তাঁত চালান যাইতে পারে। কুলিদের কেবল কখন্ টানার সূতা ছিঁড়িয়া যায়, সেইটী লক্ষ্য রাখিতে হয়। সূতা ছিঁড়িয়া গেলেই অল্পায়াসেই কল বন্ধ করা যায় এবং সূতা বাঁধিয়া দিয়া পুনরায় অল্পায়াসে কল চালাইয়া দেওয়া হয়।

তবে যে তাঁতগুলিতে নক্সার কাজ হয় বা যাহাতে পাড়ে লেখা তৈয়ারী হয়, সেগুলিতে একটু দক্ষলোক দরকার। সম্প্রতি দুইজন শিক্ষিত মাদ্রাজী তাঁতি সেই কলগুলি চালাইতেছে। ইহাঁরা নক্সা কাটিবার জন্য ও ফুল তুলিবার জন্য জাপান হইতে একটী তাঁত আনাইয়াছেন। তাঁতটী অতি বৃহৎ ও দেখিতে সুন্দর এবং সমস্ত লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা কিনিতে ১,১০০৲ টাকা দাম

পড়িয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি জাপানী তাঁতির অভাবে কলটী বন্ধ আছে। তাঁতি পাইলেই কলটী চালান হইবে।

তাঁতগুলির আর এক বিশেষত্ব এই যে, একটী তাঁতে অনেক রকমের কাপড় তৈয়ারী করা যায়। ধুতি, সাড়ি ও পাছা-পাড় কাপড় ছাড়া সেই তাঁতগুলিতে গামছা, বিছানার-চাদর, তোয়ালে, পিরান বা কোটের ছিটের কাপড় প্রভৃতি সকল রকম সাইজের সরু মোটা কাপড় তৈয়ারী হইয়া থাকে।

তাঁতগুলি যদি একবারও না বন্ধ করিয়া ক্রমাগত ৮ ঘণ্টা চালান যায়, তাহা হইলে মিনিটে পাঁচ ইঞ্চি হিসাবে প্রত্যেক দিনে প্রত্যেক তাঁত হইতে ৬০ গজ কাপড় তৈয়ারী হইতে পারে। এই কারণে আজকাল যত রকম তাঁত দেখা যায়, সর্ব্বাপেক্ষা ইহাতে অধিক কাপড় বোনা যাইতে পারে। কিন্তু কলগুলি এখনও অত্যন্ত টাইট্ আছে বলিয়া এবং মজুরেরাও তত কার্য্যদক্ষ হইতে পারে নাই বলিয়া, মিনিটে ২॥ ইঞ্চি পরিমাণে দিনে ৩০ গজ কাপড় বোনা যাইতেছে। কিছুদিন পরে কলগুলি সল্ হইয়া গেলে ও মজুরেরা সুদক্ষ হইলে ৬০ গজ কাপড় প্রস্তুত হইবে, আশা করা যায়। অতএব কাপড় বোনা হিসাবে এই কল যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই তাঁতে যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ নম্বরের সূতা ব্যবহার করা যায়। উচ্চ সংখ্যা ৮০ নম্বরের সূতায় বেশ উত্তম কাপড় তৈয়ারী হইয়াছে। তবে সচরাচর ব্যবহারের কাপড়ের জন্য ৪০ বা ৫০নং সূতাই বেশী ব্যবহৃত হয়। ৮০ নং সূতার যে কাপড় বোনা হইয়াছে, তাহা দেখিলে হাতে বোনা কাপড় বলিয়া ভ্রম হয়।

তাঁতের কারখানা করিবার সম্বন্ধে আর একটী প্রধান বিষয়ে অনেকের লক্ষ্য নাই। সকলে "তাঁত, তাঁত" করিয়া ব্যস্ত, কিন্তু কিসে তাঁত চলে, কাহারও সে দিকে তেমন চিন্তা নাই। তাঁতে কেবল পোড়েনটাই বোনা যাইতে পারে, কিন্তু পোড়েন দিবার আগে টানা প্রস্তুত হওয়া চাই। আমাদের দেশের তাঁতিরা যেরূপভাবে টানা দিয়া থাকে, তাহাতে দুই একখানি তাঁত ছাড়া বেশী তাঁত চালাইবার উপায় নাই। যদি কোন ব্যক্তি পাঁচখানা জাপানী বা বিলাতী তাঁত চালাইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে অন্ততঃ ১০ জোড়া কাপড়ের টানা প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে হইবে, নচেৎ তাঁত বন্ধ যাইবে। অতএব আমাদের যে উপায়ে টানা দেওয়া হয়, প্রত্যহ দশ জোড়া কাপড়ের টানা, সে উপায়ে যোগাইয়া উঠা একেবারে অসম্ভব। বিলাতী যে টানার কল আছে, তাহা অনেক ব্যয়সাধ্য ও চালানও কঠিন।

বটুবাবু যে টানার কলে কাজ করিতেছেন, তাহাতে প্রত্যহ ৮০ জোড়া কাপড়ের টানা হয়। কিন্তু ইহাতেও তিনি তাঁতে টানা যোগাইতে পারেন না বলিয়া, হাতে করিয়া টানা দিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি একটী নূতন "কল" করিয়াছেন, তাহাতে ৩০০০ নলি একেবারে খাটাইয়া টানা লওয়া যায়। তিনি এই টানা কলের একটী মডেল আগত বেনারস একজিবিসানে পাঠাইবার মনন করিয়াছেন।

তাঁতের কার্য্যে আর একটী প্রধান লক্ষ্যের বিষয় আছে, সেটী সূতা পাট করা। আমাদের সেকেলে চরকা এদেশে কেবল একমাত্র সূতা কাটিবার কলরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন উন্নতি এতদিন দেখা যায় নাই। সম্প্রতি দু'এক জন এ বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন ও যাহাতে একসঙ্গে অনেক খাই সূতা কাটা যায়, তাহার চেষ্টাও করিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিলাতী বা দেশী মিলের সূতা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কাপড় বুনিবার আগে সূতা পাট করিতে হয়। নিজের কারখানায় পাট করা ছাড়া বটুবাবু ফরাসডাঙ্গার অনেক তাঁতির বাড়ী হইতে পাট করা সূতা ক্রয় করেন।

একটী তাঁতের কারখানা খুলিতে গেলে, কিরূপ খরচ পড়ে, তাহা বলা সুকঠিন ; কারণ, যেমন কারখানা, তাহার উপযোগী খরচ হইয়া থাকে। বটুবাবু বলেন যে, তাঁহার কারখানা খুলিতে যে কত টাকা ব্যয় হইতেছে, তাহার ঠিক নাই। তবে একবার ঠিক করিয়া দাঁড়াইতে পারিলে যে প্রভূত লাভের সম্ভাবনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আরও আজকাল যেরূপ স্বদেশী বস্ত্রের কাট্‌তি পড়িয়াছে, তাহাতে কোন উপায়ে দেশী বস্ত্র যোগাইতে পারাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাপড় বিক্রয়ের জন্য বটুবাবুকে এখন বাজারে দাঁড়াইতে হয় না। কল হইতেই এত বিক্রয় এবং বাহির হইতে এত অর্ডার আসিতেছে যে, তিনি জোগাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এখন দেখা গিয়াছে যে, খরিদ্দার কল হইতেই কাপড় বোনা সমাপ্ত হইলেই ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

লোকেজনের মাহিনায় বটুবাবুর মাসে পাঁচ শত টাকার উপর পড়িতেছে। তাঁতি এবং অন্যান্য লোকজন সমস্ত ধরিয়া তাঁহার কারখানায় এখন ৪০ জন লোক খাটিতেছে। যদি সমস্ত তাঁতগুলি চলিতে থাকে, তবে যে অচিরে তাঁহার সমস্ত খরচ উঠিয়া যাইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার ৫০ খানি পর্য্যন্ত তাঁত চালাইবার ইচ্ছা আছে এবং তিনি সম্প্রতি বিলাতে ঐ মেকারের ১২ খানি বিভিন্ন তাঁতের অর্ডার দিয়াছেন।

তাঁত সম্বন্ধে আমার বটুবাবুর সহিত যে কথা হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এই,—তিনি বলেন যে, আজকাল দেশে যত রকমের তাঁত আছে, তিনি সমস্তই পরীক্ষা করিয়াছেন ; কিন্তু কোনটীর দ্বারাই একটী বৃহৎ কারখানা চালাইবার আশা করা যায় না। তিনি আরও বলেন যে, যদি অনেকগুলি তাঁত চালাইতে হয়, তবে হাতে অপেক্ষা বাষ্পে চালাইলে অধিক সুবিধা হয় এবং কম খরচে হয়। বাষ্পযোগে চালাইতে হইলে র‍্যাফেল ব্রাদার্স কোম্পানীর এই তাঁত সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একবার খাটাইয়া চালাইয়া দিতে পারিলে ইহাতে আর এক পয়সা খরচ নাই, অথচ ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাপড় বুনিতে পারা যাইবে এবং সকল রকমের কাপড় তৈয়ারী হইবে। তবে এইরূপ কারখানা খুলিতে হইলে প্রথমটা কিছু অধিক পয়সা ফেলিতে হইবে, অন্ততঃ ২৫,০০০৲ টাকা ফেলিলে এইরূপ একটী চলনসই কারখানা চালান যায়।

বটুবাবুর সৌজন্যে ও শিষ্টাচারে সকলেই মুগ্ধ। প্রত্যহ অনেক লোক তাঁহার কল দেখিতে আসেন এবং ঐ বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তাও জিজ্ঞাসা করেন, এবং তিনি আনন্দের সহিত প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটি নাটি পর্য্যন্ত সকলকেই বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

আমাদের মনে হয়, যাঁহারা তাঁতের কারখানা করিবার জন্য ইচ্ছুক, তাঁহাদের অন্ততঃ একবার বটুবাবুর ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের কলটী বেশ করিয়া দেখিয়া আসা উচিত।

শ্রীবিরিঞ্চিমোহন কর।

বিদেশী খাদ্য।

বঙ্গে এখনও মহাপুরুষের অভাব নাই। "কাণ লইয়া গেল কাকে" এই কথা শুনিয়া কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, এমন লোকই সাধারণের মধ্যে অধিক। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি যথার্থই তর্কে চূড়ামণি বটেন। স্বদেশী-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে, আমাদের পূর্ব্বের বৃত্তি-প্রবৃত্তি ফেরত চাই ; তাহা ভিন্ন যে একাজ হইবে না, পরিণামে এজন্য বাঙ্গালী-জাতিটাকে যে, তিতুমীর কেল্লা দখলের মত হাস্যাস্পদ ব্যাপারের

মধ্যে থাকিতে হইবে, ইহা কয়জনে ভাবিতেছেন? রংপুর আমাদের মনের সাধে গালি দিয়াছেন, তাহার উত্তর দিব সময়ে।

ভারতমাতাকে অনেকে বলিতেছেন "দুঃখিনী।" ইহা শুনিয়া আমাদের গা'য়ে লাগে। মা' আমাদের ভোগের কাঙ্গালিনী নহেন, বিলাসের কাঙ্গালী আমরা। মা'র নিকট তুমি বিদেশী বস্ত্র, বিদেশী জামা, বিদেশী জামার বিদেশী বোতাম অথবা বিদেশী জুতা পরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলে, মা'র সে দিকে লক্ষ্য নাই। মা' ছেলেকে দেখিয়াই বলিল "কিরে! এতক্ষণ কোথা ছিলি? মুখ শুক্‌না কেন? খাওয়া হয়েছে ত? আয়! অন্ন দিই। আয়! খেয়ে যা।" ভারত-মাতা এখনও এইরূপে জগৎবাসীকে অন্ন দিতে কাতর নহেন। অদ্যাপি জগৎবাসী ভারতমাতার ঘরের ধান, চাউল, ছোলা, গম খাইতেছে, অথচ আমরা ভারতমাতাকে দুঃখিনী বলি। হায়রে আমাদের বুদ্ধি!

আজ আমরা বিদেশী-বস্ত্র পরিব না, বিদেশী-জুতা লইব না, বিদেশী-কাগজ কিনিব না, বিদেশী-মোজা পায়ে দিব না বলিয়া স্থির আছি, কেবল বিদেশীর অন্নদাস নহি বলিয়া। যদি ধান, চাউল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আসিত, তাহা হইলে এতটা স্থিরভাবে এতদিন এই প্রতিজ্ঞা থাকিত কি? সমুদয় সহ্য হয়, কিন্তু উদর-যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

মা' আমাদের অন্নদা। মা' আমাদের উদর-যন্ত্রণা রাখেন নাই। এই মা'কে বিবি সাজাইলে, বিদেশী খাদ্য ভালবাসিলে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। হিন্দু-ধর্ম্মে বলে, যাহা ইচ্ছা করিও, কিন্তু বিদেশী খাদ্য খাইও না,—জাতি যাইবে। আমরা মনে করিতাম, জাতি আবার কি? এই রুচিতেই এদেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অনেকে এখনও জাতীয় পরিচ্ছদ ভালবাসেন না, জাতীয় ভাষায় স্বজাতির নিকট পত্র লেখেন না। এই রুচিতে দেশটা উদ্ধার হইয়া বাঙ্গালাদেশ হইবে, কি জার্ম্মণদেশ হইবে, ইহাই চিন্তার কথা।

দেশালাই, বোতাম, খড়ি-চূণ, মোমবাতি, ঘড়ি, বোতল ইত্যাদি যাহা ইচ্ছা বিদেশীর নিকট লও, উহার সংশোধন হইবে, ইচ্ছা করিলে দেশে পাওয়া যাইবে; কিন্তু আমরা কস্মিনকালে বিদেশীর নিকট অন্নদাস যেন না হই, এই বিষয়ে খুব লক্ষ্য রাখা চাই—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা চাই। আমরা বিদেশী খাদ্য কিছুতেই স্পর্শ করিব না। উহা আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে এবং এই পথ দিয়াই বিদেশী বণিকেরা আমাদের চিরদিনের মত জব্দ করিবে। আজ উহারা বিস্কুট, রজনচুস, মদ্য, ঘন-দুধ, জ্যাম-জেলি, লবণ, চিনি এবং

বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। বিদেশী মোহিনীমায়ায় ফেলিতেছে। শেষে যেন আমাদের আহারের জন্য বিদেশী জাহাজের দিকে চাহিয়া থাকিতে না হয়। উহাদের বিশ্বাস কি? এইরূপে নীল প্রভৃতি কত চাষ ভারত হইতে উঠিল। এইবার আমেরিকায় ধান এবং পাট-চাষ আরম্ভ হইয়াছে। উহাদের সকল বিষয়েই আমরা পশ্চাতে পড়িয়াছি। ঘরের ভাত খাইয়া কেবল চিৎকার করিতেছি, শেষে যেন আমেরিকার শস্তার চাউলে বঙ্গ ডুবিয়া না যায়। উহারা যখন হাত দিয়াছে, একটা কিছু করিবেই করিবে। অতএব এখন হইতে সাবধান হও। বিদেশীর অন্নদাস যেন আমরা না হই। বরং ষ্টকিং, ছড়ি, ঘড়ি বিদেশী লইব, কিন্তু বিদেশী খাদ্য কিছুতেই লইব না। বিদেশী অন্নে মজিলে, এদেশের আর কিছুই থাকিবে না। প্রকৃত-পক্ষে তখনই আমরা মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হইব।

বঙ্গে বিদেশী দ্রব্যের আমদানী।

(ইংরাজী ১৯০৪—০৫ সাল।)

সর্ব্বপ্রকার মদ্য	৪৮,০১,৯০০৲	অন্যপ্রকার তামাকের প্রস্তুত দ্রব্য	৫,৩০,৯৯২৲
বিস্কুট	৪,৭২,৫২২৲	কেরোসিন তৈল	১,২৫,৬৪,৯৩৭৲
জ্যাম ও জেলি	১,৪৩,৪৯৪৲	গহনা	৪১,০২,৬৫১৲
ঘন দুধ	৩,২২,৪৬০৲	স্পঞ্জ	১৪,৬০০৲
অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য	২৩,৫৯,৬০৩৲	কোরা কাপড়—ধুতি, উড়ানী, শাড়ী ইত্যাদি	১২,০৮,২২,৪৬৩৲
লবণ	৬০,০৮,৯২০৲	ধোলাই কাপড়—ধুতি, উড়ানী, শাড়ী ইত্যাদি	১,৭৭,০১,১৯১৲
চিনি	১,৯৯,৬১,৪৯১৲	রংকরা কাপড়	২,৩১,১১,৩৫৭৲
অপরিষ্কৃত চিনি	৬,৮৯,৫১৬৲	শাল, রুমাল	১১,৪৭,৫৯৫৲
চিনির খাবার	৩,০১,১৬৮৲	মোজা	৩৮,১৫,৫৭৫৲
এনামেলের বাসন	৩,৫৯,১১২৲		
সিগার	২,৩৭,৪৯৩৲		
সিগারেট	২১,০৭,২১৭৲		

ফিতা ইত্যাদি	৪৪,৬৭৯৲
সেলাই করিবার সূতা	১০,৬১,৯৬০৲
অন্যান্য প্রকার কাপড়	২৬,৮৭,০৫২৲
রেশমের কাপড়	৬,৮১,৩১৪৲
রেশমের নানাপ্রকার দ্রব্য	৭,১৪,৩০৭৲
রেশমের সেলাই করিবার সূতা	৩৯,৪০৪৲
পশমের বুনন-দ্রব্য	৪,২১,৩৪৮৲
পশমের কার্পেট ও রাগ	১,৬৫,০৮৬৲
পশমের কাপড় ইত্যাদি	৪০,৫৮,৯৫৭৲
শাল	৪৪,৭৪,৭২৮৲
অন্যান্য প্রকার পশমের জিনিষ	৭,২৮,৪৪৪৲
পর্দ্দা ও পরিচ্ছদ ইত্যাদি	৪৪,২৪,৩৬৭৲
জুতা	১১,৮৬,৫৪৯৲
খড়ি ও চূণ	১৩,৯৭৪৲
আসবাব	৪,৭৪,০১৮৲
মোমবাতি	১,৮৩,৫৪০৲
ঘড়ি	৭,৪২,৪২৯৲
ঝুঁটা-মুক্তা ও কাচের দানা এবং পুঁথি	১২,২৮,৮৭৭৲
পোর্সিলেন	৭,৯৬,৮২৮৲
বোতল	২,২২,৫৪৬৲
অন্যান্য প্রকারের কাচের জিনিষ	২০,৩২,৪৩৮৲
দিয়াশালাই	১৪,৪৭,১৪০৲
অয়েলক্লথ	২,০৯,২৭০৲
ছাপার কাগজ	৫,৭৯,০৬৬৲
চিঠির কাগজ ও খাম	৪,২৫,৩৭১৲
অন্যান্য প্রকার কাগজ	৩,৯৬,০১৭৲
পেষ্টবোর্ড	১,০৫,৪৫৮৲
সুগন্ধি দ্রব্য	৭০,৫০৫৲
সাবান	৬,৮০,৯০৪৲
পেন্সিল, কলম, দোয়াত ইত্যাদি	১৬,৩৩,৩৮৩৲
ছড়ি ও চাবুক	৫০,৩৮৫৲
খেলানা	৯,২৫,৭০৯৲
ছাতা	২,৪১,৯৯৬৲
বিলাস-দ্রব্য	৫,১২,২২২৲

সর্ব্বপ্রকার বিদেশী দ্রব্যের সমষ্টি ৩৮,৫১,৫৯,০৪৮৲ টাকা।

চিনির কথা।

(৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ; ১২৮ পৃষ্ঠার পর।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক বিদেশী চিনি দেশী চিনির অনুরূপ। ব্যবসায়ীদিগের জুয়াচুরীর জন্য দেশী চিনির উন্নতি সহজে করা দুষ্কর হইবে। তবে যদি আমরা বলি "চিনি মাত্রেই খাইব না, গুড় খাইব" তাহা হইলেই সহজে বিদেশী চিনির আমদানী বন্ধ হইবে।

জনকয়েক জুয়াচোর চিনি-ব্যবসায়ী কি করিতেছে, শুনুন। আজকাল যে ইলেক্‌ট্রিক গম-পেষাই কল হইয়াছে, দানাদার জাবা-চিনি সেই কলে ফেলিয়া পিটি-চিনি করিয়া, নূতন বোরায় পুরিয়া বস্তার গায়ে লিখিতেছে "স্বদেশী ইক্ষু হইতে প্রস্তুত বিশুদ্ধ দেশী-চিনি।"

আজকাল সুখচরের দোবরা-চিনির দর ১৪৲ হইতে ১৫৲ টাকা মণ হইয়াছে ; কারণ, ইহা দেশী-চিনি। লালী জাবার মণ ৫৲ টাকা। জাবার চিনি বিদেশী চিনি, ইহা গালাই করিয়া স্বদেশী দোবরা করা হইতেছে ; ৫৲ টাকা মণের চিনিকে ১৫৲ টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে। এই শ্রেণীর কাজ কলিকাতায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবার লক্ষণ দেখিতেছি।

আপনারা মনে করিবেন, ২।৫ জন জুয়াচোর ব্যবসায়ীতে ইহা করিলে, দেশের কি ক্ষতি হইবে? আজ্ঞে, তা' নয় ; প্রায় ব্যবসাদার মাত্রেই এই শ্রেণীভুক্ত! আপনার দেশের ভায়েরা কেমন সচ্চরিত্র, তাহা ক্রমেই বুঝিবেন। আমরা ইহাদের বেশ চিনি। বোম্বাইতে কাপড়ের কল আছে, অথচ এই বৎসর (অন্য কোন বৎসরে নহে) ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে প্রচুর বস্ত্র বোম্বেতে আসিল কেন? এবং সে কাপড় কোথায় গেল? কেবল চিনিওয়ালা নহে, ব্যবসাদারকে সহজ মনে করিবেন না। এ সকল প্রতিকারের উপায় কি? রাজার সাহায্য ভিন্ন ইহার প্রতিকার হয় কি? তাই বলি, রাজাকে চটাইও না।

দেশের যেরূপ গতিক বুঝিতেছি, ইহাতে বস্ত্র-শিল্পে একদিন না একদিন আমরা উন্নতির পথ পাইব। অবশ্য দেশী-তুলা লইয়া বাড়ী বাড়ী চরকা করিলে, এবং নূতন তাঁতে বস্ত্র বুনিলে, তাঁতিদের বাউণ্টি দিলে, আর যায় কোথা! লবণ সম্বন্ধে বঙ্গবাসী কতদূর অধিকার পাইবে, বলিতে পারি না। এ বিষয়ে আমাদের নিরাশার অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ, ইহা আমাদের রাজার হস্তে। চিনি সম্বন্ধে আমরা বস্ত্র-শিল্পের মত অধিক পীড়াপীড়ি করিয়া ধরি নাই, মুখেই বলিতেছি "স্বদেশী-চিনি খাইব" কিন্তু স্বদেশী ও বিদেশী চিনি আমরা চিনিয়া লইতে জানি না এবং এজন্য একদিনও ময়রার-দোকানের খাদ্য খাইব না বলিয়া ফেলিয়া দিতে চাই নাই। উহারাও মনের সাধে জুয়াচুরী করিয়া, মুখে বলিতেছে, ইহা স্বদেশী-চিনির খাদ্য। অদ্যাপি ঝালকাটি, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর কলের চিনি যাইতেছে। অন্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর যেন কলের চিনি অধিক কাটিতেছে।

দেশী গোঁড়, দলুয়া, দোবরা, একবোরার দরও অতিরিক্ত হইয়াছে, অথচ এই সকল দেশী নামধারী চিনি, কলের চিনিতেই হইতেছে। অদ্য ২৯শে কার্ত্তিক দোবরার দর—১৫৲ হইতে ১৫৷৷০, একবোরা—১৪৲ হইতে ১৪৷৷০, গোঁড়—৯৲, দলুয়া—৯।০ হইতে ৯৷৷০ টাকা হইয়াছে। এই সকল চিনি অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট চিনি জর্ম্মন-বিট্ অদ্য দালালে ৫৸০ আনায় কনট্রাক্ট করিতে বলিতেছে। ইতিপূর্ব্বে ৬৲ টাকা দরে অনেকে এই চিনি কনট্রাক্ট করিয়াছেন। ৯০ হাজার টন বিট্-চিনি কলিকাতায় আসিবে, তাহার কনট্রাক্ট হইয়া গিয়াছে। এই ৯০ হাজার টন চিনি কলিকাতার ধনী ও নির্ধন, এমন কি পানেরখিলির দোকান করে, এইরূপ সামান্য শ্রেণীর ব্যবসায়ীরাও লইয়াছে। এদিকে দেশী-গুড়ের দর—৪৷৷০ হইতে ৫৲ টাকা হইয়াছে, ইহা লইয়া চিনি করিলে এবং ঐ সকল বিদেশী-চিনি আসিলে কি হইবে? যদি স্বদেশী আন্দোলন বর্ত্তমানের মত স্থায়ী না থাকে, তাহা হইলে তুমুল কাণ্ড বাধিবে। এই যুদ্ধে এদেশী যাহা কিছু চিনির কারখানা আছে, তাহা নির্ম্মূল হইবে বোধ হয়। এই সকল আশঙ্কা চিনিওয়ালারা করিতেছে। চিনি সম্বন্ধে একটু চাপাচাপি আন্দোলন হইলে, তবে আমরা জর্ম্মণ-চিনির যুদ্ধে জয়লাভ করিব। সকলে প্রতিজ্ঞা কর "সন্দেশ এবং মিঠাই প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য খাইব না, কেবল গুড় খাইব" তাহা হইলেই চিনির কাজ উদ্ধার হইবে।

তাঁতির কথা।

মহাশয়! আপনি আমাকে "ফরাশডাঙ্গার কাপড়ের সহিত শান্তিপুরের কাপড়ের প্রভেদ কি?" লিখিতে বলিয়াছেন। অতএব আপনাকে তাহা জানাইতেছি। প্রথমতঃ উহারা অধিক সূক্ষ্ম সূত্র ব্যবহার করে না; আমরা ২০০নং সূতা ব্যবহার করি, উহারা ১২০নং সূতাও ব্যবহার করে না। এজন্য উহাদের সানা ১৫০০ শয়ের, আমাদের সানা ২২০০ শয়ের পর্য্যন্ত আছে। দ্বিতীয়তঃ আমরা ১৫ পাঁজার গালি দিই, উহারা ১০ পাঁজায় গালি দেয়।

গালি দেওয়া কি? বস্ত্রের চারিধারে ভাল সূতা এবং মধ্যস্থলে নরম সূতা চালাইয়া বস্ত্রের পড়তা কম করা হয় অর্থাৎ ফরাশডাঙ্গার কাপড় শান্তিপুরের বস্ত্রাপেক্ষা শস্তা ও মোটা। আমাদের কাপড় রেশম ও জরি-পাড়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, এজন্য আমাদের খরচা বেশী, উহারা তাহা করে না। শান্তিপুর বাহারের দিকে যায়, ফরাশডাঙ্গা গৃহস্থভাবের দিকে যায়।

তৎপরে আপনি বলিয়াছেন, "তোমরা কত শস্তায় একজোড়া কাপড় করিতে পার।" আমরা জরি বা রেশম-পাড় করিব না, ফরাশডাঙ্গার মত ঢালা পাড় করিব। মোটা ৬০—৭০ নং সূতায় যদি ১০ হাতি কাপড় ১২০০ শয়ের সানায় বুনি (আমরা ইহাপেক্ষা কম সানায় কাপড় বুনি না, উচ্চে ২২০০ শয়ের সানা আমরা ব্যবহার করি), তবে আমাদের নিম্নলিখিত খরচ পড়িবে।

১০ হাতি কাপড় করিতে ২ মোড়া ৬০—৭০ নং সূতার মূল্য মায় হাটার মজুরী সহিত ১৴০, পাড়ের সূতা ।০ আনা, পাইট করা ৴০ এবং ৪ দিনের কম উহা বুনা শেষ হইবে না, অতএব উক্ত ৪ দিনের মজুরী ।৴০ হিসাবে ১।০ সিকা। মোট ২৷৷৵০ আনায় ১০ হাতি ১ জোড়া বস্ত্র উৎপন্ন হইবে। ইহাপেক্ষা অল্প মূল্যের কাপড় আমরা এ পর্য্যন্ত করি নাই। জোলারা ৷৷০ আনা হইতে ১৲ জোড়া কাপড় করে, কিন্তু তাহা বড় মোটা। ২৷৷৵০ আনায় আমরা যে কাপড় করিব, তাহা বিলাতী মাটাবালামের সূতা; কিন্তু উহা বিনা পাটের সূতা, আমাদের পাট করা সূতা।

পাড়ের জন্য রঙ্গিন সূতার মধ্যে বিলাতী লাল-সূতা ক্রয় করিতে হয়। কাল-সূতা এদেশে ছোপান হয়, ইহা বিলাতী সূতা অপেক্ষা মসৃণ এবং স্থায়ী পাকা-রং। শান্তিপুরের বড়বাজারে এই সূতা ছোপাইবার ৫।৭ থানা দোকান আছে। এক মোড়া সূতা ভাল করিয়া ছোপাইতে ৵০ আনা লয়; নচেৎ ৶০ আনায় এক মোড়া সূতা ইহারা ছোপাইয়া দেয়। দুঃখের বিষয়, লাল রঙ্গের সূতা ইহারা ছোপাইতে পারে না; উহা বিলাতীর মত পাকা এবং উজ্জ্বল হয় না।

শ্রীকিশোরীমোহন প্রামাণিক।

শান্তিপুর, সূত্রাগড়।

তমলুকের নিব।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দে, পিত্তল, জার্ম্মাণ সিলভার এবং রৌপ্যের নিব প্রস্তুত করিয়াছেন। তমলুকে ইঁহার স্যাকরার দোকান আছে। পিত্তলের নিব দেখিতে "জী" মার্কা নিবের মত হইয়াছে, মূল্য প্রতি নিব এক পয়সা এবং রৌপ্যের নিবের আকৃতি হইয়াছে,—গবর্ণমেণ্ট আফিসে তাম্রের নিবের পেটেণ্ট; ইহার একটীর মূল্য চারি পয়সা। উক্ত নামে পোষ্ট তমলুক, বাজার পার্ব্বতিপুর ঠিকানায় পত্র দিলে এই নিব পাওয়া যাইবে।

ইঁহারা আমাদের সম্মুখে নিব প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছেন। কলিকাতা, মনোহর দাসের চকে হার্ডওয়ারের দোকানে পিত্তলের পাত ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, ইহা কিন্তু বিলাতী আমদানী। ইচ্ছা করিলে, এদেশী পিত্তলের পাত অনায়াসে পাওয়া যাইবে। কলিকাতার নূতন বাজারে বাসনের দোকানগুলিতে ইহার সন্ধান লইলে, দেশী পিত্তলের পাত পাওয়া যায়। তমলুকের নিব প্রস্তুত-কর্ত্তারা বিলাতী পিত্তলের পাত ব্যবহার করিয়াছেন! শুনিলাম, পিত্তলের পাতে কালীর কষে কালীস্থ লৌহ মড়িচা ধরিবে না এবং ইহা ছুরি দিয়া চাঁচিয়া লইলে, নষ্টনিব পুনর্ব্যবহারে আসিবে।

আমরা যে নিব ব্যবহার করি, উহা দুমড়ান থাকে; উহাকে হাতুড়ীর ঘা দিয়া আস্তে আস্তে সোজা করিলে কি হইবে? পাত হইবে। এই পাতের আকৃতি মত উহার চারিধার ঈষৎ উচ্চ রাখিয়া ইস্পাতের একখণ্ড "ডাইস" কর্ম্মকারের দোকান হইতে করান হইয়াছে। তৎপরে একখণ্ড সীসের ইষ্টকের (ইহা বেশী পুরু নহে, এবং খুব বড়ও নহে) উপর পিত্তলের পাত রাখা হইল। তাৎপর্য্য—সীসা নরম ধাতু, ইহার উপর পিত্তলের পাত রাখিয়া, পূর্ব্বোক্ত নিবাকৃতি ক্ষুদ্র প্লেট বা ডাইসখানি বসাইয়া সজোরে ২।৪ ঘা হাতুড়ীর আঘাত মারিবামাত্র নিবের পাত পিত্তলের পাত হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। তাহার পর, একখণ্ড পুরু লৌহের উপর ঈষৎ "খাদ" করা হইয়াছে, ইহা নিবের দুমড়ান অবস্থার ছাঁচ বলা যাইতে পারে। এই ছাঁচে ফেলিয়া পূর্ব্বোক্ত নিবাকৃতি পাতটুকু অল্প আঘাতে নিবে পরিণত করা হইল। খচ্ চেরা হইল, কাতারি দিয়া। খচ্ চিরিতে অনেক নিব নষ্ট হইতেছে, সোন্নার চাপ দিয়া কতক কাজে লাগাইবার মত করা হইতেছে।

ইহারা বাজারে পিত্তলের পাত ক্রয় করিয়া আঘাত দ্বারা তাহাকে কিছু পাতলা করিয়া লইতেছে, ইহাতে আর একটী কার্য্য এই হইতেছে যে, আঘাতের জন্য উহার কঠিনত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নে নরম ধাতু (সীসা) রাখিয়া নিবের ডাইসে আঘাত করিয়াও ডাইস অধিক দিন স্থায়ী হইতেছে না এবং খচ্ চেরার অসুবিধা রহিয়াছে। তমলুকের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত মহাশয় বলিলেন "যদি "পেন্-নাইফের" মত কোন যন্ত্র হয়, উহারা তাহা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিলে, তবে সুবিধা হইবে।" কাজ আট্‌কাইলেই বুদ্ধি যোগায়! শুনিলাম, কলিকাতার ভট্টাচার্য্য কোম্পানী এমন ডাইস করিয়াছেন যে, এক আঘাতেই নিব দুমড়ায় এবং খচ্ করা হয়। শ্রীঃ—

মহিষাদল।

কলিকাতার আর্ম্মণীঘাট ঠিক বড়বাজারের পুলের পার্শ্বে অবস্থিত। এইখানে হোরমিলার কোম্পানীর ঘাটাল লাইনের ষ্টীমারে উঠিয়া গেঁওখালি যাইতে হয়। ষ্টীমার প্রাতে ৭॥ টায় ছাড়ে। ভাড়া, গেঁওখালি পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণী ।৵০, মধ্যম শ্রেণী ।৶১০। হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমারে মধ্যম শ্রেণীর টিকিট লইলেই দ্বিতীয় এবং প্রথম শ্রেণীতে যাওয়া যায়; অতএব অন্য শ্রেণীর দর জানিবার এবং টিকিট করিবার আবশ্যক নাই। নিতান্ত যাঁহাদের পয়সা কাম্‌ড়ায়, তিনিই হোরমিলার কোম্পানীর দ্বিতীয় এবং প্রথম শ্রেণীর টিকিট করেন। বেলা ১২টা—১টার মধ্যেই জাহাজ গেঁওখালি পৌছায়। রূপনারায়ণ নদ এবং গঙ্গানদীর মোহানায় গেঁওখালি। জলপথের এই মুখটা বড় নির্ব্বিঘ্ন নহে! জলপথ ভিন্ন, হয় জাহাজ, না হয় নৌকাযোগ ভিন্ন গেঁওখালি যাওয়া যায় না। এখনও এ সকল স্থানে রেলের সুবিধা হয় নাই। তবে খানিক দূর পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই পারেই রেল আছে। এ পারে ডায়মণ্ড-হারবার সিয়ালদহ লাইন, পর-পারে বেঙ্গল নাগপুর লাইনের কোলাঘাট পর্য্যন্ত রেলে যাওয়া যায়, এবং ঐ সকল স্থান হইতে জোয়ার ভাটার সময় নৌকা করিয়া গমনাগমন করা যায়।

গেঁওখালি মন্দ গ্রাম নহে। গঙ্গার ধারে একটী মন্দির দেখিলাম। হোটেল আছে। খাবার-দোকান কয়েকখানি আছে। বাজারে নানাবিধ দ্রব্যের বড় বড় দোকান কয়েকখানি আছে। যাত্রী-নিবাস আছে। কালী-ঘাটের মত ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। মানুষ প্রতি দুই পয়সা ভাড়া লাগে। গ্রামের চতুর্দ্দিকে ধান্যক্ষেত্র। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে এই সকল স্থান জাগ্রত লক্ষ্মী-নিবাস বলিয়া বোধ হয়। এই সময় গ্রামস্থ স্ত্রীলোকেরা "দুইসন্ধ্যা" ভোরে এবং শেষ বেলায় শঙ্খধ্বনি করে। ধান্য-ক্ষেত্রগুলির কল্যাণ জন্য কয়েকটী ক্যানেল আছে। গেঁওখালি হইতে মহিষাদল যাইতে হইলে ক্যানেলের ধারে ধারে ৪ ক্রোশ পথ যাইতে হয়। পথ পরিষ্কার, কিন্তু এ পথে গরু কিংবা গোযান যাইতে দেওয়া হয় না। শুনিলাম, মহিষাদলের রাজা বাহাদুরের অশ্ব কিংবা অশ্বযান এই পথে যাতায়াত করে। কাজেই গেঁওখালি হইতে নৌকাযোগে কিংবা হাঁটিয়া মহিষাদলে যাইতে হয়। গো-গাড়ী আছে, অশ্বযান আদৌ নাই। ক্যানেলের পথে একটী পুল আছে, ইহাই মহিষাদল গ্রামের পুল। এই পুলের নিম্ন দিয়া বরাবর ক্যানেলের রাস্তায় গেলে হরিখালি, তেরপাখিয়া প্রভৃতি গ্রাম পাওয়া যায়। পুলের পার্শ্বে পুলিস-ষ্টেসন এবং উহার সন্নিকটেই মহিষাদলের রাজাবাহাদুরের স্থাপিত এণ্ট্রান্স-স্কুল। আমরা রাত্রিকালে মহিষাদল পৌঁছিলাম, অতএব ভাল করিয়া গ্রাম দেখা হইল না। মহিষাদলে ইষ্টকের বাড়ী অনেক আছে। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। আমরা রথগড়া দিয়া, মহিষাদলের মফঃস্বলে অনেকগুলি গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছিলাম।

মহিষাদল হইতে তমলুক যাইবার একটী পাকারাস্তা আছে। এই পথের দুইদিকে কোথাও মাঠ, কোথাও গ্রাম পড়িয়াছে। এই সকল গ্রাম হইতে অন্যান্য গ্রামে যাইতে হইলে মাঠের উপর দিয়া যাইতে হয়। কোন কোন মাঠের উপর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের প্রশস্ত বাঁধ পড়িয়াছে। বাঁধটী যেন মহিষাদল এবং তমলুক চিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা বাঁধের একদিক মহিষাদল ভুক্ত, অপরদিক তমলুকের অন্তর্গত। ইহাদের মোকর্দ্দমাদি তমলুকে হয়। এই সকল দেশগুলি মেদিনীপুর জেলার এলাকাভুক্ত।

গেঁওখালি, হরিখালি, তেরপাখিয়া, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে চাউলের হাট আছে। এ সকল দেশের একমাত্র প্রধান ব্যবসায় ধান্য চাউল। রেলের অসুবিধা বশতঃ দুগ্ধ শস্তা। টাকায় ২৫।২৬ সের খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া যায়। তমলুকের পথে কয়েকখানি শুক্‌না ক্ষীরের কারখানা দেখিলাম। এই ক্ষীর

তথায় করিয়া উহারা কলিকাতায় বিক্রয় করিয়া যায়। ঘাটালের প্রচুর দধি কলিকাতায় আমদানী হয়। চন্দ্রকোণার গাওয়া ঘৃত কলিকাতায় প্রসিদ্ধ, উহাও সহরে প্রচুর আমদানী হয়। ঐ সকল দেশের চাউল কলিকাতায় আসিয়া কলম্বো, এডেন, মরিশশ, নেটাল প্রভৃতি দূরদেশে প্রচুর রপ্তানী হয়। প্রত্যেক গ্রামেই কলুবাড়ী আছে, ইহারা নারিকেল এবং সরিষার তৈল করে। নারিকেল এক শতের মূল্য পূজার সময় ২৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায়। নারিকেল দড়ির ব্যবহার দেখিলাম না। এ সকল গ্রামে তামাক খাইবার আগুণ করিবার জন্য টীকা নাই, খড় এবং নারিকেল ছোবড়ার আগুণ করিয়া তামাক খাওয়া হয়। পাট চাষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর পাট-চাষ আরও বেশী হইয়াছে। সরের মোটা মাদুর, নারিকেল পাতার চেটা এবং সরকাঠির পরদা যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহারা গাওয়া-ঘৃত ব্যবহার করে। মাখম জ্বাল দেয় "কড়া" ভাবে অর্থাৎ অধিক জ্বাল দেয়, এজন্য ইহা খাইতে ঠিক পুরাতন ঘৃতের মত গন্ধ। এই "কড়া" ভাবে জ্বাল দিবার উদ্দেশ্য—ইহা করিলে ঘৃত শীঘ্র শীঘ্র পুরাতন হয় এবং দানা বাঁধে। জোলারা ২০ হইতে ৩০ নং সূতায় কাপড় বুনিয়া থাকে। উহার মূল্য ৸০ আনা হইতে ১৲ টাকা জোড়া। গামোছা এ সকল দেশে যথেষ্ট হয়। হাবড়া হাটে ইহাদের গামোছা বিক্রয় হয়। কলিকাতা হইতে উহারা বিলাতী বস্ত্র, কেরসিন তৈল, লবণ, চিনি, বেণেমসলা, ঔষধ, মণিহারীদ্রব্য প্রভৃতি লইয়া যায়। এবং উহারা কলিকাতায় আনিয়া দেয়, চাউল, ঘৃত ও দধি। দেশালাই, মণিহারীদ্রব্য ইহারা কম ব্যবহার করে। গ্রামের লোকে অল্প বিস্তর প্রায় সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় লেখা পড়া জানে। ইহাদের কথার ভাষা কিছু বাঁকা। চীৎকার করাকে "চিচাস্ কেন" এই ভাবের কথা বলে। গ্রামের বড়লোকের বাড়ীর আচার ব্যবহার ভাল, নচেৎ দুঃখী গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা প্রায় হুঁকা কলিকায় তামাক খায়। ইহাদের আরও কদর্য্য ব্যবহার আছে।

ঐ সকল গ্রামের লোকেরা, যাহারা চাউল ব্যবসায়ে লিপ্ত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ একখানি বা দুইখানি কিস্তি করিয়া চাউল আনিয়া খিদীরপুর, রামকৃষ্ণপুর এবং কুলপীরঘাটের চাউলের আড়তদারের নিকট দাদন লয়, কেহ কেহ এক কিস্তি দেখাইয়া তিন স্থানে তিন আড়তদারের নিকট ৬।৭ শত টাকা দাদন লয় এবং হাটে ধারে মাল ক্রয় করে, শেষে মাহাজনদিগকে

ফাঁকি দেয়! ইহাদের পক্ষে দোষ অনেক। খুব সাবধানে ইহাদের সঙ্গে কার্য্য করিতে হয়। ইহারা প্রায় সকলেই জুয়াচোর। মিথ্যা কথা বলা, ইহাদের অঙ্গের ভূষণ।

সহজ-শিল্প।

(১) প্রকৃত হনি-সোপ করিবার নিয়ম।

সাধারণ ইয়োলো-সোপ (Common yellow Soap)				২ পাউণ্ড।
মধু	...	...	...	৪ আউন্স।
দারুচিনির তৈল	...	...	...	৩ পেনি মূল্যের।

প্রস্তুত প্রণালী।—প্রথমে সাবান খুব সরু সরু করিয়া কাট। তাহার পর যাহাতে পুড়িয়া না যায়, সেই পরিমাণে একটা কড়াতে জল রাখিয়া ঐ সাবান-কাটা তাহাতে ফেলিয়া দাও, ও কড়াটা আগুনের উপর বসাইয়া দাও। যখন সম্পূর্ণরূপে গলিয়াছে দেখিবে, তখন তাহা নামাইয়া লইবে ও মধু ঢালিয়া দিবে। মধু দিয়া, একটা কাঠি দিয়া খুব করিয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন খুব ভাল করিয়া সিদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন তাহাতে দারুচিনির তৈল ঢালিয়া দিবে। তাহার পর ইহাকে একখানা ডিসে ঢালিবে। যখন ঠাণ্ডা হইবে, তখন কাটিয়া ব্যবহার কর। ঠাণ্ডা হওয়ার কিছুক্ষণ পরে ব্যবহার করিলে আরও ভাল হইবে; ইহাতে চামড়া মসৃণ ও সাদা হয়।

(২) নেবু-ফুলের এসেন্স।

স্পিরিট অব ওয়াইন	...	১ পাইন্ট।
অয়েল অব নিরোলি	...	১ ড্রাম।

এই দুইটি জিনিস একত্র করিলেই ইহা প্রস্তুত হইল।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বাঁকিপুর।

মহাজনবন্ধু, মাসিকপত্র।
৫ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা; অগ্রহায়ণ, ১৩১২।

অবাধ-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ।

আমাদের নিকট অনেকেই পরামর্শ চাহিতেছেন "মহাশয়! আমরা যে কাজ করি, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায় কাজ করিব কি না?" এ কথার উত্তরে আমরা বলি, যিনি যে কাজে নিযুক্ত আছেন, তাহা কখনই তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। বরং আত্মীয়স্বজন কিংবা আপনার পুত্রাদি দ্বারা ব্যবসায় কার্য্য করাইবেন, তাহা হইলেই ব্যবসাদারী কাজের আস্বাদন নিজেও পাইবেন এবং পুত্রাদিকেও শিক্ষা দিতে পারিবেন। কলিকাতায় চারি আনা মূলধনের ব্যবসায়ী হইতে কোটীপতি বিদেশী বণিকও ব্যবসায় করিতেছেন। অতুল ঐশ্বর্য্য এবং বিপুল ধন থাকিলেই যে ব্যবসায়ী হওয়া যায়, তাহা নহে। অনেকেই জানেন, কেহ রিক্তহস্তে আসিয়া বিপুল অর্থার্জ্জন করিয়াছেন, কেহ বা বিপুল অর্থ গৃহ হইতে আনিয়া এই কাজে পথের ভিখারী হইয়া গিয়াছেন! জগতের সমুদয় কাজেই ঈশ্বরের প্রদত্ত শক্তি নির্ভর করে। তিনি যাহাকে যে শক্তি দিবেন, সে সেই পথে যাইবে, জোর করিয়া কোন কাজ হইবে না।

তাহার পর দেখা উচিত,—এই আন্দোলন, এই উত্তেজিত ভাব দেশে থাকিবে কি না? কখনই থাকিবে না, ইহা থাকিতে পারে না। "তবে কি আপনি দেশোদ্ধারের বিরোধী?" তাহা নয়। আমাদের রাজারাও স্বদেশী শিল্পের পক্ষপাতী। তোমাদের উত্তেজিত ভাবের অবসাদ অবশ্যই আছে। যখন দিনের পর রাত্রি হয়, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম, তখন তোমাদের উত্তেজিত ভাবের পরেই যে অবসাদ আসিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র। হইতে পারে বিলম্বে। তখন তোমাদের এই কার্য্যের ফলে কি হইবে, তাহা আমরা এখন বলিতে বাধ্য নহি; কারণ, ইহাতে ভাল বলাও দোষ এবং মন্দ বলাও দোষ। রণমুখী তোমরা, এখন তোমাদের সঙ্গে কথা কওয়া বা তোমাদের বুঝাইতে যাওয়া উচিত নহে।

তবে ইহা নিশ্চিতঃ জানিও, জগতের সকল কাজেই সুখদুঃখ আছে। তোমার সুখদুঃখ তোমার মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। স্কুলের বালকের কাজে সুখদুঃখ আছে, ওকালতী কাজে সুখদুঃখ আছে, বিচারকের কাজে সুখ দুঃখ আছে, মুটে, মজুরের কাজেও সুখদুঃখ আছে, দোকানি, পসারি, মহাজন প্রভৃতি যিনি যে কাজ করেন, সেই কাজে সুখদুঃখ আছেই আছে। স্কুল-মাষ্টার তাঁহার কাজের সুখদুঃখ ছাড়িয়া, যদি দোকান করিতে ইচ্ছা করেন, কে তাঁহাকে বারণ করিবে? তবে এইমাত্র তাঁহাকে বলা যায় যে, দোকানের কাজেও সুখদুঃখ আছে, তাহা যদি তিনি সাম্‌লাইতে পারেন, করুন। এইরূপ যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাই করুন; দাঙ্গা করুন,—জেলে যান। তাঁতের কল করুন,—কোটী টাকা দিয়া উহা স্থাপিত করুন, কোটী টাকার সুখদুঃখ পাইবেন। কিন্তু সকল কাজে শিক্ষা চাই, নচেৎ কার্য্য শৃঙ্খলা পূর্ব্বক হইবে না। তোমাদের "নিজে" নিজের প্রতি দেখা উচিত যে, তুমি ব্যবসায় কার্য্য করিতে জান কি না। যিনি না জানেন, তিনি শিক্ষা একশত বার করুন; কিন্তু তাহার সঙ্গে রাজবিদ্বেষ আসিবে কেন?

"রাজা অত্যাচারী বলিয়া!" ইহা তোমাদের মহাভ্রম। রাজা অত্যাচারী কিসে? তিনি দুইমাস তোমাদের স্বদেশী আন্দোলনে কোন কথা কহেন নাই। ধর্ম্মতঃ বল দেখি ভাই! শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা হইয়াছিল কি না? এবং অনেক স্থলে তাহা সাধিত হইয়াছে কি না? এখন সে কথা উড়াইয়া দিয়া, "আমরাত কিছুই শান্তিভঙ্গের" কথা শুনি নাই, ইহা বলা চলে কি?

ইংরাজরাজের কল্যাণেই আমরা দাঁড়াইতে শিখিয়াছি! আর ৫০ পঞ্চাশ বৎসর এইরূপ দাঁড়াইতে অভ্যাস থাকিলে, তখন বঙ্গ দুই এক পা' চলিতে শিখিবে। এখনও এতদিন এই তেজে আমাদের ইংরাজের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইতে হইবে। ছিঃ! কাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে যাইতেছ! উহাদের ঋণ ভারতবাসী শতজন্মেও শোধ দিতে পারিবে না। ইংরাজের শত দোষ থাকিলেও তাহা আমরা গ্রাহ্য করি না,—ইংরাজের গুণের সীমা নাই। ভারতবাসীর ভাষার উন্নতি হইতে যাহা কিছু উন্নতি, আধুনিক সময়ে ইংরাজের দ্বারাই হইয়াছে। "তবে কি ভারত অসভ্য ছিল?" তাহা বলিতেছি না। ছিল সবই, কিন্তু তাহা কালে ক্ষয় হইয়াছিল; সে দোষ তোমার আমার নহে, ভগবানের নিয়মের দোষ বা গুণ যাহাই বল, তাহাই শোভা পাইবে। কিন্তু সেই ক্ষয়প্রাপ্ত দ্রব্যকে ইংরাজ দেখাইয়া দিয়া যেন বলিতেছেন

"ভারতবাসী! ইহা তোমাদের অমুক পিতৃপুরুষের দ্রব্য, ইহার গৌরবের অধিকারী তোমরা।" এসব তর্ক চুলায় যাউক। বলি, এদেশে "ঠাঙ্গাইয়া মারা" অত্যাচার, জমিদারের জন্য দরিদ্র গৃহস্থের ঝি বৌ'য়ের প্রতি যে সকল অকথ্য অত্যাচার হইত, তাহার কি কিছুই নিবারিত হয় নাই? ইংরাজ কোন্ বিষয়ে আমাদের অসুখে রাখিয়াছেন? হিন্দুরাজার সময়ে ভারতের উন্নতি আমরা দেখি নাই; কিন্তু দেখিয়াছি, কলিকাতা সহরে পূর্ব্বে সবই খোড়ঘর, খোলার বাড়ী ছিল, আজ এখানে প্রায় সবই বিস্তৃত অট্টালিকা হইয়াছে। ব্যবসার জন্যই আজ পৃথিবীর সকল দেশের লোক ভারতে আগমন করিয়াছে। "আচ্ছা, ব্যবসার জন্য জগতের লোক ভারতে আসিল কেন?" ইহাই অবাধ বাণিজ্যের নীতি। ইংরাজরাজ যদি উহাদের আসিতে না দেন, "ভারত বড় দরিদ্র, ভারতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে, ভারতের শিল্প উৎসন্ন যাইতেছে, অতএব তোমরা বাপু, ভারতে আর আসিও না" একথা যদি ইংরাজরাজ বলেন, তাহা হইলে জগতের অন্যান্য রাজারাও (ধরুন) ঐ কথা বলিল, স্ব স্ব প্রজাদের স্ব স্ব রাজারা দেশে রাখিল, ইহাতে দেশের কি উন্নতি হইল, তাহাই এইবার চিন্তা কর। আবদ্ধ জলের পুষ্করিণী দেখিয়াছ? উহাতে শৈবাল ইত্যাদি হইয়া জলটী যেমন অস্বাস্থ্যকর হয়, তখন দেশও ঠিক ঐরূপ হইয়া যাইবে। কিন্তু স্রোতস্বতী গঙ্গার সহিত সমুদ্রের যোগ আছে এবং সমুদ্রের সহিত জগতের সকল দেশের নদীর যোগ আছে, তাই গঙ্গাজলে শৈবাল হয় না, এবং উক্ত জলও অস্বাস্থ্যকর হয় না। তোমরা দেশকে উদ্ধার ক'রে কিরূপ করিতে চাও? পুকুর করিবে? না গঙ্গার মত করিবে? যদি বল, পুকুর করিব এবং প্রত্যহ দেশশুদ্ধ লোকে উহা পরিষ্কার রাখিব। তাহা হয় না, অসম্ভব কথা। আর এদিকেও ভাবা উচিত, ইংরাজের কৃপায়—অবাধ-বাণিজ্যের কল্যাণে,—দেশটা এখন বাণিজ্যে গঙ্গার মত হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা মা-গঙ্গা হইয়াছেন, তাঁহারা এখন পুকুর হইবেন কি করিয়া? এখন যদি জগতের সকল দেশের রাজারা অবাধ-বাণিজ্য বন্ধ করিতে চাহেন, তাহা হইলে জগতের সকল দেশই পুকুর হইয়া পড়ে। দেশের উন্নতিপ্রার্থী হইতে হইলেই অবাধ-বাণিজ্য রাখিতেই হইবে। ইহা সকল দেশের রাজারাই ভাল বুঝেন। স্মরণ রাখিও, এদেশে যাহা কিছু কল-কারখানা আমরা অবাধ-বাণিজ্যের কল্যাণেই পাইয়াছি। ইহা না রাখিলে, অনেক অসুবিধা আছে। কৃষি, শিল্পের বৈজ্ঞানিক হইতেই পারে না। কেন না, এক দেশের লোক

অন্য দেশের বুদ্ধির সংশ্রব পায় না, এবং কেনই বা লোকে মস্তিষ্ক পরিচালনা অধিক করিতে যাইবে? ইহাতে এক দেশে লোক অধিক হইল, অন্য দেশে হয়ত লোকের অভাব, অথচ ঐ দেশে এত লোক হইল যে, সেই দেশটুকুতে "গাদাগাদি" করিয়া মরিতে লাগিল, টাকা সম্বন্ধেও তাই। দেশের খনি সম্বন্ধেও তাই হইবে। ভারতে অনেক ধাতুর খনি নাই; যে দেশে তাহা আছে, সে দেশে উহা "ফেল ফেল" হইবে এবং অন্য দেশ হয় ত তাহার জন্য বড়ই কষ্ট পাইবে। কাজেই কোন রাজাকে এই নীতির বিপক্ষে চলিবার উপায় নাই। এখন একথা কোন রাজা বলিতে গেলে অন্য রাজার প্রজারা তাহা শুনিবে কেন? তাহারা বলিবে, "বাঃ আমরা অমুক দেশে গিয়া এত টাকার দ্রব্য বিক্রয় করি, কেন সে দেশের রাজা আমাদের ইহা করিতে দিবেন না?" এই বলিয়া প্রজারা তাহাদের রাজাদের উত্তেজিত করিবে। আর, এই জন্যই রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিবে! অতএব অবাধ-বাণিজ্য ইংরাজরাজও বন্ধ করিতে পারেন না। নচেৎ আমরা যেমন ভাবিতেছি, আমাদের স্বদেশী শিল্প উৎসন্ন যাইতেছে, এইরূপ ইংরাজরাজও যে আমাদের মত না ভাবেন, তাহা নয়।

জর্ম্মণীর শস্তা দ্রব্যের জ্বালায়, ইংরাজ-বণিক্ হাড়ে হাড়ে জ্বলিতেছেন। তবু যাঁহারা সসাগরা পৃথিবীর রাজা, যাঁহাদের রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না, তাঁহারাও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না যে, "ওগো, ইংরাজরাজ্যে তোমরা কেহই জর্ম্মণীর শস্তা দ্রব্য লইও না।" ইহা বলা ধর্ম্ম ও নীতি বিরুদ্ধ; অতএব ইহা বে-আইনী। এইরূপ গোল যখন সময়ে সময়ে খুব বেশী হয়, তখন সকল রাজারা একত্র হইয়া ইহার প্রতিবিধান করেন—ডিউটী করিয়া। যে দেশে ইহা হয়, সেই দেশী দ্রব্যের সঙ্গে, এবং যে দেশের শস্তার জন্য উহা মরিতে বসে, তাহার সঙ্গে সমান করিতে যেটুকু প্রভেদ থাকে, সেইটুকু ডিউটীর টাকা বসাইয়া উভয়ের একদর করা হয়। চীন, মরিশস, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশের চিনি ৭৲ টাকার কম কলিকাতায় বিক্রয় করা চলে না, করিলে ক্ষতি হয়, কিন্তু কলিকাতায় জর্ম্মণীর বিট চিনি সে বৎসর ৫৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। কাজেই ইংরাজরাজের প্রজারা চিৎকার করিয়া রাজাকে ইহা জানাইলে, ইংরাজরাজ ইহার সন্ধান লইলেন। তাহাতে বুঝিলেন, জর্ম্মণ, দেশের রাজারা বাউণ্টি দিয়া উহা করাইয়া এত শস্তা করিতেছেন। এজন্য ইংরাজরাজ পাশ্চাত্য দেশের সকল রাজাকে জানাইলেন, সকল রাজাকে

একত্র করিলেন; পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, বাস্তবিক ইহা অন্যায়। কাজেই চীন, মরিশস্ ইত্যাদি রাজ্যের চিনির পড়তায় যাহা Balance হইল, ঠিক সেইটুকু ডিউটী বা অধিক শুল্ক বসাইয়া সমান দর করা হইল অর্থাৎ জর্ম্মণ, চীন, মরিশস্ সমুদয় চিনির দর ৭৲ টাকা করা হইল। তবু অধিক ডিউটী করিয়া জর্ম্মণ চিনিকে "ভাগাইবার" বন্দোবস্ত করা হইল না, কেননা তাহা হওয়া অসম্ভব। সমান দর হইল, এখন গ্রাহকের যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই লইবে; তাহাতেও কথা রহিল, জর্ম্মণ-রাজা বাউণ্টিফেড তুলিয়া দিলেই এই অতিরিক্ত ডিউটী ইংরাজ-রাজাকেও তুলিয়া দিতে হইবে। তারপর শুনিয়াছি, জর্ম্মণ-রাজ বিট-চিনির বাউণ্টি তুলিয়া দিয়াছেন, কাজেই দিবেন; প্রজারা তৈয়ারী হইয়া উঠিল, এইজন্য তিনিও বোধ হয় গা-ঢাকা দিলেন। এই বৎসর আবার বিটচিনি পাঁচ টাকা বার আনা দরে, কলিকাতায় শুনিতেছি, ৯০ হাজার টন বিক্রয় হইয়াছে। আর ত ডিউটী করিবার যো নাই, এইবার ভারতের চিনির দফা রফা হইবে! দেখা যাউক, ইংরাজ-রাজ আমাদের প্রতি আবার কি ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এজন্য আবার আমাদের রাজার নিকট চিৎকার করিতে হইবে।

জর্ম্মণীর রাজা প্রজাদের টাকা দিয়া "বাউণ্টিফেড" করেন, কৃষি, শিল্পের উৎসাহ দেন, আর ইংরাজ-রাজ আমাদের ইহা দেন না কেন? উত্তরে আমরা বলিব, অমৃত খাইতে কাহার ইচ্ছা নয়। আমরা জর্ম্মণীর প্রজার মত তৈয়ারী হই নাই বলিয়া, আমরা বহির্ব্বাণিজ্যে যাই না বলিয়া এবং আমরা ব্যবসায় বুঝি না বলিয়া। নচেৎ আমরা যদি রাজপুত্রের মত ব্যবসায়ে ইংরাজের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হই, তাহা হইলে বাঙ্গালীবুদ্ধি জর্ম্মণীকেও হারাইয়া দিয়া আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের এদিকে মতিগতি ছিল না; এখন যাহাও হইয়াছে, তাহাও সসাগরা ইংরাজ-রাজার প্রতি বিদ্বেষভাবে বিজড়িত! ইহা ভাল নয়, বহির্ব্বাণিজ্যের পথ দেখ। সকলেই দেশে থাকিয়া রাঁড় বিধবার মত—আমার এত বিষয় চাই, তিনি (স্বামী, অথবা ভারতবর্ষের আর্য্যেরা) এত বিষয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহারা সব ফাঁকি দিয়া লইয়াছে,—এইরূপ বায়না বিধবাদেরই সাজে, কেননা তাহারা উপার্জ্জন করিতে পারে না। যাহারা কর্ম্মবীর, কর্ম্ম করিয়া প্রত্যহ অর্থার্জ্জন করিতেছে, তাহারা কি ঐ বিধবার মত বায়না ধরে, কিংবা উহা গ্রাহ্য করে? অথবা কর্ম্ম করিতে যাইবে, তজ্জন্য পরামর্শ লয় যে "ওগো মহাশয়! আমি এই কাজ করিতে যাইব কি না?"

আত্মহত্যা করা যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া, বলিয়া কহিয়া হয় না, ব্যবসায় কর্ম্ম করাও তাই।

এখন দেখা উচিত, এই আন্দোলনে যাহা ইংরাজ-রাজা করিতে পারেন না, তাহাও তোমরা করিয়াছ কি না! শিশুদের যেমন ভূত, সাপ, ব্যাঙ জ্ঞান নাই, সাপ দেখিলেও উহা ধরিতে যায়, বাস্তবিক এদেশী লোকেরা ব্যবসায় বাণিজ্যেও ঐরূপ ইংরাজের ক্রোড়স্থ শিশু! রাজা ইহাদের কাজে যেন রাগ না করেন!! ইহারা না জানিয়াই "দোকানদারের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া" ওগো উহা লইও না, এইরূপ বলিয়াছে; অবশ্য ইহারা অবাধ-বাণিজ্যের নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে। যে ছেলে-পিলের মাতা কাল-ভুজঙ্গ দেখিয়া আপনার পুত্রকে বলে, "যা, ঐ সাপ ধর্ গিয়া" সে মাতা নহে, সে পুত্রঘাতী রাক্ষসী! নেতারা যদি ইহা বলিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ছেলেও মরিবে, এবং তাঁহাদেরও কর্ম্মফলের শাস্তি রাজা এবং ভগবান উভয়েই দিবেন!

"তবে কি আমাদের দেশোদ্ধার হইবে না, আমরা স্বপদে ভরদিয়া দাঁড়াইব না? আপনি দেখিতেছি, দেশের মহাশত্রু!" বাপু হে! তোমরাত আজ চারি মাস এই ব্রত লইয়াছ, আমরা স্বদেশী শিল্পের আন্দোলন-ব্রত আজ ৫ বৎসর লইয়া এই মহাজনবন্ধু কাগজ বাহির করিয়াছি এবং এজন্য রাজারও সাহায্য পাইয়াছি। সৎপথে সৎ-উদ্দেশ্য লইয়া ইংরাজ-বিদ্বেষভাবে বর্জ্জিত হইলে তোমরাত রাজার সাহায্য পাইতে! সত্য কথা বলিলে শত্রু হইতে হয়। পৃথিবীর লোকে যিনি সত্য বলিয়াছেন, তিনিই প্রথম জীবনে দেশের শত্রু হইয়াছেন; এদেশেও ইহার উদাহরণ বিরল নহে! কিন্তু শেষে সত্যবাদীর জয় জয়কার হইয়াই থাকে। স্বদেশের উন্নতিপ্রার্থী কে নয়? বৈজ্ঞানিক হও, জিনিষ শস্তা কর, বহির্ব্বাণিজ্যে বাহির হও, রাজার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া ব্যবসায় কর। এ-যুগে জগতের বড় বড় সম্রাটেরাই রাজ্য করেন এবং ব্যবসায় করেন। এ-যুগে প্রজার পক্ষে ইহা মহা সুযোগের কথা। ইংরাজী ফ্লানেল ৮৲ টাকা গজ ছিল, জর্ম্মণ ইহা দেখিয়া ঠিক ঐ ভাবের ফ্লানেল পাঁচ সিকি গজ বাহির করিল। এজন্য কোন আন্দোলন-আবেদন বা জাতীয়গান ইত্যাদি কিছুই করিতে হয় নাই, সুড় সুড় করিয়া সহজেই তাহা জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। অবশ্য ৮৲ টাকা গজের ফ্লানেল এবং পাঁচ সিকি গজের, ফ্লানেলে গুণধর্ম্মের প্রভেদ ছিল বৈকি, কিন্তু জগতের লোক শস্তা চায়। আমার এক বন্ধু তাঁহার দোকানের জনৈক কুলিকে বলেন "ওরে দেশী-কাগড় কিনিস্,

দাম কিছু বেশী বইত নয়!" উত্তরে কুলি বলিল "বাবু! তোমরা, একটী পয়সায় কত কাজ হয়, তাহা বুঝ না, রাজা ইহা বুঝেন! তিনি এক পয়সার জন্য আমাদের চিটী দিল্লী, লাহোর লইয়া যাইতে প্রস্তুত; অতএব আমরা এক পয়সা শস্তা যথায় যে দ্রব্য পাইব, তাহাই লইব।" জর্ম্মণ বৈজ্ঞানিকেরাই সর্ব্বপ্রথম জগতের মধ্যে এই ব্যবসায় নীতির সূত্র বুঝিয়াছেন। অতএব তোমরা হয় এইরূপ বৈজ্ঞানিক হও, না হয়, জাহাজে উঠিয়া ভাসিয়া পড়।

যে সব জেলায় স্বদেশী আন্দোলনের স্পন্দন অধিক, ঐ সকল স্থানই পাটের মোকাম। ফরিদপুর, মাদারিপুর, পাংসা (পাবনা), রংপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে পাটের মহাজন অনেকেই আছেন, এবং ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরাই এই আন্দোলনের প্রবল পক্ষপাতী। অতএব এই সময়ে এক কাজ হউক না কেন? ঐ সকল পাটের মহাজনদিগকে এক ঐক্য করিয়া, কতকগুলি শিক্ষিত বাঙ্গালী ডাণ্ডীতে গিয়া ভারতের পাট বিক্রয় করিবার আড়ত খুলুন না কেন? তাহা হইলে তথায় ইংরাজ বণিকেরা যে লাভটা করে, তাহা ঘরে আসিবে এখন। এদেশী অনেক পাটের বেলার ডাণ্ডীর আড়তদারদিগকে প্রতি বৎসর ৭০।৭৫ হাজার টাকা কমিশন দিয়া থাকেন। এই টাকাটা বাহিরে যায় কেন? এই সকল সুযোগ সুবিধা দেখুন। ইণ্ডিয়ান্ষ্টোর এখন কলিকাতায় করিলে চলিবে না; কেননা, উক্ত ভাবের দোকান এখানে অনেক আছে। চল, আমরা গিয়া ঐ ভাবের ইণ্ডিয়ান্ষ্টোর পোর্টে পোর্টে খুলি। নচেৎ ছেলেদের বাপ পিতামহের দোকান বন্ধ করিয়া দাও, এবং স্কুলের মাষ্টারদিগের অন্ন মারিতে থাক। ইহাতে ক্রমেই পরস্পরের স্বার্থে হানি হইবে; দাঙ্গা হাঙ্গামা বৃদ্ধি হইবে, দেশ অরাজক হইবে, ইহাই কি তোমাদের ইচ্ছা? তোমরা অবাধ-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, সাবধান হও!

কার্পাস-বীজ।

বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত প্রকার কার্পাস-বীজ লইয়া চাষের চেষ্টা করা হইতেছে।

(১) ধারবার কার্পাস। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ধারবার প্রদেশে ইহার চাষ হইয়াছে। আমেরিকা ও দেশী কার্পাসের বীজ-সঙ্করে ইহার উৎপত্তি।

(২) ব্রোচ-কার্পাস। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ব্রোচ প্রদেশে ইহার প্রচুর আবাদ হইয়াছে। বাজারে ভারতবর্ষীয় যে সকল কার্পাস বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে ব্রোচ কার্পাস-বীজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আদৃত।

(৩) হিঙ্গন্‌ঘাট কার্পাস। নাগপুর প্রভৃতি মধ্য-প্রদেশে ইহার চাষ হইতেছে। ইহা দুই প্রকার, জারি ও বানি। জারি হইতে অধিক পরিমাণ কার্পাস হয়, কিন্তু বানি কার্পাস জারি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

(৪) বুরি কার্পাস। ছোট-নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় এই কার্পাসের চাষ হয়।

(৫) গাছ-কার্পাস। ইহার গাছ ছয় হাত হইতে দশ হাত পর্য্যন্ত হয়। প্রাচীন-মন্দিরে অথবা গৃহের চতুষ্পার্শ্বে ইহার আবাদ হইয়া থাকে, এবং ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত এই কার্পাসের তূলা হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া, এই কার্পাস-বৃক্ষের প্রতি লোকের আদর ও শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়। দেশবিশেষে ইহাকে "দেব-কার্পাস" "রাম-কার্পাস" "বীজ-কার্পাস" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে উৎপন্ন তূলা ভালমন্দ সকল প্রকারই হইয়া থাকে। কয়েক প্রকার গাছ-কার্পাসের তূলার আঁশ বিশেষরূপ লম্বা ও শক্ত। কোন কোন কার্পাস হইতে বীজ ছাড়াইলে তাহার গায়ে তূলা লাগিয়া থাকে না; আমেরিকা, মিশর ও পিরু দেশীয় কার্পাসের এই গুণ এই গাছ-কার্পাসে দৃষ্ট হয়। একজাতীয় কার্পাস-বীজে চারিদিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তূলা জন্মে। অন্য জাতীয় কার্পাসে আটটী বীজ একত্র থাকে, এবং তাহার চারিদিকে তূলা জন্মে। কলিকাতার শা-ওয়ালেস কোম্পানি, ময়ূরভঞ্জের মহারাজা বাহাদুর এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি গাছ-কার্পাসের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ময়ূরভঞ্জে যে কার্পাস হইতেছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। সম্বলপুরে একজন মুসলমান ফকিরের বাগানে একটী কার্পাস গাছ আছে। মহারাজা বাহাদুর ঐ গাছের বীজ আনাইয়া চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিহার অন্তর্গত শারণ জেলায় এক সাধুর বাগানে একপ্রকার কার্পাস গাছ আছে, তাহার বীজ অনেকস্থানে বিতরণ করা হইয়াছে। ফল এখনও জানা যায় নাই।

(৬) মিসরদেশীয় কার্পাস। ইহাই কার্পাসের রাজা। ইহা অপেক্ষা ভাল কার্পাস-বীজ আর বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না।

(৭) আমেরিকার "সী-আইল্যাণ্ড" কার্পাস। ইহা নানা জাতীয়। তন্মধ্যে Boyds' Prolific নামধেয় কার্পাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উপরোক্ত ৭ শ্রেণী

কার্পাসের মধ্যে শেষোক্ত দুই শ্রেণী বিদেশীয় এবং অবশিষ্ট ৫ শ্রেণী স্বদেশী। বাঙ্গালাদেশে কার্পাসের চাষ উঠিয়া গিয়াছে। এই সপ্তবিধ কার্পাস মধ্যে কোন্ জাতীয় কার্পাস বাঙ্গালার জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপযোগী, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

কার্পাসের চাষ।

বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে কার্পাসের বীজ রেড়ি, মক্কা ও অড়হর সঙ্গে বপন করা হয়। প্রথম অবস্থায় এই সকল গাছের ছায়ায় কার্পাস গাছ জন্মিতে থাকে। এই ছায়া উপকারী কি অপকারী, তাহাও জানা যায় নাই। ভারতজাত কার্পাস যেমন আষাঢ় মাসে বর্ষার প্রারম্ভে বপন করা হয়, বিদেশী কার্পাসও ঐ সময়ে বপন করা উচিত, কি আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বপন করা উচিত, তাহাও স্থির হয় নাই।

প্রতি বৎসর ফসল সংগ্রহ সমাপ্ত হইলে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছ-কার্পাসের ডাল কাটিয়া ও ছাঁটিয়া খাট করিয়া রাখিতে হইবে কি না, তাহাও পরীক্ষার বিষয়। খাট করিয়া রাখিলে গাছ চারিদিকে বাড়িবে ও ফসল ভূমি হইতেই সংগ্রহ করা হইবে। বর্ষাকালে যাহাতে কার্পাস না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন কার্পাস কার্ত্তিক মাসে, আর কোন কার্পাস বৈশাখ মাসে পাকে। গাছ-কার্পাসের প্রতি বৎসর দুইবার ফসল হয়। উপরি-উক্ত সাধুর গাছ-কার্পাসের বীজ চৈত্র মাসে বপন করিয়া, তজ্জাত চারা আষাঢ় মাসে যথাস্থানে রোপণ করিতে, পরবর্ত্তী পৌষ মাসে একবার এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিতীয়বার ফসল সংগ্রহ করা হয়। যে সকল কার্পাস হইতে একবার ফসল হয়, তাহারও চাষ এমন সময়ে আরম্ভ করা যাইতে পারে যে, অনাবৃষ্টি সময়ে—অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ মধ্যে তাহার ফসল পরিপক্ক হইবে। এই কার্পাসের ভূমি দেশী কার্পাসের মত প্রস্তুত করিতে হয়। বিনা সারেও কার্পাস চাষ চলিতে পারে। তবে ভূমি উর্ব্বরা না হইলে প্রতি বিঘায় ন্যূনাধিক ৫০ মণ গোবর ছড়াইয়া তাহাতে হাল করা উচিত। গোবর, ছাই ও চূণ মিশাইয়া তাহা বপনের পূর্ব্বে বীজের সঙ্গে মিশাইয়া রাখিতে হয়, যেন প্রত্যেক বীজের

গায়ে তাহা লাগিয়া যায়; তাহা হইলে এই সার হইতেই প্রথম অবস্থায় সতেজ চারা বাহির হয়। গাছ-কার্পাসের ভূমিতে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে কোদাল পাড়িয়া, বৈশাখ মাসে গাছের চারিদিকে সার দিতে হয়। গাছ-কার্পাসের চারা ৬ হইতে ৮ ফুট অন্তর রোপণ করিবার নিয়ম। জল-নিকাশের নালা উত্তর-দক্ষিণ ভাগে লম্বাকার হইয়া থাকে। আমেরিকা ও মিশর দেশীয় কার্পাসে জলসেচন আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় কার্পাসে জলসেচন প্রায়ই আবশ্যক হয় না।

বপন প্রণালী। যে স্থানে কার্পাস-বীজ বপন করিতে হইবে, তথায় ৩।৪ অঙ্গুলি গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ২।৩টী বীজ বপন করিতে হইবে। এই বীজের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ সার দিতে পারিলে ভাল হয়। দেড় কি দুই সের বীজ হইলে এক বিঘার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। যে সকল কার্পাস বর্ষব্যাপী, ২।৩ ফুট অন্তর বপন করিতে হয়, তাহার পক্ষে এই নিয়ম। আর গাছ-কার্পাসের বাগান করিতে হইলে একটী স্থানে ৯ ইঞ্চি, কি ১ ফুট অন্তর বপন করিয়া তাহাতে চারা উৎপন্ন করিতে হইবে, এবং বর্ষারম্ভে ঐ চারাগুলি যথাস্থানে ৬।৮ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হইবে। আধসের বীজ হইলেই একবিঘা যথেষ্ট হইবে। প্রথমে দুই এক বৎসর কার্পাস-গাছের মধ্যে মধ্যে অন্য কোন সামান্য ফসলও উৎপন্ন করা যাইতে পারে। যদি চারা না করিয়া একবারে যথাস্থানে গাছ-কার্পাসের বীজ বপন করা হয়, তাহা হইলে যে যে স্থানে একাধিক চারা হইবে, একটী রাখিয়া অবশিষ্টগুলি অন্যত্র রোপণ করিতে হইবে।

আবাদ। বপনের বা রোপনের পরে আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে একবার এবং কার্ত্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে একবার, এইরূপ দুইবার আগাছা পরিষ্কার করিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত কার্পাস পক্ব হয়। চৈত্র মাসে কার্পাস বপন করিলে, আশ্বিন মাসে বর্ষা থাকিতেই কার্পাস জন্মিতে পারে। তখন নানাবিধ কীটের উপদ্রব উপস্থিত হয়। এজন্য চৈত্র মাসে কার্পাস বপন না করিয়া আষাঢ় মাসে বপন করা উচিত, যেন কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে কার্পাস না জন্মে।

হাতে ধরিতে পারা যায় না, কার্পাস-গাছের ডাল যেন এত উচ্চ না হয়। ফসল সংগ্রহ করিয়া, আষাঢ় মাসে ৬ ফুট রাখিয়া গাছ কাটিয়া দিলে, গাছের চতুষ্পার্শ্বে নূতন শাখা জন্মে এবং সময়ে ফল ধারণ করে।

কার্পাসের শত্রু। কীটই কার্পাসের পরম শত্রু। সুতরাং কোন প্রকার কীট জন্মিবামাত্র তাহা সংগ্রহ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য; নতুবা সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে।

ফসল। কার্পাস পাকিয়া উঠিলে তাহার চতুষ্পার্শ্বের আবরণ ছাড়াইয়া শুধু কার্পাস সংগ্রহ করা উচিত। প্রথমবার যে কার্পাস সংগ্রহ করা হয়, তাহার বীজই পুনর্ব্বার বপনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। এজন্য তাহা স্বতন্ত্র রাখা উচিত। অবশিষ্ট কার্পাস শুকাইয়া এবং কেরকীতে বীজ ছাড়াইয়া লইতে হয়। কোন্ সময়ে, কি পরিমাণে বীজ বপন, চাষ আবাদ, সার প্রয়োগ, ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি করা হয়, তাহা দৈনন্দিন লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ষের শেষে এগ্রিকলচারেল ডিপার্টমেণ্টে পাঠান উচিত। বঙ্গদেশে উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাসের আবাদের শুধু চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। চেষ্টা সফল হইলে, ভাবী মহোপকারের সম্ভাবনা। [ক্রমশঃ।

বঙ্গে নূতন তাঁতের ব্যবসায়।

১৮৫৪ সালে বোম্বাই নগরে প্রথমে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ৫১ বৎসর পরে বাঙ্গালীর প্রকৃত আঁতে ঘা পড়িয়াছে, তাই তাঁত চাহিতেছেন। মহাজনবন্ধুতে অনেকবার অনেক প্রবন্ধে তাঁত ইত্যাদি পাইবার ঠিকানা বলা হইয়াছে; এক্ষণে আবার অনেকে সেই সকল কথা জানিতে চাহিতেছেন। আজকাল যেমন বঙ্গের প্রতি জেলায় স্বদেশী নিব প্রস্তুত হইতেছে, সেইরূপ জেলায় জেলায় বঙ্গের লোকের নব উদ্ভাবিত, নবাবিষ্কৃত নূতন নূতন তাঁতের সৃষ্টি হউক; ইহা হইবার পক্ষে আশাও হইয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি লোক ইতিমধ্যেই তাঁতের কাজে নামিয়াছেন এবং তাঁত বিক্রয় করিতেছেন, তাহার বিবরণ নিম্নে দিলাম।

৩৮ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট—এ, সি, মল্লিক কোম্পানী হাভেল সাহেবের উপদেশানুসারে তাঁত প্রস্তুত করিয়াছেন। মূল্য ৩৭৲ টাকা, আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদির ব্যয় ৫৲ হইতে ১০৲ টাকা লাগিয়া থাকে। ইঁহাদের তাঁত কতকগুলি ধলা-উইভিং স্কুলে এবং বাগবাজারের রায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়

ক্রয় করিয়াছেন। এই তাঁতের ইংরাজী নাম ফ্লাইসটল্, বাঙ্গালায় ইহাকে ঠক্‌ঠকি তাঁত বলা হইতেছে। হাভেল সাহেব যথাতথা বক্তৃতা দিয়া এই তাঁত বঙ্গের পক্ষে উপযুক্ত বলিতেছেন। ইহা দ্বারা প্রত্যহ কয়খানি বস্ত্র বয়ন হয়, সে সকল সবিশেষ সংবাদ এ, সি, মল্লিক মহাশয়ের নিকট লওয়া উচিত। বঙ্গে বহুদিন হইতে এই তাঁত অনেক তাঁতি লইয়াছিলেন ; তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি, ইহাতে সূতা ছিঁড়িয়া যায়। এই তাঁতের ছবি বহুপূর্ব্বে মহাজনবন্ধুতে দেওয়া হইয়াছিল।

১২ নং ব্রহ্মসমাজ লেন, কলিকাতা,—শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক রকম নূতন তাঁত বাহির করিয়াছেন। ইহাতে দৈনিক তিনখানা কাপড় বুনা যায়। দেখিতে অনেকটা জাপানী তাঁতের অনুরূপ। কিন্তু ইনি বলেন, জাপানী তাঁতের দোষ ইহাতে কিছুই নাই। মূল্য ইত্যাদি সবিশেষ তথ্য কাঙ্গালী বাবুর নিকট লওয়া উচিত।

১৪।১ নং পেয়ারাবাগান লেন, হোগলকুঁড়ে, কলিকাতা,—শ্রীযুক্ত অরিন্দম মিত্র মহাশয় ফ্রেমযুক্ত ফ্লাইশটল বা ঠক্‌ঠকির তাঁত প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রত্যেক তাঁতে নয় ঘণ্টায় একজোড়া ৪০ নং সূতার প্রমাণ ধুতি প্রস্তুত করা যায়। প্রত্যেক তাঁতের মূল্য সমস্ত সরঞ্জাম সহিত ৪০৲ টাকা মাত্র।

৬ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, হোগলকুঁড়ে, কলিকাতা,—শ্রীযুক্ত জহরলাল ধর এক প্রকার ফ্লাইশটল-লুম প্রস্তুত করিয়াছেন। উহার নাম দিয়াছেন, জহুরী তাঁত। ইহাতে প্রত্যহ ৫ খানা কাপড় বুনা যায়, শুনিয়াছি ; মূল্য ২৫০৲ শত টাকা। দাম বড় বেশী হইয়াছে।

২৬ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফ্লাইশটল-লুম প্রস্তুত করিয়াছেন। এই লুমে দৈনিক এক জোড়া কাপড় প্রস্তুত হয়। মূল্য ৪০৲ টাকা।

৩৬ নং কৃষ্ণসিংহের লেন, কলিকাতা,—"সিমুলিয়া হ্যাণ্ড-লুম-ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং" এক প্রকার ফ্লাইশটল লুম প্রস্তুত করিয়াছেন ; মূল্য ৫০৲ টাকা। এই লুমে ৮।৯ ঘণ্টা পরিশ্রমে একজোড়া ৫ গজা কাপড় বুনা যায়। ইঁহারা সূতা রং করিবার একটী কারখানাও খুলিয়াছেন।

দীনবন্ধু তাঁত—নির্ম্মাতা শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখার্জ্জি, ভূতপূর্ব্ব রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার। এই তাঁতে এক দিনে ২ জোড়া কাপড় বুনিতে পারা যায়। ইহার দাম এখনও স্থির নাই ; ৬ নং ব্যাপারীটোলা লেন, কলিকাতায়

পাওয়া যায়। "দীনবন্ধু" এই তাঁতের নাম মহাজনবন্ধু-সম্পাদক-প্রদত্ত! দীনবন্ধু বাবুও এ সম্বন্ধে আমাদের পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

হুগলী তাঁত—এই তাঁতের মূল্য ৩০৲ টাকা। ইহা কাঠের তৈয়ারী। ইহার সাহায্যে এক একজন তাঁতী ১০ ঘণ্টায় ১ খানা কাপড় বুনিতে পারে।

দ্বারভাঙ্গা তাঁত—সাবেক তাঁতের অপেক্ষা কিছু ভিন্ন। মূল্য সুলভ।

জাপানী তাঁত—ইহার মূল্য ১৩০৲ টাকা। ইহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত। ৪০ নং সূতা পর্য্যন্ত বয়ন হয়। এক দিনে ৩ খানা কাপড় ৯ ঘণ্টা পরিশ্রমে বুনিতে পারা যায়। সামান্য সূত্রধরেও মেরামত করিতে পারে। প্রাপ্তিস্থান—ক্ষেত্রমোহন দে, রাধাবাজার, কলিকাতা।

শ্রীরামপুরের তাঁত—মূল্য ৩৭৲। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ ৫৪৲।

সফী তাঁত—অমৃতসহর, লুধিয়ানা। মহম্মদ সফী এই তাঁতের নির্ম্মাতা। ইহা কাষ্ঠ এবং লৌহনির্ম্মিত। ৮ ঘণ্টায় ২৫ গজ কাপড় বুনা যাইতে পারে। ইহার মূল্য ৫০৲ টাকা।

গৃহস্থের তাঁত (Domestic Loom Hanter saley & Co,) একজনে ৮ ঘণ্টায় ৫০ গজ বুনিতে পারে। ইহার মূল্য ২০০৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—Messrs. Shaw-wallace Co.; ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

রবার্ট হল এণ্ড সন্স তাঁত—ইহাতে ২০ ইঞ্চি হইতে ১২০ ইঞ্চি বহরের কাপড় হয়। ৮ ঘণ্টায় ৫০ গজ বুনা যাইতে পারে। ইহা এদেশে পাওয়া যায় না। প্রাপ্তিস্থান—Bury near Manchester,

বিলাতী হ্যাণ্ড-লুম—এই তাঁত দুইজনে মিলিয়া চালাইতে হয়। ইহার মূল্য ৩০০৲ টাকা। একদিনে ২ জোড়া কাপড় বুনিতে পারা যায়। ইহার কল জটিল ; তাঁত লৌহনির্ম্মিত। ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স এসোসিয়েসন, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতায় পাওয়া যায়। শুনা যায়, ইহা মেরামত হয় না।

ফ্লাইসটল লুম—ঘোষ, চৌধুরী, পালিত কোং ; ৪০ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতায় পাওয়া যায়।

গড়বেতা, বাঁকুড়া—শ্রীহারাধন বাগ্দী এক প্রকার নূতন তাঁত করিয়াছে। এক ব্যক্তি চরকা ঘুরাইবে এবং তাহাতেই সমস্ত কার্য্য হইবে।

ইহারা সকলে কেবল তাঁত প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন না, এই সঙ্গে অনেকে নিজেরাও কাপড়ের কারখানা খুলিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট তাঁত যন্ত্র ক্রয় করিলে, তাঁহারা হাতে কলমে করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। কলিকাতায়

"টেলার সপের" দোকান অল্পদিন মধ্যে বড়ই বাড়িয়াছিল। এখন উহার বাড়তির মুখ কমিয়াছে। তবে উহাতে বঙ্গের বাবুরা নূতন শ্রেণীর কাজ একটা পাইয়াছেন, তাহা নিশ্চিতঃ। ঐরূপ নূতন নূতন কাজ পাওয়া দরকার। বঙ্গে নূতন তাঁতের ব্যবসায় এই দুই মাসের মধ্যে খুবই শ্রীবৃদ্ধি দেখিতেছি। অনেকে যে কোন কাজ "একা" করিলে লাভ হয়, বিবেচনা করেন; আমরা সে মতের পক্ষ সমর্থন করি না, কারণ একের দ্বারা কখনই যথেষ্ট প্রচার হয় না। বহুলোকের দ্বারা বহুদোকানে যে কাজ প্রতিষ্ঠিত, ভারতের সর্ব্বত্রই তাহার পসার প্রতিপত্তি। ভগবান, আমাদের এই নূতন ব্যবসায় বঙ্গে যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহা করুন। ইঁহাদের ব্যবসায় স্থায়ীত্ব হইবার একটী সুযোগ এই হইয়াছে যে, কলিকাতার বড় বড় জমিদার মহাশয়েরা স্ব স্ব জমিদারীতে এই নূতন তাঁতের নূতন তাঁতি করিবার জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করিতেছেন। ইঁহাদের কৃপায় কলিকাতার নানাস্থানে বস্ত্র বয়ন শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৬ নং দ্বারিকানাথ ঠাকুরের গলি, চিৎপুর, কলিকাতা।

টাউন স্কুল,—২ নং বৃন্দাবন বোসের গলি, হোগলকুঁড়িয়া, কলিকাতা; এই স্কুল গত ২রা নভেম্বর হইতে খুলিয়াছে। মোট আট টাকা বেতন দিলেই এই স্কুলে বস্ত্রবয়ন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বেঙ্গল জমিদার সভা,—পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই সভা সত্বরেই একটী স্কুল খুলিবেন।

১৭।১ নং রসারোড সাউথ,—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল মহোদয় "তন্তুবয়ন" বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইহা ভিন্ন "কুষ্ঠিয়া বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয়" এবং নদীয়া সিলাইদহে বস্ত্রবয়ন স্কুল হইয়াছে। বড়ই আশাজনক সংবাদ। এই সঙ্গে বাড়ী বাড়ী স্ত্রীলোক কর্তৃক চরকার সূতা হইলেই রক্ষা। সূতায় আমরা যেন বিদেশীর হস্তে না থাকি। এই সকল তাঁতে মজুরী কমিবে, নিশ্চিতঃ; কিন্তু এই মজুরীর পরিশ্রমটুকু বিদেশী বণিকে সূতা দিয়া না লয়, সে পক্ষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চাই। স্থির হইয়া বুঝিয়া এ সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। কোন্ তাঁতের কি গুণ, ইহার প্রতিবাদ পাইয়াছি। আগামী মাসে দিব।

ষ্টীল-ট্রাঙ্কের কারখানা।

এই কারখানার ঠিকানা,—পোষ্ট জিয়াগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ১০টী সোণার এবং চাঁদির মেডেল প্রাপ্ত; মহারাজা, রাজা, রায় বাহাদুর, ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য, ইউরোপীয় এবং দেশীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং সম্ভ্রান্তবর্গ দ্বারা একবাক্যে প্রশংসিত। সম্প্রতি বিলাতীর মত একটী ট্রাঙ্কের "প্রেস" আনা হইয়াছে।

১। মাল মসলা।—ষ্টীলের চাদর, রিভেট্, ওয়াসার প্রভৃতি বাজারে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই আনান হয়। চাদর বা পাতে মড়িচা ধরিলে তাহা ট্রাঙ্ক নির্ম্মাণে কখনই ব্যবহৃত হয় না। ট্রাঙ্কে লাগাইবার সাজ, গুল প্রভৃতি কারখানাতেই ঠিক প্রয়োজন এবং মাপ অনুসারে ঢালাই করিয়া লওয়া হয়। ট্রাঙ্কের তলায় এবং চারিকোণে দিবার জন্য কলিকাতা হইতে রীতিমত মোটা পটী আমদানী করা হয়, কাপড়ের গাঁটকসা পাতলা হাল ব্যবহৃত হয় না। ডেসপ্যাচ-বাক্স, ক্যাস-বাক্স এবং ষ্টেশনারি-কেস প্রভৃতির জন্য বিলাতী টিণ্ড-ষ্টীল (Tinned steel), ব্লকটিন এবং ৪ লিভারের গা-তালা ব্যবহৃত হয়। এই জন্যই আমার কারখানার ক্যাস-বাক্স প্রভৃতি, প্যাকিং বা কানেস্তার টীনে প্রস্তুত, ৪ বা ৬ পয়সার লোহার তালাযুক্ত কলিকাতার বাজারে ক্যাসবাক্স প্রভৃতি অপেক্ষা দামে কিছু চড়া।

২। প্যাটার্ণ।—খ্যাতনামা বিলাতী কোম্পানীদিগের যে সকল ট্রাঙ্ক, ক্যাসবাক্স প্রভৃতি দেখিতে সুন্দর এবং দীর্ঘকাল ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই সকল পেটার্ণের ট্রাঙ্ক ও বাক্সই আমার কারখানায় সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অন্যান্য প্যাটার্ণ অল্পসংখ্যক প্রস্তুত থাকে অথবা অর্ডার পাইলেই প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

৩। রং (এনামেলিং)।—পূর্ব্বে গর্জ্জন তৈলে রং হইত, কিন্তু তাহা আপাততঃ চক্‌চকে হইলেও শীঘ্রই ময়লা এবং জল পড়িলে একেবারেই সাদা হইয়া যাইত। তজ্জন্য বহু পরীক্ষার পর এক্ষণে রিফাইন এবং বইল করা (জ্ব দিয়া লওয়া) তিসির তৈলে রং হইতেছে। ইহাতে রং দীর্ঘকাল সমভাবে নূতনের মত থাকে, সহজে মড়িচা ধরে না এবং জল পড়িলে খারাপ

হয় না। বাজারে সস্তা সফেদা, বার্ণিস এবং ভূষোকালীর পরিবর্ত্তে আমার কারখানায়, বিলাতী ঘোঁটা-সফেদা, কোপেল-বার্ণিশ, ব্ল্যাক-জাপান, ফ্রেঞ্চ-ব্লু, চাইনিজ-ভারমিলিয়ন প্রভৃতি বেশী দামী রং ব্যবহৃত হয়। ট্রাঙ্কের ভিতরে পুরু করিয়া ৩ কোটিং রং দেওয়াতে সহজে লোহার বা মড়িচার সংস্পর্শে কাপড়ে দাগ লাগিবার সম্ভাবনা নাই। যদিও রঙের উন্নতি করিতে গিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আমার অনেক ব্যয় বাহুল্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভাল জিনিসের কাটতি অনেক বেশী হওয়ায় মোটের উপর আমি ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া লাভবানই হইয়াছি।

৪। তালা,—সিঙ্গেল এবং ট্রিপল অটোমেটিক।—(পেটেণ্ট করা) অর্ডিনারি (সাধারণ) কোয়ালিটি ছাড়া সকল ট্রাঙ্কেই দেশী ঢালাই (২ চাবির) তালা দেওয়া হয়। সামান্য অতিরিক্ত দাম দিলে সাধারণ মূল্যের বাক্সেও দেশী ঢালাই করা ভাল তালা দেওয়া হয়। কিন্তু আমার কারখানার সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য উদ্ভাবন—"ট্রিপল-অটোমেটিক-বারলক্" অর্থাৎ ৩টী আল্‌ত্রাপযুক্ত হুড়কো তালা। প্রথমতঃ মধ্যের তালায় চাবি দিলে তালাটী খুলিয়া যাইবে, কিন্তু দুই দিকের বিট সংলগ্ন আল্‌ত্রাপ দুইটী খুলিবে না, বা খুলিবার কোন উপায়ও দৃষ্ট হইবে না। পরে মধ্যের আল্‌ত্রাপটী সম্পূর্ণরূপে উঠাইলে, নীচের বিটের গায়ে একটী চাবির ঘর দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঐ ঘরে অন্য একটী চাবি দিয়া ঘুরাইলেই দুই দিকের আল্‌ত্রাপ ২টীর ভিতর হইতে বার বা হুড়কো আপনা হইতেই সরিয়া যাইবে। বন্ধ করিবার সময়েও এইরূপ একটী বা তিনটী আল্‌ত্রাপই ইচ্ছানুসারে বন্ধ করিতে পারা যায়। হুড়কাটী ভিতর বা বাহির কোন দিক হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় না এবং কোন ক্রমেই ভাঙ্গিবার উপায় নাই। এরূপ সুকৌশলপূর্ণ নিরাপদ হুড়কো তালা এ পর্য্যন্ত কোনও বিলাতী ট্রাঙ্কে ব্যবহৃত হয় নাই। সত্য কি না, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

৫। টিন বিভাগে।—সকল রকম টিনের জিনিষ প্রস্তুত এবং মেরামত হইয়া থাকে।

৬। মেরামত বিভাগে।—সকল রকম ষ্টীলের এবং টিনের পুরাতন বাক্স, তালা, হ্যারিকেন লণ্ঠন ইত্যাদি অল্প খরচে মেরামত এবং রং করিয়া নূতনের মত করিয়া দেওয়া হয়।

৭। কারিগর।—আমিই এ প্রদেশে সর্ব্ব প্রথম ষ্টীলট্রাঙ্ক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি নিজেও কাজ করি এবং কারখানার কারিগরদের

কাজ বিশেষরূপে দেখিয়া লইয়া থাকি। সুতরাং কোনও কারিকর যে আলস্য বা ভুলের জন্য কোনও জিনিস খারাপ করিয়া নিখুঁত বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিবে, তাহার উপায় নাই। চুক্তি হিসাবে কাজ খারাপ হয় বলিয়া, আমার কারখানায় রোজ হিসাবে কাজ হয়।

অর্ডার সাপ্লাইং।

আজকাল যেখানে রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশন আছে, এরূপ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অর্ডার দিয়া, বাক্স লইবার কোনও অসুবিধা নাই। রেল বা ষ্টীমারে সামান্য ভাড়ায় মাল বহুদূর যায়। অর্ডারী মাল বিশেষ সাবধানতার সহিত দেখিয়া কাঠের ক্রেটে উত্তমরূপে প্যাক করিয়া, রেলপার্শেল বা গুড্‌সে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠান হয়। প্যাকিংএর জন্য যথার্থ যে খরচ পড়ে, তাহাই চার্জ্জ করা হয়। বড় অর্ডারে মাল রেলগুড্‌সে পাঠান হয়, তাহাতে ভাড়া অনেক কম পড়ে। ব্যবসায়িদিগের পক্ষে সেট্ হিসাবে অর্ডার দেওয়াই সুবিধা; কারণ, তাহাতে এক প্যাকেজে অনেকগুলি বাক্স যায়। বিশেষতঃ রেলে ১১ সের বা ২০ সেরের, ২১ সের বা ৩০ সেরের এবং ৩১ সের বা ১ মণের সমান ভাড়া। ষ্টীমারে (রেল কোম্পানীর ছাড়া) ৩০ ইঞ্চি একটী ট্রাঙ্ক লইলে, তৎপরিমিত স্থান হিসাবে ভাড়া দিতে হইবে; উহার মধ্যে রক্ষিত উহার অপেক্ষা ছোট ছোট ট্রাঙ্ক ৪।৫টী বিনা ভাড়াতেই যাইবে। সেট যথা—২০।২২।২৪।২৬।২৮।৩০ অথবা ১৯।২২।২৪।২৭।৩০ ইঞ্চি কেবিন বা হাই। প্যাকিংএর দোষে যদি বাক্স যাইতে কোনরূপে খারাপ হইয়া যায়, তজ্জন্য আমি দায়ী। যাঁহারা অর্ডারের সহিত কিছু অগ্রিম পাঠান, তাঁহাদের অর্ডারেই সর্ব্বাগ্রে হস্তক্ষেপ করা হয়।

যে যে জিনিস প্রস্তুত হয় :—

ষ্টীলট্রাঙ্ক, পিতলের ট্রাঙ্ক, ইউনিফরম কেস, ষ্টেশনারি কেস, ডেসপ্যাচ্ বাক্স, আফিস বাক্স, ডিড্ বাক্স, ক্যাস বাক্স, হেলমেট কেস্, বনেট বাক্স, হাউসওয়াইফ্ বাক্স, জুয়েলারি বাক্স, জলের ঝারণা, বাল্‌তি, সাইন্ বোর্ড, জলের জার ও বাথ্।

কারখানা পরিদর্শন প্রার্থনীয়। পত্র লিখিলে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানান হয়। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ ষ্টোর্স এবং চীনাবাজার ও মুর্গিহাটার মোড়ে পাওয়া যায়।

শ্রীজঙ্গলী সাহা।

তিন্‌টী কথা ঘোষণা কর !

আমরা স্বদেশী আন্দোলনে তিনটী কথা ভিন্ন আর কিছুই জানি না। প্রথম কথা, অবাধ-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিও না অর্থাৎ পিকেটিং করিও না। দ্বিতীয় কথা, দ্রব্য শস্তা কর, বৈজ্ঞানিক পন্থা বাহির কর। তৃতীয় কথা, বহির্ব্বাণিজ্যে বাহির হও।

(১) পিকেটিং অর্থাৎ দোকানদারের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহাদের গ্রাহক নষ্ট না করিলে, এতদূর কাজ হইত কি? হইত না নিশ্চিতঃ! এ ঘুমন্ত দেশের লোকদিগকে খুব জোরে আঘাত না করিলে, ইহাদের ঘুম ভাঙ্গে না; কিন্তু দেখিতে হইবে, এ ঘুম কি ইহাদের স্বাভাবিক? না বিদেশী বণিকদিগের আনীত মাদকতার কল্যাণে নিদ্রা? ইহাদের ভিতরে ভিতরে অল্পজ্ঞান আছে, তাহাতে ইহারা এই বুঝে যে, "তোমরা যাহা চাও, তাই দিতেছি।" আজ তোমরা রাগ করিয়া রাজার সহিত দ্বেষাদ্বেষী করিয়া বলিতেছ, "ইহা চাই না" কাল আবার হয়ত ইহাই তোমরা চাহিবে; অথচ ক্ষতি করাও কেন? বাণিজ্য বুঝ, ঘর দেখ, স্থির হও; তখন তোমরা বুঝিবে, কত শক্ত কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছ। বিদেশীরা সকল কাজেই তোমাদের অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে। এ যুদ্ধ কেবল ইংরাজরাজের সঙ্গে নহে; ইংরাজ-বণিকের বাণিজ্যও তথৈবচ! ইহা জর্ম্মণ, আমেরিকা প্রভৃতি প্রবল রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা। তোমরা দেশের উন্নতি বলিলে কি বুঝ, তাহা আমরা জানি। তোমরা মুখে বল, "দেশের উন্নতি করিব" কিন্তু ইহার মানে করিতে গিয়া, পশ্চাতে চাহিয়া দেখ অর্থাৎ দেশের অতীত ঘটনার কথাই বলিয়া থাক যে, আমাদের এই ছিল, এত ছিল অর্থাৎ পশ্চাতেই পড়িয়া যাও; "উন্নতি" অর্থে যে "উঠা" সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, ইহা কখনও ভাবিয়াছ কি? আমরা অধিক তর্কে যাইব না; যাহা করিলে, প্রকৃত তোমাদের কার্য্যসিদ্ধ হইবার পক্ষে অনেকটা সাহায্য করিবে, তাহাই বলিব। পিকেটিং করিতে গেলেই অবাধ-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে, রাজাও বাধ্য হইয়া তোমাদের মা'র ধর করিবেন। এ পথে কোন দেশের, শিল্প-বাণিজ্যে উন্নতি হয় নাই; ইহাতে কেবল দেশে অশান্তি হইবে। ঘরে দ্রব্য নাই, অথচ ইহা লইও না বলিলে শুনিবে কে?

এক কাজ কর, তোমরা অর্থাৎ এদেশের বড়লোকেরা একত্র হইয়া স্থির-প্রতিজ্ঞা করুন; তাঁহারা যতদূর পারেন, লোককে বুঝান এবং নিজেরা দেশী দ্রব্য ব্যবহার করুন; ক্রমে তাঁহাদের অনুকরণে এদেশী মুটে-মজুরেরা পর্য্যন্ত এই পথে আসিবে নিশ্চিতঃ। তোমরাই প্রথম যখন এলবার্ট ফ্যাসানে চুল ছাঁটিয়াছিলে, তখন মনে আছে কি? তোমাদের দেখাদেখি মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেরা উহা ধরিল, তাহার পর এদেশী মুটে, মজুর, গাড়োয়ানেরা পর্য্যন্ত এলবার্ট ফ্যাসানে চুল ছাঁটিল। ইহা দেখিয়া তোমাদের ঘৃণা হইল, তোমরা উহা ছাড়িয়া দিলে। এইরূপ তোমাদের অনুকরণেই দেশ মজে। বলি, কলের চিনি, কলের কাপড় এদেশে কাহারা সর্ব্বপ্রথম উৎসাহ দিয়া চালাইয়াছিল? প্রথম কলিকাতার ঠাকুরবাড়ীর ফ্যাসন হইতেই বিলাতী বস্ত্র এদেশে বাহির হয়, তৎপরে জমিদারমাত্রেই ইহা ধরেন। বিদেশী চিনি সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার সুবিখ্যাত মহাজন স্বর্গীয় সেষ্টধর কোঁচ মহাশয় আমদানী করেন, তৎপরে জমিদারমাত্রেই ইহার পোষকতা করেন। জমিদারেরা স্বস্ব দেশে ময়রাদের বলেন, "তোরা সাদা ধপ্‌ধপে কলের চিনিতে সন্দেশ করিতে পারিস্ না? তোদের সন্দেশ দেশী চিনির জন্য "কেলোভূত্" হয়, উহা ভদ্রলোকের ব্যবহারের উপযুক্ত নয়।" কাজেই দীন-দুঃখী তাহারা, তোমরা যাহা চাও, তাই আনিল, তাই করিল। আবার এখন তোমরাই সোজা হইলে, কাজেই তাহাদেরও সোজা হইতে হইবে। এজন্য পিকেটিং কেন? যাহা হয়েছে হয়েছে, আর না। এখন তোমরা অন্ততঃ বিশ হাজার বড়লোক স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা কর, নিজেরা ঠিক হইয়া ব'স! পিকেটিং দরকার নাই। ক্রমে এদেশবাসী তোমাদের মতাবলম্বী হইবে; না হয়, তোমরাত থাকিবে।

(২) এদেশী দ্রব্য শস্তা কর। এখন তোমাদের "কথা শস্তা" দেখিতেছি, কিন্তু কাজ শস্তা হয় নাই। কার্পাসের চাষ কর, বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা চরকা কাটাইয়া সূতা কর, তাঁতিদের মাহিনা দাও, হস্ত দ্বারা পরিচালিত নূতন তাঁতযন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা দাও এবং এই সকল তাঁতের বস্ত্র নিজেরা ব্যবহার কর! দেশের গরীব, দুঃখী লোকেরা বিলাতী কাপড় ক্রয় করুক গিয়া, উহা দেখিবার আবশ্যক আমাদের নাই। এই সাধনায় যদি কালে এদেশী বস্ত্রের পুনঃ উন্নতি হয়। তাহার পর, চিনি। এ বিষয়ে তোমাদের এই করা উচিত যে, চিনি মাত্রেরই ব্যবহার বন্ধ কর; চিনির

ব্যবহার যেখানে যেরূপ হয়, তৎস্থলে গুড় চালাও। চিনি আর কি? শুষ্ক-গুড়ের নামান্তর চিনি বৈত নয়? জর্ম্মণ-চিনি যত শস্তা হয় হউক, উহা ৫৸০ আনার কম হয় না; তৎস্থলে গুড় আমাদের দেশে ৪৲ হইতে ৫৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। অতএব উক্ত চিনি অপেক্ষা এদেশী গুড় শস্তা নিশ্চিতঃ সকল সময়ে পাওয়া যাইবে। যদি চিনি ভিন্ন মন না উঠে, তবে এক কাজ কর, "একেবারে রস হইতে চিনি কর" উহারা যাহা করে, তাই কর। ইহাতেও গুড়ের দরে চিনি হইবে। লবণ সম্বন্ধে রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্ব্বে যেমন লবণ বঙ্গে হইত, আবার সেই অধিকার প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা কর। বিদেশী লবণ করকচ বলিয়া খাইয়া, আর শত্রুর মুখ হাসাইও না। খাসা স্বদেশী লবণ চিনিয়া খাইতেছ!! এজন্য আর কত হাসিব? এই যে তিনটী বড় বিষয়ে হাত দিয়াছ, তাহারই উন্নতি দেখ; বেশী বাড়াবাড়ী করিও না! কথায় কথায় ঘোষণা-পত্র প্রচার, কথায় কথায় প্রতিনিধি-সমিতির গঠনে আর কাজ নাই। যাহা প্রসব করিয়াছ, ইহাই পালন কর। এই সকল পালন বহু সময়-সাপেক্ষ, বহু ধৈর্য্য-সাপেক্ষ, বহু সাধনা-সাপেক্ষ। ঘন ঘন প্রতি সপ্তাহে ঘোষণা এবং "টাকা দাও" বলিলে, কে তোমাদের মানিবে? এখন আমাদের "এই তিনটী কথা" ঘোষণা করিয়া দিয়া, চুপ করিয়া থাক; ইহাতে তোমাদের মুখে আর কালীচূণ পড়িবে না। যাহা পড়িয়াছে, তাহার চারা নাই; এখন কাজ কর। কলিকাতায় ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি এক বাড়ীতে পড়িয়াছিল; তাই, সে বাড়ীর লোকেরা বিদ্যাবুদ্ধিতে আজও বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কল্যাণে ইহারা বঙ্গ সমাজের,—হিন্দুধর্ম্মের নেতা; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাদের বাড়ীতে ঈশ্বরের শুভদৃষ্টি একমুখী হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ ইহারা কেবল ধর্ম্মের দিকে ছুটিয়াছেন, পূর্ব্বে কিন্তু এই কৃপাকণা বিদেশী বাণিজ্যের দিকেও ছিল। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের কৃপায় উহা উঠিয়া গিয়া কেবল ধর্ম্মমুখী হইয়া সেই শক্তি বর্দ্ধিত হইল। বহির্ব্বাণিজ্যের উপযুক্ত তিনি ছিলেন না, ধর্ম্মবীর ধর্ম্মপ্রচার করিতেই আসিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইহার বাড়ীতে বহির্ব্বাণিজ্যের নাম করিবার যোটী নাই। তাই এই নেতাদের কৃপায় এদেশে বহির্ব্বাণিজ্যের কথা এত আন্দোলনেও উঠে নহে। মহর্ষিদেবের ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া, স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, স্বর্গীয় দুর্গাচরণ লাহা, বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত, স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল প্রভৃতি মহাজনেরা বহির্ব্বাণিজ্য করিয়া

গিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন; ইহাদের সকলেরই যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা নহে। অতএব মাননীয় রবীন্দ্র বাবু যে তোমাদের বহির্ব্বাণিজ্যে পরামর্শ দিবেন, ইহা মনে ভাবিও না। আমাদের তৃতীয় কথা;—

(৩) তোমরা বহির্ব্বাণিজ্যে বাহির হও। এদেশী ব্যবসায়িদিগের একটী চলিত কথা আছে "গস্তের মুখে লাভ" অর্থাৎ শস্তায় দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিলে, বিক্রয়ের সময় উহাতে দুই পয়সা পাওয়া যায়। তোমরা যে দ্রব্যগুলির উন্নতিপ্রার্থী, উহার গস্ত এদেশে হইবে না! কেন না, সূতা বিদেশীর নিকট বিক্রয় হয়। যাও, ঐ সকল বিদেশে যাও, তথায় যাহার কারখানায় সূতা শস্তা দেখিবে, পাঁচ ঘর দেখিয়া লইয়া আসিও; নচেৎ এখানে বাবু বনিয়া বসিয়া থাকিবে, "ও গোঁফ খেজুরে!" তোমার মুখে উহারা স্বদেশ হইতে সূতা আনিয়া তুলিয়া দিয়া যাইবে, তবে তুমি উহা পাইবে! উহারা এজন্য কত পারিশ্রমিক ইত্যাদি কে কি লইল, তাহা জান কি? ব্যবসাদারী—নবাবী নহে! একটী পয়সা হইতে দুটী পয়সা করা বড় শক্ত কাজ! তোমরা যেমন মুখে মুখে আমাদের লাভ খতাইয়া দাও, মহাজন পয়সা লুটে ভাব, তাহা নহে; ওগো কর্ত্তারা! যদি কাজ কর, তাহা হইলেই মালুম পাবে! ডি, গুপ্তের "ফলেন পরিচিয়তে" এইবার দেখা যাবে। ঘানী বড় শক্ত দাদা! ইহা পিকেটিং করা নয়! যাও, জাহাজে উঠ! বন্দরে বন্দরে ঘুরিয়া সর্ব্বদেশের ব্যবসায়-নীতি উপলব্ধি কর গিয়া! এক এক প্রদেশে দলবদ্ধ হইয়া বোস গিয়া! এদেশী পাট, চাউল, গম যাহা যায়, তাহা তথায় বিক্রয় কর গিয়া! এই সকল পরামর্শ এদেশী মহাজনের সঙ্গে কর! লেখা পড়া শিখেছ, সর্ব্বদেশের লোকের সঙ্গে মিশ গিয়া! এই পথ খোল!

আমাদের এই তিনটী কথা ঘোষণা কর! শ্রীঃ—

স্বদেশী বস্ত্র প্রাপ্তিস্থান।

(১৪১ পৃষ্ঠার পর।)

১৭। তসর বস্ত্র। (১) গোপীনাথপুর, জেলা বাঁকুড়া। এখানকার তন্তুবায়েরা গর্ভসূতির অর্থাৎ বাপ্তার থান, তসরের সাড়ী, তসর ও সূতা মিলাইয়া বিচিত্র

পর্দ্দা, বিছানার চাদর, কোট পেণ্টলুন, কামিজ প্রভৃতি জামার কাপড়ের থান এবং তোয়ালে, গামছা প্রস্তুত করে। (২) বীরসিংহপুর, জেলা বাঁকুড়া। এখানকার তন্তুবায়েরা সুন্দর সুন্দর তসরধুতি ও সাটী প্রস্তুত করে। (৩) বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া। এখানে রেশমী সাড়ী, চাদর, ধুতি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

১৮। তাঁতের বস্ত্র ও তাঁত বিক্রয়। ১১ নং রামজয় শীলের লেন, দর্জিপাড়া, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত কালীকুমার দাস, তাঁত এবং তাঁতের কাপড় বিক্রয় করিতেছেন। তাঁতের মূল্য ৪০৲ টাকা। লোকে বলিতেছে, এই তাঁত বিলাতী ও জাপানী তাঁত অপেক্ষা ভাল। ইঁহাদের তাঁতের লালপেড়ে প্রমাণ ধুতি ২৷৷৵০ বিক্রয় হইতেছে।

১৯। আসামের এণ্ডিমুগা বস্ত্রবিক্রেতা। (১) আসাম এণ্ডি ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড; ঠিকানা গৌহাটী, আসাম। প্রমাণ এণ্ডি বা এড়ি জোড়া ৯৲ হইতে ৩৫৲ টাকা, শীতের বিশেষ উপযোগী। (২) পোষ্ট মঙ্গলদৈ, আসাম, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত, চিরস্থায়ী নিভাজ, নানা এড়ির চাদর ৫৲ হইতে ২০৲, থানের গজ ২৲ হইতে ৬৲ টাকায় বিক্রয় করিতেছেন। (৩) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ পাঠক এণ্ড কোম্পানী, পোষ্ট বড়পেটা, আসাম। এণ্ডির জোড়া দীর্ঘে ১২ হইতে ১৪ হাত, প্রস্থে ২৸০ হইতে ৩।০ হাত, মূল্য ১০৲ হইতে ২৮৲ টাকা; মুগা থান বা জোড়া দীর্ঘে ৮ হইতে ১২৷৷ হাত, প্রস্থে ২ হইতে ৩ হাত, দাম ৬৲ হইতে ২৫৲ টাকা। (৪) শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম ওঝা এণ্ড সন্স,—পোষ্ট বড়পেটা, আসাম; এণ্ডিশাল ১৭৲ হইতে ২৯৲ টাকা। ইহা ভিন্ন আর, কে, সরস্বতী, গৌহাটী পোষ্ট, আসাম এবং দি, মিস্‌লেনিয়াস্ ষ্টোর এজেন্সী, অপার ষ্ট্রীট্ রোড, গৌহাটী, আসাম। অর্ডার করিলে ইহারা সর্ব্বপ্রকার আসামের বস্ত্র সরবরাহ করিতে পারেন।

২০। স্বদেশীসূতা। পোষ্ট মুর্শিদাবাদ, বেলডাঙ্গা, শ্রীযুক্ত বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বদেশী তুলা হইতে প্রস্তুত সূতার কারখানা করিয়াছেন। ইনি ৩।৪ প্রকার সূতা প্রস্তুত করিতেছেন। ইহার সূতা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম হইতেছে। (মুর্শিদাবাদ হিতৈষী)।

২১। কলিকাতার দোকানদারগণ। ১১৮ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট্—শ্রীচণ্ডীচরণ পাল ও শ্রীদুর্লভচন্দ্র কুণ্ডু। আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট্, পচাগলি, শ্রীগোবর্দ্ধনদাস খাটা (ইনি বোম্বাই ও আহামদাবাদের লছমী তুলসী মিলের এজেণ্ট)।

আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট্, পচাগলি, শ্রীশনিরাম জিটমল (ইঁহারা বোম্বে স্বদেশী মিলের এজেণ্ট)। ১৩ নং পগেয়াপটী, শ্রীবংশীধর, মুরলীধর ক্ষেত্রী (ইঁহাদের ৩খানা কাপড়ের দোকান বড়বাজারে আছে)। পগেয়াপটী, ১১/১৫ নং হ্যারিসন রোড, শ্রীরাধাগোবিন্দ রাম মেহেরচাঁদ, ছারগজীর কুঠি (ইঁহারা খুচরা ও পাইকারী কাপড় বিক্রয় করেন)। ২০৭ নং হ্যারিসন রোড, পগেয়াপটী, শ্রীকালীচরণ দাস (খুচরা বিক্রেতা)। ২৪ নং পগেয়াপটী, সেন, তারক এণ্ড ব্রাদার্স কোম্পানী (খুচরা বিক্রেতা)। ২০৭ নং হ্যারিসন রোড, শ্রীকালীচরণ দাস ও বলদেব দাস (খুচরা বিক্রেতা)। ২৩ নং পগেয়াপটী, শ্রীযুগলকিশোর শেট ইত্যাদি ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই বিলাতী এবং স্বদেশী মিলের বস্ত্র বিক্রয় করেন।

স্বদেশী দ্রব্য প্রাপ্তিস্থান।

(১৪৪ পৃষ্ঠার পর।)

(২৮) নিব। (ক) পোষ্ট তমলুক, পার্ব্বতিপুর বাজার, জেলা মেদিনীপুর, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দে নিব প্রস্তুত করিয়াছেন। পিত্তলের নিব প্রত্যেকটী ৫ এক পয়সা, রৌপ্যের নিব প্রত্যেকটী ৵০ চারি পয়সা। (খ) পোষ্ট এলাহাবাদ, রামচন্দ্র ব্রাদার্স নিব ও হ্যাণ্ডেল প্রস্তুত করিয়াছেন। ।৶১০ নাড়ে সাত আনার টিকিট পাঠাইলে ৪টা হ্যাণ্ডেল ও ১২টা নিব পাওয়া যায়। (গ) পার্ব্বতিচরণ কর্ম্মকার, পোষ্ট বরিশাল, বেণুসিংহের হাবেলী। ইঁহারাও নিব এবং হ্যাণ্ডেল প্রস্তুত করিয়াছেন। একশত হ্যাণ্ডেল ও নিবের মূল্য ১।৵০ হইতে ৩৲ টাকা। (ঘ) রামধন কর্ম্মকার, উজিরপুর পোষ্ট, বরিশাল; (ঙ) গঙ্গাচরণ পাটি, চকবাজার পোষ্ট, বরিশাল, ইঁহারা উভয়ে নিব এবং ছুরি প্রস্তুত করিতেছেন। (চ) ২২ নং হরঢোলের লেন, পোষ্ট হাটখোলা, কলিকাতা, ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স সুন্দর নিব করিয়াছেন, মূল্যও শস্তা। (ছ) পোষ্ট নবদ্বীপ, জেলা বর্দ্ধমান, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুঁই, পিত্তল ও তাম্রের নিব করিয়াছেন, মূল্য ডজন ৵১০ দশ পয়সা। (জ) পোষ্ট করিমগঞ্জ, জঙ্গল বেড়িয়া, ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ কারকুন নিব প্রস্তুত করিয়াছেন। (ঝ) ময়মনসিংহ, নাগরপুরের শ্রীগোষ্ঠবিহারী কর্ম্মকার নিব প্রস্তুত করিয়াছেন।

(ঞ) শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত, ৪ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, জোড়াসাঁক, কলিকাতা;—নিব তৈয়ারী করিবার কল প্রস্তুত করিয়াছেন। মূল্য ১৫০৲ টাকা।

(২৯) ছুরি ও কাঁচি। (ক) প্রেমচাঁদ কর্ম্মকার, বনপাস, কামারপাড়া, বর্দ্ধমান। (খ) ইণ্ডিয়ান নাইফ এণ্ড কোং, পোষ্ট সাশপুর, জেলা বাঁকুড়া, ছুরি কাঁচি তৈয়ারি করিয়াছেন।

(৩০) উডপেনসিল, নিব, কালি ও কাগজ। (ক) বসু এণ্ড বসু, ৬৬।১ নং হ্যারিসন রোড। (খ) পবিত্রচরণ দত্ত, ১০১ হ্যারিসন রোড। (গ) গোসাঁই ব্রাদার কোম্পানী, পোষ্ট বেণারসসিটী, উডপেনসিল প্রস্তুত করিয়াছেন।

(৩১) গাজিপুরের আতর, গোলাপ প্রভৃতি। এস, পাল এণ্ড কোং, ৫০।১ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্।

(৩২) ব্রঙ্কো ও জুতার কালি। (ক) সেন ব্রাদার্স, তাঁতিবাজার, পোষ্ট ঢাকা। (খ) এস, গুঁই, গেণ্ডরিয়া, ঢাকা।

(৩৩) বুরুস। (ক) রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পোষ্ট বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া। (খ) এস, সি, দাস কোং, পোষ্ট শ্রীরামপুর। (গ) কাণপুর বুরুস কোং, পোষ্ট কাণপুর। (ঘ) গুজরাট ষ্টোরস্, পোষ্ট আমেদাবাদ। (ঙ) ইণ্ডিয়ান আর্ম্মিবুরুস কোং, পোষ্ট মিরাট। (চ) ইণ্ডিয়ান বুরুস ফ্যাক্টরী, পোষ্ট কাণপুর। ইহাদের নিকট বিবিধ প্রকারের বুরুস পাওয়া যায়।

(৩৪) ঝিনুকের বোতাম প্রভৃতি। (ক) পোষ্ট বজ্রযোগিনী, সোমপাড়া, ঢাকা, শ্রীযুক্ত সীতারাম মহাদেব প্রসাদ, গলা ও হাতের এক সেট বোতামের মূল্য ৵০ হইতে ।০ আনা মাত্র। (খ) সুধন্যকুমার চন্দ রায় নারান্দিয়া, পোষ্ট মুরাদনগর, ত্রিপুরা। (গ) পোষ্ট ঢাকা, বিক্রমপুর, রোহিণীকুমার সেন। (ঘ) তারকেশ্বর সেন, সোনারঙ্গ, ঢাকা। (ঙ) রেবতীমোহন সেন, ২১ নং কালিদাস পুতিতুণ্ডের গলি, কালিঘাট, কলিকাতা, ইহারা সকলেই স্বদেশী ঝিনুকের বোতাম বিক্রয় করেন।

(৩৫) চুরুট। আর, পাল কোং, ৫২ নং ফ্রেজার ষ্ট্রীট্, রেঙ্গুন।

(৩৬) এলুমিনম্ বাসন। (ক) পোষ্ট ভাগলপুর, বিহার এঞ্জেল প্রেস। (খ) হীরালাল মুখোপাধ্যায়, ৯৬ নং পুরাতন চীনাবাজার, কলিকাতা। (গ) ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স, ৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্। (ঘ) ডন সোসাইটি, ২২ নং শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা। ইহারা সকলেই এলুমিনম্ বাসন-বিক্রেতা।

মহাজনবন্ধু, মাসিকপত্র।
৫ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা; পৌষ, ১৩১২।

ব্যবসার অপার মহিমা।

যাঁহারা সদা সর্ব্বদা কাজ করেন, তাঁহাদের মস্তিষ্ক স্বভাবতঃ কিছু উগ্র হয়। যাঁহারা তাকিয়া হেলান দিয়া সর্ব্বক্ষণ আমোদ ও গল্পে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের মাথা শীঘ্র উগ্র হয় না। যে দেশের লোকের এইরূপ শীতলতা প্রাপ্ত আল্‌সে-কুঁড়ে মেজাজ, পরমেশ্বর সেই দেশেই কাজের লোকের মাথাগুলি ঠিক উহার বিপরীত করিয়াছেন; নচেৎ তাঁহার রাজ্যে বোধ হয় ক্রিয়া হয় না। এক পা' উঠে, আর এক পা' মাটিতে থাকে—ইহাতেই চলার কাজ হয়। ঘুমন্ত দেশের লোককে একটু চিৎকার করিয়া উগ্রভাবে বিরক্ত করিয়া না বলিলে, তাহাদের গা'য়ে লাগে না, তাহারা কথা কয় না। কথা না কওয়া দোষ; ভাল হউক, মন্দ হউক, কথা বলুক। তাহা হইলেই "ছিল না কথা, দিয়েছে গাল, আজ না হইতে পারে হইবে কাল" এইরূপ একটা সচল হইবার পথে উহাদের আনা চাই। আমাদের গাল দাও * আর

---

* সম্পাদক কিছু না বলুন, আমাকে এজন্য কিছু বলিতে হইবে। (গত ১০ই কার্ত্তিক, ১৩১২) রংপুর বার্ত্তাবহ নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক বলিয়াছেন;—"মহাজনবন্ধু একখানি মাসিক কাগজ। সরকার বাহাদুরের পদলেহন করিয়া বড়ই কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু যে মায়ের কথা ভুলিয়া, নিজের উদরান্নের জন্য পরপদ লেহন করে, যে কুসন্তান ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের দু'পয়সা খাইয়া মাতৃহত্যা করিতে প্রস্তুত, যে কুলাঙ্গার সামান্য উদরের জন্য মায়ের শুভকার্য্যে অশুভ কামনা করে, সে সংসারে সারমেয় সদৃশ হেয়। জানিনা কি, আমাকে কটুক্তির সহিত প্রহার করিলেও সহ্য করিব। কিন্তু আমার মাকে—মাতৃভূমিকে অবজ্ঞা করিতে চাহিলে আত্মহারা হইব, প্রাণ দিব, তবু প্রতিশোধ লইব" ইত্যাদি ইত্যাদি।

মন্তব্য। আমরা ছোটলোকের মত উহাকে গালি দিব না। কাজের কথার পথ দিয়াও উনি চলেন নাই, অতএব উহাকে কাজের উত্তর কি দিব? যাহা চাহেন, তাই দিতেছি,—

বাঙ্গালীর পক্ষে মুখে "প্রাণ দিব" বলাটা যত সহজ, কাজে কিন্তু ততটা নহে। বলিয়া কহিয়া আত্মহত্যা হয় কি? আমাদের দেশকে যে আমরা কত ভালবাসি,

স্তুতিবাদ কর, ‡ আমরা সব সহ্য করিব। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিয়া যাইব। তুমি ইংরাজের লাঠি ও বেত খাইবে, অপমানিত হইবে, তাহা তোমাদের সহ্য হইবে না জানি, আহা! ননীর পুত্তলি! তাইত বলি,

তাহা সাধারণে সকল প্রবন্ধেই পরিচয় পাইয়া থাকেন। ইংরাজের বন্দুকে প্রাণটা দিলেই আমরা "বাহবা বাহবা" বলিয়া কলিকাতা হইতে করতালি দিতাম। বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়কে বঙ্গের হিন্দুরা "তিতুমীর কেল্লা দখল" বলিয়া উপহাস করে! এইবার ঐ সম্প্রদায়েরা বহুদিন পরে বঙ্গের হিন্দুদের একটা পাল্টা উপহাস করিবার জিনিস পাইল "বাবু কেল্লা মারা।" বাস্তবিক হয়েছেও তাই! সে দিন "বঙ্গবাসী"তে সিরাজগঞ্জের প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, "তথাকার মুসলমানদিগকে কিছু বলা হয় নাই; এইজন্য অনেক হিন্দু মুসলমানের টুপি পরিয়া পথে বাহির হইয়া গমনাগমন করিতেছে।" তিতুমীর সময়েও নাকি মুসলমানেরা দাড়ী কাটিয়া হিন্দু হইয়াছিল। জগতে ভালমন্দের মীমাংসা কিসে হয়? তুলনায়। ঐ এক লোক দেখিলেন,—আবার আর এক মানুষ দেখুন,—পল্লিবাসী সম্পাদক মহাশয় কি বলিতেছেন শুনুন,—

‡ "মহাজনবন্ধুর সম্পাদক সাবধান—সতর্ক, যুদ্ধারম্ভের বিরোধী। দেশের লোককে গ্রাসে গ্রাসে বাণিজ্যব্যাপার গিলাইয়া দিতে তাঁহার চেষ্টা। তিনি পরিমিত এবং সারগর্ভ কথায় প্রবন্ধগুলি লিখিয়া থাকেন। আলোচ্য সংখ্যায় আজি কালিকার উপযোগী ৮টী প্রবন্ধ আছে। লবণ, লবণ-ব্যবসায়, চিনি ও বস্ত্র লইয়া ৮টী প্রবন্ধ। সব গুলিই অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার উজ্জ্বল নিদর্শন। কর্ম্মীর পক্ষে ইহার একটী ছত্রও ত্যাজ্য নহে। কাপড়ের কলে যে কত লাভ, নাগপুর এম্প্রেস মিল প্রস্তাবে তাহা সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা বারান্তরে উহা উদ্ধৃত করিব। সকল গুলিই উদ্ধৃত করিবার উপযোগী। লবণ ও লবণের-কাজ প্রবন্ধে যে সকল কথা আছে, লবণ-ব্যবসায়ীর পক্ষে বিশেষ জ্ঞানপ্রদ। সহযোগী স্বদেশবাসীকে যে কাজের লোক করিতে চেষ্টা, প্রত্যেক প্রবন্ধ পাঠেই তাহা অনুভব হইয়া থাকে। ইহাকেই আমরা তাঁর বাহাদুরী মনে করি।" ঐ তারিখের পত্রে ইনি অবাধ-বাণিজ্য সম্বন্ধে যে মত প্রদান করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শিক্ষনীয়। কথাটী এই,—"ভারতবাসী যদি অবাধ-বাণিজ্যের প্রতিকূলতা করিতে যান, তাহাতে তাঁহাদেরই ক্ষতি হইবে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে, আমদানী রপ্তানী দুই-ই চাই। গভর্ণমেণ্টকে এরূপ বিরূপ ভাব না দেখাইয়া বরং যাহাতে ইহারা সুপথে চলিতে পারে, সেই উপদেশ দিন, তাহাতে কার্য্য ভালই হইবে।"

এইরূপ অনেক সার্টিফিকেট আমাদের আছে। সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন না; মতদ্বৈধ হয়। তিনি বলেন "নিজের ঢোল নিজে ঘাড়ে করা" এদেশী মুচিরা তাহা করে। আমি বলি, ইংরাজী ব্যাণ্ডের ঢোল যেমন অপরের স্কন্ধে রাখিয়া বাজান হয়, সেইরূপ হউক,—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর রণ-বাদ্য চাইত? "টেলিগ্রাফ গাফ বরিশাল বুঝি যায় যায়!"

শেষ রক্ষা হইবে না, প্রতিশোধের জন্য প্রাণ দিবে না! বাঙ্গালীর প্রাণের বাজার এখনও শস্তা হয় নাই।

এখনও আপনাদের জোরসত্বে বলিব, আপনারা যে পথে স্বদেশী আন্দোলন করিতে গিয়াছেন, উহা উল্টা পথ। উক্ত পথে কিছুই হইবে না। জর্ম্মণদেশে বিটচিনি ১৫৲ টাকা মণ বিক্রয় হয়, কিন্তু উহারাই ঐ চিনি আমাদের দেশে আনিয়া ডিউটি দিয়া, জাহাজভাড়া দিয়া, তথাকার যাহা কিছু খরচ-খরচা করিয়া ৫৸০ পাঁচ টাকা বার আনা মণ বিক্রয় করিতে এখানে চায় কেন? ব্যবসার এ নীতি কি? যতক্ষণ আপনারা ইহা না বুঝিবেন, ততক্ষণ ইহা আপনাদের বুঝাইতে আমরা চেষ্টা করিব। ভাল না লাগিলেও ছাড়িব না; কেননা উক্ত সকল কাজ সমবেত চেষ্টা ভিন্ন হয় না। একাদ্বারা হইলে, তাহা এতদিন আমরা করিয়া দেখাইতাম। স্বদেশী আন্দোলনে সমবেত শক্তির মহিমা দেখিলাম। আমরা বরাবর বলিয়াছি এবং বলিব, কাজের কথা কও, হুজুগে—ছেলেমানুষীতে মাতিও না। স্বদেশী আন্দোলনের হুজুগে তোমরা মাতিয়া উঠিলে, কিন্তু যদি কাজের মাথায় মাতিতে, তবে ফল হইত। মানুষ পশ্চাতে থাকে বলিয়াই, শ্মশানে বা গোরস্থানে মানুষকে মাটী অথবা ভস্মসাৎ করিয়া দেয়। যে কোন কাজে পশ্চাতে মানুষ লাগিলে রক্ষা নাই। সব কাজের পশ্চাতে মানুষ আছে বলিয়া কাজ চলিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের পশ্চাতে এত মানুষ লাগিল, কাজ কি হইল? ঐ শক্তি কাজে লাগিল না; শক্তির অপব্যয় হইল। কারণ, এই উৎপন্ন শক্তির মধ্যে ব্যবসায়-নীতি আদৌ ছিল না। ছিল

অতএব উঠ উঠ কর্ণেল বানরজী, দশ সহস্র বাল-সেনা লইয়া যাও—শীঘ্র যাও, বরিশাল রক্ষা কর গিয়া। রংপুরে ভীষণ অত্যাচার! যাও বীরবর বিশ সহস্র বালসৈন্য লইয়া তুমি রংপুর রক্ষা কর গিয়া। কমাণ্ডারেনচিফ, কলিকাতার দুর্গ রক্ষা করুন। এইরূপ বলিলে কলির সন্ধ্যার পক্ষে ঠিক হইত!!

এই দেখুন আর এক মানুষ। "মহাজনবন্ধু" যে এই অধঃপতিত দেশের বহু ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা জনসাধারণে প্রকাশ করিতেছেন, সেজন্য সহযোগী সকলেরই ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। আমরা "মহাজনবন্ধুর" সহিত চিরদিনই বঙ্গবাসীকে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। যশোহর পত্রিকা; ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩১২ সাল।

রংপুর বার্ত্তাবহ পেশাদার দেশহিতৈষী। তাহার মতে শ্রীঃ—অক্ষর লেখা সম্পাদকের। শ্রী—প্রকাশক।

কেবল ছেলেখেলা পিকেটিং দ্বারা রাজার প্রতি দ্বেষাদ্বেষী ভাব। ইহাতে যে কাজ হইয়াছে, তাহা দ্বেষাদ্বেষী ভাবেই নষ্ট হইবে !!

"স্বদেশী ধন-ভাণ্ডার" শব্দটী শুনিলে আনন্দে প্রাণটী নাচে! যখন শুনি এদেশী গরীব দুঃখীরাও চাঁদা দিয়াছে, তখন মনে আরও আনন্দ হয়! জর্ম্মণ প্রভৃতি দেশে এইরূপ জাতীয় ধন-ভাণ্ডার আছে। সে সকল ধন-ভাণ্ডারের কার্য্য-প্রণালী কিরূপ, তাহার উদাহরণটী বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থার উপর দিয়াই দেখাইব।

আমরা বলিতেছি, বিলাতী দ্রব্য লইব না; ইহা বলা ঠিক নয়। উহার উল্টা বলিব, আমরা বিলাতী বস্ত্র এবং বিদেশী যে কোন দ্রব্য আনন্দের সহিত লইব; এজন্য পিকেটিং করা হইবে না। ব্যবসায়ীদের এই বলা হউক;—যেমন তোমরা গ্রাহকের নিকট হইতে চালানের উপর পয়সা ধরিয়া লইয়া উহা বৃত্তিখাতায় জমা রাখিয়া বারইয়ারী পূজা কর, এ পূজা ভিন্ন তোমাদের আর এক মাতার পূজা করিতে হইবে। ভাই সকল! ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর যেমন তোমাদের শূন্য অংশীদার, তাঁহাকে যেমন তোমরা বর্ষান্তে খাতা লইয়া গিয়া ইনকম-ট্যাক্স আপিসে হিসাব দিয়া, তাঁহার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া থাক, এই অংশীদারকে অংশ না দিলে তোমরা যেমন সুখে তাঁহার রাজ্যে কারবার করিতে পার না; সেইরূপ আর একটী সুখ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। ইহাতে অবাধ-বাণিজ্যের নীতি রক্ষা হইবে, রাজা ও প্রজা উভয়ের মঙ্গল হইবে। আমাদের দেশী কাপড়ের দর চড়া—বিলাতী কাপড় শস্তা, অতএব শস্তার দ্রব্য আমাদের লইতেই হইবে। বিশেষতঃ অবাধ-বাণিজ্যের জন্যই এদেশের শ্রীবৃদ্ধি; আমরাও ইহার পক্ষপাতী। তাই বলি, দেখা উচিত যে, দেশী বস্ত্রের সঙ্গে বিলাতী বস্ত্র প্রায় জোড়া প্রতি আট আনা, বার আনা প্রভেদ। আমরা এই প্রভেদ ঘুচাইতে চেষ্টা করিব। অতএব আমাদের বিনীত নিবেদন, তোমরা বিলাতী বস্ত্র বা বিদেশী যে কোন দ্রব্যে যে লাভ কর, উহার উপর আর চারিটা পয়সা চড়াইয়া বিক্রয় কর। ইহাতে দেড় টাকা জোড়ার বস্ত্র এক টাকা নয় আনা দিতে কোন গরীব-দুঃখী কাতর হইবে না এবং এইরূপ দুই এক আনা নরম গরমে উহারা বাজারদরে বরাবর কাপড় ক্রয় করিয়া থাকে, অথবা ঘড়ি ইত্যাদি যে কোন দ্রব্যে টাকা প্রতি চারিটা পয়সা রাখিলে বিশেষ কিছুই ক্ষতি হইবে না।

এই নিয়মে বিদেশী দ্রব্যের উপর টাকা প্রতি এক আনা যাহা চড়াইয়া বিক্রয় করিবেন, সেই অর্থ স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় ধন-ভাণ্ডার খাতায় জমা রাখিবেন। তৎপরে ইন্‌কম-ট্যাক্স যেমন বর্ষান্তে দিয়া থাকেন, সেইরূপ জাতীয় ধন-ভাণ্ডার আপিশে বর্ষান্তে উহা পাঠাইয়া দিবেন বা দিয়া যাইবেন। আমরা আপনার খাতার খরিদ-বিক্রয় দেখিয়া ইহা গ্রহণ করিব।

"ইহা করিয়া কি হইবে?" প্রথম, জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের জন্য সাধারণ লোককে "চাঁদা দাও, চাঁদা দাও" বলিয়া বিরক্ত করা বন্ধ হইবে এবং এই প্রথায় ক্রমাগতই চাঁদা উঠিবে। এই চাঁদার টাকায় আমরা এদেশী তাঁতিদের বাউণ্টি দিব। বঙ্গে যত তাঁতি আছে, সকলকেই মাহিনা দিয়া এবং দরিদ্রকে সূতা ও বেতন দিয়া বস্ত্র বুনাইব। "কত টাকাই বা উঠিবে, ইহাতে এ আশা পূর্ণ হইবে ত?" বলেন কি মহাশয়? টাকায় এক আনা রহিলে বিদেশী দ্রব্যের আমদানীতে কত টাকা আসে, তাহার হিসাব অগ্রে দেখুন। গত বৎসর বঙ্গে শাল, রুমাল, মোজা এবং রেশমী বস্ত্র বাদে কেবল কোরা কাপড়ের—ধুতি, উড়ানী, শাটী; এবং ধোলাই কাপড়ের—ধুতি, উড়ানী, শাড়ী ও রংকরা কাপড় আসিয়াছিল—১৬ কোটী ৪৩ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩৲ টাকা। এইরূপ আরও কত কোটী টাকা আসে, তাহা গত কার্ত্তিকের মহাজনবন্ধুর বিদেশী দ্রব্য আমদানি প্রবন্ধ দেখুন। সেই টাকার উপর এক আনা রাখিলে, প্রতি বর্ষে পাওয়া যাইবে—৩ কোটী ২১ লক্ষ ৪৫ হাজার ১ শত ২৫৲ টাকা। প্রতি বর্ষে জাতীয় ধন-ভাণ্ডার ৩ কোটী টাকা পাইলে নিশ্চিতঃ তাঁতি এবং এদেশে কাপড়ের কল যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা ইংরাজ হইলেও এই টাকা হইতে সাহায্য পাইবেন; তাহা হইলে দেশী বস্ত্রের মূল্য কত কমিয়া যাইবে, ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জর্ম্মণদেশে চিনির মণ ১৫৲ টাকা এবং এখানে আনিয়া উক্ত চিনিই বিক্রয় করে ৫৸০ আনা মণ। এইরূপ হইবে। তাঁতের ২৷৷০ টাকা জোড়ার কাপড় তাহা হইলে কেবল সূতার দামে অর্থাৎ ৷৷৵০ আনা, ৸০ আনায় বিক্রয় হইবে। যে স্থলে চাঁদার টাকায় সূতাও তাঁতিকে দেওয়া হইবে, সে স্থলে সে কাপড়ের মূল্যও থাকিবে না। এই কাপড় আমরা শীত-প্রধান দেশের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করাইব এবং আমরা এই সকল বিনামূল্যের কাপড় লইয়া গিয়া আমেরিকা এবং জর্ম্মণে গিয়া বিক্রয় করিব। দেখাইব, তোরা ব্যবসায় বুঝিস্, আর আমরা বুঝি না। ইংরাজরাজাকে এই জাতীয়

ভাণ্ডারের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিতে হইবে, নচেৎ লোকে বাধ্য হইয়া টাকা দিবে কেন? টাকা রাজার হস্ত দিয়াই খরচ হইবে। রাজাও মুচকে মুচকে হাসিয়া আমাদিগকে আরও এই সকল কাজে উৎসাহ দিবেন। আমরা ব্যবসায়ে রাজার দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ হইব। তখন তিনি ঐ সকল রাজাদের রাজ্য দেখাইয়া, আমাদের লেলাইয়া দিবেন। জর্ম্মণ তখন কাঁদ কাঁদ হইয়া আমাদের রাজাকে ডাকিবেন। এখন যেমন ইংরাজ-রাজ জর্ম্মণকে ডাকেন এবং বলেন "কিগো! তোমার দেশের চিনির জ্বালায় আমার দেশের চিনির কাজ বন্ধ হয় যে! অতএব ইহার উপায় কর।" তখন জর্ম্মণ-রাজ ঐরূপ ইংরাজ-রাজকে ডাকিয়া বলিবেন "মহাশয়! ব্যাপার কি? আপনার বাঙ্গালী প্রজাদের জন্য আমাদের বস্ত্র-শিল্প যায় যায় হইল যে! ইহার উপায় করুন!" ইংরাজ তখন হেঁসে হেঁসে বলিবেন "তা কি জানি!" "তা কি জানি!" আমরা ত বাউণ্টিফেড করি নাই। আপনারা যে বাউণ্টিফেড ক'রে আমাদের দেশের চিনি মারিতে গিয়াছিলেন?" হায়! এই সুপথে আসিতে কি বঙ্গের মতিগতি হইবে? আমরা কি ব্যবসায়ের এই অপার মহিমা বুঝিব? অবাধ-বাণিজ্য আমাদের রাখিতেই হইবে, গঙ্গা বুজাইয়া পুকুর করা হইবে না।

উন্নতি মানে "পশ্চাৎ" ইহা ভাবা হইবে না। বহির্ব্বাণিজ্যে বাহির হইতেই হইবে। ইংরাজ-রাজাকেও বলি, বাঙ্গালী যদি একাজ না করে, বহির্ব্বাণিজ্যে না যায়, তাহা হইলে রাজন্! আপনি আমাদের তাঁতিদের বাউণ্টিফেড করিয়া কাপড় প্রস্তুত করাইয়া (অবশ্য শীতপ্রধান দেশের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র করাইয়া) তাহা লইয়া গিয়া জর্ম্মণে বিক্রয় করাইবার জন্য বোম্বের মহাজনদিগকে নির্ব্বাচন করুন। তাঁহাদের জাহাজে উঠিতে সাহস আছে। এইরূপ করিয়া জর্ম্মণ-রাজাকে একটা চমক্ লাগাইয়া দিউন। উহারা যে এই নীতিতে দ্রব্য শস্তা করিয়া, আপনাদের সমুদয় রাজ্য-গুলির কৃষি-শিল্প উৎসন্ন দিতে বসিয়াছে। অতএব আপনারা উহাদের ব্যবসায় নীতির অনুকরণ করুন, প্রজাদের তৈয়ারী করিয়া লউন। রাজন্! আপনার যুদ্ধ-সৈন্যেরা ইহা পারিবে না। শিল্প-বাণিজ্যে অন্য রাজাকে পরাস্ত করিতে হইলে, তখন আপনার প্রজাসৈন্য চাই। শিল্প-বাণিজ্য-যুদ্ধে যদি আপনি পশ্চাতে থাকেন, আর আমেরিকা, জর্ম্মণ সম্মুখীন হয়, তবে তাহা আপনার রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। তাহা হইলে "আপনার

রাজ্যের মাঠগুলিই" আপনার রাজত্বের মূলধন! কিন্তু উক্ত মাঠের শস্য এবং দেশের অর্থ উহাদের রাজত্বের মধ্যে পরিগণিত হইবে। ইহা কি আমাদের সহ্য হয়! শিল্প-বাণিজ্যে আপনার ভারতবাসী মহাজন ও ব্যবসায়ী মাত্রেই যাহাতে প্রজা সৈন্য হয়, সেইরূপ আমাদের তৈয়ারী করুন। দেশের লোককেও বলি, এইরূপ একটা শক্তি জমাইয়া হস্তে লউন, তাহা হইলেই জয়জয় হইবে।

দেশালায়ের কারখানা।*

কলিকাতা, ২ নং হলধর বর্দ্ধনের গলি; বহুবাজার—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ কর্ম্মকার মহাশয় এক দেশালায়ের কারখানা এবং ঐ সঙ্গে ইহার প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়ও খুলিয়াছেন। আমরা উহা দেখিতে গিয়াছিলাম। কর্ম্মকার মহাশয় হাস্যবদনে বলিলেন "দেখুন, আমি আর্য্যদের গুরুগৃহের ন্যায় ছাত্রদিগকে থাকিবার স্থান এবং আহার দিয়া রাখিয়া কার্য্য-শিক্ষা দিতেছি।" কিন্তু কতগুলি ছাত্র এরূপে পুষিবেন, তাহা প্রশ্ন করি নাই। দেখিলাম, একজন কারিকর চীনে মিস্ত্রী পিস্‌বোর্ড কাটিয়া বাক্স তৈয়ারী করিতেছে। বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত এই কারখানা খোলা থাকে। সাধারণে ইহা দেখিয়া আসিতে পারেন।

---

* সেপ্টিম্যাচ।—পেষ্টবোর্ড, কার্ডবোর্ড, কঞ্চিকাটা, পাটের কাঠি প্রভৃতি নানারূপ কাষ্ঠ হইতে দীপশলাকা প্রস্তুত হইতেছে। রিপন কলেজের একটী ছাত্র একপ্রকার সুন্দর দেশালাই তৈয়ারী করিতেছেন। আমরা যতগুলি পাইয়াছি, তন্মধ্যে সরিষ গ্রামের "বঙ্গমাতা ফ্যাক্টরী'তে প্রস্তুত দীপশলাকাগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রস্তুতকারী বাবু বাবুরাম কয়াল মহাশয় আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্র। বাক্স প্রভৃতির বাহ্য শোভা তত ভাল হয় নাই বটে, কিন্তু গুণে ইহার মত বিলাতী শলাকাও অল্প দেখা যায়। জলে কাঠি ডুবাইয়া লইয়াও জ্বালা যায়। ডামণ্ডহারবারের অদূরে সরিষ পোষ্ট আফিসের অধীন আমীরা গ্রামে ইহা প্রস্তুত হইতেছে। কলিকাতায় ৭/১ নং মার্কুইস্ ষ্ট্রীটে বিক্রয়স্থান বলিয়া লেখা আছে, কিন্তু তথায় সন্ধান পাওয়া ক্লেশসাধ্য। এই দীপশলাকা বা সেপ্টিম্যাচ /৫ পয়সা ডজন হিসাবে বিক্রীত হইতেছে। কাঠিগুলি ধনিচা হইতে তৈয়ারী হইয়াছে।

অভয়া দীপশলাকা।—ইহাও বেশ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শলাকার মত হয় নাই ৩ নং গোবিন্দ সরকারের লেন বহুবাজারে প্রাপ্তব্য।

দ্বারকাবাবু ভূতপূর্ব্ব ইণ্ডিয়ান ম্যাচ্ ফ্যাক্টারীর ম্যানেজীং এজেণ্ট ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইনি স্বর্গীয় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ছাত্র। ইনি বলেন, এদেশে যে দুইটী দেশালায়ের কল হইয়াছিল, তাহা উপযুক্ত কাষ্ঠের অভাবেই চলিল না। এখন ইনি বেনার কাঠি, ঝাঁটার কাঠি পিস্‌বোর্ডের কাঠি (তৈয়ারী করিয়া) ইত্যাদি দ্বারা দেশালাই প্রস্তুত করিতেছেন। কল দুইটী উঠিয়া যাইবার সম্বন্ধে ইনি যে কেবল কাষ্ঠের অভাবের জন্য বলিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা আমাদের সন্তোষজনক উত্তর বলিয়া মনে ধরিল না। যাহা হউক, ইনি দেশালাই সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। এ বিষয়ে কাহার কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে, দ্বারকাবাবুর কারখানায় তাহা দেখিয়া আসিবেন কিম্বা তাঁহাকে পত্রাদি লিখিয়া জানিবেন। তিনি তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের সমুদায় বিষয় পরীক্ষার সহিত বুঝাইয়া দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। দেশালায়ের কার্য্যে কর্ম্মী দ্বারকানাথ বাবু বাজে লেখা লেখেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধ এই,—

বিলাতী দেশালাই দুই প্রকার। এক প্রকার সেফ্‌টী ম্যাচ (Safety match) অর্থাৎ কাঠি কেবল বাক্সতে ঘসিলে জ্বলে, অন্য প্রকার যেখানে ইচ্ছা ঘসিলে জ্বলিয়া উঠে, উহার নাম সাল্‌ফর ম্যাচ (Sulphur match)।

আমরা এই দুই প্রকার দেশালাইয়ের কথাই বলিব। দেশালাইয়ের প্রধান অঙ্গ (Phosphorus) ফস্ফরাস। ইহা অতিশয় বিষাক্ত পদার্থ। ইহার ধূম মুখে অধিকক্ষণ লাগিলে দাঁতের গোড়ায় ঘা হয়, এমন কি, চোয়াল পর্য্যন্ত খসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং ফস্ফরাস ঘাঁটিবার সময় বাহিরে করাই ভাল এবং ঐ সময়ে মুখে কাপড় জড়াইয়া কার্য্য করাই উচিত। সাবধানে থাকিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারে না। ইহা বটকৃষ্ণ পাল কোং, অথবা ডি, ওয়াল্ডি কোংর নিকট পাওয়া যায়।

ফস্ফরাস দুই প্রকার আকারে ব্যবহৃত হয়। এক প্রকার ষ্টীক ফস্ফরাস; ইহাতে হাওয়া লাগিলে জ্বলিয়া উঠে, সুতরাং জলের ভিতর রাখা উচিত। দ্বিতীয় এমর ফস্ফরাস (Amor. phos.); ইহা এক প্রকার লাল গুঁড়া, হাওয়া লাগিলে জ্বলে না। এই উভয় প্রকার ফস্ফরাসই ডি, ওয়াল্ডির বাড়ী পাওয়া যায়।

Stick phosphorus দিয়া Sulphur match তৈয়ারী হয়, এবং amor phos দিয়া Safety match তৈয়ারী হয়।

ক্লরেট অব্ পটাস ইহার আর একটী প্রধান অঙ্গ। ইহাও উক্ত সকল দোকানে পাওয়া যায়। ইহা এক প্রকার লবণ বিশেষ, বর্ণ সাদা দানাদার বা গুঁড়া উভয় অবস্থাতেই পাওয়া যায়।

বাইক্রমেট অব্ পটাস Pot. bichromate লাল দানা বিশেষ।

গন্ধক সচরাচর বেনের দোকানে পাওয়া যায়।

সালফাইড অব্ এণ্টিমনি (Antimony sulphide) কাল রঙ্গের এক প্রকার ধাতু সদৃশ বস্তু, সহজে গুঁড়ান যায়।

এখন কথা হইতেছে যে, এই মসলাগুলি এমত পরিমাণে লইতে হইবে যে, কাঠির মুখে মাখাইয়া দিয়া উহা ঘসিলে সহজে জ্বলিয়া উঠে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহার প্রধান অঙ্গ ফস্ফরাস। ইহার অংশ প্রত্যেক কারিকর আপন আপন ইচ্ছা অনুসারে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য, জোলো হাওয়া লাগিয়া যেন স্যাঁতসেতে না হইয়া যায়। (Stick phosphorus) ষ্টীক-ফস্ফরাস বাহিরে রাখিবার উপায় নাই, হাওয়া লাগিলেই জ্বলিয়া যাইবে, সুতরাং উহা জলের ভিতর রাখিতে হয় ও উহাতে হাত দেওয়াও উচিত নহে; আরও ক্লরেট অব্ পটাস শুষ্ক অবস্থায় কোন মতে ফস্ফরাসের সহিত যেন মিলিত না হয়, তাহা হইলে ভয়ানক শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। এই উভয় দ্রব্য যে দেশালায়ে আছে, উহা জ্বালিবার সময় পট্ পট্ শব্দ হইয়া থাকে, কিন্তু ক্লরেট অব্ পটাশ না দিয়া দেশালাই করিলে উহাতে শব্দ হয় না। মসলার সহিত কাচের গুঁড়া বা খুব মিহি বালি মিশাইয়া দিলে অনেক সুবিধা হয়, কারণ ঘসিবার সময় কাঠির মুখ অপেক্ষাকৃত গরম হয়, সে কারণ শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে। ফস্ফরাসের সহিত আরও কতকগুলি দ্রব্যের আবশ্যক। যথা—সোরা, ম্যাঙ্গানিস ডি অক্সাইড (Manganese de oxide), এণ্টিমনি সালফাইড (Sulphide of antimony), এ গুলি মিশাইয়া দিলে ঘসিবার সময় অক্সিজেন নামক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া সহজে জ্বলিয়া উঠে।

ঐ দ্রব্যগুলি গঁদ বা শিরিষ দিয়া গুলিয়া লইতে হয়। কি করিয়া গুলিতে হয়, পরে বলিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ফস্ফরাসের সহিত ক্লরেট অব্ পটাস মিশিলে জ্বলিয়া উঠে, এই জন্য ক্লরেট অব্ পটাস ও অন্যান্য দ্রব্য কাঠির মুখে ও ফস্ফরাস বাক্সের গায়ে দেওয়া হয়, ইহাকেই সেফ্‌টী-ম্যাচ বলা যায়।

বাক্সের গায়ে যে ফস্ফরাস দেওয়া হয়, উহা অ্যামর-ফস্ফরাস (Amor phos.) কারণ, ষ্টীক-ফস্ফরাস হাওয়া লাগিলে জ্বলিয়া উঠে। নিম্নে কতকগুলি সেফ্‌টী-ম্যাচের মসলা দেওয়া গেল।

পটাস ক্লরেট (Pot. chlorate)	... ...	৬৬ ভাগ।
গন্ধক	...	৩ ,,
অ্যামর-ফস্ফরাস (Amor. phos.)	...	৬ ,,
ম্যাঙ্গানিস (Manganese) ...	...	৬ ,,
এণ্টিম সালফাইড (Sulph antim)	...	৬ ,,
পটাস বাইক্রমেট (Pot. bichromate.)	...	৩ ,,
কাঁচের গুঁড়া	...	৩ ,,
শিরিষ	...	৬ ,,

এইগুলি কাঠির মুখের জন্য।

অ্যামর-ফস্ফরাস (Amor. phos.)	...	১৫ ভাগ।
খড়ির গুঁড়া (Whiting) ...	...	৮ ,,
গঁদ (Gum)	...	১৮ ,,
এণ্টিমণি সালফ (Antim. sulph.)	...	৩ ,,
বাইক্রমেট পটাস (Pot. bichromate.)	...	২ ,,

এইগুলি বাক্সের জন্য।

উপরোক্ত মসলায় ৫০ গ্রোস দেশালাই বাক্স হইতে পারে। [ক্রমশঃ।

শ্রীদ্বারকানাথ কর্ম্মকার।

গড়পেটে চিনি।

আমাদের সম্মুখ দিয়া স্বদেশী চিনির দুইটী যুগ চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময় তৃতীয় যুগ চলিতেছে। গড়পেটে চিনি বঙ্গের চিনির প্রথম যুগের কথা। অনুমান সন ১২৪৬ সাল হইতে ১২৯৩ সাল পর্য্যন্ত এই চিনির কাজ এদেশে প্রবলভাবে চলিয়াছিল।

আমি নিজে বাগআচড়া, কুশডাঙ্গা, ত্রিমোহিনী, কেশবপুর, নারিকেল-বেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে গড়পেটে চিনির গন্ত করিয়াছি, ১২০ সিক্কা মণে ২৷৷০ আড়াই টাকা মণ হইতে ১৬৲ ষোল টাকা পর্য্যন্ত এই চিনির দর দেখিয়াছি। এই সকল স্থানে গুড় নাদ পাত্রে রাখিয়া পাটা শেওলা চাপা দিয়া চিনি তৈয়ারী হইত।

তৎপরে গোবরডাঙ্গা, যদুরহাটী, চাঁদপুর (যশোহর জেলায়), খাজুরো এবং মাগুরা প্রভৃতি স্থানেও গন্ত করিয়াছি। স্মরণ হয়, এ সকল স্থানের চিনির দর তখন ছিল, ৮০ সিক্কা মণে ৩৲ তিন টাকা হইতে ৮৲—৯৲ টাকা পর্য্যন্ত। এ সকল স্থানের চিনিকে "পেতের চিনি" বলা হইত, অর্থাৎ ইহারা গুড়কে নাদে না রাখিয়া, ঝুড়ি বিশেষে (ইহাকেই "পেতে" বলা হয়) রাখিয়া পাটাশেওলা চাপা দিয়া পেতের চিনি করিত। কিন্তু এক্ষণে সুখচর প্রভৃতি স্থানে যে চিনি হয়, তাহা পেতের চিনি এবং চাঁদপুরের দলোচিনি গলাইয়া, দোবোরা একবোরা চিনি বাহির হইবার পর যে চিনি হয়, ইহাকেও "পেতের চিনি" বলে।

সেকালে আমরা গুড়ের দর ২৷৷০—২৸০—৩৲ টাকা পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। গড়পেটে চিনি সুন্দর পরিষ্কার দানাদার হইত, অবশ্য ইহার দর বেশী ছিল। গড়পেটে নাম হইবার কারণ কি ?

ভূষিমাল অর্থাৎ চাউল, গম, ছোলা ইত্যাদি যেমন নানাবিধ দরের একপ্রকার মাল—উহার মধ্যে নরম গরম সব একস্থানে ফেলিয়া "পাইল" করিয়া বৈদেশিক বণিকেরা অদ্যাপি লইয়া থাকেন, তখন এই ভাবে চিনি "পাইল" করিয়া "গড়ে" অর্থাৎ এভারেজ দরে লইতেন বলিয়া এই চিনিকে গড়পেটে চিনি বলা হইত। গড়পেটে চিনি বৈদেশিক বণিকদিগকে আমরা ৪৷৷০ টাকা হইতে ৬৷৵০ পর্য্যন্ত দরে লইতে দেখিয়াছি।

তারপর চিনির দ্বিতীয় যুগে দেখিলাম, শান্তিপুর এবং কোটচাঁদপুরের চিনির বিদেশী রপ্তানি। এই চিনি বাহির হইয়া গড়পেটে চিনির কাজের দফা রফা করিল। গড়পেটে চিনি যে গুড়ে হইত, তাহা চিপ্‌চিপে গুড়। শান্তিপুর এবং কোটচাঁদপুরে চিনি শুক্‌না গুড় বা শক্ত গুড়ের চিনি। এই সময় হইতে বঙ্গে গুড়-প্রস্তুত প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইল, এবং গড়পেটে চিনির পাইলের অত্যাচার এদেশী গুণধরেরা যথেষ্ট করিয়াছেন। এমন কি গড়পেটের চিনির পাইলে ময়দা, খাপ্‌রা-ভাঙ্গা, সুরকী নিশান হইয়াছিল! এ সকল পাপ

যাইবে কোথা ? যে সকল স্থানে গড়পেটে চিনি রপ্তানী হইত, তথায় তাহারা আমাদের মহিমা প্রাণে প্রাণে বুঝিত, এবং এই অত্যাচার নিবারণ হেতু তাহারা স্বদেশে ইহা করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিত। কোঁটচাঁদ-পুরের চিনি বাহির হইয়া, বঙ্গে গড়পেটে চিনির কাজ উঠিল। এই সঙ্গে চিনির পাইলের কাজও গেল, শান্তিপুর এবং কোটচাঁদপুরের চিনি পাইল না করিয়া উহা বস্তায় যাহা থাকিত, আমাদের বস্তায় বস্তায় ওজন লইয়া তাহার উপর উহারা নূতন বোরা মোড়াই করিয়া রপ্তানি লইত।

ক্রমে ইয়োরোপ খণ্ডে চিনির কাজে উন্নতি হইল। মরিশসের চিনি পূর্ব্বে ফ্রান্সে যাইত, তাহা কলিকাতায় আমদানী হইতে লাগিল। তাহার পর চীন, তৎপরে মান্দ্রাজ, তৎপরে জর্ম্মণ চিনি, শেষে জাবা চিনি দেখা দিয়াছে। ঐ সকল দেশ হইতে এখন চিনি বঙ্গে আসিতেছে। অতএব এখন বঙ্গে চিনির তৃতীয় যুগ চলিতেছে।

সকল দেশের লোকেই হিসাব করিয়া থাকে যে, এই ব্যবসায় নূতন আসিল, খুব চলিল, শেষে উঠিয়া যায় কেন ? বাঙ্গালীরা ইহার কোন হিসাব করে না। "তুমি ইহা লইবে ? লও, খুব দিব।" শেষে লইলে না, "আচ্ছা নাই লইলে, কাজ নাই।" যখন লইলে, তখন রাতারাতি বড়লোক হইব বলিয়া তুমি যাহা লইয়াছ, উহা জাহাজে ফেলিবে শুনিলে,—নিজে চক্ষু মুদিলে যেমন নিজেই অন্ধকার দেখে, সেইসঙ্গে ইহারা মনে করিত, জগৎবাসী বোধ হয় কাণা অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা, তাই মাল দিতে। আমার বিশ্বাস, এখনও ভূষামালের পাইলের কাজে ইট্, চূণ, গুরকী যাহা ইচ্ছা, তাই দেওয়া হয়।

শিক্ষিত লোক এদেশী ব্যবসায়ী শ্রেণীতে প্রবেশ করেন নাই বলিয়া, ইহাদের দোষে বঙ্গবাসী আজ অনেক ভাল ভাল কাজ চিরদিনের মত হারাইয়াছেন। রেড়ির তৈল পূর্ব্বে বিদেশে রপ্তানি যাইত, কাট্‌তির প্রাচুর্য্য দেখিয়া তাহার সঙ্গে ইহারা মিছিরির রস মিশাইয়াছে। লবণের কাজ অশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর দোষে বঙ্গ হইতে উঠিয়াছে, চিনির কাজও ঐ দোষেই গিয়াছিল, তারপর এখন উল্টা হইয়াছে; এদেশ হইতে চিনি যাইত, এখন আসিতেছে। কমিস্তারিয়েটের কার্য্যও বাঙ্গালীর হস্ত হইতে জুয়াচুরী বিদ্যার জন্যই গিয়াছে। এ সকল বিষয় শিক্ষিত লোকদিগের দেখা উচিত।

আমাদের চিনির দেশ। বরাবর জর্ম্মণকে চিনি বিক্রয় করিয়াছি, আজ উহারা আমাদের দেশে চিনি বিক্রয় করিয়া যাইতেছে। কেন যায় ? জাহাজ ভাড়া, ডিউটী এবং দালালী, কুলি প্রভৃতি কত খরচ করিয়া উহারা ৫৸০ আনায় এদেশে চিনি বিক্রয় করিয়া যায়, আর আমরা এত শস্তা কিসে হয়, তাহা ধারণাই করিতে পারি না। উহাদের দেশে কুলি-মজুরের পারিশ্রমিক অধিক, এদেশে তাহা শস্তা; তবু কেন আমরা উহাদের সমকক্ষ হইতে পারি না ? অথচ একদিন পরিয়াছি। আজ উহারা যেমন প্রত্যেক জাহাজে ৫০।৫৫ হাজার বস্তা চিনি আমদানি করিতেছে, আমরাও তেমনি ঐরূপ এদেশী চিনি প্রতি জাহাজে ৫০।৫৫ হাজার বস্তা দিয়াছি। গত বৎসর বঙ্গে প্রায় ২ কোটী টাকার চিনি আমদানী হইয়াছে, আমরাও উহাপেক্ষা অধিক টাকার চিনি রপ্তানী দিয়াছি। কিন্তু এখন পারি না কেন ? এজন্য যিনি যতই আন্দোলন করুন, এ বিষয়ে কিছুতেই কিছু হইবে না; কারণ, উহাদের পথে আমরা এখনও যাই নাই। উহারা রস হইতে একেবারে চিনি করে। ইহাতে অনেক খরচ বাঁচে। মনে করুন, আজ গুড়ের দর ৪৲ চারি টাকা, রস হইতে একেবারে চিনি করিলে, ঐ চিনির দর ৪৲ চারি টাকাই হইল।

আমরা করি কি জান ? রসটাকে একেবারে এত পোড়াই যে, উহার কয়লা বাহির করিয়া ফেলি। এই কয়লা বা কার্ব্বন বাহির করি বলিয়াই গুড়ের বর্ণ লাল হয়। তৎপরে এই পোড়া রসের সারাংশ অর্থাৎ গুড় বলিয়া তাহাকে পুনরায় ভাল করিতে যাই, এই পথে গিয়া যে জিনিষ পাই, তাহাকেই চিনি বলি। উহারা এ পথে আইসে না। উহারা রস হইতে একেবারে চিনি করিয়া দেয়। এজন্য খরচ অনেক কমিয়া যায়। ধরুন, বাণের খরচেই চিনি হয়। আমরা বাণের খরচ (বাণ অর্থাৎ যথায় কৃষকেরা গুড় করে), তৎপরে হাটের খরচ, তৎপরে কারখানার খরচ, এই তিন প্রকার খরচের পরে রস হইতে চিনি পাই। তাহাও অপরিষ্কার (Raw) চিনি। এদেশী চিনির কারখানাওয়ালাদের বলিলে তাহারা বলে, উহা হইবে কেন ? ইংরাজেরা যেমন নীল এবং চা করিবার জন্য কুলি ঠেঙ্গায়, নচেৎ উহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, নীল গাঁজিয়া যায়! শেষে কি আমরাও ঐরূপ হাঙ্গামের কার্য্যে যাইব, "রস গেজে গেল রে !"

বলিয়া মাথা চাপড়াইব। সময়ের মূল্য এদেশী লোকে বুঝেনা বলিয়াই উন্নতি নাই, তাই ঐ কথা বলে। *

তাহার পর আমরা সময়ের মূল্য বুঝি না। ধরুন ৫৲ টাকায় এক বিঘা খেজুর গাছের রস সংগ্রহে খরচ হয়। যে সময়ের মধ্যে যত লোকে উহা সংগ্রহ করে, ঐ সময়ের মধ্যে ঐ লোকে যদি ৩ বিঘার রস সংগ্রহ করিতে পারে, ইহাতেও এক বিঘার খরচ তিন বিঘায় পড়িয়া, মোটের উপর দামে কমিয়া যায়। এদেশী লোকে এত চালাক-চতুর নয় এবং সেরূপ কার্য্য-কুশলতা শিক্ষা করে নাই। এই দুই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া এদেশী চিনির কারখানার মহাজনেরা যদি কার্য্য করেন, তাহা হইলে কতকটা বিদেশী চিনিকে হঠাইতে পারিবেন। রস গেঁজে যাবে, উহা ওজরমাত্র। গুড় করিবার সময় রস গেঁজে না। তা' নয়। যে শ্রেণীর লোকেরা ঐ প্রতিবাদ করে, সেই শ্রেণী লোকের কাজ মারা যাইবে, তাহাতে হাতকের বন্ধ হইবে। গুড়ের দরে পরিষ্কার চিনি কর; নচেৎ নিস্তার নাই।

১৮৭২ সালে মরিশস্-চিনির কাজ বোম্বেওয়ালারা তথায় গিয়া আরম্ভ করেন, তৎপূর্ব্বে তথায় পরিষ্কার এবং এত অধিক চিনি জন্মিত না। যাহা হইত, তাহাও অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইত। ১৮৭৮ সাল হইতে, মরিশসের চিনি লাখোদা-মহাজনেরা সর্ব্বপ্রথম আমদানি করেন। ইঁহারা মরিশস্ দ্বীপে গিয়া তথাকার শর্করা-শিল্পের ঘোর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এ বিষয়ে, ইঁহারা বঙ্গের চিনির কাজে না নামিলে সুবিধা হইবে না বলিয়া বোধ হয়।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গের চাউল মরিশসে রপ্তানি হইতেছে। লাখোদা এবং ইংরাজ বণিকেরাই ইহা লইয়া যাইত। এক্ষণে এ কাজ সম্পূর্ণ লাখোদাদিগের একচেটিয়া প্রায় হইয়াছে। কেবল চাউল নহে; উহাদের খাদ্যদ্রব্য এবং পরিধেয় যাহা কিছু সমুদয় দ্রব্যই ভারত হইতে মরিশসে যায়। এ বাণিজ্য ভারতবাসী করিয়া থাকেন।

---

* রস হইতে একেবারে চিনি করিবার বিষয় মাননীয় শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় শর্করা-বিজ্ঞানে লিখিয়াছেন। উক্ত পুস্তকের মূল্য চারি আনা। মঃ বঃ সঃ।

ঘড়ী মেরামত।

বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর, দোকানদারের মিষ্টকথা, ঘড়ী-ব্যবসায়ীর যাচাইদর, উপহারের প্রলোভন দেখাইয়া এক শ্রেণীর ওয়াচমেকার যেন দশ টাকায় একটা ঘড়ি কিনিব, উহার উপহার ১২৲ টাকা পাইব, এই ভাব দেখান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মূর্খ লোকে সহজেই মুগ্ধ হয়। মুগ্ধ হইলেই বিবেচনা শক্তি থাকে না, কাজেই বিপথে যায়। ওয়াচমেকার মহাশয়েরা ঘড়ির জন্য একটী গ্যারেণ্টি-পত্র দিয়া থাকেন। গ্যারেণ্টির সময়ের মাত্রা সকলেরই এক। এই গ্যারাণ্টিই সর্ব্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খরিদ্দারগণ এখন মনে করেন, যত শস্তায় কাজ সারা যায়, তাহাই ভাল। শস্তার যেন একটা অকাট্য আকর্ষণী শক্তি আছে। আজকাল প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাই যে, দশ টাকা মূল্যের একটী ওয়াচ এবং ১০০৲ মূল্যের একটী ওয়াচে এমন কি তফাৎ থাকিতে পারে যে, উভয়ের দাম এত কমবেশী হয়? কথাটী অবশ্য একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারি না; কারণ, কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের স্থানীয় কোন পরিচিত ওয়াচমেকার, কথা-প্রসঙ্গে আমাকে একদিন বলিলেন যে, ইংলিস-ওয়াচের হুইল এবং জেনিভা-ওয়াচের হুইল একই, উভয়ই একই ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত, তবে কিনা ইংলিস-ওয়াচের হুইল অপেক্ষাকৃত বেশী পালিশ। তবে উহার যে এত দাম, তাহা কেবল নামে বিক্রয় হয়। অবশ্য কার্য্যতঃ দেখিতে গেলে যাঁহাদিগকে এ সমস্ত ঘড়ি ব্যবহার করিতে দেখি, তাঁহারা যে নামেই কিনিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অল্প দামের ঘড়ি এবং বেশী দামের ঘড়ি, আর অল্প মূল্যে মেরামত ও বেশী খরচে মেরামত, এই দুইটীর পার্থক্যবোধের জন্য আমি কেবল বেলেন্স পার্ট সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। বেলেন্স পার্ট সাধারণ ঘড়িতে যে প্রকার থাকে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, উহা কাজের নহে, এবং উহাতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, কেবল অজ্ঞান নকল মাত্র। বেলেন্স কোন স্থানে কোন প্রকার ব্যাঘাত না লাগিলেই ঘড়ি বেশ চলিতে পারে।

একটী বেলেন্সষ্টাফ প্রস্তুত করিতে হইলে নির্ম্মাণকারককে (যিনি অবশ্য সমস্ত বিষয় theoritically বুঝেন) অনেক বিষয়ে অনেকবার ইতস্ততঃ করিতে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে হয়। বেলেন্সষ্টাফের প্রত্যেক অংশের মাপ ঠিক করিয়া প্রস্তুত করা বড়ই কঠিন। ষ্টাফে বেলেন্স, রোলার ও হেয়ারস্প্রীং-কলেট্ (Hair-spring-collet) থাকে। এই তিন-টীর স্থান নির্দ্দিষ্ট করা বিশেষ নিপুণ কারিকর হইলেও সুকঠিন এবং নিঃসন্দেহ হওয়া অতিশয় ত্যক্তজনক। বেলেন্স ষ্টাফ যে স্থানে বসে, সাধারণতঃ তাহার উপরেই হউক কিংবা নীচেই হউক, হেয়ারস্প্রাং-কলেট যেন ইহার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া সামান্য শক্ত হইয়া ইহার গায়ে লাগে, এরূপ দৃষ্টি রাখিয়া ষ্টাফ প্রস্তুত করিতে হইবে। অধিকন্তু দেখিতে হইবে যে, হেয়ারস্প্রীং-কলেট্টী ইহার স্থানে বসাইয়া অপর প্রান্তের হেয়ারস্প্রীং ষ্টাফে লাগাইলে, হেয়ারস্প্রীংয়ের কারেন যেন ঠিক ইহার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, ইহা করা বড়ই কঠিন। রোলারটী শক্ত হইয়া ষ্টাফের এরূপ নির্দ্দিষ্ট স্থানে লাগান চাই, যেন লিভারটীর কিছু উপরে থাকে। লিভারটী উপরে নীচে নামিবার জন্য যে পরিধি আছে, তাহাতে লিভারটী যেন রোলারে না ঠেকে। রোলারটী একটুকুও কাৎ না হয়। ষ্টাফের পিবট্ দুইটী সম্ভবমত যতদূর সমান, মসৃণ এবং ছোট করা যাইতে পারে, ততই ভাল ; কারণ ইহার জন্য বড়ই সন্দিগ্ধ থাকিতে হয় (পিবট দুইটী কষা না হইয়া সহজে জুয়েলের ছিদ্র দিয়া আসা যাওয়া করিতে পারে, এরূপ হওয়া চাই)। বেলেন্স এবং হেয়ারস্প্রীং খেলিবার জন্য পরিমাণমত জায়গা থাকা আবশ্যক। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলে অথবা শুধু শিষ্যত্ব করিয়া কাজ শিখিয়া থাকিলে ষ্টাফ প্রস্তুত করা সহজ নয়। ভাল ঘড়ির ষ্টাফ ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তুত না করিলে, অথবা যিনি না বুঝেন, তিনি করিলে উহার আনুষঙ্গিক অনেক জিনিষ প্রায়ই নষ্ট করিবেন। আমার বিনীত নিবেদন, যাঁহাদের ভাল ঘড়ি আছে, অথবা যাঁহারা ভাল মেরামত চান, তাঁহারা যেন কখনও কাহার কথায় ভুলিয়া শস্তার লোভে যার তার নিকট ঘড়ি মেরামত করিতে না দেন।

শ্রীগজেন্দ্রকুমার পাল।
ওয়াচ-মেকার, কুমিল্লা।

কার্পাস চাষের কথা।

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার কলিকাতার "রাইটার্স বিল্ডিং" ভবনে ছোটলাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অনারেবল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের তরফ হইতে অনারেবল মিঃ জে, চৌধুরী বঙ্গের বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন। সেই প্রশ্নের মর্ম্মার্থ এইরূপ ;—

এদেশে স্বদেশী শিল্পের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধনপক্ষে গবর্ণমেণ্ট প্রবলভাবে অনুকূল,—এ কথা সত্য কি মিথ্যা ? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান "স্বদেশী" আন্দোলন-ফলে স্বদেশী শিল্প রক্ষার উৎসাহ-প্রবৃত্তি এই যে লোকের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, এই সময়ে ইহার অনুকূলে গবর্ণমেণ্ট কি কিছু করিবেন না ? দুইটী উপায়ের কথা নির্দ্দেশ করিতেছি,—(১) জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপালিটীর মারফৎ ফ্লাইশাটল্ এবং অন্যান্য তাঁতের বহুল প্রচার করিয়া গবর্ণমেণ্ট বয়ন-শিল্পের উন্নতি করিবেন কি ? (২) জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপালিটী বা সরকারী খাসমহল মারফৎ গবর্ণমেণ্ট, প্রত্যেক জেলায় তূলা চাষের প্রবর্ত্তন এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন কি ? অনারেবল মিঃ কার্লাইল গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এইরূপ মর্ম্মে উত্তর দিয়াছেন ;—

"এদেশে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি-সাধন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট অনুকূলই বটে, তবে বঙ্গের এই স্বদেশী আন্দোলনে এদেশী শিল্পের উন্নতিসাধন পক্ষে কিছু উৎসাহলাভ হইয়াছে কিনা, ইহার বিচার করিবার সময় এখনও হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে উন্নতপ্রণালীর তাঁতের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে রেশম, কার্পাস এবং পশম,—এই তিনেরই বয়ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব-পত্র ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে। যদি ভারত-গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাব মঞ্জুর করেন, তবে জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপালিটী সমূহের এ বিষয়ে আগ্রহ কত, তাহা তাঁহারা দেখাইতে পারিবেন। গত তিন বৎসরের জেলাবোর্ড-রিপোর্টে প্রকাশ, জেলাবোর্ডের মারফৎ ফ্লাইশাটল এবং অন্যান্য প্রকার তাঁতের যথাসম্ভব চেষ্টাই করা

হইয়াছে।” এদিন ব্যবস্থাপক সভায় অনারেবল অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের কার্পাস তূলা সম্বন্ধীয় যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহা এই,—

“কার্পাস চাষের জন্য বঙ্গদেশে কয়েকটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন কি না, গবর্ণমেণ্ট কৃপা করিয়া ইহার অনুসন্ধান করিবেন কি? যে সকল চাষী প্রকৃতই কার্পাস চাষের জন্য আগ্রহান্বিত, তাহাদিগকে প্রত্যেক জেলার খাসমহল বিভাগ বা জেলাবোর্ড মারফৎ উৎকৃষ্ট কার্পাস-বীজ সরবরাহ করা যুক্তিসঙ্গত কি না, গবর্ণমেণ্ট কৃপাপূর্ব্বক এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন কি?” অনারেবল মিঃ জে চৌধুরী এই প্রশ্ন করেন। গবর্ণমেণ্ট পক্ষে অনারেবল মিঃ কার্লাইল এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ইহাঁর উত্তরের কয়েকটী কথা এইরূপ ;—

“প্রতি বৎসর বঙ্গের এক এক বিভাগে এক একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্টের এ প্রস্তাবে ভারত-গবর্ণমেণ্ট সায় দিয়াছেন। এই সকল আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে প্রধান প্রধান ফসলেরই চাষ আবাদ হইবে। বঙ্গে এখন কার্পাস চাষ খুব কমই হইয়া থাকে। গত বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষে ৫৭ লক্ষ বিঘা ভূমিতে কার্পাসের চাষ হইয়াছিল; ইহার ভিতর বঙ্গে কার্পাসের চাষ হইয়াছে—মোট ২ লক্ষ ৭০ হাজার বিঘা ভূমিতে। বাঙ্গালায় কার্পাসের চাষ অতি অল্প; কাজেই কেবল কার্পাস চাষের জন্য আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করার সম্বন্ধে এখনও কোন কথাই উঠে নাই। তবে সরকারী কৃষি-বিভাগের এ পক্ষে অনেক দিন হইতে দৃষ্টি আছে। শারণ, মজঃফরপুর এবং সিংহভূম এই তিনটী কার্পাস-কৃষি-প্রধান স্থানে উৎপন্ন কার্পাসের পরিমাণ যাহাতে বাড়ে, তাহার জন্য চেষ্টা হইতেছে। ভারত-গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারেই এই কার্য্য চলিতেছে। গত বৎসর এই পরীক্ষার জন্য সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে ২ হাজার ২ শত ৭৫ টাকা খরচ করা হইয়াছে। বাছিয়া বাছিয়া অনেক কৃষককেই কার্পাসের বীজ বাড়ি দেওয়া হইয়াছিল। মিসর ও আমেরিকা হইতে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও উৎকৃষ্ট কার্পাস-বীজ আনাইয়া গত বৎসর বাঙ্গালায় বিলি করা হইয়াছে। ফল কতদূর কি হইল, এখনও তাহার তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে গত বৎসর অত্যন্ত শীতবৃষ্টির জন্য কার্পাস চাষের ক্ষতি হইয়াছে। এ বৎসরও এইরূপ বিলি করা হইতেছে। কিন্তু কোন্ ধরণের কার্পাস কোন্ জমীতে ভাল ফলিবে, এখন, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব বলা দুরূহ। এই কার্পাসের চাষ কর,—এই কার্পাসের চাষ করিও না,—কোন কৃষককে এখনও এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। কেননা, এ কথার উপর নির্ভর করিয়া কৃষক যদি কার্পাসের চাষ করে, আর চাষ করিয়া সুফল না পায়, তাহা হইলে সে কৃষকের নানারূপই ক্ষতির সম্ভাবনা। এরূপ ক্ষতি স্বীকার করিতে সাধারণ কৃষক অসমর্থ।”

এ সভার প্রশ্নোত্তরে অনারেবল কার্লাইল মুক্ত-প্রাণতারই পরিচয় দিয়াছেন। উত্তর তিনি নাতিসংক্ষিপ্ত করিতে উদ্যোগী হয়েন নাই; কয়টী প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিয়াছেন।

এদেশী লোকের ধারণা ছিল, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প রক্ষার্থে তখনকার গবর্ণমেণ্ট এদেশী বস্ত্রশিল্পের নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অদ্যকার কথায় সে কলঙ্ক এতদিনে বিদূরিত হইল।

ভারত-গবর্ণমেণ্ট মিণ্টো বাহাদুর কৃপা করিয়া শ্রীরামপুরে তাঁতের কারখানা খুলুন; শান্তিপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও কাপড়ের কুঠি খুলুন; তাঁতিদের দাদন দিয়া শীতপ্রধান দেশের উপযোগী বস্ত্র করাইয়া লউন। প্রজাদের তিনি হাতে পিটে মানুষ না করিলে কে করিবে? জর্ম্মণ দেশের রাজা যেমন বাউণ্টিফেড করিয়া প্রজাদের সুশিক্ষিত করাইয়াছেন, হে ইংরাজ-রাজ! আপনিও আমাদের সেইরূপ করুন; নচেৎ যে আমরা জর্ম্মণীর শস্তার সহিত পারিয়া উঠিনা।

কার্পাসের চাষ।

(১৭৭ পৃষ্ঠার পর।)

চারা লাগাইবার ৪।৫ মাস পর হইতেই অর্থাৎ আশ্বিন মাস হইতেই গাছে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়, এবং অত্যল্প দিবসের মধ্যেই ফুল ফলে পরিণত হইয়া যায়। কার্পাস ফুল ঠিক ঢেঁড়সের ফুলের মত। ফলের বর্ণ প্রথমতঃ গাঢ় সবুজ থাকে, ক্রমশঃ উহা অপেক্ষাকৃত সাদা হইয়া

যায়। ফল পাকিলেই উহা ফাটিয়া যায়, এবং ফাটা ফলগুলি প্রতি দিবস সংগ্রহ করিতে হয়। ফল না ফাটা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, ফল না পাকা পর্য্যন্ত তাহার অভ্যন্তরস্থ তূলা বড়ই নরম থাকে। ফল একবার পাকিতে বা ফাটিতে আরম্ভ হইলে, প্রতি দিনই উহার পরিমাণ বাড়িয়া থাকে। সুতরাং সেই সময় প্রত্যহই ক্ষেত্রে অন্বেষণ করিয়া ফল সংগ্রহ করা আবশ্যক। ফল পাকিয়া বা ফাটিয়া গাছে থাকিলে, ফলে শিশির পড়িয়া উহার অভ্যন্তরস্থ তূলা সিক্ত করিয়া ফেলে; সেই সিক্ত তূলাতে বাতাস এবং রৌদ্র লাগিলে উহা বিবর্ণ হইয়া যায়। তূলার মূল্য উহার আঁশ এবং শুভ্রত্বের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরং যাহাতে কোনও প্রকারে তূলাতে শিশির লাগিয়া উহার আঁশ নরম এবং ময়লা বা বাহ্যবস্তু সংস্পর্শে উহা বিবর্ণ না হইতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। প্রাতে ফল সংগ্রহ না করিয়া, ৯।১০ টার সময় যখন বেশ রৌদ্র উঠে, সেই সময় ফল সংগ্রহ করা ভাল। শিশির-সিক্ত ফল তুলিবার সময় হাতের ময়লা লাগিয়া তূলা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া গেলে পর, আর ময়লা লাগিবার বড় সম্ভাবনা থাকে না। সংগৃহীত ফল মাটীতে অথবা অপরিষ্কার পাত্রে রাখিলেও তূলার বর্ণ খারাপ হইয়া যায়।

ফল একত্র সংগ্রহ করিয়া খোষা পৃথক করিয়া ফেলিলেই তূলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফল হইতে তূলা বাহির করিবার সময় উহাতে যাহাতে বিন্দুমাত্রও খোষা না থাকে বা ময়লা লাগিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শিমুলের তূলা যেমন বীজের সহিত মিশ্রিত থাকে, কার্পাস তূলা সেরূপভাবে রাখিলে চলে না। তূলা হইতে বীজ পৃথক করিয়া ফেলিতে হয়। বীজ স্বতন্ত্র করিবার জন্য এক প্রকার কাষ্ঠনির্ম্মিত ইক্ষুপেষণ যন্ত্রবৎ "রোলার" আছে। উহাতে তূলা দিলে এক দিকে তূলা ও অন্যদিকে বীজ পৃথক হইয়া পড়িয়া যায়। এই যন্ত্র আমাদের দেশেই প্রস্তুত হয়, যন্ত্রের মূল্যও অতি সুলভ। সমুদয় তূলার বীজ পৃথক করা হইলে, তূলাগুলি যত্নের সহিত বস্তায় বাঁধিয়া সাবধানে রাখিয়া দিতে হয়।

লক্ষ্মীর বীজের (আমাদের জীবনরক্ষক ধান্য, গম প্রভৃতি শস্যকে লক্ষ্মীর বীজ কহে) ন্যায়, তূলার গাছ ফল পাকিলেই মরিয়া যায় না। যত্নের সহিত রক্ষা করিলে ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত এক গাছ

হইতেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম বৎসরের সমুদয় তূলা উঠিয়া গেলে পর, তিন চারি মাস পর্য্যন্ত জমিতে পূর্ব্বের ন্যায় জল সেচন করা আবশ্যক। মাঘ মাসের শেষভাগে কি ফাল্গুন মাসের শেষে, জমি বেশ করিয়া কোপাইয়া দিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় সার মিশ্রিত মাটী দিতে পারিলে ভাল হয়। এই সময় পুরাতন গাছগুলি একবার ছাঁটিয়া দিতে হইবে। দুই তিন বৎসরের গাছগুলি ৫।৬ হাত উচ্চ হয়; সুতরাং সেই সময় ঘন সন্নিবিষ্ট গাছ হইতে বাছিয়া বাছিয়া, এক একটী করিয়া গাছ তুলিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট গুলির বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহাতে গাছের সংখ্যা কমিয়া গেলেও ফলের সংখ্যা কম হইবে না।

তূলার বীজ পেষণ করিলে তৈল প্রস্তুত হয়। তূলার বীজের তৈল তিল তৈলের ন্যায় পাতলা বলিয়া নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। তূলার বীজ ও বীজের খৈল গবাদি গৃহপালিত পশুর অতি পুষ্টিকর উপাদেয় খাদ্য। তূলার বীজ খাওয়াইতে পারিলে গাভীর দুগ্ধদানের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, দুগ্ধও সুমিষ্ট হয়। তূলার বীজের তৈল জ্বালাইবার পক্ষেও অত্যুত্তম।

কার্পাস ক্ষেত্রের মধ্যে অনেক স্থান খালি থাকে। বৃক্ষমধ্যস্থ স্থানে স্থানে পেঁয়াজ, (সাঁচি পেঁয়াজের আকার ছোট বটে, কিন্তু উহার গন্ধ অতিশয় তীব্র এবং জন্মেও অধিক, এই জন্যই সাঁচি পেঁয়াজের বীজ বপন করাই ভাল।) রশুন, আদা, হলুদ ইত্যাদির চাষ করিতে পারিলে, তদ্দ্বারা কৃষকেরা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। এক চাষে দুই ফসল, ইহা কম লাভের কথা নহে।

প্রবল ঝড়ের বেগে সময় সময় কার্পাস গাছের বিশেষ ক্ষতি হয়। ইহাতে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। বাতাসের বেগ কমাইবার জন্য, কার্পাস ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে অড়হর গাছ লাগাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে ফসলে ঝড়ের বেগ বড় বেশী লাগিতে পারে না। ঝড়ের হস্ত হইতে তূলাগাছ রক্ষা করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় (উড়িষ্যাবাসী কৃষকেরা এই উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে)। কার্পাস ক্ষেত্রে অড়হরের বেড়া দিলে (অড়হর গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে ও সোজা হইয়া উঠে বলিয়া ইহা বেড়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী) কৃষকেরা দুইটী বিষয়ে লাভবান হইতে পারে। এই দুইটীও উপরিলাভ। (১) বেড়ায় লাগান অড়হর গাছ তিন চারি বৎসর বাঁচিয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর শস্যোৎ-

পাদন করে। সুতরাং ক্রমাগত তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত অড়হর দাইল এবং তিন চারি বৎসর পরে গাছগুলি জ্বালানি কাষ্ঠরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২) অড়হরের দ্বারা ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়।

সুশৃঙ্খলার সহিত এক বিঘা জমিতে কার্পাস বীজ বপন করিলে, তিন চারি মণ তূলা এক বৎসরের মধ্যেই পাওয়া যায়। প্রতি মণের মূল্য খুব কম করিয়া ধরিলেও, এক বৎসরে এক বিঘা জমিতে ৪০৲ হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। চাষ, রোপণ, জমির খাজনা প্রভৃতিতে কৃষকের যে ব্যয় হয়, তাহা উপরি-ফসলেই উঠিয়া যায়। তূলার বীজ, অড়হরের দাইল, জ্বালানি কাষ্ঠ প্রভৃতি ফাও স্বরূপত ধরিলাম। তূলার বীজে তৈল প্রস্তুত না করাইয়া গবাদি গৃহপালিত পশুকে খাওয়াইতে বা বিক্রয় করিয়া ফেলিতেও পারা যায়। উপরের হিসাব সব কম করিয়াই ধরা হইল। ৭।৮ বিঘা জমিতে তূলা চাষ করিলে, উপরোক্ত হিসাবেও কৃষকেরা যে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে, তদ্দ্বারা একজন বড় গৃহস্থের সংসারের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে।

যে জমি বহুকাল হইতে অনাবাদী অবস্থায় পতিত আছে, অর্থাৎ যাহাতে কখনও লাঙ্গলের চাষ হয় নাই, তাহারই নাম অক্ষত জমি; অক্ষত জমিই কার্পাস চাষের বিশেষ উপযোগী। অক্ষত জমিতে কার্পাসের চাষ করিতে হইলে, জমিস্থ জঙ্গল কাটিয়া ফেলিয়া তাহা স্থানান্তরিত করা উচিত নহে। জঙ্গলা গাছগুলি কাটিয়া এবং শিকড়গুলি কোপাইয়া তুলিয়া, তৎসমুদয় ক্ষেত্রের মধ্যেই পচাইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে, জঙ্গলা গাছসমূহ মৃত্তিকা হইতে স্থানান্তরিত হয় না। সুতরাং উক্ত উপায়ে জমির সারাংশ জমিতেই থাকিয়া যায়।

বঙ্গে নূতন তাঁতের ব্যবসায়।

(১৮২ পৃষ্ঠার পর)

টাঙ্গাইল, রসুলপুর গ্রামে একটী যুবক কাষ্ঠনির্ম্মিত নূতন তাঁত প্রস্তুত করিয়াছেন। পা' দিয়া চালাইতে হয়। টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুলের শিক্ষক

স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছেন। যুবকটী ইহার ব্যবসায় করিবেন, সাহায্য চাহিতেছেন।

কুষ্টিয়ার তাঁত।—কুষ্টিয়া বয়ন-বিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয় বঙ্গের তাঁতযন্ত্রের যে সকল অভাবে বহু সময় নষ্ট হইয়া একজোড়া কাপড় বুনিতে অন্ততঃ চারিদিন সময় লাগিত, ইনি প্রকৃত প্রস্তাবে এই হট্টগোলের মধ্যে থাকিয়া ঠিক রোগনির্ণয় করিয়াছেন। ইনি তাঁত-সংক্রান্ত যে সকল যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এই,—(১) সরলাযন্ত্র; ইহা দ্বারা নলীভরার কার্য্য সরল হইয়াছে। দুই বা আড়াই ঘণ্টায় ৫ জোড়া কাপড়ের টানা দিবার নলী হয়। (২) তারণীযন্ত্র;—ইহা দ্বারা দুই ঘণ্টায় সমস্ত সূতা নাটাই করা যায়। (৩) মায়াচক্র;—দুই ঘণ্টায় টানার কার্য্য শেষ হয়। এদেশী তাঁতিদের আমরা এই সকল যন্ত্রগুলি দেখিতে অনুরোধ করিতেছি এবং বামাচরণ বাবুর যন্ত্রগুলি যদি যথার্থ ঠিক হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। এই শ্রেণীর যন্ত্রের প্রকৃত অভাব ছিল। বামাচরণ বাবুর ঠিকানা,—পোষ্ট সিলাইদহ, জেলা নদীয়া, C/০ বাবু বনমালী ভট্টাচার্য্য।

আহাম্মদ নগরের সার ডি, এম পেটির আর্টস স্কুলের অন্যতম অধ্যক্ষ মিষ্টার ডি, সি, চার্চ্চহীল মহোদয় নূতন প্রণালীতে এক তাঁতযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মিষ্টার চ্যাটারটন মহোদয়ের মতে ভারতের পক্ষে ইহাই সবিশেষ সুবিধাজনক তাঁত। কেননা, ইহার "মেড়া" অর্থাৎ ঠকঠকি তাঁতের দড়ি বাঁধা দুইদিকের কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়, যাহা দ্বারা মাকু চলে, তাহা এবং ঝাঁপতোলা কাজও স্প্রীংয়ে হইতেছে।

ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রাম নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র নন্দী মহাশয় একপ্রকার তাঁত করিয়াছেন, মূল্য ১০৲ টাকা।

বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, শ্রীরামপুর তাঁতের অনুরূপ ফ্লাইশাটল লুম ১৫৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। ইহাতে ১২ ঘণ্টায় ১৫ গজ কাপড় বুনিতে পারা যায়।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন সৈদাবাদে কলের তাঁত বসাইয়াছেন।

৪৬ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতায় বস্ত্র-বয়ন-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা, অপরাহ্ণে ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

রাজসাহী, খাজরা নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ খাঁ নিজব্যয়ে বস্ত্র-বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। ১লা জানুয়ারী হইতে স্কুলের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান আলমপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বরাট বস্ত্র-বয়ন-বিদ্যালয় খুলিতেছেন।

কালনার শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ভাদুড়ী মহাশয় ৪ খানি ফ্লাইশাটল লুম বসাইয়াছেন। কাপড় হইতেছে।

মালদহের উকিল বাবু বাধেশচন্দ্র শেট মহাশয় নিজ বাড়ীতেই বস্ত্র-বয়ন আরম্ভ করিয়াছেন। শীঘ্র ঠকাঠকি তাঁত বসাইয়া ঠক্‌ঠকিতে পড়িবেন।

সবুর করুন। মাঞ্চেষ্টরের মেসার্স র‍্যাফেল ব্রাদার্স—তাঁতের কারখানার জন্য সুপ্রসিদ্ধ মহাজন। সম্প্রতি তাঁহারা কলিকাতার আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল মিঃ হাব্‌ল সাহেব মহোদয়কে এক পত্র লিখিয়াছেন, "আর কিছুদিন সবুর করুন। পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে আমরা এক প্রকার তাঁতকল বাজারে বিক্রয়ের জন্য বাহির করিব।" বোধ হয়, ইহাতে বঙ্গত বঙ্গ—জগৎ উদ্ধার হইবে।

কলিকাতায় নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাঁতের কারখানা খোলা হইয়াছে। শোভাবাজার, বালাখানায় সত্যনারায়ণ জীউ তাঁত কারখানা হইয়াছে। দর্জ্জিপাড়া টাউন-স্কুলে তাঁত চলিতেছে। রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বাবুর তাঁত কারখানা বেশ জাঁকাইয়াছে। থিয়েটারের নাটকে ইহার নাম উঠিয়াছে। ২৮ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে তাঁত চলিয়াছে। সিমলার প্রসিদ্ধ নাটক লেখক ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বাটীতে ঠক্‌ঠকি তাঁতের ঠক্ ঠক্ শব্দ উঠিয়াছে। কেবল গ্রন্থকারদিগের বাড়ীতে নয়, জজের বাড়ীতেও তাঁত বসিয়াছে—ভবানীপুরে ৺ সার রমেশচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে বস্ত্র-বয়ন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

কাজ চালান। কেবল বক্তৃতা করিয়া দেশের ক্ষতি করিবেন না। নিজেদের পয়সা ক্ষতি হইলেও ইহা দ্বারা ঠেকিয়া শিক্ষা হইবে, ঝোঁক্ থাকিবে কাজের দিকে—ইহাও কম লাভ নহে। জ্ঞানী লোকেরা চিরকাল সন্দেহের কথাই বলিবে। জ্ঞানের কাজই—সন্দেহ-দোলায় দোলায়! এই জন্যই আমাদের এই সদ্যঃ-প্রসূত নব-উৎসাহিত কাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া "তোর ছেলে এই এই রোগে মরিবে" "মরিবে" "নিশ্চয়ই মরিবে"

প্রভৃতি অমঙ্গলের ধ্বনি সর্ব্বদাই শুনাইতেছে। ইহাতে আমরা বিরক্ত হইতেছি। জগতের সব মরিবে জানি, কিন্তু তার ছায়া মরিবে না। পরন্তু এই সকল শত্রুর দ্বারা আর একটা উপকার হইতেছে যে, প্রকৃত রোগগুলি ধরা যাইতেছে, সাবধান হওয়া যাইতেছে। যখন অসাধ্য হইবে, তখন ভগবানকে ডাকিব।

সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্য—দুইদিকের যুক্তিযুক্ত কথা প্রচার করা; তাই নিম্নে সে কথাও সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

নূতন তাঁতের ব্যাঘাত।

কাপড়ের কলের কথা দূরে থাকুক, যে সকল ছোট ছোট নূতন তাঁত আবিষ্কৃত হইতেছে, ইহাতেও ব্যাঘাতের কথা অনেকে বলিতেছেন। তবেই ত আমাদের দেশোদ্ধারে বিলম্ব ঘটে! এ কথাত ভাল নয়। তবে কি আবার শেষে সেই আদ্যিকালের বদ্দিবুড়ির নিকট গিয়া দাঁড়াইব? তবে কি শেষে এই স্থির হইবে যে, আমাদের হাতের মাকুই ভাল? ঠক্‌ঠকি তাঁত চালান ঠক্‌ঠকি! উহার লুম বা মাকু, আর যে কোন নূতন তাঁত যন্ত্রের মাকু, উভয়ই এক রকমের! আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে তূলা হয় বা যাহা বিলাত হইতে আসে, তাহা এদেশের বাতাস লাগিয়া শুকাইয়া যায়; তাই পাট করিতে হয়, তবু শুকায়। শুষ্ক সূতায় ঐ সকল মাকু চালাইতে গেলেই সূতা ছিঁড়ে। আবার তাহা জুড়িতে সময় নষ্ট হয়, নানা ভজকট! এ দেশে তূলা বা সূতার ধাত নষ্ট হয়। অতএব ভারত উদ্ধার করিতে "হেঁইয়া মারিকাটি জুয়ান" বলিয়া ভারতটাকে অন্ততঃ দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলে যদি শীতপ্রধান দেশে পরিণত করিতে পারি, বস্! মার্ দিয়া কেল্লা! এইরূপ কথাও কেহ কেহ বলিতেছে। কিসে কি হবে, ভগবান জানেন!

মিঃ আলফ্রেড চ্যাটারটন্ এদেশী বহু প্রকার তাঁতের বিষয়ে অনেকটা অভিজ্ঞ। তিনি সম্প্রতি এ সম্বন্ধে এক অভিমন্তি পত্র লিখিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টে ইহা পেশও হইয়াছে। এদেশে ফ্লাইশাটল বা কলের তাঁত

চালাইলে, কি পরিমাণ ফলাফল ঘটিতে পারে, এ পত্রে ইনি তাহার যথা-সম্ভব বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের শ্রীরামপুর এবং চন্দননগরে যে ফ্লাইশাটল বা কলের তাঁত চলিতেছে, সে সবও মিঃ চ্যাটারটন্ সাহেব দেখিয়াছেন। পঞ্জাবের অমৃতসরে এবং বোম্বাইয়ের আহম্মদনগরে যে কলের তাঁত চলিতেছে, তাহাও মিঃ চ্যাটারটন দেখিতে ত্রুটি করেন নাই। ইঁহার বিবেচনায় এখানকার প্রণালীতে এ সব তাঁত চালাইয়া কেহ বড় অধিক সুফললাভ করিতে পারিবে কিনা, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ বিদ্যমান। আব-হাওয়া বিশেষে এই সব তাঁতে সূক্ষ্ম বা স্থূল বস্ত্র বয়নের সুবিধা ও অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। যে দেশের বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল,—ভাষা কথায় জ'লো, সেই দেশেই এ তাঁতে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের সুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ঢাকার জলবায়ু, তাঁতে সূক্ষ্মবস্ত্র তৈয়ারির অধিকতর উপযোগী; ঢাকা সহরেই হাতের তাঁতে মস্‌লিন প্রভৃতি সূক্ষ্মতম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

একি কথা? দেশ-কাল-পাত্রানুসারে বুঝি শিল্পকার্য্য কিংবা কাপড় বুনা হইবে? ঢাকায় হবে, কলিকাতায় হবে না, এটা কি কথার মত কথা হলো? বঙ্গবাসী বলে "দেশোদ্ধার হবেই হবে!" তবে কেন হবে না? আবার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়া গিয়াছেন "দেশের বড় বড় পাঁচজন পণ্ডিতে একটা কাঁটাগাছ লইয়া মীমাংসা করিলেন যে, ইহার "কাঁটা নাই" "কাঁটা নাই।" সকলে বলিলেন, "কাঁটা নাই।" বস্! আর কাঁটা নাই! কিন্তু অন্যমনস্কে এক বাবুর যেমন পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, অমনি উহা হস্তে বিন্ধন! জোর ক'রে, রাগভরে মীমাংসা এবং আদত জিনিষে এইরূপ তফাৎ! এদেশে কার্পাস চাষ করিলেও যে ম্যাঞ্চেষ্টারের মত মোলায়েম সূতা হইবে না, এ কথার সমর্থনে আরও বড় বড় মত দেখাইব। শ্রীঃ—

আর একখানি পত্র ;—

এখন বঙ্গের সকলেই উন্নত তাঁতের জন্য ব্যগ্র। আমি ফ্লাইশাটল তাঁতের পক্ষপাতী নহি। কারণ, ফ্লাইশাটল্ তাঁতের দ্বারা বিলাতী বস্ত্রকে সহজে পরাভব করিতে পারা যায় না। বঙ্গে এ তাঁত নূতন নয়।

দ্বিতীয়তঃ, মেসিন হ্যাণ্ডলুম সম্বন্ধে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, সাধারণের শ্রম দূর করিবার জন্য তাই নিম্নে প্রকাশ করিলাম। আমার

মতে এ সময়ে কোন একটী বিষয় বিশেষরূপে অবগত না হইয়া কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া তদ্বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য।

Geo. Hattersley and Sons Domestic Loom.—হেটার্সলে তাঁত শ্রীরামপুরে আজ প্রায় এক বৎসর চলিতেছে। মাঝে লোকের অভাবে ইহার কার্য্য বন্ধ ছিল। যে তাঁতি কাজ করিত, সে বলিয়াছিল—এই কলে প্রত্যহ ৬।৭ খানি ৮ হাতি কাপড় তৈয়ারী হইবে। কিন্তু সে চলিয়া যাওয়ায় নূতন একজন তাঁতি কাজ করিতেছে; এখন উহাতে ৫ খানি করিয়া ৮ হাতি কাপড় হইতেছে। অনেকে বলেন, হেটার্সলে তাঁত ভারী, ২।৩ ঘণ্টার অধিক কেহ চালাইতে পারে না, কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। তাঁত প্রথমে চালাইতে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু কিছুদিন তৈল খাইলেই কল বেশ সহজ হয়, তখন অনায়াসে চালাইতে পারা যায়। ইহা এত ভারী নহে যে, একেবারে অচল; আরও যে কলে ৫।৬ খানি করিয়া কাপড় প্রত্যহ বোনা যাইতে পারে, তাহা যদি প্রথমে একটু ভারীই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? ক্রমে অভ্যাস হইলে বস্ত্রবয়ন সহজ হইবে। আমি নিজে এই তাঁত চালাইয়া দেখিয়াছি, অধিক ভারী বলিয়া বোধ হইল না। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সমস্ত দিন ঢেঁকি পাড়িতে পারে, কিন্তু একটা তাঁত একটু ভারী বলিয়া—তাহা ত্যাগ করা সঙ্গত কি? টুলে বসিয়া এই কল চালান কষ্টকর নহে।

জাপানি তাঁত।—ইহা কোনক্রমেই খারাপ নহে। জাপানি তাঁতে সূতা ছেঁড়ে শুনিয়াই অনেকে পশ্চাদপদ হইতেছেন, কিন্তু এই ভয় সম্পূর্ণ অমূলক। মেসিনলুম মাত্রেই প্রথমে সূতা ছেঁড়ে। কিন্তু ২।৪ মাস কাজ করিলেই সূতা ক্রমে কম ছেঁড়ে। রাধাবাজারে ক্ষেত্রমোহন দে এণ্ড কোংর দোকানে যে জাপানি তাঁত আছে, তাহা আমি প্রায়ই দেখিয়া থাকি। এক্ষণে ঐ তাঁতে পূর্ব্বাপেক্ষা কম সূতা ছিঁড়িতেছে এবং তাহারও অনেক কারণ আছে। ঐ তাঁতে যে সমস্ত দিনে দুইখানার অধিক কাপড় হইতে পারে না, ইহাও সম্পূর্ণ ভুল। সূতা কম ছিঁড়িলে ৪।৫ খানি অবধি কাপড় হইতে পারিবে। সকল কার্য্যে অভিজ্ঞতালাভ ও শিক্ষা চাই, তাহা না হইলে ভাল কাজ হয় না। ভাল লোকের দ্বারা ঐ সকল দোষ সংশোধন করাইলেই ভাল কাজ হইবে। আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত কেহ একটাও ভাল তাঁত তৈয়ারি করিতে পারিলেন না, এমন কি জাপানী তাঁতের নানা দোষ

ধরিয়া ইহার ব্যবহার পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

জহরলাল ধরের তাঁত।—ইহা খুব মজবুত বটে, কিন্তু অত্যন্ত ভারী হইয়া পড়িয়াছে। যিনি যাহাই বলুন, ইহাতে ২ জন লোকের কম কাজ হইবে না। কারণ, যে ব্যক্তি কল ঘুরাইবে, সে কখনও সূতা ও মাকুর উপর নজর রাখিতে পারিবে না; অধিকন্তু একজন লোক সমস্ত দিন কল ঘুরাইতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয়, এই কল এঞ্জিনে ভাল চলিতে পারে।

সফি এণ্ড কোংর তাঁত।—ইহা জাপানী তাঁতের অনুকরণে প্রস্তুত; কিন্তু ইহা জাপানী তাঁত অপেক্ষা নিকৃষ্ট বই উৎকৃষ্ট নহে। শ্রীরামপুরে এই তাঁত আছে। গত নবেম্বর মাসে অর্ডার ও টাকা পাঠান হয় এবং জুলাই মাসে কল আসে, কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ অবস্থায়; আজ পর্য্যন্ত এ কল চলিতেছে না। এই কলের দাম ১৫০৲ টাকা। ইহার প্যাডেল ঠিক পায়ের নীচে না থাকায় চালাইবার বিশেষ অসুবিধা হয়। ইহা দীর্ঘদেহ পঞ্জাবীর পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে নহে।

আমি স্বীকার করি, শীঘ্রই এদেশে ২।১টী কাপড়ের কল হইবে ও অনেক ছোট ছোট কলের তাঁতও বসিবে, কিন্তু অধিক টাকা ফেলিয়া Joint stock coy. or private কল করা অপেক্ষা প্রত্যেক গ্রামে উন্নত মেশিন হ্যাণ্ডলুমের সাহায্যে ছোট ছোট কারখানা করা যুক্তিসঙ্গত। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি শ্রীরামপুরে গিয়া শুনিলাম যে, তাঁতিরা এখন জোড়া প্রতি ৸০ বার আনা স্থলে ১।০ পাঁচ সিকার কম কলেতে মোটা কাপড় বুনিতে চাহেন না; ইহা অবশ্য ভাল কথা নহে। শুনিয়াছি, অনেক জাপানি তাঁত আসিয়াছে, কিন্তু কোথায় কি ভাবে সেই সকল তাঁতে কার্য্য হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখা উচিত। মগরার নিকটে আক্‌না গ্রামে একখানি জাপানি তাঁত চলিতেছে, তাহাতে বেশ কার্য্য হইতেছে। বিলাত বা জাপান হইতে তাঁত আসিতে বিলম্ব হইবে, ইত্যবসরে ফ্লাইশাটল তাঁত চালান যাইতে পারে। কিন্তু ফ্লাইশাটলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে কাজ চলিবে না।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং বৈদ্যবাটী।

কলিকাতায় দু'টী কাপড়ের কল।

১। কলিকাতায় উইভিং কোম্পানী লিমিটেড,—নামে একটী কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৮২ সালের কোম্পানীর আইন অনুসারে উহা রেজেষ্টারী করাও হইয়াছে। কোম্পানীর মূলধন ত্রিশ হাজার টাকা, ২৫ টাকা করিয়া ১২০০ অংশে বিভক্ত হইবে। ইহার আফিস ৯৮ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ এ, কে, ঘোষ ব্যারিষ্টার এট্ ল, বাবু দেবেন্দ্রনাথ দাস (উকিল হাইকোর্ট), বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি এল ও বাবু প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোম্পানীর ডাইরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ইঁহাদের ব্যাঙ্কার হইয়াছেন। বাবু কালীমোহন রক্ষিত সলিসিটর ও মিঃ বি, এন, দাস ম্যানেজিং এজেণ্ট হইয়াছেন। কোম্পানীর প্রচারিত অনুষ্ঠান-পত্রে প্রকাশ যে, এই কোম্পানী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী কাপড়ের কল বসাইবেন। ঐ কলে উৎকৃষ্ট এঞ্জিন, বয়লার, কলের তাঁত, টানা দিবার কল ইত্যাদি ব্যবহৃত হইবে। যে মেকারের কল অতি উৎকৃষ্ট, কেবল সেই কল খরিদ করা হইবে। আপাততঃ ৫০টী তাঁত বসান যাইবে। কাপড়ের কলে প্রায়ই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু আপাততঃ দেশী কলের কাপড়ের যেরূপ কাট্‌তি, তাহাতে আশা করা যায় যে, এ সময়ে লাভের পরিমাণ অধিক হইবে। প্রতি তাঁতে বাষ্পীয় বলে প্রত্যহ আন্দাজ ৫ জোড়া করিয়া কাপড় বুনা যাইতে পারে, এই হিসাবে ৫০টী তাঁতে প্রতিদিন ২৫০ জোড়া কাপড় বুনান হইবে। এক বৎসরে ৩০০ দিন কাজ হইলেও ৭৫,০০০ জোড়া কাপড় হইবে। প্রতি জোড়া কাপড়ে আন্দাজ ৶০ আনা হইতে ।০ আনা লাভ হইবে, কিন্তু যদি ৶০ আনা করিয়াও লাভ ধরা যায়, তাহা হইলে ৭৫,০০০ জোড়ায় প্রায় ১৪,০০০ টাকা বার্ষিক লাভ হইবে। ঐ টাকা হইতে আফিস খরচ, কলের মেরামত প্রভৃতির খরচ ও রিজার্ভ ফণ্ড ইত্যাদি বাদে ছয় হাজার টাকা থাকিলেও অংশীদিগকে বার্ষিক শতকরা ২০ টাকা হিসাবে লাভ দিতে পারা যাইবে। শ্রী:—

২। দি ইণ্ডিয়ান স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড,—৮১ নং

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (১৮৮২ সালের ৬ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে)।

মূলধন দুইলক্ষ টাকা, দুই সহস্র শেয়ার বা অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ১০০৲। আবশ্যকমত মূলধন বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

অংশীদারভুক্ত হইতে হইলে দরখাস্তের সহিত ১০৲ জমা দিতে হইবে। দরখাস্ত যদি ১৯০৫ সালে ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে কোম্পানির আফিসে পৌছে, তাহা হইলে অবশিষ্ট ৯০৲ মাসিক ৩০ টাকা হারে তিন মাসে দিতে হইবে। অন্যথা মাসিক ৪৫৲ হারে মাসে দিতে হইবে। আপাততঃ সূতা বাজার হইতে ক্রয় করা হইবে ও ১৫০ খানি তাঁত-সংযুক্ত কল চলিবে।

অধিকাংশ শেয়ার ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছে, অবশিষ্ট সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। প্রস্‌পেক্‌টাস্ (Prospectus) ও দরখাস্ত ফরমের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করুন। শেয়ারের টাকা সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিতব্য।

আর, সি, ব্যানার্জি এণ্ড কোং,—ম্যানেজিং এজেণ্টস্।

মন্তব্য। কালনেমির লঙ্কাভাগের মত লাভের কথাটা অগ্রে বলা এদেশে আমাদের অদৃষ্টে খাটে না। ইহা গবর্ণমেণ্টের কাজ নহে যে, নিরাপদ ব্যবসায়ে লাভ হবেই হবে।

এত উকিল, ব্যারিষ্টার মহাশয়েরা কি শেষে একটা ত্রিশ হাজার টাকার কাজ, নিজেরা এক এক জন ধনবান হইয়াও একা করিতে পারিলেন না? শেয়ারে করিলেন! এদেশী একজনে কি ইহা করিতে পারেন না? আমরা সামান্যভাবে একটী চাউলের আড়ত করিয়াছি, তাহাতেও পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগিয়াছে। ইহাঁরা এত বড় বড় লোক হ'য়ে, ত্রিশ হাজার টাকায় তাও অংশে দেশোদ্ধার করিবেন। আওয়াজটা ৩০ ত্রিশ লক্ষের মত হইয়াছে! "লিমিটেড" "ম্যানেজিং এজেণ্ট" প্রভৃতি শব্দগুলির বাঁধুনি খুব লম্বা দেখিতেছি। কলিকাতা-ব্যাঙ্কের নাম শুনিয়াই গায়ে জ্বর আসিয়াছে! কেন না, উক্ত ব্যাঙ্কের সুনাম এদেশী মহাজনের নিকট নাই। ইহাপেক্ষা যে আমাদের দেশের সাধারণেরা খুব ভাল। তাঁহারা যে নীরবে স্ব স্ব বাটীতে তাঁতকল স্থাপন করিতেছেন। শেষোক্ত কলটী তবু দেখাইবার মত।

স্বদেশী বস্ত্র প্রাপ্তিস্থান।

মহাশয়! মহাজনবন্ধু কাগজ পড়িয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম। এরূপ ধরণের সারল্যময়, মাধুর্য্যময়, কাজের কথাময় কাগজ বাঙ্গালার মধ্যে দুর্লভ। অধিক কি বলিব, মহাজনবন্ধু প্রকৃতই মহাজন-বন্ধু! ভগবানের নিকট প্রার্থনা, মহাজনবন্ধু চিরস্থায়ী হইয়া বঙ্গের জড়তা, কুটীলতা, বৃথাবাক্‌পটুতা ও কর্ম্মের অকুশলতা নষ্ট করিয়া এবং দেশের দরিদ্রতা, বঞ্চকতা প্রভৃতি দূর করিয়া শান্তি ও উন্নতি বিধান করুন। ইদানীন্তন স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মহাজনবন্ধু দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মহাজনবন্ধু আমাদিগকে বহুতর উপদেশ দানে যথেষ্ট উপকার সাধন করিবেন বলিয়া ভরসা হইয়াছে। আশ্বিনের মহাজনবন্ধু সুদূর কাটোয়াস্থিত প্রসূনকেও ক্রোড়ে করিয়াছেন দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তবে প্রসূন দাঁইহাট হইতে দুইক্রোশ ব্যবধান কাটোয়া নিবাসী হইয়াও বস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি দাঁইহাটের তসর কাপড় বলিয়া লিখিয়াছেন, পরন্তু দাঁইহাট ও বাগটীকরা দুই সংলগ্ন গ্রাম ও এক মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে হইলেও কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বাগটীকরার বিখ্যাত তসর বলিয়া খ্যাতি আছে। কলিকাতার বড়বাজার, খোঙ্গরাপটীর বাবু প্রিয়গোপাল বিষয়ী, রসিকলাল বিষয়ী, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ও স্বর্ণময়ীর চকের ৺তারকনাথ হালদার প্রভৃতি বড় বড় রেসমীকাপড়ের দোকানদারগণ আমাদের পাইকার। শেঠী ভোলের তসর কাপড় আমরা মান্দ্রাজ ও বম্বেতে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করি। কলিকাতার উক্ত মহাজনদের ঘরে অনেক খুচরা খরিদ্দার বাগটীকরার তসর চাহিয়া বসে, দাঁইহাটের তসর বলিলে তাহারা বুঝে না।

বাস্তবিক নিজ দাঁইহাটের মধ্যে তসর-কাপড়ের কোন তাঁতী বা মহাজন আদৌ নাই। দাঁইহাটে পিত্তল কাঁসার বাসনের কারখানা ও দোকান-পশারী বহুদিন হইতে আছে। তসরের কাপড়ের কাজ কেবল বাগটীকরা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। বাগটীকরা দাঁইহাটের দক্ষিণস্থিত ও কাটোয়া থানা মহকুমার অন্তর্গত। এই

গ্রামে পূর্ব্বে ৪০০।৪৫০ ঘর তাঁতীর বাস ছিল। তন্মধ্যে কতক তাঁতী সূতার কাপড় ও কতক তসর কাপড় বুনিত। এখন আর সূতার তাঁতী বাগটীকরার মধ্যে নাই। নিজ বাগটীকরার মধ্যে ৮।৯ ঘর বড় মহাজন ও অনেক খুচরা মহাজন ও দোকানদার তসর কাপড়ের কারবার করিয়া থাকেন। বড় মহাজনদের মান্দ্রাজ, বম্বে, কলিকাতা, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে চালানী কারবার আছে। তদ্ব্যতীত হাতে বিক্রী রঙ্গিন কাপড়ের কাজ, মুটী অর্থাৎ তসরের সূতা বিক্রী ও তসরগুটী বিক্রী (যাহা তাঁতীরা নগদ ক্রয় করে অথবা কাপড় বুনিয়া দেয়) করা আছে।

গোপখাঁজী, মুস্তলী, ঘোড়ানাশ, আমডেঙ্গা, চাণ্ডুলী ও সিঙ্গী প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে প্রচুর পরিমাণে তসরের তাঁত ও তাঁতী বিদ্যমান আছে। এই সকল তাঁতের প্রস্তুত যাবতীয় কাপড় বাগটীকরার মহাজনদের দ্বারা বিক্রীত হয়। ঐ সকল গ্রামে তসর কাপড়ের কোন মহাজন বা দোকানদার নাই। সুতরাং ঐ সমস্ত গ্রামের প্রস্তুত তসর কাপড়ও বাগটীকরার তসর বলিয়া খ্যাত হয়। শেঠী ভোলের এবং দেশের ব্যবহার উপযোগী শাড়ী, কোরাধুতি, রুমাল প্রভৃতি ও কোটের থান, সাদা ও রঙ্গিন নানাবিধ কাপড় এখানে তৈয়ারি হয়। মূলকথা—বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় মানকর, সোণামুখী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি যে সকল তসর কাপড়ের আড়ঙ্ আছে, তন্মধ্যে কাপড়ের স্থায়িত্বে, উজ্জ্বলতায় ও সম্মানে বাগটী-করার আড়ঙ্ই শ্রেষ্ঠ।

সূতার কাপড়ের তাঁত সিঙ্গী ও চাণ্ডুলীতে প্রচুর পরিমাণে আছে এবং সূতার তাঁতীরা অতিসূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে। আমডেঙ্গা, পাঁচবেড়ে, মেইগাছি প্রভৃতি স্থানে সূতার কাপড় তৈয়ারি হয়। প্রসূন-কথিত মুস্তলী গ্রামে সূতার তাঁতী অতি বিরল। যাহা হউক, বাগটীকরার কাপড়াদি সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিব না। আপনাদের কৌতূহল হইলে পরে যথাসাধ্য জানাইব।

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগুরুপদ মুখোপাধ্যায়।
সাং বাগটীকরা, বস্ত্র-বিক্রেতা।

মহাজনবন্ধু, মাসিকপত্র।
৫ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা; মাঘ, ১৩১২।

স্বদেশী আন্দোলনের স্থায়িত্ব বিধান।

কিসে ইহা স্থায়ী হইবে? কাজে। দেখা যাউক, এদেশী লোক এ সম্বন্ধে কি কাজ করিয়াছে এবং কি কাজ করিতেছে।

(১) দোকানদারের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গ্রাহক নষ্ট করিয়াছে। (২) পথিকের নববস্ত্র দগ্ধ করিয়াছে। (৩) ঐভাবে সিগারেটের ব্যবসায় বন্ধ করিয়াছে। (৪) প্রায় প্রতি-জেলায় নিব করিয়াছে। (৫) ফ্লাইশাটল মাকুর তাঁত ব্যবহার করিয়াছে। (৬) বক্তৃতা ও সভা করিয়াছে। (৭) ঘোর ইংরাজবিদ্বেষী হইয়া মিঃ রাসেল হইতে বহু ইংরাজের প্রত্যক্ষ অবমাননা করিয়াছে।

সিগারেট তুলিয়া দিয়াই ইহারা গরম হইয়া উঠিলেন। কিন্তু একবারও ভাবিলেন না যে, এদেশী শস্তার বিড়ি উহার পার্শ্বে ছিল বলিয়াই উহা উঠিল। মনে করিলেন, কেল্লা ত' মার দিয়া। এখন অনেকে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, দেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে, কেবল বক্তৃতা এবং গান মাঝে মাঝে করিয়া কেহ বলিতেছেন "প্রাণ দিব,—ফাঁসি যাব! জাগ, জাগাও,—উঠ, উঠাও!" এই বক্তৃতা শুনিয়া দর্শকের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন "শীতকালে শুধু শুধু ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিব কেন? আমরা ত' চাহিয়া রহিয়াছি, আবার কি ক'রে জাগিব?" উহাদের মধ্যে কেহ কেহ লিখিতেছে "যত দোষ, নন্দঘোষ, রাজার দেশ—বিলাতের ব্যবসায় নষ্ট হয়েছে; এই যে আমি দেশী লুন খাইয়াছি, দেশী চিনি এবং দেশী কাপড় পরিয়াছি, আর কি, মার দিয়া কেল্লা! ইংরাজ রাজা ভয় খাইয়াছেন, তাই আমাদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়া ইহা থামাইতেছেন। আমরা শিষ্ট শান্ত ভদ্রলোক, এদেশী দোকানগুলি লুট করিয়া একটী ডাকাতের দলের সৃষ্টি করিতেছিলাম, ইংরাজ রাজা আমাদের এই সৎ-ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিলেন।" কেহ কেহ বলিতেছেন "নেতাদের জন্যই ইহা গেল।" কেহ কেহ বুঝিতেছেন "স্বদেশী আন্দোলন ঈশ্বর-প্রদত্ত দ্রব্য; ইহার নেতা কে?

তোমরা নেতা নেতা কর কেন?" উত্তরে কেহ বলিতেছেন "তা' বৈ কি? তুমি আমি সকলেই ঈশ্বর-প্রদত্ত হইলেও একটা বাপের দরকার হইয়া থাকে। এই বাপের জন্যই যেমন জগৎ দেখিলাম, সেইরূপ নেতাদের জন্যই এই ব্যাপার দেখিলাম, তাহাতে সন্দেহ কি?" কেহ কেহ বলিতেছেন, "দুষ্ট ব্যবসায়ীর জন্য আমাদের সাধের ডাকাতি কাজটা গেল! উহারা অসম্ভব লাভে দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে।" কেহ বলিতেছেন "বেশত, এদেশী লোক বড়লোক হইবে ত! তোমাদের উদ্দেশ্য ত তাই। তবে এদেশী ভাই যদি লাভ করে, তাহাতে কথা কও কেন?" একজনের ইচ্ছায় দর চড়া কিংবা কম হয় না। যে দ্রব্যের মজুত কম, গ্রাহক বেশী হয়, সেই দ্রব্যের দর চড়িয়া যায়। একটা জিনিষ তোমরা পাঁচজন দাঁড়াইয়া যদি বল "আমায় দাও, আমায় দাও" তখন দোকানদার কাহাকে দিবে? যদি একজনকে দেয়, অপর চারিজন চটিয়া দাঙ্গা করিবে। কাজেই দোকানদারকে যাহাতে গোল না হয়, অশান্তি না হয়, সেই পথে যাইতে হয়। অগত্যা সে বলে, "তোমরা পরস্পর ঝগড়া করিও না; যে দাম বেশী দিবে, সেই ইহা পাইবে।" তারপর পরস্পর তোমরা নিলাম ডাক; যাহার কোমরে বল বেশী, পয়সার তেজ বেশী, সেই সে দ্রব্য লইবে, ইহাতে দোষ কাহার? দোকনদারের না তোমাদের? আর এক কথা, যেখানে "হাতফেরা" ব্যাপার, সেস্থলে মহাজনের নিকট হইতে ফিরিওয়ালা বা ক্ষুদ্র দোকানী যদি ঐ তেজদরে দ্রব্য ক্রয় করে, ইহাতে কেবল মহাজন বেশী লাভ করিলেও ঐ সকল দোকানী ন্যায্য লাভ ভিন্ন অধিক লাভ কি করিয়া করিবে? বড় কাজে বড় লাভ এবং বড় ক্ষতি হয়, ছোট কাজে লাভ ও লোকসান দুইই ছোট হয়। এই জন্য বড় কাজে বড় ব্যবসায়ী, বড় মহাজন যত শীঘ্র "ফেল" কিংবা বড়লোক হয়, তত শীঘ্র ছোট দোকানীরা ফেল বা ত্রিতল বাড়ী কেহই করিতে পারে না। ব্যবসায়ের নিয়ম, যাহার কারবারে যত টাকা খাটে, লাভ ও লোকসান তাহার সেই পরিমাণ। ফিরিওয়ালা একখানা বস্ত্র বিক্রয় করিয়া এক টাকা লাভ কখনই করিতে পারে না, বড় মহাজন একলাট বস্ত্র বিক্রয় করিয়া হাজার টাকা লাভ করিতে পারে এবং হাজার টাকা ক্ষতি দিতেও পারে। এইরূপ কত বাজে কথা, যাহা উহারা চিরকাল বলে, চিরকাল বলিয়াছে, তাই বলিতেছে। এখন কেউ বল্‌ছে "সামাজিক শাসন ক'রে, দুষ্ট ব্যবসায়ীকে জব্দ কর, ঝিকে মে'রে বৌকে শিখাও—রাজার সঙ্গেত পারিবে না, দেশী ভাইদের জব্দ কর, তাহাদের

দোকানগুলির মাল নষ্ট কর, ফেলে দাও; কেননা, এদেশী লোকের দোকান মাত্রেই আমার বাবার দোকান কি না!" সামাজিক শাসনে কলিকাতার লোক পড়িবে না, ছত্রিশকোটী সমাজের ছত্রিশকোটী জাতির ছত্রিশকোটী নেতা। কলিকাতা এবং মফঃস্বলে উভয়স্থানে প্রত্যেক সমাজের লোক বাস করে। মফঃস্বলে শাসন করিলে, তাহারা অসহ্য বোধ করিয়া, সহরের সমাজে আসিয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে কিছুই হইবে না। যাহা হউক, এখন কেবল "কেউ" "কেউ" কাজ, আর সেই পূর্ব্বের বক্তৃতাই হইয়াছে "স্বদ্বেষ হিতৈষিদের" প্রধান কার্য্য। ইহারা বরাবর "উদারনীতির" কথাটা "উদরনীতি" বলিয়াই লোককে বুঝায়! উহাদের সাধারণে "পেশাদার দ্বেষহিতৈষী" বলে। যাঁহারা কাজ করিবার লোক, তাঁহারা নীরবে কাজ করিতেছেন,—শূন্য কলসীতে কেবল শব্দ অধিক হইতেছে।

ইংরাজরাজ দুইমাস কোন কথা না কহাতে অনেক অত্যাচার উহারা দেশী ব্যবসায়ীর প্রতি করিয়া, পূজার সময় আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। রাজা পূর্ব্ব হইতে কথা কহিলে, আমাদের এই সর্ব্বনাশ হইত না। এই ক্ষতির জন্য এখন দায়ী কে? রাজা এই ক্ষতি পূরণ করিবেন কি? সে বৎসর পাটের জন্মবৃত্তান্ত ভুল লেখা হয় বলিয়া, ডাণ্ডীর মহাজনেরা বঙ্গের ছোটলাটের নিকট ক্ষতিপূরণ চাহিয়াছিল। এখন আমরা এই ক্ষতিপূরণ কাহার নিকট চাহিব?

স্বদেশী আন্দোলনে যদি এদেশী কৃষিশিল্পের উন্নতিসাধন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোন গোল নাই; রাজাও ইহাতে সন্তুষ্ট। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের সহিত যদি ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলেই গোলের বিষয় হইল এবং এই কাজের প্রতিফল-স্বরূপ রাজদণ্ডভোগ অনেকে করিবেন। কেননা, ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে গেলেই দ্বেশে দুইমত হইবে। কাজেই ইহাতে অশান্তি হইবে এবং এজন্য দুর্ব্বলের পক্ষে রাজাকে দাড়াইতে হইবে। কিন্তু দেশের কৃষিশিল্পের উন্নতি করিব বলিলে, এবং এই কাজের অনুকূলে কাজ করিলে কখনই দুইমত হইবে না। কেননা, ইহা ব্যবসায়েরই অনুকূল কাজ। নিব কর, তাঁত কর, দেশালাই কর, সূতা কর, ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

ব্যবসায় কি? ইহা বুঝিতে হইলে অগ্রে কৃষিশিল্প বুঝিতে হয়। কৃষি কি?—চাষ কাজ। শিল্প কি?—ঐ চায কাজের প্রকারান্তর কাজ। যেমন ইক্ষু ইত্যাদি চাষ, চিনি উহার শিল্প; কার্পাস, পাট ইত্যাদি চায, সূতা ও বস্ত্র

উহার শিল্প ; গুটিপোকা চাষ, রেসম শিল্প ; গম চাষ, ময়দা শিল্প ; তিল ইত্যাদি চাষ, তৈল উহার শিল্প ইত্যাদি ইত্যাদি। চাষ, শিল্প এবং ব্যবসায় এই তিনটী কার্য্য মূলে এক হইলেও জগতের সকল দেশে তিন শ্রেণীর লোকে উহা করিয়া থাকে। যেমন চাষা চাষকাজ করে, কারিকর শিল্পকাজ করে, ব্যবসায়ী, মহাজন বা বণিক্ উহার ব্যবসায় করে।

বাণিজ্য কি? ভারতের দ্রব্য অন্যদেশে জাহাজে করিয়া লইয়া ক্রয়-বিক্রয় করার নাম বাণিজ্য। ইহার অপর নাম বহির্ব্বাণিজ্য। নচেৎ কেবল ভারতের দ্রব্য ভারতের মধ্যে যে কোন দেশে ক্রয়-বিক্রয় করাকে অন্তর্ব্বাণিজ্য বলে।

অন্তর্ব্বাণিজ্যের উন্নতির অর্থই হইতেছে, স্বদেশীয় কৃষিশিল্পের উন্নতি-বিধান। এখন কথা এই যে, "তোমাদের দেশের দ্রব্য লইব না" অর্থাৎ বহির্ব্বাণিজ্য চাই না বলিলে অন্তর্ব্বাণিজ্যের বা স্বদেশীয় কৃষিশিল্পের উন্নতি করা যাইতে পারে কি না? এবং কি কাজ করিলে তাহা সাধিত হইতে পারে? কাহারও কোন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, রাজাও অসন্তুষ্ট হইবেন না, অথচ স্বদেশীয় কৃষিশিল্পের উন্নতি হইবে, এমন কোন উপায় আছে কি না?—আছে, তাহা কি?

এদেশে বিনিময়-প্রথার প্রচলন অর্থাৎ টাকা, পয়সা লওয়া হইবে না, দ্রব্যের দ্বারা দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য লইতে বা দিতে হইবে। অর্থই সকল অনর্থের মূল। অর্থেই মানের দর হইয়াছে। কাজেই এদেশের অনেকে ভূয়া অর্থ লইয়া পরিশ্রম করিতে চাহেন না। বিলাসিতা অর্থের প্রথায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা (মহাজনেরা) অনায়াসে যে কেহ একখানা দোকান করিয়া কিছুদিন সেই দোকান স্থায়ী হইয়াছে বুঝিলেই তাহাকে স্বচ্ছন্দে ধারে মাল ছাড়িয়া দিয়া থাকি, কিন্তু নগদ ২৲ টাকা ঐ ব্যক্তি চাহিলে বিরক্ত হইয়া দিই না। সে সময় ইহা বুঝি না যে, মালও টাকা, টাকাও মাল। এই ধারণা হইবার মূল অর্থ-পদ্ধতি বা অর্থ-প্রিয়তা। এই বিনিময়প্রথা চলিলেই সকলকেই কাজ করিতে হইবে। ভবঘুরে যাহারা কেবল বক্তৃতা করিয়া দিন কাটায়, তাহাদের ভিক্ষা করিতে হইবে! যিনি স্বহস্তে দশ গোলা ধান উৎপন্ন করিবেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই বড়লোক বা ধনী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। দেশটীকে সাবেক করিতে গেলে, সেই সাবেকী প্রথাগুলিও চালাইতে হইবে। স্বদেশী নিব একটী একপয়সা, জর্ম্মণের নিব

৬টী একপয়সা। টাকার প্রথায় শস্তা চাহিবে, কেননা টাকা খরচ কম হইবে, পয়সা জমিবে। পয়সাতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল পাওয়া যায়। এই ধারণায় শস্তা আক্রাকে হারাইয়া থাকে। কিন্তু কিছু ধান দিলে, বা কিছু কলাই দিলে যদি একটা নিব পাওয়া যায়, তাহা লোকে স্বচ্ছন্দে লইবে। ৬টা নিব এক পয়সায় পাওয়া যায়, কিন্তু পয়সা নাই, কাজেই লোকে উহা স্পর্শ করিবে না। আজকাল "য়্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি" ঐ যে কি বলে, তাহা হ'য়েছে।

কাবুলী এবং রামপুরী শাল আলয়ান বিক্রেতা হিন্দুস্থানী কিংবা "বাবু একটাকায় তিনখানা কাপড় একখানা ফাউ" এই সকল ফিরিওয়ালার বুঝিবা অন্ন গেল!! বেশ হ'য়েছে, হাজিয়া মজিয়া আসা চাই। এদেশের বহু লোকে ইহাদের ছাত্র বলিতে নারাজ। তাঁহাদের মতে উহাদের ফিরিওয়ালা বলা কর্ত্তব্য। ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইলে, ফিরিওয়ালা হইতেই আরম্ভ করা উচিত। উত্তম পন্থা হইয়াছে। ঐ সঙ্গে পয়সা বা টাকার সম্বন্ধ না রাখিয়া, দ্রব্য দিয়া দ্রব্য লওয়া হউক না কেন। এখনও অনেক কাঁসারি পাড়ায় পাড়ায় পুরাতন ভাঙ্গা পিত্তল কাঁসার দ্রব্য লইয়া, নূতন দ্রব্য বিনিময় করে। এইরূপ বিনিময় প্রথাটা চালান হউক না কেন? বিদেশীরা কিছুতেই এই প্রথায় চলিতে পারিবেন না। কেননা, তাঁহাদের বড় বড় কাজ এ প্রথায় চলিবে না, অনেকস্থলে আট্‌কাইবে। ছোট ছোট গৃহস্থের পক্ষে ইহাতে সুবিধা হইবে। ছেঁড়া কাপড় হইতে অব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি, তাহা হইলে লোকে যত্ন করিয়া রাখিবে, ছেঁড়া জুতাগুলিও বাদ পড়িবে না, কেন না ঐরূপ ১০ বা ২০ জোড়ার পরিবর্ত্তে এক জোড়া নূতন জুতাও পাওয়া যাইবে। ফলে, টাকার মানটা ঘুচাইয়া সকলের মান "এক" করা চাই। কেমন ইহাতে রাজী? কথাটী ভাবিয়া দেখ। স্বদেশী আন্দোলনের স্থায়ীত্ব-বিধানে ইহাই একটী প্রশস্ত পথ, নতুবা বহির্ব্বাণিজ্যে বাহির হওয়া চাই।

বহির্ব্বাণিজ্যের নিয়মানুসারে, বিদেশীরা এদেশের যে দ্রব্য লয়, সেই দ্রব্যের উন্নতি ; উহারা এদেশী দ্রব্য যাহা না লয়, সেই দ্রব্যের অবনতি। উহারা পাট লয়, তাই পাটের কাজে উন্নতি ; চাউল লয়, তাই চাউলের কাজে উন্নতি ; তিসি লয়, তাই বঙ্গে এখনও তিসির চাষ আছে। চিনি লয় না, তাই চিনির কাজে অবনতি ; পূর্ব্বে বস্ত্র লইত, তাই বস্ত্রশিল্পের উন্নত অবস্থা ছিল ; এখন লয় না, তাই বস্ত্রশিল্পের অবনতি। উহারা নীল লইল না,

ভারত হইতে নীলের কাজ উঠিল। কেমন, একথাগুলি সত্য না মিথ্যা? ইহা যদি হয়, তাহা হইলে চেষ্টা দেখ, নূতন নূতন কোন দ্রব্য উহাদের বিক্রয় করিবার উপায় দেখ; বস্ত্র, চিনি পূর্ব্বে লইত, এখন কেন লয় না, তাহার কারণ অনুসন্ধান কর; যাহাতে আবার উহারা লয়, সেই পন্থা বাহির কর। উহাদের "বেচিব" এই ধারণা মনে না রাখিলে, কিছুতেই স্বদেশী কৃষিশিল্পের উন্নতাবস্থা হইতে পারে না। কারণ, দেশটা আমাদের পৃথিবীর মত বড় হইয়াছে। এখন পৃথিবীর সকল দেশের গ্রাহকের সঙ্গে পরস্পর সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। কেবল ভারতের গ্রাহকের জন্য এখন কোন কাজে উন্নতি হইবে না; কারণ ঘরাঘরি ব্যবসায়ে ও প্রাত্যহিক গৃহ-খরচে যতটুকু ব্যবসায় চলে, তদপেক্ষা শতগুণ অধিক বহির্ব্বাণিজ্যের বণিকদিগের দ্বারা এদেশী ব্যবসায় চলিতেছে। বহির্ব্বাণিজ্য বন্ধ করিতে গেলে, রেল যাবে, ষ্টীমার যাবে, ডাকঘর ও তারঘর যাবে, আফিশ যাবে, তোমাদের চাকরী যাবে, গরুর গাড়ী যাবে, কুলী যাবে, সব যাবে।

অনেকে মনে করেন, চাউল উহারা না লইলে এদেশে পুনরায় চাউল শস্তা হইবে, গরীব দুঃখীরা খাইয়া বাঁচিবে; কিন্তু তাহা হইবে না। তাহা যদি হইত, বস্ত্র এবং চিনিতেই জানা যাইত। বস্ত্র ও চিনি পূর্ব্বে উহারা লইত, তাই ঐ সকল কাজে উন্নতি ছিল; এখনত লয় না, কৈ দেশী চিনি ও বস্ত্র তাহা হইলে সুবিধাদরে পাওয়া যায় না কেন? যে দ্রব্য উহারা না লইবে, সেই দ্রব্যেরই এদেশে দুর্দ্দশা হইবে। অনেকে বলেন, "ইংরাজ-রাজ অযথা শুল্ক ইত্যাদির দ্বারা ভারতীয় পণ্যের উন্নতাবস্থা রোধ করিয়াছেন।" অসম্ভব কথা। ব্যবসায়ী বা মহাজনেরা এ কথায় আস্থা স্থাপন করিবে না। কেননা, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের মত একটা কাজ করা, একটা রাজার পক্ষে যত সম্ভব, পণ্যের উপর শুল্ক স্থাপন করা একজন রাজার পক্ষে তত সম্ভব নহে। ইহা একটা রাজার ইচ্ছাধীন কাজ নহে। এজন্য বড় বড় বন্দরের সমুদয় রাজার মতামত সাপেক্ষ। ভারতে বা জগতের যে কোন মহাদেশে কেবল ইংরাজ-বণিক্ আছেন, তাহা নহে; জগতের সর্ব্ব প্রদেশেই জগতের সকল রাজ্যের লোকের ব্যবসায় চলিতেছে। এক্ষেত্রে কেবল ইংরাজের ইচ্ছাধীনে কাজ হইতে পারে না। ইংরাজ-রাজ আপন রাজ্যে অতিরিক্ত ডিউটী করিয়া স্ব-রাজ্যের কৃষি-শিল্প নষ্ট করিয়া, ফ্রান্স, জর্ম্মণী, ইটালী, বেলজিয়ম, সুইডেন, আমেরিকা হইতে

কাবুল পর্য্যন্ত জগতের সমুদয় রাজ্যের পেট ভরাইবেন, ইহা কি কথার মত কথা হইল? জগতের এক দেশের লোকের সহিত অপর দেশের লোকের কৃষি-শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বীতা স্বতঃই চলিতেছে! প্রত্যেক দেশের লোকের বল, বুদ্ধি, কার্য্যকৌশলের উপর ইহার উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে। ইহাতে কোন দেশের রাজার দোষ নাই। বরং স্ব স্ব দেশের রাজারা স্ব স্ব দেশের প্রজাপক্ষে থাকিয়া আরও ইহাতে সাহায্য করেন। আমাদের দেশের লোকের এই ধারণা বদ্ধমুল হইতেছে যে, ইংরাজরাজার নিন্দা ভিন্ন কথা কওয়া উচিত নহে। এদেশী অনেক বড়লোকের সংস্কার এই দাঁড়াইয়াছে যে, ইংরাজ-রাজার নিন্দা করাই হইল, পুরস্কার। এমন কি, গবর্ণমেণ্টের উচ্চ-কর্ম্মচারীর মধ্যে (এদেশী-উচ্চকর্ম্মচারী) অনেকে গবর্ণমেণ্টকে নিন্দা করেন অর্থাৎ বে-নামী বই লেখেন। ফলে নিন্দা করা চাই। এই পাপের—এই সংস্কারের ফলভোগ এদেশবাসী একদিন করিবেই করিবে।

আতপ চাউল উহারা পূর্ব্বে এদেশ হইতে প্রচুর লইত, তখন একাজে বঙ্গের খুবই শ্রীবৃদ্ধি ছিল। কুল্পীর ঘাটে অনেক আতপ চাউলের আড়ত ছিল। তৎপরে রেঙ্গুন, আরাকান ও বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে ধান্য-আবাদের শ্রীবৃদ্ধি হইল; কিন্তু উহারা বঙ্গের মত চাউল করিতে পারিল না, আতপ করিয়া ফেলিল। উহারা বঙ্গের মত সিদ্ধ চাউল খায় না; যাহা খায়, তাই করিল। বঙ্গে চাউলের কাজের আংশিক পতনাবস্থা হইল, এখনও এই অবস্থায় আছে। কৈ আতপ আর উহারা লয় না ত, তবু উহা শস্তা হয় না কেন?

ইহার কারণ কি? কারণ টাকা। তুমি জুড়ি গাড়ী চড়িয়া এদেশী গরীব-দুঃখীকে টাকার গৌরব প্রচার কর, উহারাও তাই টাকার মহিমা বুঝিয়াছে; চাষাও টাকা চায়। কাজেই বিদেশী বণিকে যাহা চায়, যাহা লয়, সেই চাষ উহারা করিয়া দিয়া টাকা পায়; ঘরে খাইবে, কিংবা ঘরাঘরি ব্যবসায় করিবে বলিয়া এজন্য চাষারা একতিল ভাবে না।

গত বৎসর, আসাম বেঙ্গলের পাট দশ টাকা মণ বিক্রয় হইল, কাজেই চাষারা দু' পয়সা পাইল। এ বৎসর ধানচাষ কমাইয়া কেবল পাটচাষ করিল; যাহা ধান হইল, তাহাও কতক পোকায় খাইল। ইহার ফলে ঐ সকল জেলাগুলির জন্য এ বৎসর কলিকাতায় চাউলের দর অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে। হাবড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বীরভূম এ বৎসর উহাদের চাউল জোগাইতেছে। সকল দ্রব্যের দরের একটা সীমা আছে। বঙ্গের চাউলের দরের মস্তকের

উপর রেঙ্গুন, আরাকান প্রভৃতি প্রদেশগুলি রহিয়াছে। আজ যদি বঙ্গে ৬৲ টাকা মণ চাউল হয়, তবে এদেশের পক্ষে উহা সীমা ছাড়াইল। তখন রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানের চাউল ভারতে আসিবার পক্ষে সুযোগ হইল। অনেকে বলেন, উহারা আমাদের দেশের দ্রব্য লুটিয়া লইয়া যায়। বণিকেরা এ কথার ধার দিয়াও যান না। তাঁহারা লুটা-লুটি বুঝেন না, বুঝেন টাকা। পড়তা হইলে, আজ যে দ্রব্য উহারা লুটিয়া লয়, বলিতেছ, কাল, তাহাই উহারা আনিয়া এদেশে বিক্রয় করিবে। রেঙ্গুন, আরাকানের চাউল বঙ্গে আসিবার পূর্ব্বে বণিকেরা ঐ সকল দেশে গিয়া, "লিয়াও" "লিয়াও" শব্দ করিবে। কেন না, উহারা ত কম মাল লয় না, অল্প কাজ করে না, উহাদের বড় বড় জাহাজ-গুলি বোঝাই করা চাই ত। ঐ সকল দেশের প্রচুর চাউল, উহারা লইলে, সেদেশের কৃষকেরা যখন বুঝিবে, উহারা এই চায় ; তখন তাহারা করিত জনার চাষ, তাহা ফেলিয়া,—যেমন এদেশী কৃষকেরা ধান ফেলিয়া পাটচাষ করে,—এইরূপ তাহারা জনার ফেলিয়া ধান চাষ করিবে—ঐ "লিয়াও" "লিয়াও" শব্দে। তোমরা "বন্দে মাতরং" শব্দ করিয়া কি করিবে? ঐ "লিয়াও" "লিয়াও" শব্দে সকলেই জব্দ হইবে। ঐ দেখ, এদেশী চাষা ঐ শব্দে পেটের খোরাক—ধান ফেলিয়া ফেঁসের কাজে ছুটিতেছে! শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর শব্দাপেক্ষাও ঐ "লিয়াও" "লিয়াও" শব্দের প্রাণমাতান শক্তি কেন বেশী হইয়াছে? টাকার জন্য। তখন সেদেশী চাষারা টাকার মোহিনীমায়ায় পড়িয়া জনার ফেলিয়া ধানচাষে মন দিবে, এই চাষে উন্নতি করিবে। আর উক্ত সকল দেশ হইতে চাউল আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের অন্ন মারা যাইবে। এইরূপ করিয়া ত আমাদের চিনি গেল, নীল গেল, বস্ত্র গেল, তূলা গেল,—আরও কত কি কাজ গেল! উক্ত সকল দেশের লোক একবার নূতন কাজ কিছু একটা পাইলে আর ছাড়ায় কে? উহাদের কলবলের জোর আছে, উহারা জাহাজে করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক ব্যবসায় করিতে পারে। কিন্তু বঙ্গের লোক কি চায়? চায়—কোম্পানীর কাগজ, জমিদারী, চাকুরী, গল্প, রাজার নিন্দা, গড়গড়া এবং তাকিয়া। এই সঙ্গে আজকাল চাহিতেছে "বন্দেমাতরং"। এখন ইহারা "লিয়াও" "লিয়াও" শব্দ করিতে শিখে নাই, এখনও বলে "জাহাজে উঠিলে জাত যাবে!"

বঙ্গের মা' লক্ষ্মী এই সকল অত্যাচারে বঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন, বাঙ্গালী তাহা দেখিল না! মা' যে এখন এদেশে নাই; বঙ্গের লক্ষ্মীর শূন্যগৃহ

যে পড়িয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালী তবু সে গৃহে গেল না, দূর হইতে মনে মনে ভাবিল, আমাদের লক্ষ্মী—আমাদের মা এখনও ঐ ঘরেই আছেন। তাই আজ মাতৃভক্তি উথ্‌লে উঠেছে! কিন্তু মা কোথায়? বাঙ্গালী আমরা, আমাদের সঙ্গে মা'র চিরকলহ! আমরা যে লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি! ঝগ্‌ড়ায় মা'র নিকট লজ্জায় মুখ দেখাতে পাচ্ছি না। মা' যখন বঙ্গ ছাড়িলেন, বোম্বাইবাসী—ভারতবাসী সকলেই তাহা দেখিয়াছেন; হতভাগ্য বাঙ্গালী ঘুমাইয়া ছিল, এখনও ঘুমাইয়া আছে। ইহাদের ভিতর এখন একটা রোগ হ'য়েছে,—স্বপ্নে কথা কওয়া! সসাগরা পৃথিবীর রাজা ইংরাজকে যাহারা গালি দেয়, তাহাদের কথা স্বপ্নের কথা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? বঙ্গের মা জাহাজে উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীও জাহাজে উঠিল। বম্বেবাসী বলিল "মা, তুমি কোথায় চলিলে?" উত্তরে মা বলিলেন, "ভারতের চিনি এবং বস্ত্রের উন্নতির জন্য আমি জাহাজে উঠিলাম।" কেন মা! বঙ্গবাসীরা কি তোমাকে চিনি ও বস্ত্র দিল না? "উহাদের কথা লোকালয়ে কহিও না। উহারা কেবল চাকুরী এবং কোম্পানীর কাগজ বুঝিয়াছে। মা'কে আহার দিয়া মনে ভাবেন, ঋণ শোধ দিতেছি। হতভাগারা এর পর না খেতে পেয়ে মরিবে। উহারা জাত নিয়ে প'ড়ে থাক। ঘুম যাদু ঘুম! এই বলিয়া তাদের ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া চলিলাম!"

বঙ্গলক্ষ্মী মরিশস্ দ্বীপে এবং জাবায় উত্তীর্ণা হইলেন। মা'র শুভাগমনে সে দেশের মাটী মিষ্ট হইয়া উঠিল, তাই ঐ সকল দেশে কেবল শর্করা শিল্প বলবৎ হইল। বম্বেবাসী নছোড়বন্দা! বঙ্গের চিনির কাজ মরিশসে গেল। বাঙ্গালী অদৃষ্টকে দোহাই দিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া ঘুমাইল, কিন্তু বম্বেবাসীরা উহা ভারতের কাজ বলিয়া কিছুতেই ছাড়িল না। তাই আজ মরিশসের চিনির কাজ—জাবার চিনির কাজ—ভারতবাসীর হস্তেই রহিয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মী ম্যানচেষ্টারে গেলেন! সে দেশে কার্পাসের ফুল ফুটিল! সেই ফুলে ম্যানচেষ্টার-বাসী বঙ্গলক্ষ্মীর পূজা করিল। ইংরাজ বলিল, "মা! তুমি কি কেবল বঙ্গের মা?" মা' বলিলেন "তা' নয়, মা এক বই দুই হয় না।" এই বলিয়া মা' তথায় বস্ত্র লইয়া বসিলেন। বাঙ্গালী ঘুমের ঘোরে হাঁ করিয়া রহিল! বোম্বেবাসী ছাড়িল না, তথায় গেল। বলিল "চল—মা চল, আমাদের দেশে চল—মা চল!" ঐ মন্ত্রে আমরাও তোকে পূজা করিব, "এস—মা এস!" এই বলিয়া মা'কে স্কন্ধে করিয়া আনিয়া আবার মা'কে

ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করিল, তাই বম্বে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। বাঙ্গালী এখনও ইহা বুঝিল না। এখনও বাঙ্গালী ঘুমের ঘোরে ইংরাজ-বিদ্বেষী হইয়া বলিতেছে, "তোর দ্রব্য লইব না।" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহাদুরী ভাবিয়া, বাড়ী আসিয়াই বলিতেছে "বোম্বে দাদা! রাজার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রেছি! তুমি দাদা সুখে থাক, কোটীপতি হও, আমাদের কাপড় তুমি জোগাও।" বাঙ্গালীর চির-অভ্যস্ত বড়দাদার স্কন্ধে ভর দিয়া, বাজে গল্প ও ইয়ারকীতে সময় নষ্ট করিয়া জীবন কাটাইবার কু-অভ্যাস এখনও বাঙ্গালীর যায় নাই, তাই এখনও বোম্বাই দাদার নিকট কাপড় চাহিতেছে। ধিক্ তোমাদের! শত ধিক্ তোমাদের জীবনে এবং ঘুমে !!

এখনও তোমরা বহির্ব্বাণিজ্যে যাইবার নামটী কর না। বল, টাকার দরকার। কিসের টাকার দরকার? ব্যাঙ্কক্রেডিট্ কি বাঙ্গালীর কাহারও নাই? উহাই মূলধন। এদেশী মহাজন মাল দিবে, ব্যাঙ্ক সেই মাল লইয়া টাকা দিবে। এই টাকা, যে দেশে উক্ত মাল বিক্রয় হইবে, সেই দেশবাসীরা দিবে। ইহাতে কিসের টাকার দরকার? সাহস চাই, কাজের অনুসন্ধান চাই, ঐ সকল দেশে গিয়া বসা চাই। এদেশী শিল্প—চিনি ও বস্ত্র প্রভৃতি যখন গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে কেন তোমরাও বাহির হও নাই? তাঁতের উন্নতি এখানে করিবে? ঘরাঘরি কাপড় বেচিবে? এ কাজে উন্নতি কতটুকু হবে জান? এদেশী টেলার্স-সপের মত হইবে। অন্তর্ব্বাণিজ্যের উহাই চরম উন্নতি। ছি! ছি! চল, বোম্বেবাসীর মতন এদেশী শিল্প কোথায় লইয়া গিয়া উহারা রাখে, দেখ—সেই দেশে চল। যাও, তোমরা তাঁতের কাজ ম্যানচেষ্টারে কর গিয়া। ঐ সকল দেশকে ভারতের সঙ্গে একত্র করিয়া ফেল গিয়া। দেশে দেশে এক কর। বহির্ব্বাণিজ্যে যাত্রা কর। ইহাই স্বদেশী আন্দোলন-রক্ষার দ্বিতীয় উপায়। স্থির হ'য়ে বুঝে দেখ, বঙ্গে চিনি ও কাপড়ের কাজ ভারত ছাড়া হয় নাই। বঙ্গের কর্ম্মফলে উহা বঙ্গ হইতে গিয়া—ঢাকা হইতে গিয়া—বোম্বায়ে গিয়াছে। বঙ্গের চিনি মরিশসে ভারতবাসীর হস্তেই গিয়াছে! কেন তোমাদের হস্ত হইতে গেল, বুঝে দেখ! কাজ কর, শতবার বয়কট ও পিকেটিং ক'রে উহার উদ্ধার হবে না। জাহাজে উঠে ভাস্‌তে ভাসতে চলে যাও। মা'কে ধরে আন আগে, তারপর "বন্দেমাতরং" ব'লে মা'র পূজা কর। এখন মা কোথায়?

তাই বলি, বাঙ্গালি! কোন্‌টী ধরিবে? দ্রব্য বিনিময়-প্রথা ধরিবে কিংবা বহির্ব্বাণিজ্যে যাইবে? দেশের কৃষি-শিল্পরক্ষার এইত দু'টী পথ আছে, কোন্ পথে যাবে?

তাঁতের কারখানা।

বাজারে যে সকল সূতা কিনিতে পাওয়া যায়, (তৃতীয় বর্ষের মহাজনবন্ধুতে সূতার ব্যবসার প্রবন্ধ দেখুন) তাহার সূক্ষ্মতা অনুসারে নম্বর থাকে; নম্বর যত অধিক হইবে, সূতাও তত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। এক বাণ্ডিল সূতার ওজন ৫ পাউণ্ড অর্থাৎ আড়াই সের আন্দাজ হয়। বাণ্ডিলে যত নম্বরের সূতা থাকিবে, তাহার মোড়া উহার সিকি হইবে। ৮০ নম্বরের ১ বাণ্ডিল সূতায় ২০ মোড়া সূতা থাকে, ৬০ নম্বরে ১৫ মোড়া, ৪০ নম্বরে ১০ মোড়া ইত্যাদি। ১ মোড়ায় ২০ গাছি (এক এক গাছিতে ৭ কুশি) করিয়া সূতা থাকে, এক এক গাছিতে ১৪০০ হাত লম্বা সূতা থাকে। কালা ও বেগুনি রঙ্গের সূতা বাজারে খরিদ করিতে পাওয়া যায় না; কেননা, তাহা এদেশে হয়। কলিকাতায় ও অন্যান্য পল্লিগ্রামের স্থানে স্থানে কালাকর আছে, তাহাদিগের নিকট হইতে সূতার কাল রং করিয়া লইতে হয়। কালা ছোবাইতে ৶১০ পয়সা হইতে ।।৴০ পর্য্যন্ত প্রতি মোড়ায় খরচ লাগে। লাল সূতায় কালা রং করিলে বেগুনি হইবে। কালা ও অন্যান্য রঙ্গিন সূতা পাড়, পাছা ও ডুরের জন্য ব্যবহার হয়। সময় সময় পাড়, পাছা ও ডুরের জন্য রেসম ও জরি ব্যবহার হয়। এই জরিকে কালা পোতো বলে। ইহা বড়বাজারে মাড়ওয়ারিদিগের নিকট ।০ হইতে ।৴০ পর্য্যন্ত ভরি বিক্রয় হয়। বস্ত্র-বয়নের 'ব' এর জন্য যে সূতা ব্যবহার হয়, তাহা আলাহিদা পাট করিয়া গরানের ছালের রং কিম্বা কসজল দিয়া 'ব' প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। কাটিম বা তাসা সাদা সূতাতেও "ব" হয়। ৩০।৪০।৫০ নম্বরের সূতা ৪।৫ থাই এক সঙ্গে পাকাইয়া লইতে হয়। যে স্থানে বস্ত্রের পাড় ও পাছা থাকে, সেই স্থানের 'ব' এর জন্য মোটাতাসা কিম্বা কাটিমের সূতায় 'ব' প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। বস্ত্রবয়ন করিবার জন্য তাঁতিরা ৩০ হইতে ২০০ নম্বর পর্য্যন্ত সূতা ব্যবহার করে।

সূতার পাট।

প্রথমে সূতা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া বয়নোপযোগী করিয়া লইতে হয়। সে কার্য্য আমাদের দেশে দরিদ্র বিধবারা করিয়া থাকে; প্রথমে সূতাকে তিন চারি দিন জলে ভিজাইয়া লইতে হয়। টানার সূতা তিন চারি দিন, আর পোড়েনের সূতা এক দিন ভিজাইতে হয়। টানার সূতা অর্থাৎ বস্ত্র যত লম্বা হইবে, সেই লম্বাটাকেই টানা বলে; সেই জন্য বস্ত্র যত লম্বা হইবে, সূতাও তত লম্বা হইবে। এই সূতাকেই টানার সূতা বলে। আর বস্ত্রবয়ন করিবার সময় মাকুর নলি দিয়া যে সূতা টানার সূতার মধ্য দিয়া গমনাগমন করে, তাহাকে পোড়েনের সূতা বলে। পূর্ব্বে ভাতের মণ্ড ব্যবহার করা হইত বলিয়া 'সূতা ভাতান' কথাটা এখনও প্রচলিত আছে। ভাত কিংবা খই দিয়া মণ্ড করা হয়, কিন্তু আজকাল খইএর মণ্ডই প্রচলিত। এক মোড়ায় অর্দ্ধ পয়সার খই লাগে; এই হিসাবে যত মোড়া সূতা হইবে, তত খই দিতে হইবে। প্রথমে টানার সূতা ৩।৪ দিন জলে ভিজাইয়া সূতাগুলিকে নিংড়াইয়া, একটা বড় চর্‌কিতে পরাইয়া, নাটার সাহায্যে গুটাইয়া, পরদিন প্রাতে ঐরূপ খই বা ভাত দিয়া উত্তমরূপ ঠাসিতে হইবে। ঠাসিতে ঠাসিতে যখন বেশ তাহার মধ্য হইতে ঘন মণ্ড দেখা যাইবে, তখন একটা ছোট ফাঁদওয়ালা চর্‌কিতে এক গাছি ঐ সূতা পরাইয়া, নাটাতে ঐ সূতা গুটাইয়া, নাটা সমেত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। বর্ষাকালে অগ্নির উত্তাপেও শুষ্ক করা হইয়া থাকে। তাহার পর নাটা হইতে, সেই ভাঁজসমেত সূতাগাছটি খুলিয়া লইলেই সূতার পাট হইল। ছেলেরা ঘুঁড়ির সূতা যেরূপে মাঞ্জা করে, ইহাও প্রায় সেইরূপ।

নলি পাকান।

তাহার পর একটি ছোট চর্‌কিতে ঐ সূতা পরাইয়া চরকার টেকোর মুখে (চরকায় যে এক গাছা লৌহের সিকের মত থাকে, তাহাকে টেকো বলে) একটা করিয়া বড় নলি পরাইবে। তাহাতে ঐ ছোট চরকির সূতা লইয়া জড়াইয়া দিয়া হাতে করিয়া চরকায় পাক দিয়া টানার নলি প্রস্তুত করিতে হয়। আর পোড়েনের সূতার নলি ঐ টেকোতে দিয়া গুটাইতে হয়, তাহা হইলে টানার ও পোড়েনের নলি পাকান হয়। একেবারে ৫ যোড়া হইতে ২০ যোড়া পর্য্যন্ত কাপড়ের সূতা পাট করিতে দেওয়া হয়। এইরূপ সূতাকে এক চড়নের সূতা বলে।

তাঁত-যন্ত্র দর্শন।

গুরুকরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ কতকটা সাহায্য করিবে মাত্র। এই সকল প্রবন্ধ আমরা প্রথম বর্ষের "মহাজনবন্ধুতে" (২৬৯ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছিলাম, তাহাই পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় লিখিলাম। "সময় না হলে" কোন দ্রব্যের আদর হয় না। স্বদেশী অন্দোলনের ঝড়ে যে কয়টা দ্রব্য বাতাসে উঠিয়াছিল, অথবা স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতে যে কয়টা দ্রব্য ভাসিয়াছিল, তাহাদের অনেক কথা অনেক বার মহাজনবন্ধুতে আলোচিত হইয়াছে। মহাজনবন্ধুর জন্মও কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কথা "রাজা! রাম কও" ভাবে কেবল শুনান এবং কার্য্য করান। কেবা শুনে কার কথা! এটা হিংসাপ্রধান দেশ। এদেশে উদারনীতি—উদরনীতিতে এবং দেশহিতৈষী—দ্বেষহিতৈষীতে পরিণত। যা'ক, বাজে কথা; এখন কাজের কথা বলি।

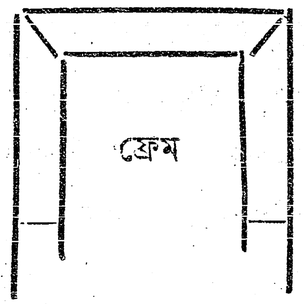

ইহা কাষ্ঠের প্রস্তুত; দেখিতে খাটের মত। ফ্লাইসাটল লুম বা ঠক্‌ঠকির তাঁতযন্ত্র দ্বিবিধ। এক প্রকার ফ্রেমযুক্ত, অপর প্রকার মাটিতে খুঁটি বা বাঁশ পুঁতিয়া তাঁত খাটান। পরপৃষ্ঠার ছবিখানি মাটিতে পুঁতা। মাটীর নিচে গর্ত্ত করিয়া তাঁতি পা রাখিয়া কার্য্য করে। ছবিখানিতে বাঁশ, খুঁটি পুঁতা দেখান হয় নাই, কেবল যন্ত্রগুলি দেখান হইয়াছে। ফ্রেমযুক্ত তাঁতের সুবিধা এই, ইহাকে যথা তথা লইয়া যাইতে পারা যায়; মাটীতে পুঁতা তাঁতে তাহা হয় না। ফ্রেমযুক্ত তাঁতের পার্শ্বে তাঁতি বেঞ্চিতে বসিয়া কাজ করে।

দক্তি।

চ—চ চিহ্ন হইতে ৯—৯ ও গ—গ ভিতরে এবং ৩ এই সকল চিহ্নযুক্ত যেস্থান ছবিতে দেখিতেছেন, উহাকেই দক্তি বলে। আমাদের পূর্ব্বের তাঁতে ইহা ছিল না। কেন না, সে তাঁতের মাকু হাতে ঠেলিতে হইত; এখন মাকু উড়িয়া চলে, তাই ইহাকে ফ্লাইসাটল বলে। এ মাকু চালায় কে?

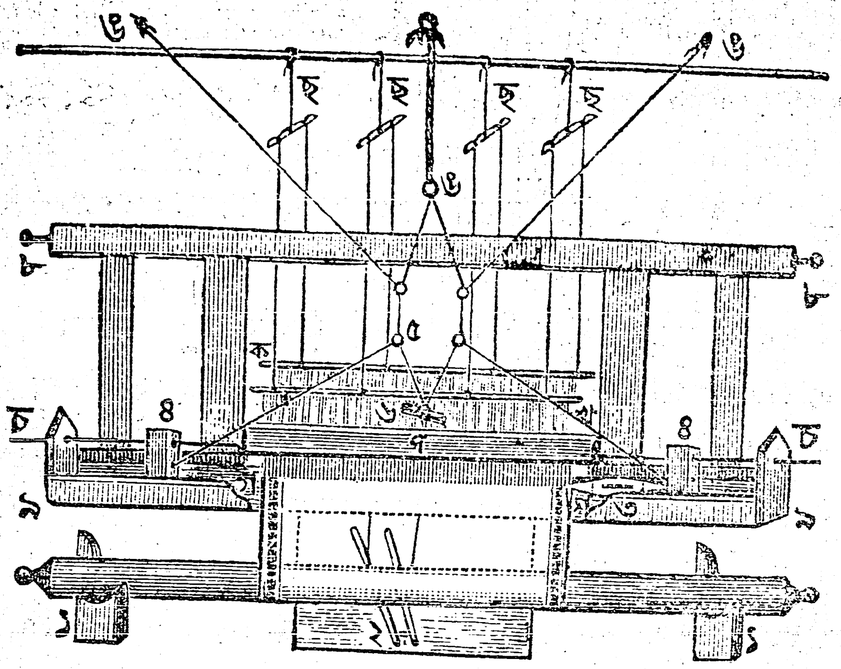

ম্যাড়া। ছবিতে ৪—৪ চিহ্নিত দুই দিকে দুই টুকুরা কাষ্ঠখণ্ড লোহার সিকে গাঁথা ; আরও দেখিবেন, উহাদের গায়ে দড়ি বাঁধা আছে, ঐ দু'টীকে ম্যাড়া বলে। ৩ চিহ্নিত স্থানে বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখুন, একটা সাদামত দ্রব্য পড়ে আছে, ঐটা মাকু বা লুম। উহার মাঝখানে একটু কাল দাগ দেখিতেছেন, ঐ স্থানে নলীস্থতা পরান থাকে। ছবিতে তিনটী ঙ যাহা দেখিতেছেন, ঐ রেখাগুলি দড়ি—ঐ কৌশলে বাঁধা ; ৫ চিহ্নিত স্থানের চতুর্দ্দিকে চারিটী • শূন্যের মত যাহা আছে, উহা দড়ির বন্ধন। আমাদের সাবেক তাঁতে এসব কিছু ছিল না। ৬ চিহ্নিত স্থানে দড়িতে বাঁধা একটুকুরা কাঠ ঝুলিতেছে, উহাকে "হাতল" বলে। উহা ধরিয়া, একপাশভাবে হ্যাঁচ্‌কা টান দিলে, সেই পাশের ম্যাড়া মাকুকে সজোরে আঘাত করে, কাজেই মাকু উড়িয়া যায়। আবার ওপাশে মাকু গেলে, ঐ পাশ ঘেঁসে হাতলকে হ্যাচ্‌কা টান দিলে ওপাশের ম্যাড়া মাকুকে সজোরে আঘাত করে ; এই হ্যাচ্‌কা-টানের কল্যাণে মাকু চলাচল করে। বাঁয়া তবলায় ভাসা ভাসা চাঁটি মারিলে উহার আওয়াজ ভাসা ভাসা হয়, তাহা ঠিক নহে ; অতএব উহাতে চাঁটি মারা শিখিতে হয়, তাহা যেন দেহের ভিতর থেকে বাহির হয়। এই হ্যাঁচ্‌কা টানও সেইরূপ দেহের সঙ্গে লাগিয়া বাহির করা চাই। দুই চারি দিন অভ্যাস করিলেই ইহা আয়ত্ত হইবে। শাল কাষ্ঠে ভাল দক্তি হয়। ইহা দেখিতে ডোঙ্গার মত ভাব।

উড়তি মাকু কেবল সূতার উপর থাকে না, এক স্তবক সূতার উপর দিয়া মাকু যাতায়াত করিলেও এই দক্তি ঐ সূতা-স্তবকের নিম্নে থাকে এবং ম্যাড়াদ্বয় উহার উপর দিয়া যাতায়াত করে।

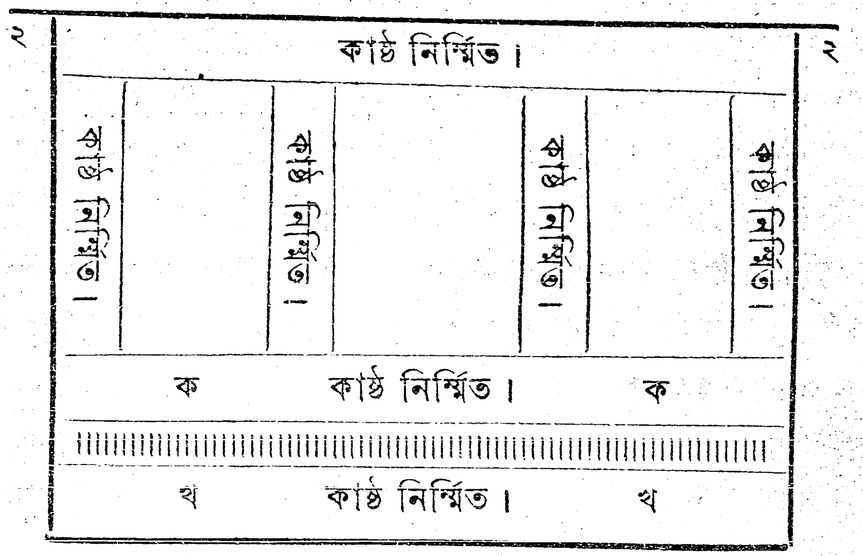

সানা।

মূল ছবি হইতে সানা খুলিয়া এখানে দেখান হইতেছে।

এই নক্সার দুইদিকের খ চিহ্নিত স্থানের কোল হইতে পূর্ব্বোক্ত দক্তি যন্ত্রটা প্রেক দিয়া আঁটা। ২—২ চিহ্নিত স্থানে দড়ি বাঁধিয়া ইহা ফ্রেমের সঙ্গে ঝুলান হয়। মূল ছবিতে ৮—৮ চিহ্নিত স্থানে ইহা দেখান হইয়াছে। ক—ক—খ—খ চিহ্নিত উভয় কাষ্ঠ-ফলকের মধ্যবর্ত্তি স্থানে এই সকল চিহ্ন IIII, মৈসিঁড়ি বা খাঁচার কাটির মত যাহা দেখিতেছেন, উহা খড়িকার কাঠির মত সরকাঠি দ্বারা উভয় কাষ্ঠফলকে সংযোজিত করা হইয়াছে। মূল ছবিতে ৭ চিহ্নিত স্থানের কিছু নিম্নে ইহার অর্দ্ধেক দেখা যাইতেছে, এবং অপরার্দ্ধ কাপড়ের নিম্নে পড়িয়াছে। ঐ প্রত্যেক কাঠির ফাঁকা স্থান দিয়া টানা সূতা লইয়া গিয়া উহার পশ্চাৎস্থিত (পাটিতে) রোলারে জড়ান আছে। তাঁতযন্ত্রে রোলার দুইটি আছে। একটি তাঁতির কোলের নিকট থাকে, ইহাকে গুটি বলে ; বস্ত্র বয়ন হইলে, গুটাইয়া রাখা হয়। অপরটী পাটি ; ইহা তাঁত যন্ত্রের পশ্চাতে থাকে, তাহাতে টানা সূতা জড়ান থাকে। মূল ছবিতে ১—১ চিহ্নিত স্থানের উপর একটী রোলার দেখান হইয়াছে, উহার নাম গুটি রোলার, অপরটী অর্থাৎ পাটি রোলার ছবির পশ্চাতে পড়িয়াছে, তাই দেখা যাইতেছে না। রোলারদ্বয় শাল কাষ্ঠে তৈয়ারী হয়। পাটিরোলার

চারি পলযুক্ত করিতে হয়। ইহার কথা, পরে আর একটু বলিব। সানাতে শরকাটি বিঁধিতে ⁄০, ⁄১০ আনা লয়। ৭০০, ৮০০, ১২০০, ১৫০০ শয়ের সানা আছে—অর্থাৎ উহাতে ৭।৮।১২।১৫ শত শরকাটি বিঁধা আছে। বস্ত্রের সূক্ষ্মতা এবং দীর্ঘ-প্রস্থানুসারে বেশী শয়ের সানা ব্যবহৃত হয়। সচরাচর দশ হাতি কাপড় ১২০০ শয়ের সানায় প্রস্তুত হয়। ছেলেদের কাপড় ৭।৮ শত শয়ের সানায় হয়। ১৫০০ শয়ের একখানা সানা রাখিলেই উহাতে সমুদয় নম্বরের সূতা এবং ছোটবড়, দীর্ঘপ্রস্থের সকল কাপড় বুনা যায়। সানার কাজ কি? ইহার কাজ এই যে, মাকু পড়েন সূতা ছাড়িয়া গেলে, তাহাকে এই সানা তাঁতির কোলের নিকট আনিয়া ঠাস্ করিয়া দেয়। শরকাঠির জন্যই ইহা হয়। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা হাতলে হ্যাচ্‌কা টান দিয়া, ম্যাড়া সরাইয়া যেমন মাকুকে এদিক ওদিক যাতায়াত করাইয়া পড়েন সূতা ছাড়ান হয়, সেই সঙ্গে বাম হস্ত দ্বারা সানাকে কোলের নিকট সরাইয়া আনিয়া ঐ সূতাকে বসাইতে বা ঠাস্ করিতে হয়, এই কর্ম্মেই কাপড়ের আকার হয় অর্থাৎ কাপড় হয়। সানা আমাদের পূর্ব্বের তাঁতেও ছিল, এখনও আছে। জাপান বলুন, ম্যাঞ্চেষ্টার বলুন, এবং বোম্বাই প্রভৃতি সকল স্থানের বড় বড় মিলেও সানা যন্ত্র আছে। তবে অনেক স্থানে শরকাটির বদলে সূক্ষ্ম তার চলিয়াছে। কি ভাগ্য, আমাদের দেশের তাঁতিরা এখনও শরকাটির পরিবর্ত্তে তার চালায় নাই। নূতন ঠক্‌ঠকি তাঁতেও এখন তার চলে নাই। শরকাটি শস্তা এবং উহা সুন্দর কাজ করে।

ডাঙ্গিমুটি, নাচ্‌নি ও ঝাঁপ।

তাঁতযন্ত্রের তিন অংশ। ১ম, দক্তি ও সানা। ২য়, পাটি ও গুটি নামক রোলারদ্বয়। ৩য়, ডাঙ্গিমুটি, নাচ্‌নি ও ঝাঁপ। ভারতবাসী একটু সূতা এবং খানকতক বাঁখারির সাহায্যে এই অংশ দ্বারা অদ্ভুত কারুকার্য্য দেখাইয়াছেন। তাঁতযন্ত্রের ইহাই বৈজ্ঞানিক অংশ। "ব" দ্বারা টানাসূতার কৌশল এই অংশে আছে। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁতযন্ত্রের এই অংশ সংস্কারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করুন। উড়তি মাকুতে যাহা কিছু সুবিধা হইলেও এই অংশ সংস্কৃত না হইলে, আমাদের যে দুঃখ সেই দুঃখই থাকিবে। এই হট্টগোলে তাঁতযন্ত্রের উন্নতিবিধানে কেবল এই ব্যক্তি

কুষ্টিয়ার শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয়কেই দেখিতেছি। ইনিই প্রকৃত এদেশী তাঁতযন্ত্রের রোগ নির্ণয় করিয়াছেন। ইনি এজন্য যে সকল যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা গতবারের মহাজনবন্ধুতে বলিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে ১৩০৮ সালের মাঘ মাসে শুনিয়াছিলাম, শ্রীযুক্ত সদাশিব পাণ্ডুরঙ্গ কেলকার মহোদয় টানাসূতা প্রস্তুত এবং সূতায় মাড় মাখান ইত্যাদির কল আবিষ্কার করিয়াছেন। এজন্য বিলাতের বিখ্যাত দাদাভাই নওরাজী ৭৫০৲ এবং ময়মনসিংহ গৌড়ীবেড়িয়ার সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরি মহাশয় ৪০০৲ দান করিয়াছিলেন। তারপর আজ ৫ বৎসর গত হইল, এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নাই। আমাদের দেশোদ্ধারের সংবাদে এইরূপ কাণ্ডই অনেক। সকলই অদৃষ্টের ফল!

যাহা হউক, এখন মূল ছবিখানি ধরুন। ২ চিহ্নিত স্থানে দুইটী কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে, উহা ঝাঁপের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা। ক, খ চিহ্নিত যন্ত্র দুইটী ঝাঁপ এবং ছ, ছ, ছ, ছ চিহ্নিত স্থানের নিম্নেই যে কাষ্ঠখণ্ডগুলি দেখিতেছেন, উহারাও ঝাঁপের সঙ্গে বাঁধা; উহাদের নাচ্‌নি বলে। ২ চিহ্নিত স্থানের কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়কে ডাঙ্গিমুটি বলে। ডাঙ্গিমুটির দড়ি উভয় ঝাঁপের নীচে বাঁধা এবং নাচ্‌নির দড়ি উভয় ঝাঁপের উপরে বাঁধা। ডাঙ্গিমুটিতে তাঁতির শ্রীচরণদ্বয় থাকে। এক 'পা' দিয়া একটী ডাঙ্গিমুটি টিপিলে একদিকের ঝাঁপ নামিয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপের নাচনি ঝুঁকিয়া পড়ে। অন্য পা' দিয়া অপর ডাঙ্গিমুটি টিপিলেই অপর ঝাঁপেও এইরূপ হয়। অতএব একটি ডাঙ্গিমুটি টিপিয়া তৎক্ষণাৎ ছাড়িতে হয়, তৎপরে অপর পদভরে অপর ডাঙ্গিমুটিটী টিপিয়া ইহাও তৎক্ষণাৎ ছাড়িতে হয়। পর পর দুই পা' দিয়া ইহা টিপিতে হয়। ইহার ফলে কতক সূতা উপরে উঠে, কতক নিম্নে পড়ে; তাহা হইলে সূতার মুখ ফাঁক হয়। মূল ছবিতে গ, গ চিহ্নিত স্থান দেখুন; ঐ দুই স্থানে সূতার মুখ ফাঁক হইলে তন্মধ্য দিয়া মাকু যাতায়াত করে। নাচ্‌নি ৬ খানি করিয়া প্রত্যেক তাঁতে থাকে, ডবল নাচনি বা দোতলা নাচনি থাকিলে ৪।৫ খানিতেই হয়। ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত, ইহাতে খিল আছে। সাবেক তাঁতে ইহা নাই। সাবেক তাঁতের যে নাচ্‌নি ছিল, তাহা বাঁখারিতে দড়ি বাঁধিয়া ইষ্টক ঝুলাইয়া করা হইত। এইজন্য সাবেক তাঁতে ডাঙ্গিমুটিও ছিল না। অনেক তাঁতির মতে তাহাই ভাল ছিল, বরং ইহাতে কাজ বাড়িয়াছে। ঝাঁপ সাবেক তাঁতেও ছিল। ঝাঁপ বাঁধা এবং উহাতে "ব" তুলার কথা পরে বলিব।

পাটি ও গুটি।

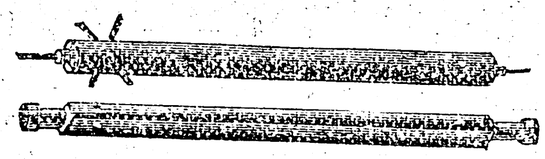

প্রত্যেক তাঁতে গোল রোলার একটী এবং চৌপল রোলার একটী করিয়া থাকে। মূল ছবিতে ১, ১ চিহ্নিত স্থানের উপর গোল রোলার দেখান হইয়াছে। উহার পশ্চাতে চৌপল রোলার দেখান হয় নাই। প্রত্যেক তাঁতযন্ত্রের সম্মুখে অর্থাৎ তাঁতির কোলের কাছে যে রোলার থাকে, তাহাকে গুটি অর্থাৎ গুটান রোলার বলে, এবং তাঁতের পশ্চাতে যে রোলার থাকে, তাহাকে পাটী বলে। এই ছবির দুইদিকে যে "০" শূন্য চারিটী দেখিতেছেন, উহা ০ নহে, ছিদ্র। প্রত্যেক রোলারের দুই দিকে অর্থাৎ পাটি ও গুটি রোলারে দুইটা করিয়া ছিদ্র থাকে। তাঁতিরা পাটি রোলারের অর্থ করে—সূতা-পাতান রোলার এবং গুটি রোলার অর্থে—সূতা-গুটান রোলার বুঝিয়া থাকে। কেবল পাতান ও গুটান নয়, এই উভয় রোলারের আর একটী কাজ সূতার টানভাব রক্ষা করা। কাপড় বুনা হইতেছে; খানিকটা হইলে উহা এক গুটি রোলারে যেমন গুটাইতে হইবে, তেমনই পশ্চাতের রোলারস্থ পাটকরা টানা সূতা যাহা পাটি রোলারে আছে, সেই সূতা ছাড়িতে হইবে। টান না রাখিলে, বস্ত্রবয়ন আদৌ হইবে না, কাজেই পাটিতে ও গুটিতে খিলকাটি দিয়া আঁটিয়া রাখিতে হয়। খিলকাটি কি? উপরের রোলারে যে দুইটী কাঠি ছিদ্রে গোঁজা রহিয়াছে, উহাই খিলকাটি। বাঁশের ডগা কিংবা সেগুণ কাষ্ঠে ইহা প্রস্তুত হয়। উভয় রোলারের দুইদিকে ঐরূপ গর্ত্ত করা হয় বটে, কিন্তু উভয়ের এক এক দিকে ইহা আঁটিলেই যথেষ্ট টান থাকে। আচ্ছা, তাঁতি গুটী রোলারের খিলকাটি যেন কোলের কাছে পাইয়া উহা খুলিল ও আঁটিল, কিন্তু পশ্চাতের পাটি রোলারের খিলকাটি তাঁতি হাত বাড়াইয়া পায় কৈ? তাঁতিকে উঠিয়া গিয়া উহা আঁটিতে এবং খুলিতে হয়। মূল ছবিতে খিল-কাটির গর্ত্ত অঙ্কিত হয় নাই, তাই এখানে স্বতন্ত্র করিয়া দেখান হইল। ইহা আমাদের পূর্ব্বের তাঁতেও ছিল, এখনও আছে। বিলাতী তাঁতযন্ত্রে ইহা কলের সাহায্যে হয়। সূতা টান রাখিবার জন্য আর একটী যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা কি? মতি।

মতি।

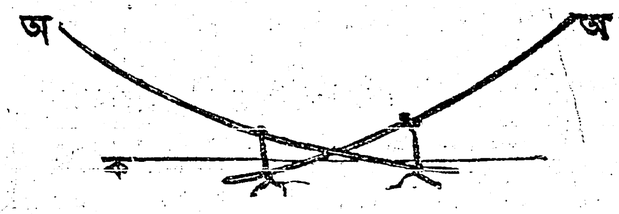

ইহা আমাদের পূর্ব্বের তাঁতে ছিল না। ঠকঠকি তাঁতের সূতা যাহাতে না ছিঁড়ে, সেই জন্য সাবধান হওয়ার উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার। তবু সূতা ছিঁড়ে। ক চিহ্নিত একখানি বাঁখারির গাত্রে অ, অ চিহ্নিত বাঁখারিদ্বয় বাঁধা আছে, এবং অ, অ চিহ্নিত দুইমুখে দুইটী আলপিন বাঁধা আছে। তাঁতির কোলের নিকট যতটা কাপড় বুনা হইয়াছে, সেই কাপড়ের উপর এই যন্ত্র পড়িয়া থাকে। অ অ চিহ্নিত স্থানের দুই দিকের মুখে দুইটী আলপিন আছে; যেস্থানটা বুনা হয় নাই, উহার উভয় দিকে বিঁধিয়া রাখিয়া সূতার টান রাখা হয়।

লবণ।

[৫ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা; ১৪৮ পৃষ্ঠার পর।]

গত আশ্বিন মাসে আমরা লবণ প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, "ভারতের অন্য প্রদেশের লবণ বঙ্গে আনিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি-সাপেক্ষ কি না, তাহাও জানা কর্ত্তব্য।" এ বিষয় অনুসন্ধানে বুঝিয়াছি যে, অবাধ-বাণিজ্যের নীতি অনুসারে কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট "ইহা লইও না" বলেন না। গ্রাহকের ইচ্ছানুসারে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লবণ আনা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ইহার গতিরোধ করেন না। সমুদয় রাজ্যের রাজারা মুখে কিছুই না বলুন, ইহার একটী সূত্র, তাঁহাদের হস্তে আছে। তাহা কি? ডিউটী।

ডিউটীর কল্যাণে একরাজ্যের মালকে অন্যরাজ্যের রাজারা সকলে পরামর্শ করিয়া শস্তা দ্রব্যকে স্ব-রাজ্যের দ্রব্যের সহিত সমান দর করিতে পারেন। স্ব স্ব রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সুশৃঙ্খলে ব্যবসায় চালাইবার সুকৌশল যন্ত্রই হইতেছে—ডিউটী। ডিউটী এবং অন্যান্য খরচার কল্যাণেই সম্বলপুরের লবণ কলিকাতায় পড়তা হয় না।

৬৭নং লোহার চিৎপুর রোডস্থ কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশারদ মহাশয় সামর নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী হীরালাল, চুণিলাল মহাশয়দিগের দ্বারা সম্বর লবণ আনাইয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "তথায় গবর্ণমেণ্ট ডিউটী মণকরা ২৲ টাকা, অর্থাৎ ১০০৲ মণে ২০০৲ টাকা।" কলিকাতায় ১০০ মণে ১৫০৲ টাকা, অর্থাৎ মণকরা ১৷৷০ টাকা ডিউটি। তৎপরে তথাকার লবণ জাহাজে আনিবার উপায় নাই, রেলপথ দিয়া আনিতে হয়। ইহাতে যথেষ্ট ব্যয় আছে এবং তথাকার অপরাপর খরচাও অনেক আছে। কবিরাজ মহাশয় যেরূপ বলিলেন, তাহাতে তিনি ৩৵০ মন লবণ এখানে অর্থাৎ কলিকাতায় আনিয়া দিতে পারেন। যদি বলেন, জের্দ্দা, এডেন লবণ লইব না, কিন্তু বোম্বাই করকচ ও উক্ত সম্বর লবণের মত দেশী লবণ যাহা গবর্ণমেণ্টের গোলায় পাওয়া যায়, তাহা ডিউটী ইত্যাদি দিয়াও ২।০ হইতে ২।৵০ মণ পাওয়া যাইতে পারে, ইহাও উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের গরীব দেশে মণকরা ১৲ টাকা প্রভেদ এবং সম্বরলবণ ৩৵০ পাইলেও উহা রংপুর, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাইতে আরও অনেক ব্যয় আছে। তথায় গিয়া হয়ত ইহা ৫৲ টাকা মণ পড়িবে অর্থাৎ ৵০ আনা সের হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল প্রদেশে /০ আনা, /৫ পয়সা সেরে যথেষ্ট লবণ পাওয়া যায়; তৎস্থলে ৵০, ৵৫ পয়সা সের কেহ লবণ লইবেন কি? স্বদেশের হিত করিব বলিয়া যাঁহারা এইরূপ ব্যয়ে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহারা লইতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের ইহাতে মত হইবে কি না, বলা যায় না। কাজেই এ ব্যবসায় চালান পক্ষে কষ্টকর কথা। ময়মনসিংহ হইতে ঘাটাল, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী মহাত্মারা জীবনসত্ত্বে অর্থাৎ যত দিন বাঁচিবেন, ততদিন সম্বরলবণ খাইবেন, যে দরে তথা হইতে পড়তা হইবে, তাহা লইবেন; এই সর্ত্তে অন্ততঃ ৫ হাজার লোক কনট্রাক্ট করিলে আমরা উহা আনিয়া দিব।

লবণ সম্বন্ধে সত্য কথা বাহির হইলে এতদিন নূতন তাঁতের কারখানার ন্যায় স্বদেশী লবণের কারখানা নিশ্চিতঃ হইত। এ সকল কথা আগামী মাসে বিশেষভাবে বলিব।

চাউলের অবস্থা।

বঙ্গদেশ হইতে প্রতিবর্ষে গড়ে ১৫ কোটি টাকার চাউল বিদেশে বিক্রয় হয়। গতবর্ষে ১১ কোটি ৮০ হাজার ৭৬৲ টাকার চাউল যায়, এ বৎসর ১০ কোটি ৭২ লক্ষ ২৬ হাজার ৩ শত ২৫৲ টাকার চাউল বিদেশে রপ্তানি গিয়াছে। রপ্তানি কমিয়া যাইবার তাৎপর্য্য, এদেশে চাউল কম জন্মিয়াছে। অনেকের ধারণা, পাট চাষ ইহার অন্যতম কারণ। এ বৎসর কিন্তু দৈব-কারণও ইহার সহিত আছে। আসাম প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকার ভিতর হইতে এক প্রকার শ্বেতকীট বাহির হইয়া কেবল চাউল নহে, অনেক অন্যবিধ শস্যও নষ্ট করিয়াছে। বালামের অবস্থা মন্দ হওয়ায়, বঙ্গে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অন্নকষ্ট অধিক হইয়াছে। গত ১লা মাঘ হইতে ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত কলিকাতায় চাউলের দর মণকরা ১৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহা ৩৲ টাকা ছিল, তাহা ৪৲ টাকা হইয়াছে, এই ৪৲ টাকা মণের চাউল ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য নহে। ইহা মোটা, ভিজা ও দুর্গন্ধযুক্ত। ভাল চাউল বাঁকতুলসী, মাজা প্রভৃতির দর ৫৲ হইতে ৬৲ টাকা হইয়াছে। এইত সবে চাউলের মরসুম। এ সময় বরাবর চাউলের দর শস্তা থাকে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে কি হইবে, ভগবান জানেন। কলিকাতার চাউলের মহাজনেরা এখন হইতে আশঙ্কিত এবং দর বৃদ্ধি দেখিয়া ভীত হইয়াছেন! সুখের মধ্যে কলিকাতায় চাউলের দর বৃদ্ধির অনুপাতে ধান্যের দর তত বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু ইহা হইবার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে। আজ ৪ বৎসর পূর্ব্বে একবার এইরূপ হইয়াছিল, সেবারেও পাটের দর বৃদ্ধি ছিল; বঙ্গের নাগরা চাউল ৬৲ মণ বিক্রয় হইয়াছিল। সেবারে রেঙ্গুন হইতে অপর্য্যাপ্ত আতপ চাউল বঙ্গে আসিয়াছিল। এবারও কলিকাতায় মহাজনেরা রেঙ্গুনের আতপ চাউল আনিতেছেন। রেঙ্গুনের আতপ চাউল সাধারণের ব্যবহার্য্য নহে। ইহার আমদানীসত্ত্বেও দেশী চাউলের দর কমিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। যেহেতু রেঙ্গুনের চাউলের দর মহার্ঘ্য। কলিকাতায় উহা ৩৸০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। বঙ্গে এবার দুর্বৎসর নিশ্চিত!

আমাদের দেশে শস্যের দরে "বাজারের টাকা", পাশ্চাত্য খণ্ডে স্বর্ণ-রৌপ্যের দরে "বাজারের টাকা" অর্থাৎ এদেশে কৃষিতে টাকা, বিলাতে শিল্পে টাকা। মূলে এই প্রভেদ। জগৎজোড়া ব্যবসায়ে সময়ে সময়ে এদেশে এবং সেদেশে ব্যালান্সের ইতরবিশেষ হইয়া পড়ে, ইহা সমান করা মনুষ্যের পক্ষে সাধ্যাতীত! আমাদের দেশে টাকার জন্য দুর্ভিক্ষ হয়, উঁহাদের দেশে শস্যের জন্য দুর্ভিক্ষ হয়। জগতের সহিত ভারতীয় শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ভয়ানক! ভারতীয় শিল্পের উন্নতি করিব বলিলেই কেবল ইংরাজ নহে, জগৎবাসীর সহিত এজন্য মনোমালিন্য হইবে, এবং উহাদের সমকক্ষতা লাভ করিতে ভারত কিছুতেই পারিবে না; কেন না, উহাদের উপজীবিকা শিল্প। উহারা অনাহারে মরিবে, তবু ভারতকে সে কাজ করিতে দিবে না। তাও কি কখন হয়? কিন্তু ভারতের চাষ-কাজের শত্রু নাই, জগৎবাসী এজন্য ক্রেতা হইয়া দাঁড়াইবে, উৎসাহ দিবে। ইংরাজ-রাজও এজন্য সর্ব্বদাই সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন; কেন না, কৃষি এদেশের ঈশ্বর-প্রদত্ত ধন। এদেশী সাধুসন্ন্যাসী, ভিখারী প্রভৃতি বহুলোক কোন কাজ না ক'রে গৃহস্থকে কেবল আশীর্ব্বাদ করে এবং ব'সে খায়। গোঁড়াহিন্দুধর্ম্মের জন্যই ঐ সকল লোকগুলির পরিশ্রমলব্ধ ধন ভারত কিছুই পায় না। বরং ভারতীয় পশু উহাদের অপেক্ষা আমাদের উপকারে আইসে। কৃষির দেশ বলিয়াই এ অত্যাচার সহ্য হয়; শিল্পের দেশে ঐরূপ ব'সে খাওয়া লোক খুব কম। হিন্দুধর্ম্ম উহাদের কাজ করিতে বলুন; নচেৎ বিদেশীর অন্ন মারিতে গেলেই উহারাও আমাদের অন্ন মারিয়া দিবে। এই রূপে কয়েকটী চাষ ভারত হারাইয়াছে। কৃষিতে জগৎবাসীর সহিত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা নাই, এ কাজে জগৎবাসী আমাদের পয়সা দিবে। ইহাতে ক্ষতি হইবার এক কথা ঈশ্বরের মার! ভারতবাসীর সঙ্গে ঈশ্বরের যেরূপ আলাপ, তাহাতে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করা চলিবে। ভারতে শিল্প কাজের উন্নতি করিতে গেলে, জগৎবাসী বাধা দিবে, উঠিতে দিবে না। এখন আমাদের কোন্‌টা করা উচিত? আমরা বলি, দেশালাই, উডপেনসিল, নিব বা দোকান না ক'রে, ভাই সকল! চাষ কাজ কর। তোমরা যখন বহির্ব্বাণিজ্যে যাইবে না, তখন তোমাদের পক্ষে প্রশস্ত ব্যবস্থা চাষ কাজ। চাষারা এবৎসরও পাটচাষে পয়সা পাইয়াছে, আগামী বর্ষেও উহারা ধান চাষ কমাইয়া দিবে। অতএব এ সময় হইতে সতর্ক হও, তোমরা সকলে আগামী বর্ষে ধান বুন।

চাউল শস্তা হইয়া যাইবে; নচেৎ আগামী বর্ষে না খেতে পেয়ে মরিবে! তখন তোমাদের দেশোদ্ধার করিবে কে?

চাউল বিষয়ে সরকারী মন্তব্য।

এই মন্তব্যে যে সকল স্থানের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে সমগ্র ইংরাজাধিকৃত ভারতে ৭১.৬ পারসেণ্ট বা শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে এগার আনা রকম ধান উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে—

বঙ্গ	...	৩৪ শতাংশ।	পূর্ব্ববঙ্গ	...	১৭.৯ শতাংশ।
নিম্ন বর্ম্মা	...	৯.৫ ,, ।	মান্দ্রাজ	...	১০.২ ,, ।

ধান্য উৎপাদন করে। অক্টোবর মাসে প্রথম মন্তব্য প্রকাশের সময় যত জমীতে ধান্য উৎপন্ন করা হইতেছিল বলিয়া স্থির করা হয়, তাহা অপেক্ষা কিছু অল্প জমিতে ধান্য হইয়াছে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ১৯০৪ সালের তুলনায় ঐ কম্‌তির পরিমাণ ১.২ শতাংশ বা ৫,৮৫,৪০০ একর এবং এ বৎসর মোট রোপিত জমির পরিমাণ ৪,৯৯,১৬,৩০০ একর। (প্রায় ৩। সওয়া তিন বিঘায় এক একর হয়)।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্তব্য গুলিতে বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতের ৫১.৯ শতাংশ ধান্য উৎপাদন করে বলিয়া প্রকাশিত হইত, কিন্তু এক্ষণে উহাকে দ্বিভাগ করতঃ বঙ্গ ৩৪ শতাংশ এবং পূর্ব্ববঙ্গ ১৭.৯ শতাংশ উৎপন্ন করে বলিয়া দেখান হইয়াছে।

ভারতের ধানী জমীর ৬ শতাংশে বাঙ্গালার ভাদুই ধান উৎপন্ন করা হয়, এবং বর্ত্তমান বৎসরে ৪৩৪৫৩০০ একর জমীতে উহার আবাদ হইয়াছে। গত বৎসর ৪৪৫৬৪০০ একর জমীতে উহার আবাদ করা হইয়াছিল, অর্থাৎ শতকরা ২।। একর কম জমীতে এ বৎসর ঐ ধান উৎপন্ন করা হইয়াছে। বৃষ্টি বড়ই গোলমেলে রকমের হইয়াছিল। মোট উৎপন্ন সাধারণ বৎসরের ৮৪ শতাংশ ধরিলে বর্ত্তমান সনে ২৬৮১৬৭০০ হন্দর চাউল হইবে ধরা যায়। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ২৬১৯২৭০০ হন্দর হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

হৈমন্তিক বা আমন ধান ভারতের সমগ্র ধানী জমির ২৮ পারসেণ্ট বা শতাংশ ভূমি অধিকার করে এবং উহা অনিয়মিত বৃষ্টি ও বন্যায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর ২১০৯৭৫০০ একর জমীতে আমন উৎপন্ন হইয়াছিল; বর্ত্তমান বর্ষে ২০৮২২০০০ একর জমিতে উহা উপ্ত

হইয়াছে। প্রাদেশিক বিভাগ হইতে যে রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাতে সাধারণ বৎসরের ৮৮ শতাংশ ধান জন্মিবে বলিয়া ধরা যায়, এবং তদ্দ্বারা মোট ২০১৯৩০৯০০ হন্দর চাউল জন্মিবে। বিগত বৎসর ১৯৯৯৫২৬০০ হন্দর চাউল উৎপন্ন হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে বিগত বৎসর ৩০০৩৬০০ একর জমিতে এবং বর্ত্তমান সনে ৩০১৮৩০০ একর জমীতে ভাদুই ধান রোপিত হইয়াছিল। ধান পাকিবার পূর্ব্বে বন্যায় বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে, এবং মোট ১৬১৮৭৯০০ হন্দর চাউল হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। বিগত বৎসর ১৮৮৬৪৬০০ হন্দর চাউল জন্মিবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সনে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৪.২ শতাংশ কম জন্মিবে অনুমান হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে আমনধান ৯৩৫৫৬০০ একর জমিতে হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর ৯৯৮৮৮০০ একর জমীতে হইয়াছিল। অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতি হইয়াছে; বিশেষতঃ দক্ষিণ অঞ্চলে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। পূর্ব্বসনে ৯৯২৯৫৪০০ এবং উপস্থিত বর্ষে ৯৫০০৫৬০০ উৎপন্ন হইবার সম্ভব, অর্থাৎ এ বৎসর ৪.৩ শতাংশ কম চাউল জন্মিবে।

এই সমুদয় ব্যতীত মার্চ্চ মাসে ৪২০৫০০ একর জমীতে ২৮৭৩১০০ হন্দর আউস ধান জন্মিবে বলিয়া বলা হইয়াছিল। পূর্ব্ববৎসর ঐ স্থানে ৪১৮৯০০ একর জমীতে ২৯২৩৮০০ হন্দর আউস ধান উৎপন্ন হইয়াছিল।

নিম্ন বর্ম্মায় (৯.৫ শতাংশ) ১৫টী ধান উৎপন্নকারী জেলায় ৬৬৪৫৬০০ একর জমী আবাদ হইয়াছে; উহা গত বৎসর অপেক্ষা ২৬৩৯০ একর বা ৪ পারসেণ্ট কম। বন্যায় ৩৫৭০০০ একর জমীর ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শেষের দিকে সুবৃষ্টি হওয়ায় অবস্থা আশাজনক। সরকার হইতে আন্দাজ করা হয়, দেশের আবশ্যক বাদে ২২০০০০০ টন ধান যাহা হইতে ৩৭২৮ ৮১৩৬ হন্দর চাউল উৎপন্ন হইতে পারিবে, তাহা রপ্তানির জন্য বাঁচিবে।

মান্দ্রাজ (১০.২ শতাংশ) রাইয়ত ওয়ারী গ্রামসমূহে ৫৩০৯০০০ একর জমী আবাদ এবং উহা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ১৮০০০ একর বা ৩ শতাংশ কম। রাইয়ত বাদে অন্যান্য গ্রামের হিসাব ঠিক নাই। নবেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি অভাবে শস্য নষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তাহা হইলেও সে সময় ৮৩ শতাংশ ধান জন্মিবে বলিয়া রিপোর্ট দেওয়া হইতেছিল।

কলের চিনিতে এদেশীগুড় হইতেছে।

আমাদের দেশে এমন অনেক মহাজন আছেন, যাঁহাদের শিরে টিকী, গলায় মালা, হস্তে হরিনামের ঝুলি, পানীয় গঙ্গাজল, নাসাগ্রে ফোঁটা, পরিধান দেশী মোটাবস্ত্র, শ্রীচরণে ঠনঠনে চটিজুতা! গুড়েবাতাসা এবং ছোলাভিজান, যা'কে বলে দানা—অশ্বের আহার, স্নানান্তে ইহাই (টিফিন) জলপান। চা, বিস্কুট, সিগারেট বা সিগারের সহিত ইহাদের চিরবিবাদ; এমন কি, মুখদেখাদেখি নাই। বাবুরা দেশোদ্ধার করিয়া এইরূপ হইবেন বলিয়া কি ব্যস্ত হইয়াছেন? ইহা বড়ই আনন্দের কথা। এই মহাজন যেদিন শুনিলেন, লিবারপুলের লবণ গো-হাড়ের কয়লা দিয়া পরিষ্কৃত হয়, সেইদিন হইতে ইনি সৈন্ধব লবণ খান। যেদিন হইতে শুনিলেন, গ্রে-মার্কা কলের-চিনিতে গুড়েবাতাসা হয়, সেইদিন হইতে ইনি বাতাসা বাতাসে উড়াইয়া দেশীগুড় ও ছোলাভিজান খাইতেছেন। যেদিন হইতে শুনিলেন যে, এদেশী কলের জলও হাড়পোড়া কয়লা দিয়া পরিষ্কৃত হয়, সেই দিন হইতে ইনি গঙ্গাজল খাইতেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে এই শ্রেণীর অনেক লোক বঙ্গে ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও থাকিবেন। এই নিরেট স্বদেশীকেও ইদানিং কিছু ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে; বাবুরা'ত কোথায় লাগে!! ইঁহাকে ইংলণ্ড কিছু করিতে পারে নাই। ইনি ইংরাজ-রাজ্যে বাস করেন,—ট্যাক্স, টিকিট এবং টাকার সঙ্গে ইঁহার কেবল লণ্ডন-শিল্পের সম্বন্ধ ছিল; কিন্তু জার্ম্মনি ইহাঁকে কিছু জব্দ করিয়াছে। ইনি প্রাতে উঠিয়া গণেশ মূর্ত্তিকে নমস্কার করেন। জার্ম্মন দেশ হইতে কাচের গণেশ এবং কাচের মহাদেব প্রভৃতি হিন্দুর সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তি কাচের খেলানার মত কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। আজ দুই বৎসর হইল, একদিন ইঁহার এক নাতি একটী কাচের গণেশ ক্রয় করিয়া আনিয়া, তাহার ঠাকুরদাদা শয্যা হইতে উঠিয়া যে গণেশ পটকে নমস্কার করেন, সেই পটের নিম্নে সেল্‌ফের উপর এই জর্ম্মনের গণেশ ঠাকুর রাখিয়া দেয়! প্রথম দিন ঠাকুরদাদা ইহা দেখিয়া নমস্কার করিয়া ভাবিলেন, কাচের গণেশ জাহাজে আসিয়াছে, ম্লেচ্ছে উহা প্রস্তুত করিয়াছে; অতএব উহাকে ফেলিয়া দেওয়া উচিত কি না? এই ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ইষ্টদেব মূর্ত্তি! দেবতা! কাজেই ইহা রাখিতে হইল। তারপর জর্ম্মনের গেঞ্জিফ্রগ এবং নাইট্-ক্যাপ শীতকালে বড় আরামের; অতএব ইহা ধরিয়াছেন।

আজ নাতি ও ঠাকুরদাদাতে কথোপকথন হইতেছে। ইহাতে কিছু ভাবিবার কথা পাইলাম; তাই উহাদের কথা মহাজনবন্ধুতে লিখিয়া দিলাম। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় আমার এই পত্রখানি মুদ্রিত করিবেন।

ঠাকুরদাদা কহিলেন, "স্বদেশী অন্দোলনে এ বৎসর বিলাতী কাপড় এবং লবণ বিক্রেতার প্রচুর ক্ষতি হইল, উহাদের দোকান পাট লুঠ হইয়া প্রায় অচল হইল। এখন যেন আবার পূর্ব্বের মত হইয়াছে; কিন্তু উহাদের মাল বিক্রয় যেমন দিনকতক বন্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ চিনিওলাদের কি কিছু ক্ষতি হইয়াছে? বিলাতী চিনির কাজ এদেশে কেমন চলিতেছে?"

নাতি বলিল "বেশ চলিতেছে; কেন না, বিদেশী কলের চিনি নানা ভোলের! কোন্‌টা দেশী, কোন্‌টা বিদেশী, তাহা জানিবার উপায় নাই। চাঁদপুর (যশোহর) ও শান্তিপুরের দলো গলাইয়া সুখচরে দোবরা চিনি কিছু হয় বটে; কিন্তু তাহা কয় জনে জানে? এবং কয়জনেই বা উহা ক্রয় করে? কাশীর চিনির আমদানীও নাই বলিলেই হয়। এই দুই দেশী চিনির দর খুব বেশী এবং খুব ধনবান গোঁড়াহিন্দু জন কয়েকের জন্য এই দুই চিনির অস্তিত্ব এখনও আছে।"

ঠাকুরদাদা। বিদেশী লাল চিনিতে হিন্দুর অখাদ্য হাড়পোড়া কয়লার কসজল নাই, কেমন?

নাতি। আছে বৈ কি! আমাদের দেশে দলো চিনির ঝরনি রস জাল দিয়া প্রথমে গুড় করা হয়, পরে উহা ঝুড়িতে রাখিয়া পাটাশেওলা চাপা দিয়া শুকাইতে হয়। পাটাশেওলা তুলিয়া চুবড়ী বা ঝুড়িস্থ শুষ্ক গুড় কাঁকিয়া যে চিনি পাওয়া যায়, তাহাকে গোঁড় চিনি বলে। গোঁড়ের রস লইয়া আবার ঐরূপ করিয়া যে চিনি হয়, তাহাকে খাঁড় চিনি বলে। তৎপরে গুড় চিনি প্রসবে অক্ষম হইলে যে দ্রব্যটা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে চিটে গুড় বলে। কলের চিনিও ঐরূপে হয়। উহারা অক্সাইড এ্যানিমল-বোন-চারকোল দিয়া চিনির রস পরিষ্কার করিয়া লয়। কোন কোন কলের অবস্থা এত উন্নত হইয়াছে যে, একদিক দিয়া ইক্ষু চিরিয়া দেওয়া হয়, অপর দিক দিয়া চিনি বাহির করা হয়। হাড়পোড়া কয়লায় প্রথম রসটাতে যে চিনি হয়, তাহা সুন্দর পরিষ্কার হয়। তৎপরে এই চিনি শুকাইবার সময় যে রস পাওয়া যায়, তাহাকে ফেলা হয় না, পুনরায় উহাকে উক্ত কয়লা দ্বারা রিফাইন করা হয়; এই চিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু শস্তা হয়।

ক্রমে ক্রমে এইরূপে ৩।৪ বার "বইল্‌স" করিতে করিতে ক্রমে খুব লাল চিনি হইয়া এদেশী "র" সুগারের মত হয়।

ঠাকুরদাদা। কাগজে যে লিখ্‌চে, চিনি পরিষ্কার করিবার সময় উহাতে রক্ত মিশান হয়?

নাতি। কে বল্লে? পূর্ব্বের কথা জানি না, কলিকাতার কাশিপুরের চিনির কলে চলুন, দেখাইয়া দিব, সে সব কিছু নয়। তা' হলে যেমন মাঠ থেকে হাড়-কুড়ান একটা ব্যবসায় এদেশী গরীবেরা পাইয়াছে, ঐরূপ রক্তের ব্যবসায় চলিত। গো-হাড়ের কয়লাতে চিনি যেমন ভালরূপে পরিষ্কৃত হয়, অন্য হাড়ে তেমন হয় না; তাই হাড় চিনে এমন লোক চিনির কারখানায় রাখিতে হয়। ধরুন, এদেশে চিনির কাজে উন্নতি হইল, তখন আমাদেরও'ত ঐ প্রথায় যাইতে হইবে; নচেৎ কাদা-বালি মিশান গুড় কত দিন কে খাইবে? অসুখ হবে যে? আর যদি রক্ত মিশান হইত, তবে কানেস্ত্রা কানেস্ত্রা রক্ত আমদানী করিতে হইত! কেননা, চিনি পরিষ্কারের কলে এক একখানি ৫০০ কি ১০০০ হাজার মণী কড়াতে একেবারে পাঁচ হাজার মণ চিনি ঢালিয়া রস করিয়া প্রতিবারে ৫০০ বা ১০০০ মণ চিনি পরিষ্কার করা হয়। এইরূপে কোন্ কোন কলে প্রত্যহ ৫ হাজার ৭ হাজার মণ চিনি পরিষ্কৃত হয়। চীন দেশের একটী কলে প্রত্যহ লক্ষ মণ চিনি পরিষ্কৃত হয়। জগতে অনেক কল আছে; কত রক্ত দিবে? রক্ত কি শস্তা?

ঠাকুরদাদা। তবে যে কাগজে লিখ্‌চে, উহাদের দেশের বইতে উহা লেখা আছে।

নাতি। তা' আছে। এই কাজটা বাহির করিবার সময় বহুবিধ দ্রব্য দ্বারা চিনি পরিষ্কার করা হয়; সে সময় বোধ হয়, রক্ত দিয়া পরীক্ষা হইয়া থাকিবে। আর এক কথা, সকল দেশের লোক একাজ একদিনে শিখে নাই। যে দেশের লোক ইহার ব্যবসায় তখন না শিখিয়াছিল, সেই দেশের লোক সাধারণের মনে ঘৃণা জন্মাইবার জন্য এইরূপ লিখিয়াছিল। এই দেখুন না, ইংলণ্ড এনামেলের দ্রব্য করিতে পারে না, জর্ম্মনী পারে; তাই বিলাতের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রে মিঃ কাম্পার সাহেব লিখিয়াছেন, "উহা ব্যবহার করা শরীরের পক্ষে মহা অনিষ্টকর।" পিত্তল-কাঁসার বাসন অপেক্ষা উহা যে নির্দ্দোষ, তাহা এদেশী স্ত্রীলোকেরাও বুঝিয়াছেন। এরূপ ব্যবসাদারী হিংসার কথা লেখাপড়ার মধ্যে অনেক চলে। এখনকার ঐ দেশের বইতে আবার চুণ, নীল, হাড়পোড়া

কয়লা দ্বারা যে চিনি পরিষ্কৃত হয়, তাহাও লেখা আছে। বাঙ্গালী সম্পাদকেরা এ সময় যাহাতে এদেশী লোকের মনে ঘৃণা হয়, তাই আঁকিতেছেন। উহা কাজের কথা নহে; কেন না, মিথ্যা দ্বারা সত্য কখনই চাপা থাকিবে না। হিন্দুশাস্ত্রে গো-মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং উহা ভক্ষণে নিষিদ্ধও আছে। পুস্তকের লেখার কথা ছাড়িয়া দিন্, যে সময় যাহা হয়, যাহা চলে, তাই পুস্তকে লিখিত হয়। এখন চিনি পরিষ্কারের ভাল সময়। এদেশী গুড়ও এখন বিদেশী কলের চিনিতে হইতেছে।

ঠাকুরদাদা। সে কি রকম?

নাতি। এ বৎসর পূজার সময় স্বদেশী আন্দোলনে বিলাতী কাপড় ও লবণ বিক্রয় কমিয়া গেলে, কলের চিনি বিক্রয় সে হিসাবে কমিল না। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ঝালকাটি প্রভৃতি স্থানের মহাজনেরা পূজার সময় যে পরিমাণে চিনি লইয়া যাইতেন, এবারও সেইরূপ লওয়াতে উঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম "ইহার কারণ কি?" তাহারা বলিল "মহাশয়! সাঁচীগুড় আমাদের দেশে ৮৲ টাকা মণ। কলের চিনি কেহই খাইতে চাহে না। কিন্তু কলের চিনির মণ ৬৲ টাকা, কাজেই ইহাতে জল ঢালিয়া, জ্বাল দিয়া আমরা এই কলের চিনিতেই গুড় করিয়া দিতেছি। এইরূপ তিন বৎসর করিতেছি। বঙ্গের গুড় এখন কলের চিনিতেই হয়। ইহা করাতে আমাদের আর এক সুবিধা এই যে, চিনি হইতে গুড় করিলে, মণকরা /৫ সের জল বৃদ্ধি হয়; কেন না, গুড় ভিজা দ্রব্য। কোন কোন দেশে ইহার কারখানা হইয়াছে। সবিশেষ তথ্য এবং প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা করিলে আমি দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।"

ঠাকুরদাদা। বলিস্ কিরে! ধর্ম্ম গেল! ধর্ম্ম গেল! ছোলা ভিজানর সঙ্গে আর গুড়ও খাওয়া হবে না। আর দেখাতে হবেনা,—বাঙ্গাল দেশেই বাঙ্গালেরা ইহা করিয়াছে, তা' বুঝেছি! ওরে কে আছিস্, এক কল্‌কে তামাক দে।

রামধন কল্‌কে ফুঁকিতে ফুঁকিতে তামাক দিয়া গেল, ঠাকুরদাদা অন্যমনস্ক হইয়া তামাক খাইতে লাগিল।

নাতি। কল্‌কের উপর দিয়ে যে ধূম বেরুচ্চে! কিছু গন্ধ পাচ্চেন না?

ঠাকুরদাদা। কলিকায় কি পড়েছে?

নাতি। মৃত মানুষের মাংসের কুঁচি দগ্ধ হইতেছে।

ঠাকুরদাদা। হাঁ! সত্য না কি?

নাতি। দেখুন না কেন, এটা কি।

ঠাকুরদাদা। তাইত, কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!!

নাতি। চেঁচাবেন না! কলিকাতার শ্মশানের কয়লা টিকাওয়ালাদের বিক্রয় করা হয়, তাহাতে উহারা টিকা করে। যাহারা মৃতদেহ সৎকার করিতে যায়, তাহারা শেষটা তাড়াতাড়ি জল ঢালিয়া চিতা নিবাইয়া দেয়। ভাল ক'রে পোড়ালে সব জিনিস ভস্ম হ'য়ে যায়, কয়লা থাকে না। কয়লাকেই ভাল ক'রে পোড়ালেই ভস্ম হয়। কয়লার অবস্থায় চিতায় জল ঢালা হয় বলিয়া উহাতে কয়লা হয়, তৎপরে সেই কয়লা বাহিরে আসিয়া টিকা হয়। কলিকাতার টিকা মাত্রেই ঐ শ্মশানের কয়লাতে হয়। এই তামাক নরমাংস কুঁচি দিয়া খাইলে ধর্ম্ম যায় না। শ্রীঃ—

বঙ্গে নূতন তাঁতের ব্যবসায়।

(২১৭ পৃষ্ঠার পর।)

হাতরাসের মাড়োয়ার বণিকেরা চারি লক্ষ টাকা মূলধনে কাপড়ের কল করিবেন। সুমঙ্গলের কথা,—ব্যবসায়ীরা লাগিয়াছেন; চলিলেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চলিলে হতবুদ্ধি!

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মিত্র মহাশয় টানার কল ৫০৲ টাকায় এবং সূতা পাট ও মাড় দিবার কল ২৫৲ টাকায় বিক্রয় করিতেছেন। ইনি ডবল তাঁত যন্ত্র করিয়াছেন, তাহার মূল্য ১৯০৲ টাকা। ১২১/২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ইহার তথ্য লইতে পারেন।

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা,—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস শ্রীরামপুর তাঁত বিক্রয় করেন। মূল্যাদি উক্ত ঠিকানায় জানিবেন।

২৯/৩ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা,—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমলাল দাস তাঁতের এক নূতন সংস্করণ করিয়াছেন; ইহার দক্তি টানিলে কাজ হয়। ৮।৯ ঘণ্টায় ১২গজ কাপড় বুনা হইবে। মূল্যাদি অজ্ঞাত।

হাবড়া জগৎবল্লভপুরে পূর্ব্বে নাকি ১৫০।২০০ তাঁত চলিত। এখনও উক্ত দেশের অনেক স্ত্রীলোক চরকার কাজ জানেন বলিয়া প্রকাশ।

লাভ হচ্ছে ? টাঙ্গাইল কোকডহরার নিকট উৎরাইল গ্রামে শ্রীমহেশচন্দ্র বসাকের তাঁতের কারখানায় ৩০ খানা তাঁত চলিতেছে। শ্রীশরচ্চন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র বণিক এই গ্রামের কাপড় আনিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিতেছে। বাবুরা বল্‌ছেন লাভ হচ্ছে! ভয় নাই।

হাবড়া শালিমারের নিকট মিঃ এণ্ড্রুইল্ কোম্পানীর সূতার কলে বস্ত্রবয়ন আরম্ভ হইয়াছে। সুসংবাদ।

নোয়াখালি শিল্পাগার খোলা হইয়াছে। এইসঙ্গে দুইটী ঠক্‌ঠকি তাঁত আনা হইয়াছে। চালাও কাজ।

তারকেশ্বরের তাঁত চল্‌বে কিছু বিলম্বে। "বস্ত্রবয়ন সভা" হয়েছে, এক একশত টাকা চাঁদা উঠেছে, দু'জন ছেলেকে বস্ত্রবয়ন স্কুলে পাঠান হয়েছে। উহারা তৈয়ারি হইয়া আসিলে, তারপর দশখানা ঠক্‌ঠকি তাঁত চলিবে। এবার তারকেশ্বরের শস্তা গামছা আরও শস্তা হবে।

মিথ্যা খবর নহে। ১২ই মাঘের সঞ্জীবনীতে লেখা হইয়াছে, বিডন বাগানের খোলাস্থানে দাঁড়াইয়া খোলাপ্রাণে ব্যারিষ্টার জে, এন, রায় মহোদয় বলিয়াছেন "আমতার মুসলমান জমিদার মৌলবী ইমাদ মল্লিক মহোদয় তাঁহার জমিদারী মধ্যে লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ফ্লাইশাটল তাঁত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।" ব্যারিষ্টার কখনই মিথ্যা বলেন না, তাহার উপর সঞ্জীবনী ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্র, ইহাঁরা মিথ্যা কখনই বলেন না! অতএব এইবার ম্যানচেষ্টারকে আম্‌তা আম্‌তা করিতে হইবে!

মুস্কিলের কথা। সংবাদপত্রে প্রকাশ, ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা ভারতের এমন ইংরাজ খুঁজিতেছেন যে, যাঁহারা হিন্দিতে কথা কহিতে জানেন, মাল চিনেন এবং বাজারের অবস্থা বুঝেন। কাপড়ের দোকান খোলা হইবে বোধ হয়। তবেই ত মুস্কিলের কথা!

নূতন চরকা।

বরিশাল, চকবাজারের চরকা তথাকার আদর্শ লাইব্রেরিতে বিক্রয় হইতেছে। বরিশাল জেলাতে শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত গুপ্ত মহাশয় তিনটী তাঁত বসাইয়াছেন। ইনি নূতন তাঁত ও চরকা বিক্রয় করেন।

এইত চাই। হারাধন বাগ্দী, সাধুচরণ সরকার আমাদের তাঁত, চরকা আবিষ্কার করিয়া দিবে, আর এদেশের এম্-এ, বি-এ, প্রভুরা তাহা দেখিবেন। এটা ভাল দেখায় কি ? এই দেখুন, হুগলীর জনৈক উকিল বাবু মিহির লাল দাস মহাশয় একরূপ নূতন চরকা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চরকায় সূতাকাটা ও সূতাগুটান দুইটী কাজ এক সঙ্গে হইয়া থাকে।

এই দেখুন, তাঁহার পত্র,—

"আমি যে নূতন উন্নত চরকার আবিষ্কার করিয়াছি, তাহার বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আমাকে নানা স্থান হইতে অনেকে পত্র লিখিতেছেন, সেই জন্য আপনার পত্রে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রচার করিয়া বাধিত করিবেন।

এই চরকা সেলাই-কলের মত পায়ের দ্বারা চলে। পায়ের দ্বারা নিম্নস্থ ফ্লাই-হুইল বিশিষ্ট লোহার ডাণ্ডা ঘুরাইলে, ঐ ডাণ্ডায় আঁটা আর দুইখানি চাকা ঘুরে। উপরে দুইটী টেকোর মত ঘুরিবার কাটী আছে। নিম্নস্থ চাকা দুইখানি উপরিস্থিত কাটির সহিত আঁটা এবং সূতা বা মাল দ্বারা উহাতে যোগ আছে। উপরি উক্ত কাটী দুইটীর মুখে একটী ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া পাঁজ হইতে সূতার খাই ঐ কাটীর সহিত সংবদ্ধ একটী পাখির এক দিকের শেষভাগের ভিতর দিয়া গিয়া, অন্য দিকের শেষভাগের ভিতর দিয়া একটী নলিতে জড়াইতেছে। ঐ নলিটী কাটীর চারি দিকে অল্প অল্প ঘুরিতেছে। একটী ভার নলি হইতে ঝুলিয়া নলিটীকে কাটীর সহিত বেশী ঘুরিতে বাধা দেয়। কাজেকাজেই কাটীটি ঘুরিলে সূতা পাকান হয় ও নলিটী ঘুরিয়া উহা জড়াইয়া লয়। সুতরাং সূতা পাকান ও নলিতে জড়ান একবারে সম্পন্ন হয়। আরও পায়ের দ্বারা চরকা ঘুরাইবার ব্যবস্থা থাকাতে দুই হাতে দুইটী সূতা একবারে কাটিতে পারা যায়।

আমার চরকার কথা শুনিয়া অনেকে ইহা দেখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা উপরি-উক্ত উপরিস্থিত কাটীদ্বারা সূতা কাটা ও জড়ান দেখিয়া যান নাই। তাঁহারা যাহা দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকগুলি দোষ ছিল, কিন্তু এই কাটীকলে সেরূপ দোষ নাই।

সেইজন্য সেই চরকী কলটীর বিবরণ প্রদান করিবার আবশ্যকতা নাই। এই সামান্য পাখীবিশিষ্ট কাটী দ্বারাই চরকীর কার্য্য অধিকতর সুবিধায় সম্পন্ন হইতেছে।

যাঁহারা সাবেক চরকায় সূতা কাটিতে পারেন, তাঁহারা অনায়াসে এই উন্নত নূতন চরকায় দুই খাই সূতা দুই হাতে কাটিতে ও জড়াইতে পারিবেন। প্রথম প্রথম এক খাই সূতা কাটিতে অভ্যাস করিতে হইবে। যাঁহারা ভাল পাঁজ প্রস্তুত করিতে পারেন, তাঁহারা ভাল সরু সূতা কাটিতে পারিবেন। এই চরকায় যাঁহারা এখন সূতা কাটিতেছেন, তাঁহারা পাঁজ প্রস্তুত করিতে জানেন না; সেইজন্য ইহাতে ২০ হইতে ৪০ নং সূতা প্রস্তুত হইতেছে। ইঁহারা সাবেক চরকায় সূতা কাটিতে জানেন না, কাজেই এখনও একহাতে একটী সূতা কাটিতেছেন। একহাতে সূতা কাটায় রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে, দুইহাতে দুইটী সূতা কাটা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে। যাঁহারা সাবেক চরকায় সূতা কাটিতেছেন, তাঁহারা এই উন্নত চরকা পাইলে ৪।৫ গুণ অধিক সূতা কাটিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঠিক বলা যায় না, কিন্তু যদি পাঁজ ভাল করিয়া কোন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে ৮।১০টী সূতা একবারে কাটা যাইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়। এই চরকা ব্যবহার করিতে করিতে ইহা হইতেই ভবিষ্যতে উন্নতি হইবে, এইরূপ আশা আছে।

দেশের উপকারের জন্য এইরূপ উন্নত ও নূতন চরকা নির্ম্মাণ ও তাহার দ্বারা তূলার সূতা প্রস্তুত করা নিতান্ত আবশ্যক। সামান্যভাবে বাঁশের দ্বারা একটী উন্নত চরকা প্রস্তুত করিলেও কিছু কিছু কাষ্ঠ ও লৌহ আবশ্যক। সেই বাঁশের তৈয়ারী এই নূতন চরকায় ৫৲ টাকা আন্দাজ ব্যয় হয়। ভাল করিয়া লৌহ ও সমস্ত কাষ্ঠ দিলে প্রায় ২০৲ টাকা পড়ে। এই চরকা দেখিলেই সকলে নিজে নিজে প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহা তৈয়ার করা অতি সহজ। একটী চরকা কিনিয়া লইয়া যদি উপকার বোধ হয়, তাহা হইলে ঘরে ঘরে এইরূপ চরকা প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হওয়া উচিত। বাস্তবিক পূর্ব্বে ঘরে ঘরে চরকায় সূতা কাটা হইত, এখন তাহা সহরে গল্পকথা হইয়াছে। হুগলী বারদ্বারীতে আমার বাসায় আসিলে সকলেই এই চরকা পাইবেন। কেহ লইতে ইচ্ছা করিলে ৫৲ টাকায় একটী বাঁশের ফ্রেমের এইরূপ চরকা পাইতে পারিবেন।”

মহাজনবন্ধু, মাসিকপত্র।
৫ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩১২।

মহাজন ও গ্রাহক।

স্বদেশী আন্দোলনটা কি? মহাজন ও গ্রাহকে বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া। মহাজন কাহারা? এক্ষেত্রে “রামের গুরু শিব এবং শিবের গুরু রাম।” কেন না, আমদানি মালের মহাজন উহারা, এবং রপ্তানি মালের মহাজন আমরা অর্থাৎ বিদেশী বণিকেরা কখনও আমাদের মহাজন, কখনও আমাদের গ্রাহক; আমরাও উহাদের কখনও গ্রাহক, কখনও বা উহাদের মহাজন।

“কৃষিশিল্পের উন্নতি করিব” বলিলে, এই উভয় সম্প্রদায় আনন্দিত হইবেন, ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে গেলেই এই উভয় দলই গোলযোগ করিবেন এবং সেই গোলযোগে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। ইহা রাজা যেমন বুঝেন, এদেশী সংবাদপত্রের (অনেক) সম্পাদকেরা তাহা বুঝেন না। ব্যবসায়ীরা স্বদেশী আন্দোলন কেন ভালবাসে, জানেন? দেশে দ্রব্য অধিক হইবে, দেশশুদ্ধ লোক ব্যবসায় করিবে; ইহাতে দেশে অনেক টাকা আসিবে, তাই আমাদের আনন্দ। কিন্তু যদি আপনারা গ্রাহক ভাঙ্গাইবার মৎলব স্বদেশবাসীকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে অনেক দীন দুঃখীর অন্নমারা যাইবে, দেশে টাকা আসিবার পথ রুদ্ধ হইবে, দেশ গরীব হইবে। ইহাতে রাজা প্রজা উভয়ের অমঙ্গল হইবে। স্বদেশী দোকানদার ও মহাজন! তোমরা সতর্ক হও। বাবুদের এবং তোমাদের সাধের সংবাদপত্রগুলিকে এ সময় বুঝে লও। ইহারা তোমাদের নষ্ট করিবার মৎলব স্বদেশবাসীকে দিতেছে!

আমাদের দেশে একদল সম্পাদক প্রত্যহ নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত। ইহারা মনে করেন, তাঁহারাই স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ত্তা। গাঁয়ে মানেনা, আপ্‌নি মোড়ল! অতএব তাঁহাদের মতের এদিক ওদিক কেহ কিছু বলিলে, আর নিস্তার নাই, গালি দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা যদি উদ্ভাবক হয়েন হউন, আমরা কিন্তু উহার প্রতিপালক। এস্থলে বুঝা উচিত, উদ্ভাবনকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তার অনেক প্রভেদ। এত প্রভেদ যে, উহা দুই

মতবিশিষ্ট দুইটী দল। উদ্ভাবনকর্ত্তারা যদি পালনকর্ত্তাদের গালি দেন, তাহা হইলে তাঁহারা ছাড়িয়া কথা কহিবেন কেন? তাঁহারাও নিশ্চয়ই বলিবেন "আজ এই কর, কাল এই কর, তৎপর দিন এই জন্য চাঁদা দাও, তারপর দিন আবার অন্য বিষয়ে চাঁদা দাও।" থামুন! রোজ রোজ নূতন নূতন কথা বলিলে লোকে কোন্‌টা ধরিবে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। পালন করিবার জন্য স্থির হইয়া বুঝিবার সময় আমাদের দিউন। ব্যবসায়ীরা পালনের দলের লোক। তাঁহারা তোমাদের থিওরী রোজ রোজ শুনিতে চাহেন না। আর এই জন্যও তোমাদের স্বদেশী আন্দোলন শীঘ্রই ঘুচিয়া যাইবে, অথবা মত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। দেশের লোকে তোমাদের মতে কাজ করিতে গেলেই, আমাদের মতে আসিতে হইবে। হুজুকে লোকের কথা ধরি না! লবণ বিষয়ে তোমরা যে কিরূপ বিশৃঙ্খল ঘটাইয়াছ, প্রবন্ধান্তরে লবণ-ব্যবসায়ীরাই সে সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিলাম। কোন সংবাদপত্রে ঠকঠকি তাঁতের কাপড় ১৷৷০ দেড় টাকা জোড়া বিক্রয় হইতেছে বলা হইয়াছিল, কিন্তু বাবু শীতলদাস রায় রাধানগর হইতে ধরিয়া বসিয়াছেন "উহা কিরূপে হয়, বুঝাইয়া দিউন।" ইনি ২৷৷০ আনার কমে পড়তা করিতে পারেন নাই। এইরূপ ব্যবসায়ীরা উহাদের ধরিয়া বসিলেই দেশের পক্ষে সুমঙ্গল। কোন সংবাদপত্রে লেখা হইয়াছে,—

"প্রায় প্রতি বৎসরই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে; অথচ এদেশে শস্য যে অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। তথাপি ভারতবাসী দুর্ভিক্ষে, অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ শস্য বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, অথচ রাজা তাহার কোন প্রতিকার করেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন বিখ্যাত বণিক্ বলিয়াছিলেন যে, যদি এক বৎসর ভারতবর্ষ হইতে তণ্ডুল, গোধূম রপ্তানি বন্ধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় এক টাকা, দেড় টাকা মণ চাউল বিক্রয় হয়। কিন্তু রপ্তানি বন্ধ করিবে কে? আমাদের দেশে যে প্রকার দুর্ভিক্ষ হয়, অন্য কোন দেশে সে প্রকার দুর্ভিক্ষ হইলে কর্ত্তৃপক্ষ রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিতেন, সন্দেহ নাই; অন্ততঃ রপ্তানি-শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া সকল প্রকার শস্য রপ্তানির দ্বার সঙ্কুচিত করিয়া দিতেন। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্ট শস্য রপ্তানি

বন্ধ করা দূরে থাকুক, শস্যের রপ্তানি-মাশুল বৃদ্ধি করিতেও সম্মত নহেন। অবাধ-বাণিজ্যের দোহাই দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অবাধে কোটী কোটী দরিদ্রের মুখের গ্রাস হরণ করিয়া বিদেশী বণিকদিগের হস্তে প্রদান করিতেছেন।"

উত্তরে আমরা বলি, ইহা নূতন কথা নহে। বঙ্গদেশের বাবুরা বরাবর ঐ কথা বলেন। চাউল, গোধূমের রপ্তানি বন্ধ হইলে, ভারত সুস্থ হইবে, আর দুর্ভিক্ষ হইবে না। আমরা ইহা মনে করিনা; কেননা, আতপ চাউল বন্ধ হইয়াছে, তবু উক্ত চাউল শস্তা হয় না কেন? চিনি ও কাপড় বিদেশে আর যায় না, তবু উহা শস্তা হয় না কেন? চাউল রপ্তানি বন্ধ হইলে শেষে ধানচাষের কাজটাও বঙ্গ হারাইবে। এদেশে দুর্ভিক্ষের কারণ শস্য নহে, টাকা। দেশে শস্য থাকে, কিন্তু গরীবেরা তাহা দুর্ম্মূল্য বলিয়া ক্রয় করিতে পারে না; এইজন্য উহাদের খাটাইয়া অর্থ দানপূর্ব্বক উহাদের অন্নকষ্ট ঘুচাইতে হয়, এই প্রথাকে রিলিফ-ফণ্ড বলে। পৃথিবীতে তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল; তবু গ্রীষ্মকালে শুনা যায়, অমুক অমুক স্থানে লোকের জলকষ্ট হইয়াছে। ইহা কেন হয়? কারণ অনুসন্ধান করুন! ঠিক ঐ কারণে দুর্ভিক্ষও স্থানে স্থানে হইয়া থাকে। ভারতে দুর্ভিক্ষ হওয়া নূতন নহে, জগতেও এব্যাধি নূতন নহে, মুসলমান রাজত্বে ও হিন্দুরাজত্বে সকল সময়েই ভারতে দুর্ভিক্ষ ছিল, জগতেও ছিল! "চাউল, গম রপ্তানি বন্ধ হইলে আবার বঙ্গে দেড়টাকা মণ চাউল হইবে" কোন্ মহাজন বলিয়াছেন? তাঁহার নামটী শুনিতে পাই কি? নিশ্চিতঃ তিনি এ সকল তথ্য কিছুই বুঝেন না। রামকৃষ্ণপুর, বেলেঘাটা, কুলপীরঘাট, হাটখোলা, উল্টাডিঙ্গি প্রভৃতি স্থানে বঙ্গের চাউল আমদানী হয়, ঐ সকল স্থানের মহাজনদিগের দেশী ও বিদেশী গ্রাহক আছেন। দেশী গ্রাহকে খাইবার জন্য কত চাউল লয়েন, তাহা আমরা বিশেষরূপে জানি। বিদেশী গ্রাহক না থাকিলে, ঐ সকল কাজ নষ্ট হইয়া যাইবে, বহুলোকের অন্নমারা যাইবে। দুর্ভিক্ষ থামাইতে গিয়া আরও উহার বৃদ্ধি হইবে,—ভাল চোখ, কানা হইবে। ইহার প্রকৃত তথ্য আমাদের অপেক্ষা, আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ভাল বুঝেন নিশ্চিত! আমাদের মতে তিনি একদিন রাজ্য পরিচালিত করিলে, ঐ দিনেই দেশ রসাতলে যাইবে। কেন না, আমাদের স্বার্থ সংকীর্ণ এবং আমাদের বুদ্ধি ক্ষুদ্র এবং দোষে পরিপূর্ণ। হায়রে হিন্দুসমাজ! তুমি যদি একবার

গা'ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বল, "মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, জেলের আসামী-দিগকে হিন্দুসমাজ নেতা করিতে চাহেনা।" হিন্দুশাস্ত্রে বলে, জেলে গেলে, প্রায়শ্চিত্ত ক'রে বাড়ী ঢুকিতে হয়; আজ সেই সমাজের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! ঘোষণা করা হইতেছে, "বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ কর।" সেই ব্যবস্থাপত্রে মুসলমান ও শূদ্র সামাজিক প্রথায় ব্যবস্থা দিতেছেন, স্বাক্ষর করিতেছেন! কেন না, ভাই ভাই এক হ'য়েছেন! বঙ্গবাসী ইহাতে কথা কহেন না। কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লির ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক গেলেন, উহাদের মক্কা, মদিনার মৌলবীও গেলেন, দুই কুলের মুখে কালি দিয়া বাবুসমাজ—মুসলমান ও হিন্দু, সমাজের নেতা হইয়াছেন! এবিষয়ে টেলিগ্রাফের পাঁচুকড়ি বাবু ঠিক বলিয়াছেন, "হিন্দু হিন্দুর মত হউন, মুসলমান প্রকৃত মুসল-মান হউন, তাহা হইলেই বিরোধ ঘুচিবে। গীতা, কোরাণ, বাইবেল এক সুরের জিনিষ। উচ্চের আচার ও শাস্ত্র এক, নিম্নের ব্যবহারিক শাস্ত্র কখনও এক হইতে পারে না। হিন্দু মুসলমান ত দূরের কথা; এখানে পিতা পুত্রে স্বতন্ত্র! মুখে বলে, এক হ'তে পারি, আচার-ব্যবহারে তাঁহারা এবং আমরা কি ক'রে এক হইব? বিবাহের আদান-প্রদান ভিন্ন হিন্দু মুসলমানে এক হইবে না; এ পক্ষে বরং ইংরাজ এবং হিন্দুতে এক হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ইউ, কে, দত্ত প্রভৃতি বিলাতি বিবি বিবাহ করিয়া, হিন্দুসমাজে উঠিয়া জগদ্ধাত্রী পূজা করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের বুদ্ধিতে ত আমাদের সমাজকে এইরূপ দাঁড় করাইতেছি। দেশটাকে সাবেকী করিতে হইলে সমাজটাকেও সাবেকী করিতে হইবে! এই বুদ্ধিতে একদিন রাজ্য চালাইলে, দেশশুদ্ধ লোকে আল্লা, মধুসূদন ও যীশু বলিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িবেন!

তাহা হইলে, দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা চিন্তাতীত! ইহাঁরা রাগিয়া গালি দিবার পক্ষে এক এক জন নেপোলিয়ন অপেক্ষা বীরপুরুষ হয়েন! ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের রাজ্য বলিয়া তাই রক্ষা, নচেৎ ইহারা রাগিয়া একদিনে অনেকের হাতে মাথা কাটিয়া দিতে পারেন। জিজ্ঞাসা করি, গবর্ণমেণ্ট কি ঠিক তোমাদের মত রাগি এবং গালিবাজ মহাত্মা বীরপুরুষ হইবেন? তোমরা বলিবে "শস্য রপ্তানি বন্ধ হউক।" গবর্ণমেণ্ট বলিবেন "তথাস্তু।" তোমরা বলিবে "এদেশী দোকানদারের বিলাতী কাপড় এবং লবণ লুট করা হউক।" গবর্ণমেণ্ট বলিবেন "তথাস্তু।" তোমরা বলিবে "জেল-কয়েদীগুলাকে খালাস দিয়া মেডেল

দেওয়া হউক।" গবর্ণমেণ্ট বলিবেন "তথাস্তু।" কেমন? তোমাদের মতে না গেলেই সে গবর্ণমেণ্ট ভাল নহে, এইত তোমাদের মনের কথা?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দোকানদারের গ্রাহক নষ্ট করিবার পরামর্শ দিলেই আমাদের কথা কহিতে হইবে। কাপড়, লবণ, চাউল, গম প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যের গ্রাহক এবং মহাজনে বিবাদ বাধাইবার পরামর্শ দিবেন, কিন্তু যাহাতে এদেশে শস্তায় দ্রব্য করা যায়, সে মৎলব দিবেন না। কেবল বিশৃঙ্খল মৎলব বাহির করিবেন, অথচ এদেশের লোকে কথা কহিবে না। সেদিন একজন নরকময় স্থানে দরবার করিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন "আমরা টাউন-হলে যাব না।" কেন না, সে যে বিষ্ঠাবন নহে! যেমন প্রবৃত্তি, তদনুযায়ী বক্তৃতার মাঠও হইয়াছিল। বক্তৃতার একস্থানে বলা হইল "আমরা ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে চাহিনা।" কেন রে বাপু! আমরা স্বদেশের কৃষিশিল্পের উন্নতি করিতে চাহিতেছি, আমরা কি রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছি? সাধে কি বলি "তিতুমীর কেল্লাজয়!" হিন্দুশাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, ঘুরে আসেন; আমরা বলি, কেবল ঈশ্বর নহেন, তাঁহার জগতের সবই তাঁহার সঙ্গে ঘুরে আসেন,—এবার তিতুমীর ঘুরে আসিয়াছেন। গোলাত খাঁ ডালা! এই যুদ্ধের বীর পুরুষেরা পর্য্যন্ত যুদ্ধা-বসানে পারিতোষিক পাইয়াছেন! ইহা সে যুগের তিতুমীর দিতে পারিয়া-ছিলেন কি? গবর্ণমেণ্ট ধরুন, শস্যের উপর অতিরিক্ত কর স্থাপন পূর্ব্বক এদেশী চাউল, গম রপ্তানি বন্ধ করিলেন। তারপর, রেলের এবং জাহা-জের ভাড়া কোথায় যাইবে? ধরুন, চাউলের উপর মণকরা এদেশী কোম্পানীরা পাঁচ আনা ভাড়া লয়েন, জাহাজের ফ্রেট বাজার অনুসারে কখন ১৷৵০ আনা হয়, কখনও ৷৷৶০ আনা হয়। এই দুই বাবুদই বেশী; গবর্ণমেণ্ট কি লয়েন? মণকরা ৶০ আনা মাত্র। গবর্ণমেণ্ট যদি ৶০ আনাস্থলে ১৲ টাকা ডিউটী করেন, তখন রেল ও জাহাজের কাজে ক্ষতি হইবে, কাজেই তাহারা দর কমাইয়া দিবে। তখন কি হইবে? তৎপরে আমাদের ভারত-বাসী যাঁহারা বিদেশে আছেন, তাঁহারা যে তথায় অন্নবিনা মারা যাইবেন। তাহার কি হইবে? এদেশী লোকে না হয় শস্তায় চাউল পাইল, (ইহা হইবে না নিশ্চিত, কেবল তর্কের খাতিরে বলা হইতেছে) মরিশস্, কলম্বো, পোর্টব্লেয়ার, এডেন ও নেটালের ভারতবাসী কি খাইবে? কেননা, আমরা ত খাই, তাহারা চুলায় যাউক। ইহাই ত বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কের কথা!!

বঙ্গবাসী! শ্রমসহিষ্ণু হও। কার্য্য কর; বৃথা-পরিশ্রম ফুটবল, জিবনাষ্টিক করিয়া দেহের বল করার ন্যায় শস্যক্ষেত্রের মাটী কোদলান তোমাদের খেলা হউক। এমন পরিশ্রম কর, যাহাতে আমোদ হয়, অথচ দেশের কাজ হউক। মাতৃভাষায় পণ্ডিত হও। বিদেশীর সহিত মিশিবার মত বিদেশী ভাষা শিক্ষা কর। জাতি দিও না, ধর্ম্ম দিও না। মাতৃভূমির পরিচ্ছদ এবং খাদ্য ত্যাগ করিও না, বিদেশে গিয়া ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিও। ইংরাজ আমাদের দেশে আসিয়া কয়জন বাঙ্গালী হইয়াছেন? কিন্তু আমরা যে কয় জন উহাদের দেশে গিয়াছি, সেই কয়জনই বোধ হয় সাহেব হইয়াছি। ইহা ভাল নয়। সত্য অনুসন্ধিৎসু হও, বৈজ্ঞানিক হও, তবে এ দেশোদ্ধার হইবে। পূর্ব্বে ভারতের চিনি জর্ম্মনে যাইত, বিলাতী বিবাদে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উহাদের চিনি দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। তখন জর্ম্মন কি বলিয়াছিল? "না দেন, না দিবেন।" এই বলিয়া সে দেশের বৈজ্ঞানিকেরা বীট পালন শাকের শিকড় হইতে কিছুদিন মধ্যে এমন অপর্য্যাপ্ত চিনি বাহির করিলেন যে, তাহাতে স্বদেশের অভাব মোচন পূর্ব্বক এক্ষণে সেই বীট-রুট-সুগার জগতের লোককে খাওয়াইয়া অর্থার্জ্জন করিতেছেন। ইংরাজ সেই অবধি ঠেকিয়া শিক্ষা পাইয়াছেন। এক্ষণে বীট চিনির জন্য ইংরাজ রাজের সকল দেশের শর্করা-শিল্প হীনপ্রভ হইয়াছে। ঐ ভাব ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে দেশোদ্ধার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

এখনও প্রেসের কালি আমাদের হয় নাই। তবু বিদেশী কলবল আমরা চাহিতেছি। যদি যথার্থ বিদেশী দ্রব্যে ঘৃণা হইয়া থাকে, বিদেশী প্রেস ফেলিয়া দাও, স্বদেশী বুদ্ধিতে করিয়া লও। কাপড়ের খরচাপেক্ষা এখন আমাদের কাগজের খরচ অধিক হইয়াছে। স্বদেশী বুদ্ধিতে কাগজের কল করিয়া লও। কেবল ঠকঠকি তাঁত নহে—এদেশী সমুদয় কল স্বদেশী বুদ্ধিতে করিতে হইবে, তবে ভারত স্বপদে ভর দিয়া দাঁড়াইবে। আবশ্যকীয় দ্রব্য এত করিতে হইবে যে, স্বদেশের অভাব মোচন পূর্ব্বক উহা বিদেশীকে বিক্রয় করিয়া স্বদেশে টাকা আনিতে হইবে; সেই চেষ্টা কর। দোকান লুট ক'রে কিছু হবে না, বড় শক্ত গবর্ণমেণ্ট—জেলে দিবে। শস্তায় দ্রব্য কর, তাহা হইলে সেই দ্রব্যে স্বতঃই ভারতের সকল দোকান পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখনই ভারত হইতে বিদেশী দ্রব্য দূরে পলাইবে। কৃষিকার্য্য বৃদ্ধি কর। প্রচুর শস্য যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহার চেষ্টা কর। বৈদেশিক বণিক যাহা

চায়, তাহা প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় কর; দেশে টাকা আসুক। যখন শুনি, বঙ্গের ৩৲ টাকা মণের চাউল, নেটালে ১৫ হইতে ২০ শিলিং দরে দুই মণের প্রতি বস্তা বিক্রয় হয়, তখন ভাবি, উহাদের দেশে টাকা কত! (১ শিলিং এদেশী বার আনা) ২০ শিলিং হইলে প্রতিমণ চাউলের দাম হয় ৭৷৷০ টাকা! ৩৲ টাকার চাউল ৭৷৷০ টাকা দিয়া সে দেশের দরিদ্রেরা অন্ন ভক্ষণ করে, অথচ সে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না; বঙ্গের চাউল না গেলেই তথায় দুর্ভিক্ষ হয়।

আমাদের দেশের লোক ঐরূপ বড়লোক হউক। এদেশী দীন দরিদ্রেরা যেন ৭৷৷০ টাকা মণ চাউল হাসিতে হাসিতে ক্রয় করিতে পারে। এত জিনিষ উহাদের বিক্রয় কর যে, দেশে যেন ঐরূপ টাকা আইসে। এদেশে শস্য আছে, টাকা নাই। কেবল বিদেশে মাল বিক্রয় করিবার পন্থা দেখ। "টাকা এদেশে আসুক!" এই বুদ্ধি ভগবান এদেশীকে দিউন।

দেশালায়ের কারখানা।*

(২০২ পৃষ্ঠার পর।)

কাঠির মসলা প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

প্রথমে ৬ আউন্স সিরিস জলে ভিজাইয়া (১২ ঘণ্টা) রাখিতে হয়, পরে যখন বেশ গলিয়া যাইবে, তখন এক পাত্রে জল গরম করিয়া ঐ জলের উপর সিরিসের পাত্র রাখিয়া ফুটাইতে হইবে। সিরিস গরম থাকিতে থাকিতে ক্লরেট অব পটাস ঢালিয়া দিতে হইবে, অবশ্য পূর্ব্বে উহা ভাল

* শুভ-সংবাদ। দ্বারকানাথ বাবু প্রভৃতির কৃপায় কলিকাতার অনেক পাড়ার ছেলেরা দেশালাই তৈয়ারী করা শিখিয়া আসিয়া, বিদেশী দেশালায়ের পড়তায় শস্তা করিতে পারিতেছে না বলিয়া অনেকস্থলে অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকে। শুনিয়া সুখী হইলাম, ২১/২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাবু রাধাকিশোর সিংহ মহাশয় দেশালায়ের বাক্স করিবার কলের কয়েকটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, সুলভে দেশালায়ের বাক্স তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। মঃ বঃ সঃ।

করিয়া গুঁড়াইয়া লইতে হইবে। সিরিসের সহিত ক্লরেট অব্ পটাস উত্তমরূপে মিশিয়া গেলে বাকীগুলি এক এক করিয়া মিশাইতে হইবে। উত্তমরূপে মিশানই প্রধান কার্য্য, না হইলে সকল কাটি জ্বলিবে না। মিশান হইলে উহাকে পিসিয়া ফেলিতে হইবে। বড় বড় কারখানায় পিসিবার বড় কল আছে, কিন্তু আমরা এত বড় কলের কথা বলিব না। অল্প মাত্রায় মসলা তৈয়ারি করিয়া খলে করিয়া পিসিয়া লইলে চলিতে পারে, কিন্তু যেমন তেমন পেসা হইলে চলিবে না, খুব ভাল করিয়াই পিসিতে হইবে। এমন কি পৃষ্ট মসলা বৃদ্ধ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দিয়া তুলিয়া রগড়াইলে, যেন একটুও খিঁচ বোধ না হয়। যাহাকে মাখমের মত পেসা বলে, তাহাই আবশ্যক। যাহার খল নাই, বড় খোরা পাথর আর একটি পাথর বাটী দিয়া পিসিলেও চলিতে পারে। একখানা বড় লোহার কড়ায় মসলা রাখিয়া একটি বড় নুড়ি দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া রগড়াইলে মন্দ হয় না; কিন্তু অতি সাবধানে পিসিতে হইবে, যেন জোরে চাপিয়া ধরা না হয়। জোরে চাপিয়া ধরিলে জ্বলিয়া উঠিবে ও হাত পুড়িয়া যাইবে; অতি অল্প জ্বাল দিয়া আস্তে আস্তে পিসিতে হইবে।

এইবার মসলা মাখাইবার কথা। মসলা গরম না থাকিলে জমিয়া যায়, সুতরাং একটি লোহার বা পাথরের চাতালের উপর মসলা বিছাইয়া দিতে হইবে ও কোন উপায়ে গরম রাখিতে হইবে। কাঠি ডিপ (চোবান বা মাখান) করিবার সময় মধ্যে মধ্যে মসলা ঘাঁটিয়া লইতে হইবে, না লইলে মসলার কতক অংশ নীচে বসিয়া যাইবে ও কতক উপরে ভাসিয়া উঠিবে। তাহা হইলে মসলা পৃথক হইয়া পড়িবে, কাঠির মুখে সমস্ত মসলা সমান ভাগে লাগিবে না; সুতরাং জ্বলিবারও প্রতিবন্ধক হইবে। এই প্রকার লোহার চাদরের নাম ডিপিং টেবল (Dipping table)। আমরা অতি অল্প মূল্যের ডিপিং টেবল তৈয়ারি করিয়াছি এবং দেশালাই কাঠি তৈয়ারি করিবার, সিরিস জ্বাল দিবার ও অন্যান্য অনেক প্রকার যন্ত্র তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছি। যাঁহার আবশ্যক হইবে, আমাদিগের নিকট পাইবেন। কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও দেখাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি।

বাক্সের মসলা।

অ্যামরফস্ ফস্ফরাস ১৬ ভাগ, ৯ ভাগ হাতসওয়া গরম জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে, পরে অল্প অল্প করিয়া খড়ির গুঁড়া মিশাইতে

হইবে। খড়ির গুঁড়া দিবা মাত্র টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিবে; তাহাতে ভয়ের কারণ নাই। আট ভাগ খড়ির গুঁড়া যথেষ্ট। পরে গঁদের জল ঢালিয়া দিবেন ও নাড়িতে থাকিবেন। গঁদের জল করা অতি সহজ, যৎসামান্য জলে গঁদ গুলিয়া লইলেই হইল। এণ্টিমনি ও বাইক্রমেট শেষে মিশাইয়া দিতে হয়। এই মসলা মাখাইবার জন্য বুরুষ ব্যবহার করিতে হয়, কেবল বাক্সের গায় বুরুষ দিয়া মাখান হইলেই হইল। কিন্তু সর্ব্বদাই একটি কাঠি দিয়া ঘাঁটিয়া লইতে হইবে, না লইলে কতক অংশ নীচে জমিয়া যাইবে। কাঠির ও বাক্সের মুখে মসলা মাখাইয়া অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা ছায়ায় শুখান চাই।

ভালকথা, কাঠিতে মসলা মাখাইবার পূর্ব্বে কাঠিগুলি গরম করিতে হইবে এবং প্যারাফিন নামক এক প্রকার গলন্ত মোমে ডুবাইয়া লইতে হইবে। প্যারাফিন না দিলে কাঠি জ্বলিয়াই ফুস্ করিয়া নিবিয়া যাইবে, কাঠিতে আগুন লাগিবে না। বাজারের কতকগুলি দেশালাই এই প্রকার দোষে দূষিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্যারাফিন অধিক হইলে মসলা খসিয়া পড়িবে। কাঠি বেশ করিয়া গরম করিয়া লইলে প্যারাফিন অল্প লাগিবে এবং প্যারাফিন লাগাইয়া ভাল করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। কাঠির ভিতর যেন প্যারাফিন প্রবেশ করিয়া থাকে, গায়ে প্যারাফিন থাকিলে মুখের মসলা খসিয়া পড়িবে।

প্যারাফিন কি, হয়ত অনেকে জানেন না। আজ কাল এক প্রকার বাতি বাজারে পাওয়া যায়, উহা মোমেরও নয় বা চর্ব্বিরও নয়, উহাই প্যারাফিন বাতি। কলিকাতার নর্থ ওয়েষ্ট সোপ কোম্পানী প্রভৃতি অনেকেই এই বাতি তৈয়ার করেন। তাহা ছাড়া বড়বাজারে অনেক ঔষধের দোকানে পিপায় করিয়া প্যারাফিন পাওয়া যায়, দাম খুব শস্তা।

এখন বলি, সেফটি ম্যাচ্ করা একটু কঠিন। উপরোক্ত ব্যাপার লিখিতে যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করিতে তত সহজ নহে। মসলাগুলি পৃথক পৃথক চূর্ণ করিতে হইবে, জিনিষ উৎকৃষ্ট হওয়া চাই; ভাল চিনের সিরিস ব্যতীত অন্য সিরিস তত ভাল নহে। সিরিস অগ্নি-সংযোগে জ্বাল দিলে তলায় জ্বলিয়া যাইবে, মসলার জোর হইবে না; গরম জলের উপর জ্বাল দিতে হইবে। একটি বাটী করিয়া ময়দা গুলিতে হইবে ও কাঠের হাতা দিয়া উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। সবগুলি মিশান হইলে উহাকে উত্তমরূপে খল করিতে

হইবে। খল করা কম হইলে সামান্য জলো হাওয়া লাগিলেই দেশালাই স্যাঁত সেঁতে হইয়া যাইবে। যাঁহারা সামান্য কষ্ট-স্বীকার না করিয়া অল্প পেষণে মসলা তৈয়ার করেন, তাঁহাদিগের দেশালাই অতি সামান্য কারণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। খল করিবার বিষয়ে কৃপণতা করা উচিত নহে।

এইজন্য বলিতেছি, প্রথমে সেফটি ম্যাচ না করিয়া সালফর ম্যাচ করা উচিত, ইহা সহজে তৈয়ার হইবে এবং ইহাতে অপেক্ষাকৃত খরচও কম।

সাল্‌ফর ম্যাচ।

কাঠির জন্য।

ষ্টিক ফস্ফরাস (stick phosphorus)	...	১১ বা ১২	ভাগ।
হোয়াইট জিঙ্ক (white zinc)	...	৫ বা ৬	ভাগ।
কাঁচের গুঁড়া	... ...	২ বা ৩	ভাগ।

মেটে সিন্দুর আবশ্যক মত।

বাক্সের জন্য—সিরিস ও কাঁচের গুঁড়া।

গরম জলে পূর্ব্বের ন্যায় সিরিস গুলিয়া উহাতে ফস্ফরাস ছাড়িয়া দিবেন। ফস্ফরাস গুলিয়া গেলে জিঙ্ক হোয়াইট ও কাঁচের গুঁড়া দিয়া নাড়িতে থাকিবেন, পরে রং করিবার জন্য আবশ্যকমত মেটে সিন্দুর দিতে হইবে। সাবধান, গরম করিবার সময় ষ্টিম-বাথে গরম করিতে হইবে অর্থাৎ একটি পাত্রে জল গরম করিয়া উহার উপর মসলার পাত্র রাখিয়া দিতে হইবে। মসলার পাত্র অগ্নির উত্তাপে না রাখিয়া জলের উত্তাপে পাক করিবেন, উহাই ষ্টীম বাথ ; অগ্নি লাগিলে ভয়ানক শব্দ হইয়া পুড়িয়া যাইবে।

গরম গরম মসলায় গন্ধক-মাখান কাঠি ডুবাইয়া লইলেই দেশালাই হইল।

গন্ধক মাখানও অতি সহজ,—একটি ধাতু-পাত্রে গন্ধক অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লইতে হইবে এবং কাঠিগুলি একটু গরম করিয়া গন্ধকে ডুবাইয়া ঝাড়িয়া লইলেই গন্ধক মাখান হইল। কেহ কেহ গন্ধকের গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া প্যারাফিন দিতে বলেন। কিন্তু গন্ধকের অপেক্ষাকৃত মূল্য কম বলিয়া গন্ধক দেওয়াই শ্রেয়। এই দেশালাই যেখানে ইচ্ছা, সেখানে ঘসিলে জ্বলিয়া উঠিবে। যাঁহারা বাক্সে ঘসিয়া লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বাক্সের উপর সিরিস ও কাঁচের গুঁড়া মাখাইয়া দিতে পারেন।

শ্রীদ্বারকানাথ কর্ম্মকার।

বঙ্গে নূতন তাঁতের ব্যবসায়।

(২৫৪ পৃষ্ঠার পর।)

ঢাকা, ইছাপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, যোগীগণ ৴১০ দুই পয়সায় প্রতি হাত বস্ত্র বয়ন করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছে ; অতএব সূতা দিলে ॥৵০ আনায় ১ জোড়া ১০ গজ উৎকৃষ্ট কাপড় পাইবার উপায় হইয়াছে।

মিষ্টার হেভেল সাহেব স্থির করিয়াছেন, বঙ্গদেশের পক্ষে শ্রীরামপুরের ঠক্‌ঠকি তাঁতই (যাহার ছবি মহাজনবন্ধুতে মাঘ মাসে দেওয়া হইয়াছে) প্রশস্ত। ঐ তাঁতে ৬০ নম্বর হইতে ১২০ নম্বরের সূতায় বস্ত্র বয়ন হইবে।

কোট ও সার্টের জন্য মোটা কাপড় বুনিতে হাটারশ্লির তাঁত এদেশের পক্ষে উপযোগী। উহাতে ৮ নম্বরের সূতায় ৮ ঘণ্টায় ৫০ গজি ২৮ ইঞ্চি বহরের এক থান প্রত্যহ বয়ন হইবে।

চন্দননগরের, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় আবার এক নূতন ধরণের ঠক্‌ঠকি তাঁত করিয়াছেন, ইহার নাম দিয়াছেন "পেডেল-লুম" ; মূল্য ১২৫৲ টাকা। কল বিশেষ জটিল নহে। ৯ ঘণ্টা পরিশ্রমে ৪০ নম্বর সূতায় প্রত্যহ ৪ খানি কাপড় হয়।

পাঞ্জাব ও লাহোর হ্যাণ্ডলুমের কারখানা,—শ্রীযুক্ত এম, কিশোণ সিংহ। ইঁহার তাঁতে মোটা কাপড়, ছিট প্রভৃতি সুন্দর হয়। মূল্য ৯৯৲ হইতে ১৫৬৲ টাকা। ইনি টানা দিবার কল করিয়াছেন, মূল্য ৭০৲ টাকা।

পাবনা, রাঘবপুরে—শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন বসাক ৩৬ খানা ঠক্‌ঠকি তাঁত বসাইয়া বস্ত্রের কারখানা করিয়াছেন। চল্‌ছে ভাল। জাতকাঠে পড়েছে। এইত চাই।

ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "ঢাকার জাতীয় বিদ্যালয়" করিতেছেন। এই স্কুলে কয়েকটী তাঁতযন্ত্র বসান হইতেছে।

নোয়াখালি, সন্দ্বীপ। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস মহাশয় ঠক্‌ঠকি তাঁতের স্কুল করিয়াছেন।

নদীয়া, দামুকদিয়া। শ্রীযুক্ত ডাক্তার দীনবন্ধু মুজুমদার মহাশয় ৫ খানি ঠক্‌ঠকি তাঁত তাঁহার বাটীতে বসাইয়াছেন।

ঝোড়হাট, সাঁথরাইল হাবড়া। শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন, "ঠক্‌ঠকি তাঁত বিক্রয়ের কারখানা করিয়াছি, সেগুণ কাষ্ঠের ফ্রেমের ঠক্‌ঠকি তাঁত ২৯৲ টাকায় দিতেছি। অটোমেটিক শাটল খুব শস্তায় ২৷৷০ টাকা মাত্র লইয়া দিতেছি।"

চুচুড়া, হুগলী। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সোম, বাহাদুর বটেন। ইনি বড় মজার ঠক্‌ঠকি তাঁত করিয়াছেন। ইহার তাঁত-যন্ত্রে দুইখানা কাপড় একযোগে বয়ন হয়। একখানি দক্তির নিম্নে, আর একখানি দক্তি খাটাইয়া রোলার চারিটী টেরাচে ভাবে স্থাপিত করিয়া, একসঙ্গে দুইটী মাকু চালাইবার উপায় করিয়াছেন। মাকু কিন্তু আস্তে চালাইতে হয়। বাঃ! বেশ মজাত!

মিষ্টার রায়জী, বি, পেটেল ডাইরেক্টার অব এগ্রিকালচারাল ইনডাসট্রি, বরদা (Mr. Raoji, B. Petel, Director of Agricultural industries, Baroda.) ইহার ঠকঠকির তাঁত জটিল নহে, নাম দিয়াছেন "সয়েজকটেজ-লুম" মূল্য ৩০৲ টাকা। ৪০ নম্বর সূতায় প্রত্যহ ৫ গজ কাপড় হয়। ইনিও টানা দিবার কল করিয়াছেন, মূল্য ৭৫৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস, হরের পুকুরের ধার, চন্দননগর। ইনি ছিটের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সূতা পাকাইবার একটী কল প্রস্তুত করিয়াছেন। একজন লোকে এই কলের সাহায্যে ৭।৮ খানি তাঁতের উপযুক্ত রকমারি সূতা প্রস্তুত করিতে পারিবে।

২৪ পরগণা, সোনারপুর, খেয়াদহ নিবাসী—শ্রীযুক্ত তারণকৃষ্ণ লস্কর তালুকদার মহাশয় কতকগুলি ঠকঠকি তাঁত ক্রয় করিয়া বস্ত্র-বয়ন স্কুল খুলিয়াছেন। কলিকাতা হইতে বেলেঘাটা লক্‌গেটের নিকট /১০ ছয় পয়সা দিয়া ই, বি, এস্ রেলের একখানি টিকিট ক্রয় করিলে সোনারপুর যাওয়া যায়, তথা হইতে ৩ মাইল উত্তরে খেয়াদহ গ্রাম।

অল্পায়াসে এবং অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ বস্ত্র বয়ন করা আবশ্যক বিবেচনায় আমরা এক প্রকার নূতন তাঁত প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাতে সানা ও মাকুতে সূতা ভরিয়া হস্ত বা পদ দ্বারা যন্ত্র চালাইলে আপনা হইতে "ব" উঠিবে, সানা চাপিবে ও মাকু চলিয়া বয়ন-কার্য্য সমাধা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থ রোলারে বস্ত্র জড়াইয়া যাইবে। ইহার আরও সুবিধা এই যে, সাধারণ তাঁতের মত বা বর্ত্তমান প্রচলিত ফ্লাইশাটল তাঁতের মত প্রত্যেক সানার জন্য পৃথক সূতা দ্বারা "ব" বাঁধিয়া লইতে হয় না।

এই যন্ত্র একজন বালকেও চালাইতে পারে। কেবল যে ইহা হাত বা পা দ্বারা এক এক খানি তাঁত চালান যায়, এরূপ নহে; কোন এঞ্জিন দ্বারাও অনেক সংখ্যক যন্ত্র এক সঙ্গে চালাইয়া রীতিমত ব্যবসায়ও চালান যাইতে পারে। এই যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেলে বা কোন অংশ খারাপ হইলে স্থানীয় কারিকর দ্বারাই মেরামত হইতে পারিবে। এই যন্ত্র ঘরে রাখিলে সাংসারিক ব্যয়ের জন্য আপনাপন আবশ্যকীয় বস্ত্র বয়ন করিয়া অর্থ বাঁচাইতে পারিবেন। ইহাতে ৪৫ ইঞ্চি প্রস্থ পর্য্যন্ত কাপড় বোনা যাইতে পারিবে।

এই যন্ত্র বর্ত্তমান সাধারণ ফ্লাই-শাটল নহে। ইহা প্রস্তুত করিতে সময় আবশ্যক, তজ্জন্য আমাদের এই নিবেদন,—অতি সত্বর স্ব স্ব নাম, ধাম ও অর্দ্ধ মূল্য সহ অর্ডার দিলে এক বা দেড় মাস মধ্যে তাঁত প্রস্তুত করতঃ ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইয়া অবশিষ্ট মূল্য গ্রহণ করিব। অন্য কিছু জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন; ইতি—

১ নং মেসিন লুম—৪৫ ইঞ্চি প্রস্থ সানা, মায় সরঞ্জাম ... ১২৫৲

২ নং ফ্লাই-শাটল (সিঙ্গেল অর্থাৎ একখানা কাপড় বোনা যায়)
৪৫ ইঞ্চি সানা, মায় সরঞ্জাম ... ... ৩০৲

৩ নং ফ্লাই-শাটল (ডবল অর্থাৎ দুইখানা কাপড় এক সঙ্গে বোনা যায়) ৪৫ ইঞ্চি সানা, মায় সরঞ্জাম ... ... ৬০৲

সানা, মাকু ও "ব" ইত্যাদি অন্যান্য আবশ্যকীয় সরঞ্জাম পৃথক পাওয়া যায়।

রায় চৌধুরী এণ্ড সন্স, লুম ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানি।
পোষ্ট ঘড়িয়ালডাঙ্গা, জেলা রঙ্গপুর।

নূতন চরকা।

(২৫৬ পৃষ্ঠার পর।)

কুষ্টিয়াতে সূতা টানা দেওয়ার কল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম "মায়াচক্র" রাখা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে এখানে যে যন্ত্রটীর দ্বারা সূতা টানা দেওয়া হইতেছে, এই যন্ত্রটীর নির্ম্মাণ-কৌশল কুষ্টিয়ার নিকট হরিনারায়ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সাধুচরণ সরকার

নামক জনৈক সূত্রধরের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই ব্যক্তি বিশেষ শিক্ষিত নহে, ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। এই সাধুচরণ সরকার সূতা প্রস্তুত করিবার একটী যন্ত্র আবিষ্কারেরও চেষ্টা করিতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছে; কিন্তু অর্থাভাবে উহার যথাযথ পরীক্ষা করিতে পারিতেছে না। ঠাকুর এষ্টেটের ম্যানেজার-বাবু সূতা টানা দেওয়ার "মায়াচক্র" যন্ত্রের উন্নতি সাধন-কল্পে বিশেষ সচেষ্ট আছেন এবং নির্ম্মাতার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।

এই যন্ত্রটীর দ্বারা একস্থানে বসিয়া সূতা টানা দেওয়া যায়। ইহার আকার গাড়ীর চাকার ন্যায় গোল। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, কোন কোন গাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে লৌহের পাত দেওয়া অর্থাৎ হাইল (লেমি) মারা থাকে, ইহারও চতুষ্পার্শ্বে সেইরূপ লৌহপাত বসান আছে। তবে দন্তবিশিষ্ট ইক্ষুমাড়াই কলের লৌহবেঞ্চার উপরে ও নীচে যেরূপ দন্ত থাকে, ইহার দন্তগুলিও সেইরূপ, তবে আকারে কিছু ছোট। এই চাকার পরিধি ২০ ফিট ৬ ইঞ্চি, ইহার গর্ভে ক্রমান্বয়ে আরও তিনটী গোলাকার চাকা আছে। এই তিনটার কোনটীতেই লৌহের পাত দেওয়া নাই; প্রথমটী হইতে দ্বিতীয় চাকাটী ৬ ইঞ্চি দূরে, দ্বিতীয়টী হইতে তৃতীয় চাকাটী ৬ ইঞ্চি দূরে এবং তৃতীয়টী হইতে চতুর্থ চাকাটী ৯ ইঞ্চি দূরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই চাকাগুলি ছোট ছোট কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা এরূপ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন আছে যে, ঐ যন্ত্রের যে কোন একস্থানে হাত দিয়া ঘুরাইলে চাকা কয়টী ঘুরিবে। এই চাকার কেন্দ্রস্থানে ১ ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চ একটী লৌহ-শিক আছে; কেন্দ্র হইতে পরিধি ৩ ফিট ৪ ইঞ্চি দূরে।

কেন্দ্রস্থ লৌহদণ্ডের সমসূত্রে উপর ও নিম্নভাগে ৩।৪ ইঞ্চি মোটা কাষ্ঠে পরস্পর কাটাকাটী হইয়াছে অর্থাৎ ঐ লৌহদণ্ডের উপরে ২টী কাষ্ঠ পরস্পর কেন্দ্র-স্থান ভেদ করিয়াছে; নিম্নেও সেই ভাবে আছে। কেন্দ্র হইতে ঐ চাকার পরিধি অপেক্ষা এই কাষ্ঠবিম ৪।৫ ইঞ্চি বড়। স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে ঐ কাষ্ঠ ধরিয়া লইয়া যাইতে হয়। এই চাকার পার্শ্বে একস্থানে ঐ কাষ্ঠবিমের সহিত একটী ১ ফিট ৪ ইঞ্চি লৌহদণ্ড বা শিক আছে, এই শিকের কতকটা নীচে একটী পিতলের দন্তবিশিষ্ট ছোট হুইল বা চক্র আছে। পার্শ্বস্থ লৌহদণ্ডটী এই হুইলের কেন্দ্র ভেদ করিয়াছে। "মায়াচক্র" যন্ত্রের প্রথম চাকাটীর চতুষ্পার্শ্বে যে লৌহদণ্ড আছে,

উহার দন্ত ও হুইলের দন্ত পরস্পর সংলগ্ন, অর্থাৎ চাকাটী ঘুরাইলে ঐ পিতলের হুইল কেন্দ্রস্থ লৌহদণ্ডের সহিত ঘুরিয়া থাকে। এই লৌহদণ্ডের উপর ২ ফিট ৮ ইঞ্চি একটী কাষ্ঠের হস্ত আছে। একটী সর্পাকৃতি ফাঁকবিশিষ্ট কাষ্ঠ-খণ্ডের ভিতর দিয়া ঐ হস্ত চাকার কেন্দ্র হইতে পরিধি (অর্থাৎ ৪র্থ চাকাটী) পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া থাকে। এই সর্পাকৃতি কাষ্ঠপথ কেন্দ্র হইতে পরিধি অপেক্ষা ৮ ইঞ্চি বেশী। যে চারিটী চাকার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রথমটীতে (পরস্পর সমান দূরে) ৩৫টী কাঠি, দ্বিতীয়টীতে ১৯টী কাঠি, তৃতীয়টীতে ১৯টী এবং চতুর্থটীতে ৩৫টী কাঠি বসান আছে। এই কাঠিগুলি ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তের অগ্রভাগের নিম্ন দিকে একটী বড় মোটা ছুঁচ আছে। এই ছুঁচে সূতা লাগাইয়া 'মায়াচক্র' ঘুরাইলে চক্রস্থ কাঠিগুলিতে সূতা জড়াইয়া টানার কার্য্য হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে ১০০ হাতের বেশী সূতা টানা দেওয়া হয় না, তবে ইচ্ছা করিলে কম করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কুষ্ঠিয়ার চরকার প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঠাকুর ষ্টেট), সিলাইদহ, নদীয়া।

শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ রাহা, পোষ্ট নলধা, জেলা খুলনা। ইনি লিখিয়াছেন—"উন্নতধরণের চরকা,—চক্র ঘুরাইলে ১৬টী টাকুতে ১৬ গাছি সূতা এক সঙ্গে হইবে।"

৪ নং বালাখানা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কে, পি, চক্রবর্ত্তী নলী-পাকান চরকা আবিষ্কার করিয়াছেন। কলের নাম দিয়াছেন "উইণ্ডিং মেশিন" মূল্য ২০৲ টাকা। এই কলে একবারে যত ইচ্ছা নলী পাকান যায়।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, হল্‌দিয়া, ঢাকা হইতে লিখিতেছেন,—আপনারা যাহাকে চরকা বলেন, আমাদের এদিকে উহাকে কেরকি কহে। একখানা পিঁড়ীর উপর দুইটী খুঁটি বসান, ঐ খুঁটি দু'টীতে ছিদ্র করিয়া কাষ্ঠের দুইটী শলাকা বসান। সেই দুইটী শলাকার গোড়ার দিকে অঙ্গুলি পরিমাণ স্ক্রুর ন্যায় পেঁচকাটা আছে। একটী শলাকার মাথায় একখানা জাঁতা বসান আছে, দক্ষিণ হস্তে সেই জাঁতা ঘুরাইতে হয়; বামহস্তে উভয় শলাকার মধ্যে কার্পাস ধরিলে একদিকে কার্পাস পিঁজা হইয়া পড়ে, অন্যদিকে বিচিগুলি পড়িয়া যায়। প্রতি সোমবার হলদিয়ার হাটে এই কেরকি এবং চরকা আমদানী হয়; কেরকির মূল্য ।।০ হইতে ৸০ আনা, চরকার মূল্য

১৲ হইতে ১।০ আনা, লোহার টাকুয়ার মূল্য ৵০ আনা। অপরাপর লোক-দিগকে চরকা ধরাইবার জন্য আমার নিজের বাড়ীতে একটী চরকা ও একটী কেরকি প্রস্তুত করাইয়া দিয়া কার্পাস আনিয়া দিয়াছি ; সূতা প্রস্তুত হইতেছে, তাহা দেখিয়া অনেকে চরকা ও কেরকি করার চেষ্টা করিতেছে।

এইরূপ খুব কাজ হচ্ছে। হা ভগবান! একাজ বাঁচ্‌বে কিসে? সে উপায় তুমি ক'রে দাও, প্রভো!

স্বদেশী দ্রব্যের গ্রাহক চাই।

ঘরাঘরি ব্যবসায়—অন্তর্ব্বাণিজ্যে বঙ্গের কৃষিশিল্পের উন্নতি যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, তদতিরিক্ত আর হইবে না ; এখন আমাদের জগত-জোড়া গ্রাহক চাই। বাঙ্গালা, ইউনাইটেডষ্টেট্ সহজে হ'বে না।

গ্রাহক চাই, আমাদের ভাষার—আমাদের সাহিত্যের—আমাদের বস্ত্রের—আমাদের অন্নের—আমাদের চিনির। এইরূপ আমাদের সব কাজের গ্রাহক চাই। অগ্রে গ্রাহক স্থির কর, গ্রাহকের সৃষ্টি কর, তারপর সেই কাজ কর। ইহা করিতে গেলেই জাহাজে উঠে ভাস্‌তে হবে, বহির্ব্বাণিজ্যে যেতে হবে।

ইংরাজী সংবাদ-পত্রের জগত-জোড়া গ্রাহক, আর এদেশী সংবাদ-পত্রের গ্রাহক সীমাবদ্ধ ; তাই দেশী কাগজের বল কম। যীশুখৃষ্ট প্রচারকেরা খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিবার সুযোগে জগতের যে কোন দেশে, যে কোন পর্ব্বতের উপর পাহাড়ী জাতি অনুসন্ধান করিয়া তথায় গিয়া অগ্রে ইংরাজী ভাষাটা ছড়াইয়া দেয়,—স্কুল পাঠশাল ক'রে বসে—হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকেরা এইরূপ ভাবে অসভ্যদিগকে স্বদেশীয় ভাষা—হিন্দি ও বাঙ্গালা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কি? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-হলে, বাঙ্গালা, হিন্দি প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা যদি পড়ান হয়, তা'হলেই জাতীয় জীবনের উন্নতি পরিণামে হইবে ; নচেৎ আমরা সকলেই ২।১০ পুরুষ পরে নিশ্চিত ইংরাজ হইয়া যাইব। এক্ষেত্রে মিছা একটা গোল করে, যেন আমরা নিজেদের ভিতর গৃহবিবাদ বাধাইবার চেষ্টায় আছি। হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করা চলে, কিন্তু গ্রহণ করা চলে না ; অন্যজাতি হিন্দু হইতে পারে কি? এই পথটা অগ্রে খোলাও, তারপর জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয় করিও। নচেৎ উহা বিশ্ববিদ্যালয় হইবে না, "বাঙ্গালী" বিদ্যা জাহির হইবে!! হিন্দিই হউক, আর বাঙ্গালাই হউক—অগ্রে হিন্দি দিয়া শেষে বাঙ্গালা ভাষা জগৎময় ছড়াইতে থাক। হিন্দুধর্ম্ম প্রচারকেরা এই ভারটী লইবেন কি?

তাহার পর, আমাদের অন্নবস্ত্র প্রভৃতি কৃষিশিল্পের গ্রাহক চাই। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। জগতের বহুদেশের অন্ন দিবার ভার আমাদের হস্তে রহিয়াছে। ভারতে চাষ কাজ করিব বলিলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য কেহ অগ্রসর হইবে না, বরং জগতের সমুদয় দেশের লোক এজন্য গ্রাহক হইবেন নিশ্চিতঃ। ঐ যে তোমরা ঠকঠকি তাঁত বসাইতেছ, উহার প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য জগৎশুদ্ধ লোক কোমর বাঁধিবে, অতএব উহা না করিয়া পাট, চা, কুইনীন প্রভৃতি চাষের জন্য যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা করিতে এবং জমী লইয়া আপিশ করিয়া কুলি বা চাষী খাটাইবার মতলব করিতে, তবে তাহাতে কোন গোল ছিল না।

যাহা হউক, তোমরা ঠকঠকির কাজ করিয়াছ, বেশ হইয়াছে। এখন উহাকে বাঁচাইবার উপায় দেখ,—দেশীবস্ত্রের গ্রাহক দেখ। ভাই-ভগ্নিদিগকে উহা বিক্রয় করিয়া আর কিছু হইবে না। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর, বিদেশীদিগের অন্নবস্ত্রের ভার আমাদের উপর রাখিয়াছেন। বিদেশীদিগকে আমরা অন্ন দিতেছি,—বস্ত্র দিবার বিষয় ভুলিয়াছি। এ দোষ আমাদের,—ইংরাজ রাজার নহে! স্বদেশী হুজুগে ইংরাজবিদ্বেষ দেখাইবার জন্য এদেশী অনেক দুষ্টলোক অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছে, তন্মধ্যে এস্থলে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে নাকি ইংরাজরাজ "ভারতের বস্ত্র-শিল্পের অবনতি হউক" এই প্রার্থনায় অনেক তাঁতির আঙ্গুল কাটিয়াছিলেন, চরকা ভাঙ্গিয়াছিলেন। এদেশী লোক অস্ত্র ধরিয়া কাহারও দেহে আঘাত করিতে পারে না, কিন্তু "পুট্‌কি" মারা কথা বলিয়া দেহের ক্ষতি করা অপেক্ষা মনের ক্ষতি অধিক করিয়া দিতে পারে। এদেশের পক্ষে এগুলিও (মিথ্যা কথা) বলার প্রবৃত্তিটাই অবনতির কারণ। যাহা হউক, জগতের নিয়মে মিথ্যাকথা এবং ছ্যাঁচাজল বেশীক্ষণ থাকে না। উক্ত কথার সত্যতা এই যে, "বর্ত্তমান সময়ে আমরা যেমন স্বদেশী আন্দোলন ক'রে নিজেদের নববস্ত্র দগ্ধ করিতেছি, ভাই ভাই মুখে ব'লে তা'দের দোকানগুলি লুঠ করিতেছি, এইরূপ কাণ্ড এদেশী তাঁতিদের মধ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর আমলে একবার হইয়াছিল। বিলাতী বণিকেরা পূর্ব্বে আমাদের নিকট বস্ত্র লইত ; তৎপরে উহারা উক্তশিল্পে উন্নতি

করিয়া নিজেদের অভাব স্বদেশে মিটাইল, তজ্জন্য এদেশী কাপড় লইব না বলিল। ইহাতে স্বদেশী তাঁতিরা, যাহাদের প্রচুর বস্ত্র মজুত ছিল, ভয়ানক ক্ষতি সহ্য করিল, তবু এদেশী গরীব তাঁতিরা বস্ত্রবয়ন করিতে লাগিল; কেন না, উহারা ঐ শিল্প ভিন্ন অন্য কাজ জানে না। অভ্যাসটা ২।১০ দিনে ছাড়া যায় কি? এখনও কি ছেড়েছে? বুদ্ধিমান তাঁতির দল স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে লাগিল "আমরা মরিব তবে আর কেন?" তাই তাহারা প্রচার করিল "যে আবার বস্ত্র বুনিবে, তাহার অঙ্গুলি কাটিয়া দিব" এবং এই দল আত্মীয় তাঁতিদের নিষেধ করিয়া তাহাদের চরকা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। অনেকে এজন্য এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে, শুনা যায়, হাজার তাঁতি একযোগে একদিন স্ব স্ব বৃদ্ধাঙ্গুলির চর্ম্ম অল্প ছিন্ন করিয়া প্রতিজ্ঞার প্রবল পোষকতা করিয়াছিল। এজন্য রাজা দোষী কিসে? একথা তাঁতিদের জিজ্ঞাসা করিলেই মিটে যায়। ইংরাজ-রাজ্য বর্গীর দেশ নহে!

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার ইতিহাসে যেমন এদেশী দুষ্ট ব্যক্তিরা লিখিতেছেন, "আমরা স্বদেশী কৃষি-শিল্পের উন্নতি করিতেছি, তাই ইংরাজ রাজার সহ্য হইল না; বিলাতী শিল্পের অবনতি হইবে বলিয়া, আমাদের বালকদিগকে তাঁহারা শুধু শুধু বেত মারিতেছেন এবং দেশের ভদ্রলোকদিগকে জেলখানায় পুরিতেছেন।" এটা কি সত্য কথা? অবাধে এই মিথ্যা কথাটা এক্ষণে টাট্‌কা অবস্থাতেই যখন বলিতেছে, তখন পুরাতন হইলে না জানি ইহারা আরও কি বলিবেন! উহার সত্য কথা কি? দরিদ্র দোকানীদিগের দ্রব্য নষ্ট করা, মাননীয় ইংরাজদিগকে উপহাস করিয়া "বন্দে মাতরম্" বলিয়া ক্ষেপান, স্থান-বিশেষে তাঁহাদের প্রতি লোষ্ট্রনিক্ষেপ। ইংরাজ রাজার সাজান বাগানটী উহারা ইচ্ছানুসারে ক্ষতি করিতে পারে নাই বলিয়া, অথবা ওলট্ পালট্ করিয়া নষ্ট করিতে পারে নাই বলিয়াই মহাদুঃখিত; তাই নিজেরা অব্যবসায়ী হইয়া—ব্যবসার কিছু না জানিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছে, এবং মুখে বলিয়াছে "স্বদেশের হিত" করিতেছি। এইরূপ স্বদেশের হিত পুরুষানুক্রমের অভ্যাসে হয়! ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, উন্নতির দোহাই দিয়া ইহারা এইরূপ অধর্ম্ম করিয়া থাকে। আচারটা অতি হইয়া গেলেই অত্যাচার হয়। পূর্ব্বকালে অমাবস্যার রাত্রে কালীপূজা করিয়া ডাকাতি করা হইত, এক্ষেত্রে মা'র নামে প্রকাশ্যে দিনে-ডাকাতি উহারা দুইমাস করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে একটী স্বদেশী ডাকাতের দলের সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইয়াছিল দেখিয়া, ইংরাজরাজ মার-

ধর করিয়া, সুবিচার পূর্ব্বক যিনি জেলে যাইবার উপযুক্ত, তাঁহার প্রতি সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইংরাজ রাজা দুইমাস কথা না কহাতেই উহাদের স্পর্দ্ধা বড়ই বাড়িয়াছিল; এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে। ২।১০ জন মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করিতেছে মাত্র! উক্ত কাজের সঙ্গে স্বদেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতির কোন সম্বন্ধ ছিল না,—এখনও নাই।

ইংরাজরাজ এদেশের সূতার কলে মোটা সূতা করিবার পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। সূক্ষ্ম সূতা করিলে, যিনি বা যে কোন বিদেশী বণিক্ উহা ক্রয় করিবে, তাঁহার নিকট এমন ডিউটী লওয়া হয় যে, তাঁহার দেশে উহা শস্তায় পাওয়া যায়, কাজেই ভারতীয় সূক্ষ্ম সূতা তাঁহারা ভারত হইতে লইয়া গিয়া ব্যবসায়ে সুবিধা করিতে পারেন না। এটা ইংরাজরাজ অন্যান্য রাজাদের পরামর্শে করিয়াছেন। কেন না, তাহা হইলে সে সকল দেশের বস্ত্রশিল্প লোপ পায়, অথচ ইংরাজ-রাজের ইহাতে লাভ হয়। কাজেই তাঁহারা আমাদের রাজাকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজরাজও কিন্তু অন্য বিষয়ে সে পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের রাজা যেন বলিয়াছেন "বঙ্গ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; এদেশে সূক্ষ্ম সূতার বস্ত্রই অধিক সময় ব্যবহৃত হয়। আপনারা যদি সেই শিল্প করিয়া আমার রাজ্যে বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ লইবেন, তাহা হইলে, আমি কি করিব? আমার নিকট মোটা সূতা আপনারা লউন। আপনাদের শীতপ্রধান দেশ, অতএব আমরা আপনাদের মোটা সূতা করিয়া দিব।" তথাস্তু!

বুদ্ধিমান ইংরাজ-রাজা, তাঁহার ভারতীয় প্রজাদের জন্য মোটা সূতার দ্রব্য উহাদের বিক্রয় করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। আর, এই রাস্তা দিয়াই বোম্বে প্রভৃতি স্থানের সূত্রজাত শিল্পের কলওয়ালারা শনৈঃ শনৈঃ বিদেশী গ্রাহক বৃদ্ধি করিতেছেন। এই পথে দাঁড়াইয়া ইংরাজরাজ যেন আমাদের প্রাণে প্রাণে বুঝাইতেছেন "তোমাদের বাবু-হওয়া হবে না! মোটা কাপড় পর! কোট-পেণ্টুলেন পর!" এই যে আমরা ঠকঠকির তাঁত বসাইয়াছি; ইহা দ্বারা চেষ্টা করিতেছি কি? যাহা হইবার নয় অর্থাৎ ম্যানচেষ্টারের মত সূক্ষ্মবস্ত্র উহাদের তুল্য দামে করিব। ভুল চেষ্টা! নিষ্ফল হইবে! কামান যুদ্ধ—স্বস্ত্যয়ন করিয়া থামাইবার চেষ্টা! ইহাতে জগৎ হাসিবে। কর—ক'রে দেখ! শেষে আমাদের কথাটা শুনিও।

কোট-পেণ্টুলেনের কাপড় হইতে কম্বল পর্য্যন্ত ঠকঠকি তাঁতে বুনিও—

ধুতি কাপড়ের কাজ চলিল না বলিয়া যেন তাঁতের কাজ তুলিয়া দিও না। মোটা কাপড় যাহাতে উহাদের দেশে বিক্রয় করিতে পার, সে চেষ্টা করিও। নোথার কাপড় (নোথা কি? চিনি প্রভৃতি আনিবার বস্তার থোলের ভিতর এক খণ্ড গামছার মত নূতন বস্ত্র থাকে, তাহাকে নোথা বলে) অয়েলক্লথ প্রভৃতির কাপড় যাহাতে বঙ্গ হইতে যায়, সে পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। রেঙ্গুন, বর্ম্মা, কলম্বো, এডেন, মরিশস্, জাবা, নেটাল প্রভৃতি স্থানের ভারতবাসীকে আমাদের দেশীবস্ত্রের গ্রাহক করিতে হইবে, ঐ সকল দেশে তোমাদের বস্ত্র লইয়া গিয়া প্রচার করিতে হইবে। যে ব্যবসায় ধরিতেছ, সহজে তাহা ছাড়িও না। একটা বড় সুন্দর কাজ তোমরা করিয়াছ, বোধ হয়, তোমরা তাহা জান না! এদেশী দুঃখীদের জন্য শীতবস্ত্র মোটা কাপড়, রঙ্গিন সূতার র‍্যাপার তোমাদের ঐ ঠক্‌ঠকি তাঁতে খুব কম পড়নে হইবে। বুঝে দেখ, এক টাকায় সূতি র‍্যাপার ঐ তাঁতে ক'রে ফেলেছ! জর্ম্মণ এইবার মাথায় হাত দিবেন। সূক্ষ্মবস্ত্র করিবার আশা ছাড়িয়া দাও; তাঁত যন্ত্র ছাড়িও না। উড়ানি তোমাদের তাঁতে হবে না? র‍্যাপার হবে।

এদেশী লোক যাহারা স্বদেশীর জন্য উন্মত্ত হইয়াছে, উহাদের পাগ্‌লামীর ঔষধ দিতে হইবে; দেশী তাঁতের কাপড় প্রভৃতি "যাবৎ জীবন তাবৎ ব্যবহার" এই সর্ত্তে উহাদের নিকট হইতে কন্‌ট্রাক্ট লইতে হইবে। ইংরাজ রাজাকে চটালে হবে না। চুক্তি ভঙ্গ করিলে ইংরাজ আদালতে লইয়া গিয়া উহাদের উচিত দণ্ডবিধান করিতে হইবে।

কৈ উহারা স্বদেশী হইল? ইংরাজী লেখাপড়া ছাড়ে নাই, ইংরাজীতে সংবাদপত্র লেখে, বাঙ্গালী হ'য়ে ইংরাজী পোষাক পরে, ইংরাজী খানা খায়, ইংরাজীতে বক্তৃতা করে, ইংরাজীতে পত্র লেখে, ইংরাজী ফুটবল খেলে! ইংরাজীতে কংগ্রেস করে, ইংরাজ-রাজার টিকিট মেরে কাগজ বিলি করে, ইংরাজী টাকার আদর করে! কৈ উহারা বাঙ্গালা পাঠশালায় তাড়িপাতা বগলে করে, উহাদের ছেলেদের পড়্‌তে বলে না? উহারা নিজে নিজে ইংরাজ-রাজা হ'তে চায়। তা' হবে কেন? ইংরাজ-রাজা উহাদের রাজ্য দিবেন কেন? উহারা মনে করে, "আমাদের রাজবুদ্ধি হ'য়েছে, অতএব ইংরাজ-রাজ! তুমি আমাদের রাজ্য দাও।" তা' দিবেন কেন? তাই তোমাদের ক্ষেপাইয়া দিয়া নিজেরা ইংরাজী বুলী ঝাড়ে। তোমরা যেন উহাদের বাঁদরবৎ হয়েছে! তারপর তোমরা উহাদের কথা শুনে, "স্বদেশী" "স্বদেশী" বলে অপকর্ম্ম কর, জেলে যাও, উহারা

বাহবা দিবে। তবু নিজেরা আদালতে গিয়ে বলিবে না যে "ওগো! উহাদের দোষ নহে; আমরা উহাদের ঐ কার্য্য করিতে বলিয়াছি, তাই উহারা ক'রেছে; অতএব উহাদের জেলে না দিয়ে আমাদের জেলে দাও।" তুমি যদি ইংরাজ রাজাকে বল, উহারা বলেছে ব'লে আমরা ক'রেছি। তখন হয়ত ইংরাজ-রাজা বল্‌বেন, উহারা যদি বলে "ঘরে আগুন দাও" তা ব'লে কি, তুমি ঘরে আগুন দিবে? তবু ইংরাজ-রাজা উহাদের কিছু বল্‌বেন না; কেন না, উহারা কেবল বলে, করে না,—করিলেই ধর্‌বেন।

তোমরা উহাদের কথা শুনিও না। তোমাদের ভেড়ার মত ক'রে কেবল উহারা চাঁদা চাহিবে। উপকার চুলার ছাই করিবে, বরং অপকার করিয়া দিবে,—তোমাদের দোকানগুলি বন্ধ করিবার পরামর্শ দিবে অথবা পিকেটিং ক'রে নষ্ট করিবে। তোমরা কাজ কর। আমাদের দেশে জর্ম্মণ, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং ম্যানচেষ্টার হইতে যে সকল পরিচ্ছদ আইসে, যেমন গেঞ্জিফ্রগ, মোজা ইত্যাদি, উহা ১০০৲ টাকার দ্রব্যে ৫।০ টাকা ডিউটী ইংরাজ-রাজা লয়েন; কাপড় যাহা আইসে, তাহাতে লয়েন শতকরা ৫৲ টাকা এবং সূতা যাহা আইসে, তাহাতে এদেশী রাজা শুল্ক লয়েন শতকরা ৩।০ টাকা। তোমরা তাঁতযন্ত্রের উন্নতি করিতেছ দেখিয়া ইতিমধ্যেই ইংরাজ প্রজারা তানানানা ক'রে রাজাকে শুনাইতেছে যে, সূতার ডিউটী বাড়াইয়া কাপড়ের ডিউটী কমান হউক; অর্থাৎ তা'হলে বিলাতী কাপড় আরও শস্তা হইবে, সূতাটা এদেশে চড়া হইবে। রাজা এখন, এ সকল কথা কেবল শুনিয়া যাইতেছেন, কোন পক্ষে কিছু বলেন নাই। বাবুরা যদি কেবল রাজাকে উত্যক্ত করেন, তাহা হইলে পরিণামে রাজা উহাদের কথা শুনে বল্‌বেন "ইহারা নিজে পারবে না, অথচ অন্যকেও করিতে দিবে না; আমার দরিদ্র প্রজারা আরও শস্তায় কাপড় পরুক, অতএব দে' কাপড়ের শুল্ক কমাইয়া।" তাহা হইলে পরিণামে কি হবে, ভাই, জান? ঐ ঠক্‌ঠকি তাঁত শিকায় ঝুলাইতে হইবে! তাই বলি, রাজাকে বিরক্ত করিও না। তলে তলে রাজার গায়ে হাত বুলাইয়া,—আমাদের দেশী বস্ত্রের গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য চল,—দুর্গা ব'লে বিদেশে যাত্রা করি।

চিনি।

দিনকতক দেশী চিনি কলিকাতা চিনিপটী হইতে মফঃস্বলে কিছু কিছু বিক্রয় হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ সকল দেশ হইতে দেশী চিনি ফেরত আসিতেছে। ১৩ই ফাল্গুন, মুর্শিদাবাদের জনৈক চিনি-ব্যবসায়ী মুসলমান দেশী চিনি পূর্ব্বে যাহা লইয়া গিয়াছিলেন, অদ্য তাহা ফেরত আনিলেন; বলিলেন,—দর বেশী এবং জিনিষ ময়লা বলিয়া চলিল না, ইহার পরিবর্ত্তে ১০০ বস্তা কলের চিনি লইয়া গিয়াছেন। এইরূপ প্রত্যহ কলের চিনি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রেল ষ্টীমার দিয়া বিশেষতঃ ঝালকাটি ও গোয়ালন্দে প্রচুর যাইতেছে।

বঙ্গবাসী কেমন মিথ্যা কথা বলে শুনুন,—"যে সব ময়রা দেশী চিনির মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিতেছে, তাহাদেরই দোকানের দ্রব্য অনেকেই এখন অতীব আগ্রহের সহিত খরিদ করিতেছেন। বঙ্গেই কি,—আর পঞ্জাব-মান্দ্রাজেই বা কি,—অনেক বিলাতী চিনির সওদাগর এখন বিলাতী চিনির খরিদ-বিক্রয় ছাড়িয়া দিয়া দেশী চিনিরই কারবার করিতেছেন।" সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। মিছিরি স্বদেশী চিনিতে হয় না। পঞ্জাবের কথা জানি না; তবে ইহা জানি, বঙ্গের মত লাহোরে কতকগুলি চিনির কারখানা আছে এবং ছিল। কাণপুরে কলের চিনির উন্নতাবস্থা হইয়াছে। আমরা কাণপুরের কল হইতে দশ বস্তা চিনি আনাইয়াছি। ইহারা কাশীর চিনির ন্যায় বেশ চিনি করিয়াছেন। বস্তাও চৌকা সেলাই করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু লিখিয়াছেন, ১০৲ টাকার (মণ) কমে বিক্রয় করিলে আমাদের ক্ষতি হইবে। এই সুবিধা? কলিকাতায় উহাপেক্ষা ভাল চিনি ৭৲ টাকা মণ পাওয়া যায়।

মান্দ্রাজে তিনটী চিনির কল আছে। উড়িষ্যা বিভাগে ঐ সকল কলের চিনি বিক্রয় হয়, কটক ও বালেশ্বরে মান্দ্রাজী চিনির প্রচলন অধিক। বিলাতী চিনির সওদাগরেরা এখন বিলাতী চিনির খরিদ-বিক্রয় ছাড়িয়া দিয়া দেশী চিনির কারবার করিতেছেন; ইহা বঙ্গে নহে, করাচি হইতে এইরূপ একটা সংবাদ আসিয়াছিল। আমাদের মফঃস্বলস্থ দুই একজন লোক সংবাদ-পত্রে মাঝে মাঝে লিখিতেছেন, "বিদেশী চিনি ও বিদেশী লবণ আমাদের দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, আর কেউ খাচ্ছে না।" ইহাদের

উদ্দেশ্য, স্বদেশী আন্দোলন জাগাইয়া রাখা। সত্য সত্য কি বিলাতী চিনির কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই? কিছুই না, বরং আমাদের দেশে বিলাতী চিনিতে গুড় পর্য্যন্ত অবাধে হইতেছে।

তারপুরের রায় ধনপৎ সিং বাহাদুরের চিনির কল এবং কোটচাঁদপুরের মেমসাহেবের চিনির কল যশোহর জেলায় বন্ধাবস্থায় ছিল। ইহা আমরা বহুবার মহাজনবন্ধুতে বলিয়াছি। সেই তারপুরের চিনি আবার হইবে। এবার শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বোখরা মহাশয় ম্যানেজার হইয়াছেন। আফিস হইয়াছে ৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট্। বাবু-হুজুকে যদি হ'য়ে থাকে, তা'হলে বাবু যে কি চিজ্, বোখ্‌রা মহাশয় প্রাণে প্রাণে এইবার বুঝিবেন। কলিকাতার মিঃ টর্ণার মরিসেন কোম্পানীর চিনির কল, জাবা হইতে চিনি আনাইয়া চালাইতে হয়। বিদেশী গ্রাহক না হইলে এদেশে চিনির কাজে কোন কালে উন্নতি হইবে কি? এদেশবাসী অদ্যাপি সে পথে যায় নাই। বাহিরে বাহির হইয়া অগ্রে গ্রাহক না দেখিলে, কিছুতেই দেশের উন্নতি হবে না। মরিশসের চিটেগুড় বঙ্গে তামাকমাখা ও মদের জন্য বরাবর আসে, এবার জাবার চিটেগুড় আসিয়াছে। গত বৎসর বঙ্গে কোথা হইতে কত চিনি আসিয়াছে, সে হিসাবটা এখানে অগ্রে বলি।

স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড হইতে বিটচিনি	০	কোটী	২০	লক্ষ	১৫	হাজার	৬	শত	৮৯৲	টাকা
অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরি	”	০	”	৭৮	”	১	”	৫	”	২১৲	”
বেলজিয়ম	”	০	”	০	”	৭	”	৫	”	৪২৲	”
ফ্রান্স	”	০	”	৪	”	৭০	”	১	”	৫৩৲	”
জর্ম্মাণ	”	০	”	৭	”	৯	”	১	”	৩৫৲	”
হলণ্ড	”	০	”	০	”	৮	”	২	”	৬৭৲	”
মিসর (ইজিপ্ট চিনি)	০	”	১৫	”	৬৯	”	৫	”	৪৮৲	”	
মরিশস্ (মারিশ চিনি)	১	”	৫১	”	৮৭	”	৮	”	১৬৲	”	
চীন (চীন পটী ও দানাদার)	০	”	১৫	”	৫৩	”	১	”	৯৬৲	”	
জাবা (জাবার বিবিধ চিনি)	১	”	৩৯	”	৪	”	১	”	৪৲	”	
ষ্ট্রেট-সেটলমেণ্ট (বিট চিনি)	০	”	১৩	”	৯৩	”	৬	”	৫৪৲	”	
মান্দ্রাজ প্রভৃতি (মান্দ্রাজ চিনি)	০	”	৩	”	৬৩	”	৯	”	৫২৲	”	
জাবা ('র' চিনি)	০	”	১৮	”	৪৭	”	১	”	৯৩৲	”	
জাবা ও মরিশস্ (চিটাগুড়)	০	”	১১	”	৩৯	”	১	”	১৲	”	

এইত ব্যাপার। তোমরা এখন ইংরাজ-বিদ্বেষী হইয়াছ। টুপি মাথায় ফর্সা রং দেখিলেই ইংরাজী সাহেব অর্থাৎ রাজা মনে করিয়া থাক; তাই লণ্ডনের দ্রব্য চাই না বল। বাস্তবিক ভারতীয় বিদেশী বণিক বলিলে কেবল ইংরাজকে বুঝায় না। এই যে সকল দেশ হইতে চিনি আসার সংবাদ দিলাম, ইহার মধ্যে ইংলণ্ডের চিনি কত, তাহা দেখ। স্কটলণ্ড, আয়ার্লণ্ড ইংরাজের দেশ, কিন্তু ব্যবসায় ইংরাজ রাজার নহে,—উহা ইংরাজ প্রজার। তারপর, মরিশস্, চীন, জাবা ইংরাজের দেশ হইলেও উক্ত সকল স্থানের চিনি-ব্যবসায়ীরা ভারতবাসী। মরিশস্ এবং জাবার মান্দ্রাজ চিনি আমদানি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অতএব ভারতবাসীর স্বার্থ উহাতে অধিক। মিসর ইংরাজের দেশ হইলেও তোমরা এসিয়াখণ্ড ব'লে তাহাও স্বদেশী ধরিবে। এবং এ ব্যবসায় যে মিসরবাসীর—তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাই, আজ চিনির হিসাব দিতে কান্না পাইতেছে। আজ যে সকল দেশের যত টাকার চিনি বঙ্গে আসে বলিয়া সংবাদ দিতেছি; কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ সকল দেশে ঠিক অত টাকার চিনি, বরং উহাপেক্ষা আরও বেশী টাকার চিনি, বঙ্গ হইতে যাইত। হায়! সেদিন কোথায় গেল!! হিসাবে দেখিবেন, মরিশস্, জাবা প্রভৃতি স্থানে মুসলমান ভারতবাসীর চিনির কাজের ফল অধিক। কেবল বঙ্গের চিনি মরিয়াছে! কেন মরিল? বঙ্গবাসী বহির্ব্বাণিজ্য করিতে বিদেশে যায় নাই বলিয়া।

লবণ।

বেঙ্গলি ও হিতবাদীর সম্পাদকীয় শক্তি আছে। ইঁহাদের ইচ্ছা নয় যে, দেশ মধ্যে মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হয়। যুক্তি দিয়া বলিলে ইঁহারা প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন। ইঁহারা ভিন্ন বাঙ্গালার অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি প্রায়ই মিথ্যা কথা প্রচার করেন। আমাদের দেশে দুই শ্রেণীর সংবাদপত্র আছে;—এক শ্রেণীর কাগজ "অন্ধকার হইতে আলোকে আইস" বলেন, অন্য শ্রেণীর কাগজ বলেন "আলোক হইতে সন্ধ্যার আঁধারে আইস।" এই দুই দলেই আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। স্বদেশী আন্দোলনে উঁহাদের বিভিন্ন মত হইলেও মূলে কিন্তু এক্ষেত্রে উভয় দলই অসত্য কথা প্রচারে ব্রতী। মনে করেন, ইহাতে স্বদেশী আন্দোলন স্থায়ী হইবে। কিন্তু হাজার বৎসরের অন্ধকার

গৃহ সত্যের এক আলোকে যে আলোকিত হইয়া উঠিবে, তাহা ভাবেন না। লবণ বিষয়ে ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ দিতেছি।

বঙ্গে স্বদেশী লবণ হয় না। বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং এসিয়াখণ্ডের করকচ লবণকে যদিও স্বদেশী লবণ বলিয়া ধরা যায়, কিন্তু উহা স্বদেশী ঠিক নহে। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক দেশী, উহাতে আমার কিছুই টাকা নাই; অথচ আমি যদি ভাবি, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে যত টাকা আছে, উহা আমার টাকা। এই ভাবাতে যেমন আমার কোন সংশ্রব নাই, তদ্রূপ এসিয়াখণ্ডের দ্রব্যমাত্রেই আমাদের দ্রব্য ভাবাতে কোন সম্বন্ধ নাই। উহাদের উন্নতি হইলে, বঙ্গের অন্ধকার কিছুতেই ঘুচিতে পারে না। বম্বেবাসীরা আমাদের বস্ত্রশিল্প, লবণশিল্প, শর্করাশিল্প ইত্যাদি সবই লইয়াছে। ইহাতে বঙ্গের কি উন্নতি হইয়াছে? তাই যদি হয়, বম্বেবাসী আমাদের স্বদেশী বলিয়া যদি চক্ষে জল আসে, তবে আর কেন বঙ্গের চিনি এবং বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য এত চেষ্টা? কেন না, উহাত স্বদেশীর হস্তেই আছে। তবে আবার বঙ্গে কাপড়ের কল করিবার জন্য এত উদ্যম, এত পরিশ্রম, এত মাথাঘামান কেন? উহাত স্বদেশীরাই করিতেছেন।

লবণের প্রকৃত তথ্য এদেশে প্রচারিত হয় নাই। ইহার ফলে এদেশবাসী অনেকে অর্থদণ্ড এবং কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। যদি প্রকৃত লবণের কথা এদেশবাসীকে জানান হইত, তাহা হইলে এদেশে এত দুর্ঘটনা ঘটিত না; যদি বলা হইত যে, লিভারপুরের লবণ এবং সেলিফের করকচ যে ঘানির তেল, সেই ঘানির খোল, দুই এক; তাহা হইলে এদেশবাসী যাহাতে প্রকৃতপক্ষে স্বদেশে লবণ হয়, তৎপক্ষে অগ্রে চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহা হইল না। অসত্য কথা প্রচারের ফলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সাধারণে যে দণ্ড পাইল, জেলে যাইল বা জরিমানা দিল, সেজন্য দায়ী কাহারা? এদেশবাসীরা স্বদেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কাহারা আমাদের এই অসত্য পথে দাঁড় করাইয়া, অনর্থক রাজদণ্ড ভোগ করাইল।

মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলি যথার্থ ভদ্রলোক দ্বারা পরিচালিত হয়। দুঃখের বিষয়, লবণ বিষয়ে কোন সম্পাদক মহাশয় সত্যাসত্য তথ্য নির্ণয় পূর্ব্বক সত্যমতে সত্যপথে সত্যকথা প্রচারের জন্য বুক বাঁধিয়া দাঁড়ান নাই। দেশের লোককে যদি এইরূপ বুঝান হইত যে, বঙ্গে লবণের কারখানা নাই,

এজন্য গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া তাহা করিতে হইবে, ইহাতে দর কিছু বেশী পড়িবে, তাহা হইলে নিশ্চিতঃ এদেশবাসী লবণের কারখানা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত। কেননা, ম্যানচেষ্টারের মত কাপড় সুবিধা দরে হইবে না জানিয়াও যখন অনেক স্বদেশীয় মহাত্মা তাঁতের কাজে মন দিয়াছেন, তখন নিশ্চিতঃ তাঁহারা বা ঐ শ্রেণীর মহাত্মারা "ক্ষতি দিই দিব, তবু বঙ্গে লবণের কারখানা করা চাই" বলিয়া হয়ত লবণের কাজে লাগিয়া যাইতেন। ইহাতে যদি গবর্ণমেণ্ট লবণের কারখানা করিবার জন্য আমাদের অনুমতি না দিতেন, তজ্জন্য যদি এদেশবাসী জেলে যাইত, তাহা হইলে বরং গবর্ণমেণ্টের দোষ ভাবিয়া জেলে যাওয়া হইত। এবং এজন্য জগতের সমুদয় ব্যবসায়ী-সমাজ, মহাজন-সমাজ, ভারত গবর্ণমেণ্টের কাণ্ড দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইতেন। ইহাদের শ্রীঘরে যাওয়া তাহা হইলে সার্থক হইত। হায়! হায়! তোমরা কল্লে কি? তোমাদের জন্যই এবার বঙ্গবাসী একটা বড় কাজ পাইল না। আর কি এত মার-ধর খাইয়া, জরিমানা দিয়া আবার সেইরূপ নব বল পাইবে? তোমরা (দেশী সম্পাদকেরা) ভাল ভাবিয়া—স্বদেশী আন্দোলন স্থায়ী থাকিবে ভাবিয়া কর্ত্তে গেলে এক, আমাদের অদৃষ্টক্রমে হ'য়ে গেল "আর এক।" লবণ সম্বন্ধে সত্যকথা প্রচার করিলে, নিশ্চিত ইহাতে ফল পাওয়া যাইত।

এখনও এক উপায় আছে। আসাম বেঙ্গলের ভিতর যে সকল জেলা গুলি পড়িয়াছে, ঐ সকল স্থানের মধ্যে যথায় লবণ করিবার মত জমি আছে; সমুদ্রের তীর দেখিয়া অথবা সমুদ্রের জল কেনেল করিয়া আনিয়া, মহামতি ফুলার সাহেবকে বলিয়া উক্ত বিভাগে লবণের কারখানা খোলাইবার চেষ্টা করা উচিত। মহামতি ফুলার বাহাদুরকে বলা কর্ত্তব্য যে, কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্টের লবণ-গোলা হইতে এদেশে লবণ আনিতে খরচাধিক্য হয়, অতএব সাহেব, আমাদের এই বিভাগে লবণ-গোলা করিয়া দিউন। আমরা আশা করি, ঐ সকল জেলার শ্রমসহিষ্ণু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বঙ্গবাসীরা যদি কলিকাতার বাবুদের ভূয়া পরামর্শ না শুনিয়া চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ঐ ফুলার সাহেবের দ্বারা এইরূপ অনেক বিষয়ে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবেন। বড়লাট কার্জ্জন বাহাদুর বঙ্গের প্রজাধিক্য বশতঃ শাসন-শৃঙ্খলা অর্থাৎ প্রজাপালনে যদি বাস্তবিক অসুবিধার জন্যই বঙ্গচ্ছেদ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহার পরীক্ষা করিবার এই এক সুযোগ। মহামতি ফুলার

বাহাদুর যদি ঐ বিভাগে লবণের কারখানা খুলেন, তবেই বুঝিব, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রকৃত প্রজাপালন উদ্দেশ্যে হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে লবণের কুঠি হইলে খরচা কমিয়া দর শস্তা হইবে।

এদেশী সংবাদপত্রের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া বাস্তবিক আমাদের হতাশ হইতে হইয়াছে। সঞ্জীবনী—সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার কাগজ, ইনিও পালে মিশিয়া গোল্লায় গিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় সত্যকথা প্রচার করিতে কৈ চাহেন? মহাজনবন্ধু লবণ বিষয়ে হট্টগোলের সময়ও সত্য বলিতে ভয় করে নাই। মহাজনবন্ধু ক্ষুদ্র পত্র বলে "না হয়, ইহার কথা নাই বা প্রচার করিলেন, কিন্তু দেশের লোক যখন লবণ বিষয়ে সত্যকথা বলিতে চাহেন, তখন তাঁহাদের মুখ চাপিয়া ধরা, তাঁহার মত যশস্বী সম্পাদকের কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়াছে কি?" গত ২৬শে মাঘের (১৩১২ সাল) সঞ্জীবনী পত্রিকা লবণ বিষয়ে দেশের লোককে কি বলিতেছেন, দেখুন,—

"একটী প্রশ্ন। বাবু তারিণীনাথ মজুমদার "ভারতীয় লবণ বনাম বিদেশী লবণ" নামক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ সঞ্জীবনীতে প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, তিনি ঐ প্রবন্ধ অন্যান্য সংবাদপত্রেও প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমরা তারিণী বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিতে চাই। তিনি স্বয়ং বিলাতী লবণের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন কি না? তিনি নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া বিলাতী লবণ ব্যবহারের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন কি না? আমরা এই দুই প্রশ্নের উত্তর চাই। আমরা আশা করি, অন্যান্য সংবাদপত্র, এই প্রশ্নগুলির উত্তর যতদিন না পাওয়া যায়, ততদিন তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিবেন না।"

একি কথা? তিনি তাঁহার কথা নাই বা মুদ্রিত করিলেন, তজ্জন্য দেশশুদ্ধ সম্পাদকদিগকে টানেন কেন? সত্যপ্রচার না হইলে, সমবেত শক্তি তথায় জন্মিবে না। সমবেত শক্তি ভিন্ন এ সকল কাজ হইবে না। তাঁতযন্ত্রে কি হইতেছে? লোকে কি জানে না, ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পারিব না; তবু সে কাজ করিতে চায় কেন? সত্যের, অনুরোধে নহে কি? বিলাতী শিক, দেশী ছাতা! বিলাতী সূতা, দেশী কাপড়! বিলাতী করকচ, দেশী লবণ! দেশটা আমাদের দ্বারা এইরূপেই উদ্ধার হইবে। হিতবাদীর সম্পাদক মহাশয় সঞ্জীবনীর উক্ত কথা গ্রাহ্য

করেন নাই। তিনি ২৭শে মাঘের দৈনিক হিতবাদীতে ঐ প্রবন্ধ অবাধে মুদ্রিত করিয়াছেন এবং ঐ ধরণের প্রবন্ধ আমরাও পাইয়াছি। লেখক স্বদেশী আন্দোলন ভাঙ্গিয়া যাউক, এই মৎলবে কিছু লিখিয়াছেন কি না? তিনি এদেশে লবণের কারখানা করিতে বলেন; ইহাতে তিনি যদি লবণ-ব্যবসায়ী হয়েন,—তর্কের খাতিরে ধরিলাম, তিনি লবণ ব্যবসায়ী,—তাহাতে এদেশে লবণের কারখানা হইলে, তাঁহার কাজেই ক্ষতি হইবে, কি লাভ হইবে, তাহা বুঝা উচিত।

বঙ্গে লবণের কারখানা।

লবণের প্রস্তুত-প্রণালী সকল দেশে একরূপ নহে। এ সকল কথা পুরাতন মহাজনবন্ধুতে সময়ে সময়ে বলা হইয়াছে। বঙ্গে গঙ্গাজল জ্বাল দিয়া কি প্রকারে লবণ প্রস্তুত করা হইত, অথবা বঙ্গের লবণ প্রস্তুত-প্রণালীর কথা বলাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এক্ষণে বঙ্গে লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকার কাহারও নাই। এক তিল লবণ প্রস্তুত করিলে তাহাকে জেলে যাইতে হইবে।

কলিকাতার গঙ্গাজলের লবণাক্ত পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। খালগুলিতে গেট এবং কবাট করিয়া এক্ষণে বাদার জল বাদায় রাখা হয় এবং গঙ্গা-জল গঙ্গাতেই ছাড়া হয়। এখন আর বাদার জল গঙ্গায় মিশে না, এবং পূর্ব্বে গঙ্গায় যেরূপ আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করা হইত, জল-পুলিশ দ্বারা ইহার অনেক প্রতিকার হইয়াছে। অনেকের ধারণা, এই সকল কারণে গঙ্গাজলের লবণাক্ত পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, অদ্যাপি কলিকাতার দক্ষিণদিকের গঙ্গায় যতদূর যাওয়া যায়, ততই লবণাক্ত জল পাওয়া যায়। ইহাদের মতে বজবজ হইতেই গঙ্গাজলে কলিকাতার গঙ্গাজলাপেক্ষা ক্রমশঃ লবণের ভাগ অধিক দেখা যায়। ইহার আর একটী বিশিষ্ট কারণের কথা ইহারা বলেন যে, কলিকাতার উত্তরদিকের গঙ্গার তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিম্‌কীর দারোগার চৌকি দেওয়া কাজ প্রায় নাই। কিন্তু ও-ধারে এ বিষয়ে অদ্যাপি খুব আঁটাআঁটি নিয়ম প্রচলিত আছে, অর্থাৎ ঐ দিকের

গঙ্গার জল অধিক লবণাক্ত। যদি প্রজারা কেহ লুকাইয়া লবণ করে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের লবণ বিষয়ে একচেটীয়াস্বত্ব থাকে না, গবর্ণমেণ্টের আবগারী আইনের কলঙ্ক হয়; কাজেই কেহ লুকাইয়া লবণ করিলে তাহাকে রাজ-দণ্ড ভোগ করিতে হয়। আবার যে জমিদারের প্রজা এই দণ্ডভোগ করে, সেই প্রজা অপেক্ষা জমিদারের শাস্তি অধিক। কেন না, তোমার প্রজা ইহা করিতেছে, তুমি ইহার সংবাদ রাখ না কেন? এত কাণ্ডেও তবু মাঝে মাঝে শুনা যায়, কলিকাতার দক্ষিণ দিকের অমুক দরিদ্র প্রজা লবণ প্রস্তুত করিয়াছিল, জেলে গেল। ইহাতে এই জানা যায় যে, ঐ দিকের গঙ্গাজলে লবণ বেশী আছে। যদি কেহ লবণের কারখানা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট অধিকার লয়েন, তাহা হইলে ঐ সকল দেশে—তমলুক প্রভৃতি স্থানেই ইহার কারখানা করা চলিবে। বহুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা করিবার জন্য অধিকার লইতে পারেন। কারখানায় লবণ প্রস্তুত করিয়া, উহা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের লবণ-গোলা—খিদিরপুর এবং সালখিয়াতে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিয়া জানা কর্ত্তব্য যে, আমরা লবণের কারখানা করিবার অধিকার পাইব কি না? বোধ হয়, অধিকার পাওয়া যায়। লবণ-ব্যবসায়ী মহাজনেরা ইহার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বিদেশী লবণের সহিত পড়-তায় সুবিধা হইবে না। তবে যদি স্বদেশবাসী "অধিক মূল্যে স্বদেশী লবণ খাইব" এরূপ কোন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে, তাহা হইলে অনেক ধনবান মহাজন এ কাজে নামিবেন নিশ্চিতঃ।

আমাদের দেশে কল-কারখানার সরঞ্জম খুব সহজ। দেখ না কেন, কতকগুলি বাঁখারি এবং খানকতক কাষ্ঠখণ্ডের কৌশলে এদেশী তাঁতযন্ত্র! খানকতক কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা এদেশী ঘানীযন্ত্র; এই ঘানীতে সরিষা নিংড়াইয়া যেরূপ তৈল বাহির হয়, উন্নত প্রণালীর মিলেও সরিষাকে ঐরূপ পেষা যায় না। শর্করা শিল্পের কারখানা দেখ; কতকগুলি গামলা, ভাঁড়, কোঁড় এবং ঝুড়ি মাত্র চিনি শিল্পের কলবল! হায়! হায়! এত শস্তার কলবলেও আমরা জিনিষ শস্তা করিতে পারি না কেন? কুঁড়েমীর জন্য! আরও কারণ আছে,—বহির্ব্বাণিজ্যে যাই না, জিনিষ কাটাইবার উপায় দেখি না, দেশের লোককে দ্রব্য বিক্রয় করিব, এই সঙ্কল্পে দোকান খুলি। এগুলি ব্যবসায় পক্ষে কুলক্ষণ। আমরা চাই বিনা পুঁজিতে অর্থার্জ্জন।

যেমন সাধনা, সিদ্ধিও তদনুরূপ! পাইও তাই,—বিনা পুঁজির চাকুরী, না হয় বড় জোর ওকালতী! পূর্ব্বে আমাদের লবণের কারখানার কলবল ঐরূপ জ্বালা, ভাঁড়, কোঁড় ছিল। এ সবও কি পুঁজির কাজ গা? তবু এগুলিও করি না কেন?

যাহা হউক, বঙ্গে পূর্ব্বে যে নিয়মে লবণ প্রস্তুত হইত, তাহা এখন বলি। গঙ্গার জোয়ারের জল সরিয়া গেলে, গঙ্গাতীরে পলিমাটি কাঁকিয়া আনিয়া একটা জ্বালায় রাখা হইত; বড় বড় কারখানায় এরূপ অনেক জ্বালা থাকিত। এই সকল জ্বালা চারিটা বাঁশের খুঁটির উপর বসান থাকিত; ইহার তল-দেশে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র, সেই ছিদ্রে একটা খড়িকার কাটি এবং প্রত্যেক জ্বালার নিম্নে একটী করিয়া মাটীর বড় গাম্‌লা থাকিত। গঙ্গার কাদামাটী ঐ জ্বালায় দিয়া উহাতে অল্প অল্প গঙ্গাজল মিশাইয়া মাঝে মাঝে একটা কাটি দিয়া খুব ঘোঁটা হইত, তাহাতে জলের মুখে ফেনা হইত। একদিকে ঐরূপ ঘোঁটা হইতেছে, আর সেই সরু ছিদ্র দিয়া খড়িকার কাটি বহিয়া ঐ জ্বালার ফটিক জল গাম্‌লায় পড়িত। এক গাম্‌লা জল হইলে, তাহা অন্য স্থানে একটা বড় পাত্রে কেবল প্রত্যেক জ্বালার নিম্নস্থ গাম্‌লার জল সংগ্রহ করা হইত। একদল কুলিতে এই কাজ করিত। অন্য একদল কুলিরা ঐ ফটিকজল আগুণে জ্বাল দিত।

মাটীর পাত্রে ঐ ফটিক জল রাখিয়া বড় বড় কারখানায় ১০।২০টা উনানে জ্বাল দেওয়া হইত। অল্প আঁচে জ্বাল দেওয়া হইত, জ্বাল দিবার সময় এই জল হইতে একটা গন্ধ বাহির হয়। ইহাতে জানা যায়, লবণ জল হইতে স্বতন্ত্র হইবে, সেই পথে আসিয়াছে। জ্বাল দিতে দিতে জলটা ক্রমে গাঢ় হয়, চিটে গুড়ের মত বর্ণ না হউক, ঐরূপ ভারী হয়। ইহা হইলে তখন জ্বাল দেওয়া বন্ধ করা হইত। তারপর, একটা বড় গাম্‌লায় ছাই থাকিত, এইরূপ ভস্মের গাম্‌লা লবণের কারখানায় অনেক থাকিত। এই গাম্‌লায় একখানা চট্ পাতিয়া, তাহার উপর পুরু কাপড় বিছাইয়া গর্ত্ত মত করিয়া উহাতে সেই গাঢ় জল ঢালিয়া দিত। গাঢ় জল ঢালিয়া বস্ত্র এবং চটের মুখ গুটাইয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া একটা পুঁট্‌লী মত করিয়া, সেই পুঁট্‌লিটা গাম্‌লার ছাইগাদার ভিতর পুঁতিয়া রাখিয়া গাম্‌লার মুখ পর্য্যন্ত ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া, সেই পুঁট্‌লিটী ভস্মরাশিতে চাপা দেওয়া হইত। কোন্ কোন কারখানার উঠানের মাটীতে এইরূপ বহু গর্ত্ত থাকিত, একাজ

গাম্‌লায় না করিয়া ঐ সকল গর্ত্তে করা হইত। ছাই চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্য, গাঢ় জলের জলীয়াংশ ভস্ম শোষণ করিয়া লইয়া কেবল লবণ টুকু যেন সেই বস্ত্রের ভিতর জমিয়া যায়। স্পঞ্জ, করাতের গুঁড়া প্রভৃতি দ্রব্যে একাজ হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী উহা কোথায় পাইবে? এবং অত খরচায় কেন যাবে? বুদ্ধিমান বাঙ্গালী ছাইভস্ম দিয়া তাহা সারিত! কে বলে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক নহে?. এ দেশের দরিদ্র শিল্পিরাও বৈজ্ঞানিক!! ছাই-ভস্ম চাপা দিবার আর এক উদ্দেশ্য ছিল যে, ঐ দ্রব্যও এক প্রকার লবণ। ভস্মকে ক্ষারলবণ (পটাশ) বলা হইত। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরাও ভস্মকে তাই বলে। ইহাতে কেবল জল শোষণ ব্যাপার হইত না, এদেশী লবণের লবণাক্ত শক্তিও বৃদ্ধি পাইত। এখনকার এলোপ্যাথিক ডাক্তার মহা-শয়েরাও ক্ষারঘটিত ঔষধের সহিত যেমন লবণ-ঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ঔষধের তেজ বৃদ্ধি করেন, তখনকার লবণের কারখানায় নুনের তেজ বৃদ্ধির জন্যই ছাই চাপা রাখিয়া পরদিন পুঁটলি খুলিলে দেখা যাইত, এক ডেলা লবণ পুঁটলির ভিতর রহিয়াছে। দশ সের, পাঁচ সের, অর্দ্ধমণ মাপের চাপ করা হইত। চাপের মাপ কমিয়া গেলে বলা হইত, জ্বালার মাটী ফেলে দাও, উহাতে আর নুন নাই। তখন মাটী বদ্‌লান হইত। কেবল গঙ্গাজলে তত বেশী লবণ পাওয়া যায় না, এই জন্য মাটীধোয়া জল লবণ প্রস্তুতের পক্ষে প্রশস্ত। তারপর, এই চাপ লবণ গবর্ণমেণ্টের গোলায় জমা দিয়া আসা হইত। ইহা অবশ্য অপরিষ্কৃত লবণ। পরিষ্কার অল্প জলে এই লবণকে গুলিয়া, অল্প তাতাইয়া হাড়পোড়া কয়লার জলে চুঁয়াইয়া লইয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় পুনরায় লবণ করিলেই তাহা রিফাইন সলট্ হয়। লবণের ল্যাটিন নাম "ক্লোরাইড অব সোডিয়ম।" এই নামটির সঙ্গে ছাই চাপা লবণের সুন্দর মিল আছে। বঙ্গবাসী! নুনের কারখানা করিবার জন্য চেষ্টা কর, সত্য সত্য স্বদেশী লবণ তাহা হইলে খাওয়া হইবে।

শুনিতেছি, গবর্ণমেণ্ট-বাহাদুর লবণের রওনা-খরচা ইত্যাদি তুলিয়া দিবেন। তাহা হইলে যে সকল মহাজনেরা গবর্ণমেণ্টের লবণগোলা হইতে লবণ আনিয়া দুই এক পয়সা পাইতেছিলেন, তাঁহাদের কাজ কমিয়া যাইবে। রওনা-খরচার জন্যই দশ কুড়ি বস্তা লবণ গোলা হইতে আনিতে অসুবিধা ছিল। এখন ছোট ছোট মুদিরাও গোলা হইতে লবণ লইবে। শ্রীঃ—

মহাজনবন্ধুর বার্ষিক সাহায্য প্রাপ্তিস্বীকার।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

৬৩৬	শ্রীযুক্ত	বাবু শরচ্চন্দ্র কোয়ার—জামতারা,	৫ম বর্ষ শোধ।
৬৩৮	,,	মিষ্টার এলাহিবক্স—(পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর) বোয়ালিয়া,	,,
৬৩৯	,,	আর, কে, সরস্বতী এণ্ড কোং—গৌহাটী,	,,
৬৪০	,,	দীনেশচন্দ্র পাকরাশী—স্থলবসন্তপুর,	,,
৬৪১	,,	হরেন্দ্রনারায়ণ বসু—বেলিয়া, মুরারৈ	,,
৬৪২	,,	উপেন্দ্রচন্দ্র বসু—দিগ্‌ড়ার, বহিরা	,,
৬৪৩	,,	শ্রীনাথ লাইব্রেরী—হরিপুরলজ, পাবনা	,,
৬৪৪	,,	রাজকুমার সেন—সবরেজেষ্ট্রার, নবিনগর	,,
৬৪৫	,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ বেজ—নন্দপুর, তমলুক	,,
৬৪৬	,,	কেনারাম ভট্টাচার্য্য—এডুকেশন ক্লার্ক, দুমকা	,,
৬৪৭	,,	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গোয়ালপাড়া থানা	,,
৬৪৮	,,	অধরচন্দ্র গোস্বামী—ডাঙ্গা, টাঙ্গাইল	,,
৬৪৯	,,	আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়—বুগাহা, চম্পারণ	,,
৬৫০	,,	হরিগোপাল ভট্টাচার্য্য—কাইয়ার বাজার, বগুড়া	,,
৬৫১	,,	চন্দ্রকান্ত সেন—অষ্টমনিষা, পাবনা	,,
৬৫২	,,	বঙ্গচন্দ্র দে—লোহাপটী, চট্টগ্রাম	,,
৬৫৩	,,	ক্ষীরোদবিহারী রায়চৌধুরী (হেডমাষ্টার) আজগড়া, খুলনা	,,
৬৫৪	,,	অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গেঁওখালি	,,
৬৫৫	,,	কৃষ্ণলাল দত্ত—মঙ্গলদৈ, আসাম	,,
৬৫৬	,,	লক্ষ্মীকান্ত মল্লিক—কুবিরপুর, কটক	,,
৬৫৭	,,	গিরীশচন্দ্র সরকার—কাকুরা, ফরিদপুর	,,
৬৫৮	,,	বামনদাস কর—এলাহাবাদ	,,
৬৫৯	,,	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাধুহাটী	,,
৬৬০	,,	ডাক্তার গিরীশচন্দ্র কুণ্ডু—আঁটপুর, হুগলী	,,
৬৬১	,,	অজ্ঞপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়—নাতিয়াডাঙ্গা, নদীয়া	,,
৬৬২	,,	বসন্তকুমার সাধু—ত্রিবেণী, হুগলী	,,
৬৬৩	,,	অশ্বিনীকুমার রায় (কালেক্টার)—কৃষ্ণনগর, নদীয়া	,,

[ক্রমশঃ।

ম্যানেজার—শ্রীসত্যচরণ পাল।

মহাজনবন্ধু, মাসিক-পত্র।
৫ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা ; চৈত্র, ১৩১২।

অবাধ-বাণিজ্য।

অবাধ-বাণিজ্য কি ? জগতের যে কোন দেশের লোককে যে কোন দেশে বাণিজ্য করিতে দেওয়া, নিষেধ না করাকে অবাধ-বাণিজ্য বলে। বহির্ব্বাণিজ্যের নামান্তর "অবাধ-বাণিজ্য।" কেহ কেহ বলিয়াছেন, "দেশের কতজন লোক বহির্ব্বাণিজ্যে যাইবে ? তদ্দ্বারা দেশের কি উপকার হইবে ?"

জার্ম্মাণি, রুষিয়া প্রভৃতি দেশের ও আমেরিকার সমুদয় লোক যে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, অথবা উহাদের সকলেই যে ভারতবর্ষ দেখিয়াছেন, তাহা নহে। দূরের কথা ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গের কথাই বলি, এই বঙ্গদেশের অনেক মফঃস্বলের লোক এখনও কলিকাতা সহর দেখেন নাই। এইরূপ বহির্ব্বাণিজ্যে যাইতে হইবে বলিলেই যে বঙ্গদেশের গোড়া খুঁড়িয়া উহাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া সকলকেই আমেরিকায় লইয়া গিয়া তুলিতে হইবে, নচেৎ দেশোদ্ধার হওয়া অসম্ভব, তাহা আমরা বলি নাই। ইদানিং যে কয়টী লোকে স্বদেশের কল্যাণপ্রার্থী হইয়া বঙ্গে নূতন তাঁতের কারবার করিয়াছেন, ঐরূপ একদল লোক হইলেই যথেষ্ট হইবে।

ধরুন, জর্ম্মণ বিট চিনির ৩০টী মার্কা আছে। প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে ঐ কয়জন জার্ম্মণিবাসী ২৮ কোটি ভারতবাসীকে চিনি খাওয়াইতেছে। জার্ম্মণি দেশের সমগ্র লোক, এজন্য ভারতে আসে নাই।

কোন গণ্ডগ্রামে, হরিবাবুর বাটীর প্রাত্যহিক উঠনা মুদীর দোকান হইতে আইসে,—তৈল ⁄।০, চিনি ⁄।০, ময়দা ⁄।।০, লবণ ⁄।০, ঘৃত ⁄০ পোয়া ইত্যাদি। এইরূপ দশ বার ঘরের উঠনা জোগাইয়া এবং কিছু নগদ বিক্রয় করিয়া, মুদী মাসে খরচ খরচা বাদে কোন মাসে দশ টাকা পায়, কোন মাসে পায় না। উক্ত গ্রামে ঐ মুদীর দোকান ভিন্ন অন্য দোকান নাই। মুদী অসভ্য, লেখাপড়া জানে না ; ধনীও নহে যে, সাহস করিয়া কোন বিদ্বানকে টাকা দিয়া বিদেশে সমুদ্রপারে বাণিজ্যে যাইতে বলিবে ; সে

দেশের কোন সংবাদ রাখে না ; খবরের কাগজের নাম শুনেছে, উহাতে কি লেখে, তাহা সে জানে না। মুদী দেশে থাকিয়া "খাইতেছে" কাজ-করিতেছে, আর বংশবৃদ্ধি করিতেছে। এই শ্রেণীর বহু মুদী এদেশে আছে ; ইহাদের দ্বারা বহির্ব্বাণিজ্যের—অবাধ-বাণিজ্যের কি উপকার হইবে ?

আপনি ও আমি, আমরা বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য দশব্যক্তি সমুদ্রপারে বাণিজ্যে যাইব, স্থির করিলাম। গণ্ডগ্রামের মুদী হরিবাবুর ন্যায় দু'পাঁচ জনকে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যেমন সংসার চালায়, আমাদেরও সংকল্প তাই ; দু'দশটী "বিদেশকে" গ্রাহক করিয়া সংসার চালাইব। হরিবাবুর সংসারের প্রাত্যহিক ব্যয় তৈল ⁄।০, চিনি ⁄।০, ময়দা ⁄।।০ সের ইত্যাদি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এক্ষেত্রে আমরা ধরুন "একটী বিদেশ" গ্রাহক পাইলাম। সেই "বিদেশ গ্রাহকটীরও" প্রাত্যহিক ব্যয় তৈল ১০ হাজার মণ, চিনি ১০ হাজার মণ, ময়দা ২০ হাজার মণ, বস্ত্র ৫ হাজার টাকা। এইরূপ বহুবিধ দ্রব্য ঐ বিদেশ গ্রাহকটী গ্রহণ করে। কেন এত দ্রব্য লয় ? হরিবাবুর মত ইহারও এত পরিবার যে, এই বিদেশ গ্রাহকটীও তাহার দেশের পরিবার প্রতি-পালনে নিত্য ঐরূপ-অত দ্রব্য গ্রহণ করে। ধরুন, এই গ্রাহকটী আমরা দশ জন বঙ্গবাসী পাইলাম। সেই "বিদেশ গ্রাহকটী" বলিল, "দেখুন, আমার দেশে অমুক অমুক স্থানে, অমুকের অমুকের নামে দ্রব্য দিবেন ; কারণ, আমার বড় কাজ, একা পারি না, তাই আমার দশটী আফিস। এই দশটী আফিসে সেই দেশবাসীরাই আছে।" তারপর আমরা এদেশে (বঙ্গে) আসিয়া একটী বড়-আফিস করিলাম। দশজনের মধ্যে পাঁচ জন সেই দেশে রহিলাম, পাঁচ জন এখানে রহিলাম। পাঁচ জন সেখানে থাকি-বার উদ্দেশ্য, উহাদের দেশে এদেশের মাল যাহা যাইবে, তাহা উহাদের বুঝাইয়া দিবে। এদেশে যে পাঁচ জন আসিয়া আফিস করিলাম, এই আফিসে বহু-স্বদেশীকে রাখিলাম ; কেননা, এতবড় কাজ পাঁচ জনে পারিবে কেন। আমরা পাঁচ জন কর্ত্তা হইলাম। তৎপরে স্বদেশী মহাজন যিনি যে কাজ করেন, তাঁহাদের বলিলাম, "দেখুন, আমাদের এই সকল দ্রব্য প্রত্যহ চাই,—তৈল ১০ হাজার মণ, চিনি ১০ হাজার মণ, ময়দা ২০ হাজার মণ, বস্ত্র ৫ হাজার টাকা ইত্যাদি।" ইহা শুনিয়া তৈলের মহাজন, চিনির মহাজন, ময়দার মহাজন এবং তাঁতের মহাজনেরা বলিল, "এতদ্রব্য আমরা এক এক জনে কি করিয়া দিব ?" "যত জনে

পার, দাও" বলিয়া আমরা তাহাদের চুক্তিপত্র দিলাম। উহারা গদীতে গিয়া বঙ্গের জেলায় জেলায় দোকানদারদিগকে হাস্যবদনে কহিল, "এত-দিন পরে বাবুরা একটা বড় সুন্দর কাজ ক'রেছেন ; স্বদেশী বস্ত্র, তৈল, চিনি অনেক লইবেন, কণ্ট্রাক্ট দিয়াছেন ; তোমরা স্ব স্ব জেলা হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া দাও।" তাহারা বলিল "বাবুদের জয়জয় হউক, খুব দিব।" এই বলিয়া তাহারা স্ব স্ব দেশে গিয়া, প্রত্যেক গণ্ড-গ্রামে গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানী ও মুদী কিংবা তাঁতিকে বলিল, "লিয়াও" "লিয়াও" "স্বদেশী দ্রব্য লিয়াও।" যত পারিল, প্রাণপণ শক্তিতে দিল, আর পারে না। তখন মহাজন বলিল "দাও, উহাদের দাদন দাও, দ্রব্য অধিক করুক।" তাই করা হইল। এই এক ঘর—দশজন লোক বিদেশ গ্রাহক একটী পাইয়া দেশের সেই গণ্ড-গ্রামের মুদীটী পর্য্যন্ত দ্রব্য দিতে লাগিল। কলিকাতায় এরূপ কত ঘর আছে, খুঁজে দেখ। যেন এক প্লেগের ব্যায়রাম জাহাজে করিয়া এদেশে আসিয়া ভারতময় ছড়াইয়া পড়িল ! এইরূপ চাই, নিদান একটা "বিদেশ" গ্রাহক চাই। চল,—এই কাজের অনুসন্ধান কর ; জয় জয় হইবে। আন্দামান-দ্বীপে ইংরাজ-রাজ এখনও অন্য দেশের রাজাদের বাণিজ্য করিতে দেন নাই, এবং অন্য রাজারাও উহা দোষী ও খুনে লোকের দেশ বলিয়া উহাতে বাণিজ্যের জন্য চেষ্টা করেন নাই। ইংরাজ-রাজ এই দেশ বসাইয়াছেন, একটী বিদেশ গ্রাহক সৃষ্টি করিতেছেন বা উহাকে মানুষ করিতেছেন। এই দেশের নূতন নাম দিয়াছেন "পোর্টব্লেয়ার।" ইংরাজ-রাজাকে বলিয়া কহিয়া চল,—আমরা পোর্টব্লেয়ারে যাই ; শুধু শুধু জেলে যাও কেন ? দ্বীপান্তরে যাও ! তথায় গিয়া স্বদেশী বস্ত্র, স্বদেশী চিনি বিক্রয় করিবার উপায় করা যাউক। রাজাকে বল "প্রভো ! আমাদের ঐ দেশটীতে বাণিজ্য করিবার স্বত্ব দিউন। দশ বৎসরের জন্য দিউন। এই দশ বৎসরে যেন অন্য দেশের রাজার প্রজারা না যাইতে পারে, আমরা সে দেশকে মানুষ করিব। দিউন প্রভু ! উহাদের ভার আমাদের হস্তে দিউন।" এজন্য যে টাকা লাগে, এদেশ হইতে চাঁদা করিয়া দেওয়া হউক। সকলেই টাকার কাঙ্গাল ! স্বদেশী দ্রব্যের গ্রাহক দেখ, তবে কাজের উন্নতি হইবে ; নচেৎ ভাই দাদাকে দ্রব্য বেচিয়া কিছু হবে না। শুধু শুধু দেশের ভিতর ঢেঁকির কচ্‌কচি ও তাঁতের ঠক্‌ঠকি শব্দ করিও না।

বঙ্গ-লক্ষ্মী কটন মিল।

শ্রীরামপুরের "লক্ষ্মী-তুলসী" নামক কাপড়ের কলটি সম্প্রতি বাঙ্গালীর হস্তে আসিবে বলিয়া শুনিতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালী কাপড়ের কল ক্রয় করিয়াছে,—বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্বাধীনে সেই কল পরিচালিত হইবে।

উক্ত "লক্ষ্মী-তুলসী" কলের প্রতিষ্ঠাতা কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ঐ কলটী নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু তিনি লাভবান হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ আমরা জানি না। এইরূপ দুই একবার হস্তান্তরিত হইলে অবশেষে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ গোবর্দ্ধন দাস খাটা মহাশয় শুনিতে পাই—৪ লক্ষ টাকায় উহা ক্রয় করেন। রেঙ্গুন, ব্রহ্মা, চীন এবং বোম্বাই খাপের মোটা কাপড় করিয়া কলটী একরূপ চালাইতে ছিলেন; ইহাই বাজারে রাষ্ট্র। এক্ষণে বাঙ্গালীরা ঐ কলের ৪৫৲ বিঘা জমী, বাটী ও সরঞ্জমাদিসহ ৭,১৫,০০০৲ টাকা মূল্য দিয়া শুনিতেছি, মিঃ গোবর্দ্ধন দাস মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এখন ইহার নাম হইয়াছে,—"বঙ্গ-লক্ষ্মী কটন মিল্‌স্ লিমিটেড্।"

মহারাজ সূর্য্যকান্ত, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, নবাব আবদার শোভান চৌধুরী, রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর, মিঃ আর, এন, মুখার্জি, মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী সরকার সি, আই, ই, বাবু লাঙ্গৎ সিংহ, ক্ষেত্রমোহন দে কোম্পানির বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দে ও বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন কোম্পানির ডাইরেক্টর বা পরিচালক এবং বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু সলিসিটার নিযুক্ত হইয়াছেন। কোম্পানি বার লক্ষ টাকা মূলধনে (২৫০ টাকার অংশে) কারবার খুলিতেছেন। কোম্পানি যথারীতি রেজেষ্টারী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ের কতিপয় উপযুক্ত ব্যক্তি এবং মার্টিন কোম্পানির সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই কলটি পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা এখনও কার্য্যোপযোগী আছে। মিঃ গোবর্দ্ধন দাস একজন দক্ষ ব্যক্তির দ্বারাই এই কলটী চালাইতেছিলেন, অতঃপর তিনিই দুই বৎসর কাল এই কল চালাইবেন এবং সকলকে কলসম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা দিবেন। মিঃ গোবর্দ্ধন দাস এই কলের একজন এজেণ্ট হইয়াছেন। তিনি সময়ে সময়ে উপদেশ দিয়া কলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে উৎসাহিত করিবেন এবং আবশ্যকমত তূলা ক্রয় করিয়া দিবেন।

এই কলে দুই শত তাঁত এবং তেইশ হাজার চরকা চলিতেছে। পরিদর্শকগণ বলিয়াছেন যে, এঞ্জিনের বল আর বাড়াইতে হইবে না; কারণ, ইহার যথেষ্ট শক্তি আছে। "বঙ্গ-লক্ষ্মী কটন মিল্‌স্" কোম্পানি এক্ষণে তাঁত ও চরকার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার জন্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। কলের কার্য্য আরম্ভ করিতেও প্রায় দুই লক্ষ টাকা আবশ্যক। সুতরাং এক্ষণে বার লক্ষ টাকার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। কলটী ক্রীত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ইহার মূল্য দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, আপাততঃ ঐ বার লক্ষ টাকা কোন উপায়ে কোম্পানির হস্তগত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। কোম্পানি শেয়ার বা অংশ খুলিয়াছেন, অনেকগুলি অংশ ইতিমধ্যেই বিক্রীত হইয়াছে।

যাঁহারা শেয়ার বা অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ১০ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে উক্ত কোম্পানির আফিসে স্ব স্ব নামধাম, অংশের পরিমাণ ও প্রতি অংশে দশ টাকা কোম্পানির সলিসিটারের নামে পাঠাইবেন। মার্চ্চ মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

কলের কথা।

এইবার বেশ হ'য়েছে। ভগবান যাহা করেন, তাহা ভালর জন্যই করেন। পূজার সময় বাবুরা স্বদেশী আন্দোলন ক'রে আমাদের যে অঝোরে কাঁদাইয়াছিলেন, অবশ্য তাহা দেশের মঙ্গলের জন্য,—সেই আমাদের কান্না ভগবানের মঙ্গলেচ্ছায় হইয়াছিল! এই কলে প'ড়ে বাবুরাও তেমনি ভগবানের মঙ্গলেচ্ছায় কাঁদিবেন! বাবুরা একটা দোকান করিবেন, বা কেহ বিদেশে শিল্প শিক্ষা করিতে যাইবেন, সেজন্য একবার ঢাকটা বাজাইবেন, উলু দিবেন, রাজার নিন্দা একবার করিবেন! এবার দোকান নহে, ১২ লাখের কল! লক্ষহীরার চার্জ! এ আওয়াজে বঙ্গে আর চা'লে কাক বসিবে না! কাণে তূলা দাও! হরিবোল! হরিবোল! উঃ হুঃ ও নাম করা আর হবে না!! এখন চলন হ'য়েছে "বন্দে মাতরং।" ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন; তাহা এখনকার লোকে বুঝিতে

চাহেন না, এইজন্যই যত গণ্ডগোল। এখন ইঁহারা বলেন, ২০ লক্ষের কল কেনই বা হাতফেরা হইল? গোবর্দ্ধনবাবু অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে কেনই বা উহা চালাইতে পারিলেন না? ধোঁকায় মানুষের সর্ব্বনাশ হয়। ধোঁকায় প'ড়ে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীর সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে! মহাজনবন্ধু বরাবর বলিতেছে, ভাই দাদাকে দ্রব্য বিক্রয় করিব বলিলে স্বদেশের অভাব মিটান হইতে পারে, কিন্তু তাহা ব্যবসায় নহে। যাঁহারা স্বদেশীর অভাব মোচনকেই ব্যবসায় বলিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহারাই নষ্ট হইয়াছেন। বহির্ব্বাণিজ্য ভিন্ন ব্যবসায় হয় না। এই ধোঁকায় পড়িয়া, এক ইংরাজ-বণিক্ রামকৃষ্ণপুরে লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বরফকল করেন, শেষে উহা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকারকে ১৮ হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। ইনি উহাকে চাউল ছাঁটা কল করেন, তারপর তাহাও চলিল না; শেষে ইনি আবার উহাকে ছয় হাজার টাকায় ৺ভূতনাথ পাল মহাশয়কে বিক্রয় করেন, তাহা এখন পড়িয়া আছে। কোঁট-চাঁদপুরের চিনির কল মিঃ আলেকজাণ্ডার নিউহাউস সাহেব ধোঁকায় পড়িয়া করেন, এখন তাহা অচল। তারপুরের রায় ধনপৎ সিং বাহাদুরের চিনির কলেরও ঐ দুর্দ্দশা। কলিকাতার কাশীপুরে মিঃ টর্ণার মরিশন সাহেবরা প্রবল ধনী হইয়াও ঐ ধোঁকায় পড়িয়া চিনির কল করিয়াছেন। উহার অবস্থা ভাল আর কি ক'রে বলি! ইঁহারা কখনও উহাকে পাটের কল করিতে চাহেন, কখনও বলেন "তুলে দিব।" লক্ষ্য রাখিবেন, এই সকল কলের দ্রব্য বহির্ব্বাণিজ্যের উপযুক্ত দ্রব্য হয় নাই বলিয়াই ঐ দুর্দ্দশা। পাট ও চটের কল এদেশে বেশ চলে, উহাদের খুব উন্নতি হ'য়েছে; তা'র মানে, উহাদের দ্রব্য বহির্ব্বাণিজ্যের উপযুক্ত। লক্ষ্মী তুল্‌সী মিল্ যদি লওয়া হ'য়ে থাকে, তাহা হইলে উহাকে কাপড়ের কল না ক'রে, এই সময় হইতে চটের কল করা হউক। চল্‌বে ভাল! লক্ষ্মীর পরামর্শ শুন; অলক্ষ্মীর মন্ত্রে নাচিও না। মা' লক্ষ্মীকে আমরা বলিয়াছিলাম "মা! দেশে বড় গোলযোগ; হাতের চুড়ি ভেঙ্গে ফেল মা! উহা যে বিদেশী কাচের চুড়ি!" মা' বল্লেন "যেদিন বিদেশী চুড়ি ভাঙ্গিব, সেইদিন সিঁথির সিন্দূরও মুছিব এবং মোটা থান পরিব।" কেন মা' এ অলক্ষণের কথা? মা' বল্লেন, "চুড়িটা বিদেশী, সিন্দুরটা কি?" ওযে মা' এসিয়াখণ্ডের চীনদেশের দ্রব্য। মা' বল্লেন "চুলায় যাও, আর তর্ক করো না।"

এ কলের কথা, গ্রামফোণ নহে। গ্রামের মাথা যাবে, দেশোদ্ধার হবে।

ইহা হিতবাদী, বঙ্গবাসী কাগজ নহে যে, উপহার দিয়ে বিশ হাজার গ্রাহক করিলেই চলিবে। এ বড় শক্ত কাজ। বিশ হাজার গ্রাহকে চল্‌বে কি? ঐ কলের কাপড় লইলে কি উপহার দিবে? এই যে সেদিন অমৃতবাজারে বড় প্রবন্ধ বাহির হইল, কাপড়ের কল হইবে না; উহাতে পরিণামে শ্রমজীবীর অন্নমারা যাইবে, দেশে নিহিলিষ্টের দল হইবে। ইহা পাঠে বুঝিয়াছিলাম, বুঝিবা বাবুরা মহাজনবন্ধুর কথায় কর্ণপাত করিয়াছেন। আবার হুজুগ চেগে উঠ্‌ল যে? বোম্বে দাদার কাছে আর বুঝি কাপড় চাই না, তাই মান হ'য়েছে, তবে বোম্বে-দাদার কলটা কেন না ভাল।

মদের কল করিতে পার? ভারতের প্রচুর মৌয়া বিদেশে যায়। ফ্রান্স হইতে আঙ্গুর গিয়া ইটালীতে মদ্য হইত; কিছুদিন পূর্ব্বে ইটালির এক সাহেব ভারতে আসিয়া এদেশী মৌয়ার মদ দেখিয়া যান। তিনি বলিয়া যান, মৌয়ার মদে একটা গন্ধ আছে, ইহা নষ্ট করিতে পারিলে ঠিক ফ্রান্সের ব্রাণ্ডির মত হইবে। তারপর তিনি দেশে গিয়া কি করেন, ভগবান জানেন। এক্ষণে কিন্তু ইটালিতে ভারতীয় মৌয়া প্রচুর রপ্তানী হয়। উহাতে শস্তায় মদ করিতে পারিলে, বিদেশী গ্রাহক খুব পাওয়া যাইবে। এই সব কলের কথা বল।

তা'বলে যাঁহারা হট্টগোলে পিকেটিং করায় মত দিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করি, সে কোন্ উদ্দেশ্যে? এখন কাজ সম্মুখে! আর তোমরা বলিও না যে, উহা চলিবে কি না। এখন তোমরা ইহার অংশ বিনা আপত্তিতে ক্রয় কর; নচেৎ তোমাদের প্রতি সামাজিক দণ্ড হউক। এখন পশ্চাৎপদ হইও না। একটা মত ধর, ঔষধ পাইবে।

তাঁতের কারখানা।

(২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

ছোট নলিতে সাধারণতঃ মাড় দেওয়া হয় না; তবে দিলেও কোন দোষ হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চরকার সাহায্যে নলি বাটিতে হয়। এই পোড়েনের সূতা টানার সূতা হইতে দশ নম্বর বেশী থাকে, ইহা নলি বাটিবার সময় কেবল ভিজাইয়া লইলেই হইল।

ডোর বা ডবল সূতা।—জমিনের সূতা অপেক্ষা পাড়ের সূতা একটু মোটা হওয়া আবশ্যক। এই জন্য বাণ্ডিলের সূতাকে ডবল বা দোহারা করিয়া লওয়া হয়। উহা দুইটি ছোট চরকি এবং একটী নাটাইয়ের সাহায্যে অনায়াসেই হইতে পারে। পাড়ের নীচের কোল পাড়ের মোটা সূতা বা ডোরও পাড়ের সূতার ন্যায় ডবল করিয়া লইতে হয়, এবং পরে অর্থাৎ দোহারা করার পর মাড় দিতে হইবে ও বড় নলিতে জড়াইতে হইবে।

হালাতে নলি হইতে সূতা পূরিবার নিয়ম।—প্রথমতঃ হালাটা টানার কলের (অর্থাৎ যাহাতে নলিগুলি সাজান আছে উহার) সম্মুখে খাড়া করিয়া ধরিতে হইবে, পরে টানার কলের ডানদিকে যে দুইটি খোঁপ আছে, তাহার নলির সূতা ছিদ্রের মধ্য দিয়া যাইবে এবং বামদিকে যে দুইটি খোঁপ আছে, তাহার নলির সূতা ঐ দিকের ছিদ্রের নীচের (১ম ছিদ্রের নীচের ফাঁকের চেয়ে) প্রত্যেক খোঁপের ফাঁক দিয়া যাইবে। হালাতে সূতা পূরিবার সময় বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন নলি হইতে সূতা ভরিবার সময় নীচে হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে উঠিতে থাকে। অর্থাৎ নলির সূতাও যেরূপ নীচে হইতে লইয়া উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে উঠাইতে হইবে, হালাস্থ ছিদ্র এবং ফাঁক সম্বন্ধেও ঠিক সেই নিয়ম খাটিবে।

কাপড়ের বহরের মাপ।—যত হাত লম্বা কাপড় হইবে, তাহার চতুর্থাংশ বহর হইবে।

একখানা কাপড়ে কত গাছা সূতা লাগিবে এবং কতবার নলি লইয়া ঘুরিতে হয়।—যত হাত কাপড় হইবে, সানার তত হাত মাপ, এবং পরে দেখিতে হইবে, উহাতে যতটা সানা আছে, তাহার দ্বিগুণ সূতা লাগিবে। এখন কাপড়খানিতে যত গাছি সূতা লাগিবে, তাহাকে নলির ফ্রেমে যত নলি আছে, তাহা দ্বারা ভাগ করিলেই কতবার ঘুরিতে হইবে, তাহা পাওয়া যাইবে।

৪০ নং সূতার একখানা কাপড়ে সাধারণতঃ কত ক্ষীন সূতা লাগে, তাহা জানিবার উপায়।—সূতা ৪০ নং এবং সানা ১০৫০ আছে; প্রত্যেক সানায় দুইগাছা করিয়া সূতা যাইবে, সুতরাং ১০৫০ এর দ্বিগুণ ২১০০ হাত লম্বা সূতা হইলে ১০ হাতি একখানা কাপড়ের টানা হয়। এবং ২১০০ হাত ১০ গুণ করিলে ২১,০০০ হাত লম্বা একগাছা সূতা দ্বারা

৪০ নং সূতা ১০ হাতি একখানা কাপড়ের টানা হইবে, যাহার সানার ঘর ১০৫০ আছে, তাহার ২১,০০০ হাত লম্বাকে ১৬০০ দিয়া ভাগ করিলে (১ ক্ষীন=১৬০০ হাত) ১৩ ক্ষীন হইবে। সুতরাং টানায় ১৩ ক্ষীন সূতা লাগিবে, গড়ে। পোড়েনেও তত (১৩ ক্ষীন) ক্ষীন বা দুই এক ক্ষীন সূতা বেশী লাগিবে। উপযুক্তরূপে কত নম্বর সূতার একখানা কাপড়ে সাধারণতঃ কত ক্ষীন সূতা লাগিতে পারে, তাহাও বাহির করা যায়।

কত নম্বরের সূতায় কত সানা লাগে।

টানার সূতা।		পোড়েন।		সানা।
২০ নং	...	৩০ নং	...	৭০০।৭৫০
৩০ নং	...	৪০ নং	...	৯০০
৪০ নং	...	৫০ নং	...	১০০০।১০৫০
৫০ নং	...	৬০ নং	...	১১০০
৬০ নং	...	৭০ নং	...	১২৫০।১৩০০
৮০ নং	...	৯০ নং	...	১৬০০।১৭০০
ইত্যাদি।	...	ইত্যাদি।	...	ইত্যাদি।

এ নিয়ম ৪৪ ইঞ্চিতেই খাটিয়া থাকে, এবং সানা এ নিয়ম অনুসারেই তৈয়ার করা হয়।

বঙ্গের অধিকাংশ তাঁতিই কাপড় বুনিবার পূর্ব্বে সেকেলে ধরণে হল্‌কিতে পুরণি কাড়ায়, অর্থাৎ একত্রে যতখানা কাপড় বুনিবেন, মনে করুন, ১২০০ সানায় ২০ জোড়া প্রমাণ ধুতির পুরণি কাড়াইতে হইলে, তাঁতিকে ফাঁকা জায়গায় ৪০০ চারি শত হাত লম্বা স্থানে দুই হাতে দুইটা চরকিতে ৬০০ ছয় শত বার যাতায়াত করিতে তাঁহার ১,২০,০০০ এক লক্ষ বিশ হাজার হাত অর্থাৎ মোটের উপর ৩৪ মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক পথ ভ্রমণ করিতে দুই মাইল প্রতি ঘণ্টার হিসাবে দুই দিবস আবশ্যক হয়। বলা বাহুল্য, বৃষ্টি হইলে কার্য্য একবারে বন্ধ থাকে, এবং ঘরের বাহিরের গলিতে বা পালানে পুরুষ ভিন্ন স্ত্রীলোকে প্রায়ই কাজ করে না। আমি নিম্নে পুরণি কাড়ার যে সহজ প্রণালী বিবৃত করিতেছি, তাহা অনায়াসে ঘরের ভিতরে অতি সংকীর্ণ স্থানে এক দিনেই সম্পন্ন হয়, বৃষ্টি বা রৌদ্রে কার্য্য বন্ধ থাকে না এবং স্ত্রীলোকেও করিতে পারে এবং করিয়া থাকে।

পুরণি কাড়ানর প্রথম বিষয়।—আট হাত দীর্ঘ ও চারি হাত খাড়াই সেট

দেওয়ালের গায়ে, পাকা দেওয়ালে অথবা ইহার অভাবে বাঁশের বা কাষ্ঠের খুঁটি বারান্দাতে (মেজে হইতে ৪ হাত উপরে থাকা প্রয়োজন) আট হাত অন্তর পুঁতিয়া উক্ত দেওয়ালে বা খুঁটিতে লোহার পেরেক, বাঁশের বা কাষ্ঠের গোঁজা ৩।৪ অঙ্গুলি তফাৎ তফাৎ একসারি উপর্য্যুপরি শক্ত করিয়া পুঁতিতে হইবে। উক্ত পেরেক বা গোঁজা চারি অঙ্গুলি পরিমাণ বাহিরে থাকিবে, এবং এই পেরেক বা গোঁজা দুই সারিতে ২৬টী করিয়া ৫২টী পুঁতিতে হইবে ও সর্ব্ব নিম্নে আর একটী গোঁজা উক্ত দুই সারের মধ্যে পুঁতিতে হইবে, কিন্তু এই গোল গোঁজটীর প্রায় ১ ইঞ্চি পরিমাণ ব্যাস হওয়া চাই ও অর্দ্ধহাত পরিমাণ দেওয়াল হইতে বাহিরের দিকে থাকিবে। দেওয়াল সম্মুখে করিয়া দাঁড়াইলে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে বাম দিকে গোঁজার নম্বর ১,৩,৫ ইত্যাদি বিজোড় নম্বর ৫১ পর্য্যন্ত এবং ডাইনের সারের গোঁজার নম্বর ২ হইতে ৫২ পর্য্যন্ত জোড় নং এবং সর্ব্ব নিম্নের মধ্যস্থিতটী ৫৩ নম্বর দেওয়া গেল।

২য় বিষয়—চরকি।—উক্ত দেওয়াল বা খোঁটার দক্ষিণ পার্শ্বে দুই হাত পরিমাণ দূরে এবং উক্ত দেওয়ালের সমকোণে বা হেলাইয়া মেজে হইতে দুই হাত উপরে তিন সারিতে ২০টী নাটাই চরকাতে সূতা জড়াইয়া এমন ভাবে বসাইতে হইবে, যেন সহজে উহা ঘোরে এবং উহা হইতে সূতা বাহির হয়।

তৃতীয় বিষয়—হাতা।—আঠার অঙ্গুলি লম্বা ও এক অঙ্গুলি চওড়া ও সিকি অঙ্গুলি পুরু ২ খানা বাঁশের বাঁখারি দুই পাশে ৩ অঙ্গুলি করিয়া বাদ দিয়া মধ্যস্থিত ১২ অঙ্গুলিতে খাঁচার পাতির ন্যায় ১২টী ছিদ্র করিয়া উহাতে ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ লম্বা এবং সরু বাঁশের শলাকা পরাইতে হইবে, পূর্ব্বে উক্ত শলাকাতে বাঁশের ১০টী নল পরাইতে হইবে। এবং দুই প্রান্তে আর দুইটী মোটা শলাকা দ্বারা উক্ত ১৮ অঙ্গুলি লম্বা পাতিদ্বয়কে শক্ত রূপে এমন ভাবে আটকাইতে হইবে, যেন উক্ত ১০টী নল চাকার মত অতি সহজে ঘুরিতে পারে (এই হাতার শেষ দুই প্রান্তে সূতার দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে হয়) এবং উক্ত ১০টী নলের এড়ো দিকে শেষ দুই প্রান্তে এক পৃষ্ঠে ২টী ও অপর পৃষ্ঠে আর দুইটী একুনে ৪টী নল উক্ত ১৮ অঙ্গুলি লম্বা পাতির সঙ্গে এরূপভাবে আটকাইতে হইবে, যেন এই ৪টী নলও উক্ত ১০টী নলের মত সহজে ঘোরে; এইরূপ যন্ত্রটীকে হাতা বলে।

হল্‌কার ২০টী চরকার সূতা হাতার ১০টী ছিদ্রের ভিতর গলাইয়া, এই রূপে ২০টী চরকার সূতার মুখ হাতার ভিতর দিয়া আনিয়া একত্র করিয়া ১ নম্বর গোঁজাতে বাঁধিয়া, দক্ষিণ হাতে হাতা ধরিয়া এবং তৎপশ্চাতে বাম হস্তে উক্ত ২০টী সূতার খেয়া একত্র করিয়া টানিয়া আনিয়া দ্বিতীয় গোঁজে আটকাইয়া, তথা হইতে টানিয়া আনিয়া বামদিকের তৃতীয় গোঁজে আটকাইয়া, তথা হইতে টানিয়া আনিয়া ডাইনের দিকে চতুর্থ গোঁজে আটকাইয়া, তথা হইতে টানিয়া আনিয়া বাম দিকের পঞ্চম গোঁজে আটকাইতে হইবে। এই-রূপে ক্রমান্বয়ে ৫৩ নম্বর গোঁজাতে আটকাইয়া, পুনরায় নিম্ন হইতে ক্রমা-ন্বয়ে উপরে প্রথম গোঁজা পর্য্যন্ত উঠিতে হইবে, আবার পুনরায় প্রথম গোঁজা হইতে ৫৩ নম্বর গোঁজাতে যাইতে হইবে, এই প্রকার সূতা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত প্রণালী মত পুরণি কাড়াইতে হইবে। ৫৩ নম্বর গোঁজাতে আব-শ্যক মত ঝাঁপ করিয়া সূতা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে হয়, এইরূপে পুরণি কাড়া শেষ হইলে প্রথম গোঁজা হইতে সূতা খুলিয়া গুটাইয়া লইতে হয়, তৎপরে এক এক খেই করিয়া সানায় গাঁথিতে হয়, তৎপরে ঢাল গুঁড়াইয়া নরাজে জড়াইতে হয়। ঢাল জড়ানের পর "ব" তুলিতে হয় এবং তৎপরে তাঁতে তুলিয়া বুনিতে হয়।

লম্বাভাবে বাহিরে হলকাতে পুরণি কাড়ানতে বহু সময় ও অর্থব্যয় হয়, এবং অনেক সময়ে বৃষ্টির জন্য কার্য্য বন্ধ থাকে। উপরের কথিতমত ঘরের ভিতর পুরণি কাড়াইতে ৭ হাত মাপের ৫৬ খানা রঙ্গিন কাপড় পুরণি কাড়ানের মজুরি ৵১০ পয়সা অর্থাৎ পয়সায় ৪ খানা এবং এক দিবসেই করিতে পারে এবং এই পুরণি কাড়ান বাঁকুড়া জেলার স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার অনেক স্থানে এই প্রণালীতে পুরণি কাড়ায়। এই জেলার পুরুষেরা কেবল ঢাল গুঁড়ায় ও তাঁত বোনে, স্ত্রীলোকেরা সূতার অন্যান্য সমস্ত কার্য্য করে।

বঙ্গের অন্যান্য জেলার তাঁতিরা আমার লিখিতমত বাঁকুড়া জেলার অনুকরণে পুরণি কাড়াইয়া যদি কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহারা সহজে অল্প সময়ে, অল্প ব্যয়ে ও সামান্য পরিশ্রমে, এমন কি গরীব স্ত্রীলোকের দ্বারাও কার্য্য করাইয়া লইতে পারে। যদিও অন্যান্য জেলায় দীর্ঘস্থান ব্যাপিয়া বাহিরে সূতা কাড়ানের সুবিধার জন্য একবারে অনেকগুলি সূতা টানার জন্য খচির ,ফ্রেমে সূতার অনেক নলি লাগাইয়া কার্য্য চালাইতেছে, কিন্তু

তাহাতেও বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লিখিত প্রণালী অপেক্ষা অধিক সময় আবশ্যক হয় ও কষ্টসাধ্য। আমার প্রণালী অনুসারে একত্রে যত সংখ্যক সূতা ইচ্ছা, তাহার পুরণি কাড়ান যাইতে পারে। হল্কা ও চরকির সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই হয় এবং ইচ্ছা করিলে দুই খেয়ের অধিক সূতাও হাতার এক ছিদ্রের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে। হল্কা ও চরকির পরিবর্ত্তে সূতা নলিতে জড়াইয়া বাঁশের খাঁচার মত সমকোণ চতুর্ভুজ বিশিষ্ট আলমারির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বহু খোঁপ খোঁপ করিয়া ১০৫ খেয়া বা তদূর্দ্ধ সূতা বহুছিদ্রবিশিষ্ট হাতা করিয়া তদ্দ্বারা সংক্ষেপে পুরণি কাড়ান যায়।

আশা করি, আধুনিক বয়ন-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ উপরিলিখিত পুরণি কাড়ান ছাত্রগণকে বিশদরূপে শিক্ষা দিবেন। কেহ এই সহজ উপায়ে নিজে নিজে পুরণি কাড়াইতে না পারেন, তজ্জন্য প্রকাশ করিতেছি যে, পাঠকগণের কাহারও যদি এই সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকের দরকার হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইলে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সাহা।
এক্সষ্টুডেণ্ট সব্-ওভারসিয়ার ক্লাস, টেক্‌নিকেল স্কুল—(পাবনা)।

বঙ্গে নূতন তাঁতের ব্যবসায়।

পোষ্ট আউটসাহী, বিক্রমপুর, ঢাকা। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত "নূতন ধরণের চরকা" করিয়াছেন।

নাটোরের ছোটতরফের রাজা ৺যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী মহোদয় ৮ খানি ঠক্‌ঠকি তাঁত বসাইয়াছেন। বড়তরফের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের বাড়ীতে ৫ খানি ঠক্‌ঠকি চলিতেছে।

পোষ্ট গোবিন্দগঞ্জ, গ্রাম দিগ্‌লী, জেলা শ্রীহট্ট। শ্রীযুক্ত কে, সি, চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "দিগ্‌লিতে শিল্প-বিদ্যালয়" বসিয়াছে। ঠক্‌ঠকিতে কাপড় বুনা হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে ৫৲ টাকা এবং মাসিক বেতন ৩৲ টাকা লাগে। তাঁত বুনার সঙ্গে—বোতাম, আর্শি, চিরুণী, বাতি, নানা-বিধ বার্ণিস, কালী ও সুগন্ধিদ্রব্য প্রভৃতি তৈয়ারী করা শিখান হয়।

"তাঁত সম্বন্ধে মোটা সংবাদ।—হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি, দে মহোদয়ের

উদ্যোগে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হুগলীতে বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয় স্থাপন হইবে। পুরাতন ফৌজদারী মহাফেজ খানার ঘরেই উপস্থিত তাঁত-বুনা স্কুল আরম্ভ হইবে। কথাটা "বাবু-সংবাদ" না হইলেই আনন্দের কথা বটে।

নারায়ণগঞ্জ-বারের কতিপয় ব্যক্তি কুষ্ঠিয়ার ঠক্‌ঠকি লইয়া গিয়া বয়ন-বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। ৪৲ টাকা ফি দিয়া ইঁহাদের বয়ন কারখানায় প্রবেশ করিতে হয়। এই সঙ্গে গুটিপোকার রেশম বাহির করাও শিক্ষা দেওয়া হয়।

কলিকাতা, গোয়াবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত উদয়চন্দ্র সেন, সিমলার জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ তন্তুবায়। ইনি কলিকাতার ও শ্রীরামপুরের ঠক্‌ঠকিতে "ফুল" পাড় করিবার কৌশল বাহির করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক। ইঁহার তত্ত্বাবধানে উক্ত কলেজেই বয়ন-বিভাগ খোলা হইয়াছে।

বজেটে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর শ্রীরামপুরে বয়ন-বিদ্যালয় করিবেন, এজন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বাটী হইবে এবং প্রতিবর্ষে এই স্কুলে ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হইবে।

পোষ্ট রূপসা, গ্রাম খাজুরীয়া, জেলা ত্রিপুরা। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সিংহের বাটীতে একখানি শ্রীরামপুরী ঠক্‌ঠকি বসিয়াছে।

ময়মনসিংহ, বাজিতপুর। শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র করণী প্রসিদ্ধ কারীকর। এই গ্রামে লৌহ এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ভগবান বাবু ঐ সকল শিল্পে এতদিন লিপ্ত ছিলেন, এক্ষণে তিনি শ্রীরামপুরের ঠক্‌ঠকি তাঁত অপেক্ষা ভাল তাঁত-যন্ত্র করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের তাঁত-যন্ত্র অপেক্ষা ইঁহার তাঁত-যন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মাকু চালাইবার পদ্ধতি অল্প আয়াসসাধ্য হইয়াছে। ইনি তাঁত-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং বাটীতে বস্ত্র-বয়ন বিদ্যালয় করিবেন। ইঁহার তাঁতের মূল্য ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কুণ্ডু, পোষ্ট শালিখা, জেলা হাবড়া। ইনি নূতন ধরণের চরকা করিয়াছেন, ইহাতে দুইগাছি সূতা সহজে হয়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু। আড়বেলিরা গ্রামে ছয় খানি তাঁত বসাইয়া নিজের পরিবারবর্গের জন্য বস্ত্র-বয়ন করাইতেছেন।

ঝালকাটি, জেলা বরিশাল। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ফ্লাইশাটল তাঁত বিক্রয় করিতেছেন।

চাই বিদেশী গ্রাহক।

আজ কয়েক মাস ধরিয়া আমরা "বঙ্গে নূতন তাঁতের ব্যবসায়" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিতেছি। ঐ প্রবন্ধটী ধীরভাবে আলোচনা করিলে এই বুঝা যায় যে, সাবেক তাঁতিরা যে নূতন তাঁত লইতেছে, তাহা নহে। বঙ্গের অধিকাংশ কৃতবিদ্য লোকেরাই যেন এতদিন কেবল বলায় ছিলেন, এবার কাজ-করা গোছে দাঁড়াইয়া উহা করিতেছেন। উহাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ী নহেন। ইহাদের উদ্দেশ্য অতীব মহৎ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি উক্ত কাজ না চলে, তাহা হইলে আর কস্মিনকালে উহাঁরা যে কাহার কথা শুনিবেন, এমন বোধ হয় না। একটা সুখের কথা এই যে, ঐ প্রবন্ধে যতগুলি বয়ন-বিদ্যালয় হইয়াছে, ঐ গুলিই কাপড় শস্তা হইবার পক্ষে অনুকূল কাজ। কেন না, তাঁতির পারিশ্রমিক ছাত্রদিগের শিক্ষার ভিতর হইতে পাওয়া যাইবে! উপস্থিত শস্তা হইলেও পরিণামে এই ব্যবসায়ের স্থায়ীত্ব বিষয়ে এখনও আমাদের মনে অন্ধকার লাগিয়া রহিয়াছে। কিসে আমাদের স্বদেশী বস্ত্রের গ্রাহক বৃদ্ধি হইবে, কাট্‌তি অধিক হইবে, তৎপক্ষে চিন্তা করাই এখন এদেশবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কাট্‌তি হইলে স্বতঃই উহা এদেশে উৎপন্ন অধিক হইবে; লাভের পয়সা পাইলে, তখন বঙ্গে ঘর ঘর তাঁত বসিয়া যাইবার মত হইবে। অতএব প্রধান ভাবনা কাট্‌তি।

ইহাতে আমাদের যাহা ধারণা, তাহা বলিতেছি। (১) কেবল বাঙ্গালীর খাপের কাপড় করিলে হইবে না। (২) ম্যানচেষ্টারের কাপড় যেমন বিদেশী, বম্বে কলের কাপড়ও তেমনি বিদেশী বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। আপনি বাঁচ্‌লে বাপের কিংবা বম্বে দাদার নাম তখন হইবে। ইংরাজ বঙ্গের শিল্প যত গ্রহণ না করিয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক বম্বেবাসীরা বঙ্গের শিল্প গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। যে কোন কল থাকিলে, হাতের শিল্প বাঁচিবে না। অতএব বোম্বে কলের কাপড়ও আমাদের পরিত্যজ্য। (৩) ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়া, তথায় যে সকল লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আছেন, তাঁহাদের ভিতর স্বদেশী আন্দোলন জাগাইয়া যাহাতে বঙ্গের কাপড় তাঁহারা লয়েন, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। আন্দামান দ্বীপে বাঙ্গালীর দোকান আছে, রেঙ্গুনে বাঙ্গালীর দোকান আছে, নেটালেও বাঙ্গালী আছেন, মরিশস্ দ্বীপেও বাঙ্গালী আছেন; বাঙ্গালী নাই কোথায়? ইংরাজের কৃপায় বাঙ্গালী এখন জগৎময়। ঐ সকল বাঙ্গালীকে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করা হউক। কোন্ দেশে কাহারা কিরূপ বস্ত্র ব্যবহার করে এবং উহার দাম কিরূপ, এই সকল তথ্য সংগ্রহ করা হউক। ইহা করিতে অর্থব্যয় হইবে না, কিংবা আমাদের জাত যাবে না, ধর্ম্মও যাবেনা, ঘরে বসিয়াই তাহার চেষ্টা-চরিত হইবে। এদেশী সংবাদপত্র ঐ সকল বাঙ্গালীকে বিনামূল্যে উপহার দিয়া আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহাদের কর্ণে এবং মর্ম্মে কেবল শুনান—আমাদের সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের প্রধান কার্য্য হউক। একটা পোর্ট বা একটা বন্দর আমাদের বস্ত্রের গ্রাহক না হইলে, কেবল বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালী কাপড় পরিব বলিলে কালে এ ব্যবসায় লয় পাইবে।

আমাদের দেখা উচিত, যে সকল বন্দরে অন্যান্য বিদেশী জাহাজ লাগে না, কেবল ভারতীয় জাহাজ যায়,—যেমন মরিশস্ দ্বীপ কিংবা আন্দামান দ্বীপ; এই সকল স্থানে খাদ্যদ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্র ভারত হইতে যায়; তথাকার ভারতবাসীকে শস্য আমরা দিই, কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া আবার তথায় যায়। অতএব ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ডিউটী যে ঐ সকল বন্দরে যাইবার অনুকূল ব্যবস্থাতে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই বলি, কলিকাতা হইতে ঐ সকল স্থানে বিলাতী বস্ত্রের পরিবর্ত্তে বঙ্গের বস্ত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ব্যবসায়ী ও মহাজন-সমাজ এজন্য চেষ্টা করুন। অনেকে মিছামিছি বলেন, ইংরাজ রাজা, বিলাতীপ্রজার ব্যবসায় এবং ভারতীয় প্রজার ব্যবসায়ে ভিন্নরূপ ভাবেন; উহাদের জন্য ডিউটী খুলে দেন, আমাদের জন্য ডিউটী ক'রে চাপিয়া ধরেন। তাই যদি হয়, তাহা হইলে আমরা সাহেবদের সঙ্গে বখ্‌রায় কাজ করিনা কেন? মাড়োয়ারীরা ত তাই করিতেছেন।

মোজা, গেঞ্জি নিশ্চিতঃ বঙ্গ হইতে এইবার উঠিয়া যাইবে। উহার কল যত বৃদ্ধি হইবে, জার্ম্মণির ঐ শিল্পকেও সরিতে হইবে। ইহাতে ইংরাজরাজ নিশ্চিতঃ সুখী হইবেন। তবে জর্ম্মণ অন্য কি মূর্ত্তিতে পুনরায় দেখা দিবে, তাহা বলা যায় না। বঙ্গের প্রতি জেলায় নিব সৃষ্টি হইয়াও জার্ম্মণির নিব উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা এখনও দেখিতেছি না; নিবের কল হওয়া দরকার। হোল্ডার বঙ্গ হইতে জন্মের মত যাইবে। যে দেশে এতবড় একটা কাঠের লাটিম এক পয়সায় বিক্রয় হয়, সেই দেশে ঐ খোদাই কার-

খানায় হোল্ডার করিবার ব্যবস্থা এবং উহাতে গালার রং দিবার ব্যবস্থা করিলে, বিদেশী হোল্ডার একটী /০ স্থলে বঙ্গের হোল্ডার একটী ৫ হইবে। কটকবাসী রাণীহাটীর খোদাই কারখানায় উহা করাইবেন। এগুলি না দেখার জন্য চাপা পড়িয়াছিল। এ সকল দ্রব্য কেবল ভারতবাসীকে বিক্রয় করিলে দেশে টাকা আসিবে না। এ সকল দ্রব্য আমরা যেমন ব্যবহার করিয়া নিজেদের অভাব মিটাইব, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিদেশে বিক্রয়ের পন্থা দেখিতে হইবে।

যতদিন এদেশে স্তা না হইতেছে, ততদিন দেশী-কাপড় হইলেও উহা আমাদের স্বদেশী শিল্প নহে; তবে আংশিক বটে। কাট্‌তি হইলে, উহা স্বদেশী হইতে বিলম্ব হইবে না। ব্যবসায়ের প্রধান প্রয়োজন কাট্‌তি। মাল কাটাইবার উপায়ের কথা কেবল ভাব। তোমরা যে স্বদেশে কাটাইবার উপায় দেখাইবে, মহার্ঘ হইলেও স্বদেশের উন্নতির জন্য লও বলিবে, উহা আমরা শুনিতে চাইনা। উহা বাজে কথা, ব্যবসায়ীর প্রাণের কথা নহে।

তাঁতের কাজে পসার না হইলে, বয়ন-বিদ্যালয় ইত্যাদি দ্বারা পরিণামে কি হইবে, তাহাও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যে সকল ছেলেরা উহা শিক্ষা করিবে, তাহারা ঐ কাজে মাসিক বড়জোর ১০।১৫৲ উপায় করিবে। ইংরাজী শিখিয়া বা অন্য কোন প্রকারে তাহারা বোধ হয়, তদপেক্ষা অধিক উপায় করিতে পারিবে। অতএব একাজে তাহাদের মন উঠিবে ত? পরন্তু ইহাতে গাধা খাটুনি, এবং ইহা কুলির মত কাজ! তাহা পরিণামে পছন্দ হইবেত? যাঁহারা তাঁত তুলিতেছেন, তাঁহাদের পুরুষানুক্রমের ধৈর্য্য ভিন্ন ইহাতে যে তাঁহারা স্থির থাকিবেন, তাহাও বোধ হয় না। বিদেশী গ্রাহকে আমাদের তাঁতের কাপড় লইলে পাট ইত্যাদির মত প্রকৃত বাণিজ্য ব্যাপারে এ কার্য্যটা দাঁড়াইবে। তখন পয়সা অধিক পাইয়া বরং ধৈর্য্য হইবে; নচেৎ যাঁহারা স্বপরিবারের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র নিজ বাটীতে তাঁতে বুনাইয়া লইতেছেন, ইহাই স্থায়ী হইবে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বয়ন-শিক্ষা একটা বিষয়ের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে, ফল হইবে না। তাই বলি, অগ্রে বিদেশী গ্রাহক দেখ। ১৪৪ কোটী লোকের ভিতর ব্যবসায়টা লইয়া গিয়া ফেল। তা' বলে শিল্পি হওয়া হবে না। কেননা, তোমরাত বলিয়া থাক "ছুঁতরের কাজ করিব না; শিল্প—কুলি-ক্ল্যাসের লোকের কাজ।" আহা! সোনার চাঁদ সব! তোমরা কি কুলির মত উপায়ী হবে? ব্যবসায়ী হও, চল বিদেশে যাত্রা করি। বল,—চাই বিদেশী গ্রাহক।

অহিফেন প্রস্তুত-প্রণালী।

পোস্ত গাছে আফিম হয়। ইহা শেয়ালকাঁটা জাতীয় উদ্ভিজ্জ। বেশী বড় গাছ নহে। ইহার সাদা ফুল হয়; ফুলে গন্ধ নাই। মতিহারী, ত্রিহুট্‌, ছাপরা এবং গয়া জেলা প্রভৃতি স্থানে বঙ্গের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহার চাষে অনেক গরীব লোক প্রতিপালিত হয়। এক কাঠা জমিতে এক ছটাক পোস্তদানা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে লাগাইতে হয়; ইহাতেই গাছ হয়। এ চাষের পাইট যথেষ্ঠ আছে। ফাল্গুন মাসে অহিফেন সংগ্রহ হয়। প্রত্যেক গাছে ৪।৫টা ফল হয়, মন্দ জমিতে প্রতিগাছে ২।১টা ফল হয়; এই ফলকে ঢেঁড়ী বলে। সতেজ ফলেই আটা ভাল হয়, ক্ষুদ্র ফলে তদ্রূপ হয় না। নরুণাকৃতি যন্ত্র দিয়া প্রথম দিন ফলগুলির গাত্রে তিনটী চির দিয়া আসিতে হয়। তৎপর দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অহিফেন-ক্ষেত্রে গিয়া সেই চেরা স্থানে যে আটাটুকু বাহির হইয়াছে, তাহা ঝিনুক দিয়া চাঁচিয়া মাটীর সান্‌কিতে সংগ্রহ করা হয়। একদিন পরে আবার সেই সকল ফলগুলির গাত্রে অন্য স্থানে চিরিয়া আসিতে হয়। আবার ঐরূপ করিয়া ঢেঁড়ীর আটা সংগ্রহ করা হয়। এইরূপ একদিন অন্তর চারিবার চির দিলে, ফলে আর আটা থাকে না। শুনা যায়, অহিফেন-ক্ষেত্রে যাহারা প্রাতঃকালে কাজ করিতে যায়, অহিফেনের গন্ধে তাহাদের নেশা হয়। বাড়ী আসিয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে, তবে নেশা ছুটে। আশ্চর্য্য নহে, ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ! ঘ্রাণ'ত ঘ্রাণ—তেঁতুল এবং নেবুর নাম করিলেই রসনায় লালা নিঃসরণ হয়। অধিকাংশ স্থলে অহিফেন-চাষীরা দেখিতে গুলীখোরের মত কৃশ!

বেলা ৯।১০ টার সময় অহিফেন-সংগৃহিত সান্‌কিখানি চাষীরা গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় কুঠিতে লইয়া গিয়া ওজন দিয়া আসে। গবর্ণমেণ্ট ইহাদের নিকট ৮৲ টাকা সের, উহা ক্রয় করেন। একটা ঢেঁড়স্‌ হইতে ৪ দিনে বড় জোর একটী মুকুতার মত আফিম বা ঢেঁড়সের আটা বাহির হয়। ইহার বর্ণ ডাঁসা কালজামের মত লাল। ইহা বড়ই তেজস্কর। কাঁচা আফিম, ঢেঁড়ী ফল ও বৃক্ষ কৃষকের প্রাপ্য।

ঢেঁড়ি-ফলের ভিতর যে বীজ থাকে, তাহাকে পোস্তদানা বলে। ইহা বিক্রয় হয়। লোকে খায়। ফুল ঝরিয়া যখন ফল বাহির হয়, তখন সেই যন্ত্র

পুষ্পের পাপ্‌ড়ীগুলি কৃষকেরা "রুটি" করিয়া গবর্ণমেণ্টকে চারি আনা সেরে বিক্রয় করে। উত্তপ্ত লৌহ-চাটুতে ঐ পাপ্‌ড়ী কিছু দিয়া হস্ত দ্বারা চাপ্‌ড়াইলে চাটুর গায়ে ইহা লাগিয়া গিয়া "রুটির" মত হয়! তাই ইহাকে রুটি বলে। বৃক্ষের পত্রগুলিও বস্তায় পূরিয়া কৃষকেরা গবর্ণমেণ্টের অহিফেন-কুঠিতে বিক্রয় করিয়া আইসে। গবর্ণমেণ্ট ইহাও চারি আনা সের ক্রয় করেন। উক্ত রুটি এবং অহিফেনপত্র গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত কাঁচা অহিফেনে মিশাইয়া, তাল বাঁধিয়া, বাক্স-বন্দী করিয়া ইহাকে কলিকাতায় চালান দেন।

পেয়ারার যেমন একটা তেজী গন্ধ আছে, "ঘরে পেয়ারা রাখিলে যেন পেয়ারা জানায় আমি ঘরে আছি!" সেইরূপ অহিফেনের একটা তেজী গন্ধ আছে। নূতন কাঁচা অহিফেন ঘরে রাখিলে, এই গন্ধ খুব বাহির হয়। যে সকল দেশে অহিফেন হয়, সেই সকল দেশে এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট-বাহাদুরের আবগারী আইন খুব কড়াকড়ি! অন্যস্থলেও ঐরূপ আছে, তবে এত নয়। যে দেশে অহিফেন হইতে পারে না, সেই সকল দেশে গবর্ণমেণ্ট ছাড়পত্র দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকেন! লবণ বিষয়েও তাই। আর ঐ যে গন্ধ, উহা শুঁকিয়া গুপ্ত-পুলিস চোরাই অহিফেন সহজে ধরিয়া ফেলেন। যে দেশে উহা হয়, সে দেশে অহিফেন শস্তা। ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া চাষারা কাহাকেও একটু আধটু অহিফেন দান করিলে, গবর্ণমেণ্ট কিছু বলেন না, কিন্তু একটা পয়সা লইয়া যদি উহা বিক্রয় করে, তবেই চাষাকে জেলে যাইতে হইবে। সাধারণে বোধ হয় ৪ ভরি পর্য্যন্ত অহিফেন ঐ সকল দেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনিতে পারেন। অহিফেন-চোর ধরিবার অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনা যায়। শ্রীঃ—

সংবাদপত্র প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে নিম্নলিখিত পত্র ও পত্রিকা গুলির প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতেছি,—

(১) এডুকেশন-গেজেট।—পোষ্ট চুঁচুড়া। সাপ্তাহিক। প্রকৃত হিন্দুমতের প্রাচীন সংবাদ-পত্র। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ অতি ধীরভাবে রুচিকর ও রসাল করিয়া লেখা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম মুখেই ইনি বলিয়াছিলেন

"ইংরাজ-রাজ আমাদের পর নহেন; অপর সমুদয় রাজ্যের দ্রব্যকে বিদেশী বলা চলে, কিন্তু লণ্ডনের দ্রব্য আমাদের বিদেশী দ্রব্য নহে।" গত ১০ই ফাল্গুন ইনি বলিয়াছেন "এদেশীয়েরা নিরুদ্যম ও বাক্‌সর্ব্বস্ব না হইলে ইংরাজের দ্বারা বহু বিষয় পাইতেন। উদ্যমের গুণে এস্, পি, চাটুর্য্যের নার্শরি যথেষ্ট রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছে; উদ্যমের গুণে ডুমরাওনের দেওয়ান ৺ জয়-প্রকাশ লাল উত্তর-বর্ম্মায় ২৫ হাজার বিঘা অনাবাদী জমিতে উৎকৃষ্ট বিহারী কৃষক-সম্প্রদায় সপরিবারে বসাইয়া ইংরাজেরই ন্যায় লাভবান হইবার পথ পান নাই কি?" ইনি আরও বলেন "ইংরাজের দোষ না দেখিয়া আমাদের দোষ দেখিয়া অগ্রে তাহার সংশোধন কর।"

(২) বঙ্গবাসী।—৩৮/২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। সাপ্তাহিক। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের আমলে ইহা প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্মের পত্রিকা ছিল; এইবার তাঁহার অভাব বুঝিতেছি। কেননা, স্বদেশী আন্দোলনে এমন অনেক কাজ হইয়াছে, যাহা হিন্দুমত-বিরুদ্ধ। তাহাতে ইনি কথা কহেন নাই। যোগেন্দ্রবাবু থাকিলে কখনই তিনি ঐ মতের পোষকতা করিতেন না। এই পত্রের এক বিশেষ গুণ এই যে, ইনি রাজবিদ্বেষী নহেন।

(৩) হিতবাদী।—৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। সাপ্তাহিক। স্বদেশী আন্দোলনে এই পত্রের সম্পাদকই অদ্ভুত ভাবে, নব বলে, যুবকের ন্যায় এত পরিশ্রম করিয়াছেন যে, দিন রাত্রি সময় ইহার পরিশ্রমকে ক্লান্ত করিতে পারে নাই। রাত-দিন সময় হারিয়াছে, তবু ইনি হারেন নাই! ইহার আদর্শ কার্য্য—স্বদেশের জন্য উৎপীড়িত ব্যক্তিবর্গকে পদক ইত্যাদি দিয়া সম্মান দান। ইনি যেমন বীর, চিনিয়াছেন সেইরূপ বীর! জহুরীই জহর চিনে! ইটালির একটা ম্যাট্‌সিনির কথা শুনা ছিল, বঙ্গে জেলায় জেলায় ইহার কৃপায় কত ম্যাট্‌সিনি দেখা গেল। ইংরাজকে ইনি নির্ভয়ে চক্ষু বুজাইয়া হিতাহিত না বুঝিয়া, ইংরাজের দোষ হউক, আর গুণই হউক—টেনে গালি দিয়া যান। দুর্ব্বলের স্বভাব বলবানের প্রতি হিংসা করা। রাজা বলবান, আমরা দুর্ব্বল! কাজেই রাজার নিন্দা সাধারণের পক্ষে শ্রুতিমধুর! স্বদেশী আন্দোলনে, আবার ঐ সঙ্গে 'মা'র নাম যোগ হইতেছে। শত চিন্তায় একবার "মাগো!" বলিয়া হাঁপ্ ছাড়িলে মস্তিষ্ক হইতে ক্ষণিকের জন্যও সহস্র যন্ত্রণা সরিয়া পড়ে। মা'র নামের এতই মহিমা! সেই মা'র নামের সঙ্গে দুর্ব্বলের পথ্য-বিশেষের মত রুচিকর রাজনিন্দা

যোগ হওয়াতে আর কি নিস্তার আছে? এরা এই দুটা জিনিষ দিয়ে এই হরিনাম (বন্দেমাতরং) জগতে এনেছে রে, এনেছে!! সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমাদের একটী বিনীত নিবেদন এই যে, তিনি দৈনিক হিতবাদী—যাহা সম্পাদন করিতেছেন, তাহা আমরা পাই না; অতএব উহার বিষয় বলা আমাদের অধিকার-বহির্ভূত; কিন্তু যাঁহারা দৈনিক হিতবাদী লয়েন, তাঁহারা বলেন "দৈনিক হিতবাদীর পুরাতন প্রবন্ধগুলির কম্পোজ না ভাঙ্গিয়া উহাই সাজাইয়া সাপ্তাহিক করা হয়; ইহাতে উহা পড়িলে, আর ইহা পড়িতে ইচ্ছা হয় না।" আমাদের বড় সাধের সাপ্তাহিক হিতবাদী এইরূপে যেন নষ্ট হইয়া না যায়, সে পক্ষে সম্পাদক মহাশয় একটু লক্ষ্য রাখিবেন। বঙ্গবাসীর দৈনিক যেমন স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইত, সেইরূপ করাই অনেকের অভিপ্রেত।

(৪) বসুমতী।—পোষ্ট হাটখোলা, কলিকাতা। গোঁড়া হিন্দুমতের কাগজ নহে; উন্নতিশীল হিন্দুমতের পোষক। পূর্ব্বাপেক্ষা ইদানীং পাঠোপযোগী প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনে কোন একটা স্থির মত নাই। ইনি সাপের গা'লে চুম খান এবং ব্যাঙের গা'লেও চুম খান! প্রথম যখন বঙ্গে প্লেগ রোগ আসে, সেই সময় এই পত্র হরিনামে যেমন মাতিয়াছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনে তেমন মাতিলেন কৈ? ৪র্থ বর্ষের মহাজনবন্ধুতে আমাদের কোন লেখক লেখেন "স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবে ত' উলঙ্গ হইয়া ঘরে বসিয়া দাল ভাত রাঁধ, তাহাতে নুন দিওনা!" ইনি এই কথা শুনিয়া তখন বলিয়াছিলেন "উন্মাদের লেখা।" এখন বোধ হয় জানিতেছেন যে, লবণ দেশী নহে; কাপড় যাহাকে দেশী বলা হইতেছে, উহার অস্তিত্বের প্রধান উপকরণ সূতাও দেশী নহে; রন্ধনের বিবিধ মসলাগুলির অধিকাংশ বিদেশ হইতে আনীত। এই বৎসর মহাজনবন্ধুতে লিখিত "তিনটী কথা ঘোষণা কর" প্রবন্ধটী ইনি সমর্থন করিয়াছেন। ইনি ইচ্ছা করিয়া ইংরাজকে গালি দেন না, কাজের গতিকে হইয়া গেলে তাহাও ধরিয়া রাখেন না।

(৫) সঞ্জীবনী।—৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ব্রাহ্মধর্ম্মের সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদকদিগের ভিতর লেখাপড়া জানা "প্রকৃত লোক" থাকিলে, তন্মধ্যে ইনিও একজন। স্বদেশী আন্দোলনে ইনি একটী আদর্শ কর্ম্ম এই করিয়াছিলেন যে, বিলাতী বিজ্ঞাপন সঞ্জীবনীর গাত্র হইতে তুলিয়া দিয়া, যেন স্বার্থপর নহেন, তাহা দেখাইয়াছিলেন। ইহার রাগ কেবল বিলাতের

(ইংরাজের দেশ) উপর। তাহাও হইয়াছে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের জন্য। জর্ম্মণি সুইডেন, ইটালি, আমেরিকাবাসী ভারতের টাকা লুটিয়া লইয়া গেলে ইহার মতে দোষ নাই। আমেরিকার ভ্রমণকারী যিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে বলা হইতেছে, "আপনারা তূলা পাঠাইয়া দিবেন"। এই সকল কাণ্ড দেখিয়া বোধ হয়, ইনি কেবল ইংরাজী দ্রব্যের বিরোধী, কিন্তু ইংরাজী ভাবের বিরোধী নহেন। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতেছেন বলিয়াই ইঁহাদের দল পুরু হইতেছে। এদেশে মানহানির মোকর্দ্দমা হিন্দুরা জানিত না, এই পত্রই ঐ বিলাতী মান এদেশে সর্ব্বপ্রথম ছড়াইয়া ছিলেন। দুর্ব্বল বালকেরা যেমন কথায় কথায় "বাবা আমায় গাল্ দিয়াছে বা মেরেছে" বলিয়া অভিযোগ করে, ইহারাও এক সময় কথায় কথায় "হে ইংরাজ-রাজা! ঐ হিন্দু, ঐ অসভ্য পৌত্তলিক হিন্দু আমায় গাল দিয়াছে" বলিয়া দাঁড়াইতেন। এই রোগটা ব্রহ্মঠাকুর ইঁহাদের ভিতর হইতে নষ্ট ক'রেছেন কি? ইদানিং ইঁহাদের পত্রে এত মিথ্যা কথা লেখা হইতেছে যে, তাহা অপাঠ্য এবং এজন্য প্রকৃত আমরা দুঃখিত। সেদিন ইহারা লিখিয়াছেন "ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে বিলাতী কাপড় বিক্রয় একেবারে বন্ধ হ'য়েছে।" বাস্তবিক ইহা হ'য়েছে কি? গত শ্রাবণ মাসে বলিয়াছিলেন, "তিন মাসের মধ্যে মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল বন্ধ হইবে, লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত শ্রমজীবী শার্দ্দূলসম গভীর গর্জ্জনে চারিদিক কম্পিত করিবে।" ৯ মাস গেল, তবু মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল বন্ধ হইল না; কাজেই সেই খেয়াল দেখিতেছেন,—ঐ বিলাতী কাপড় বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে! জগতে ১৪৪ কোটি লোকের বাস, তন্মধ্যে ৮ কোটী বাঙ্গালী। যাঁহাদের ১৪৪ কোটী গ্রাহক অর্থাৎ ১৪৪ কোটী লোকের উপর যাঁহারা ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের ৮ কোটী গ্রাহক নষ্ট হইলেও মাঞ্চেষ্টারের কল বন্ধ হইবে কেন? এবং সে প্রার্থনা আমরা করিতে যাইব কেন? দুঃখী আমরা, তোমাদের জয় জয় হউক; আমাদের ছেড়ে দাও, প্রভো! ছেড়ে দাও; আমরা ঘরে কাপড় করিয়া পরিব, তাহাতে যেন কোন ব্যাঘাত ঘটাইও না, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিব। সঞ্জীবনী বলিয়াছিলেন "আমাদের এই প্রতিজ্ঞায় পার্লামেণ্ট চঞ্চল হইবে।" খুব হ'য়েছে! আর না!! সময়ে সময়ে সঞ্জীবনীতে উৎকৃষ্ট জ্ঞানগর্ভ অনেক সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হয়, তজ্জন্য আমরা ইহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। হিন্দুর সহিত মিলেমিশে কাজ করিলে ইহার শক্তি আরও বৃদ্ধি হইবে।

(৬) পল্লিবাসী।—পোষ্ট কাল্‌না। বৈষ্ণব সাপ্তাহিক। স্বদেশী আন্দোলনে ইনি মাতালের মত ঢলিয়া পড়িয়া, আবাল তাবাল বকেন নাই। সম্পাদক মহাশয় "গণেশ মিল্‌স্" নামক বস্ত্র-বয়নের কল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী। বহু টাকার প্রয়োজন। কলটী ১৮৮২ সালের ৬ আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইবে। এই কলের প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভগবান ইহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ইহাকে আমরা একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি, শত্রু মনে করিবেন না। যে দ্রব্য আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া যায়, সেই দ্রব্যের কল করুন ;—পাট বা চটের কল করুন, চলিবে ভাল। কাপড়ের কল যদি একান্তই করেন, তাহা হইলে অগ্রে গ্রাহকের চেষ্টা করিবেন। কেবল বঙ্গের লোক গ্রাহক হইবে বলিয়া, সেই ভরসায় কখনই কোন কর্ম্মে নামিবেন না। এসব আমাদের ঠেকে শিক্ষা! এই সম্পাদকের শক্তি আছে ; ইনি প্রকৃত ২০।২৫ হাজার গ্রাহক বিশিষ্ট পত্র পরিচালকের উপযুক্ত। ঈশ্বরের কি নিয়ম! ধনবান, ভদ্রলোক, বড় রাজা-রাজড়ার ঘরে অনেকস্থলে ছেলে হয় না! পোষা ছেলে লইতে হয় ; আবার কুলি-মজুর, মিথ্যাবাদী, অভদ্রলোকের ঘরে ছেলে ধরে না! তেম্‌নি ভাল কাগজের গ্রাহক কম! অভদ্র, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, জুয়াচোরদিগের কাগজের গ্রাহক অধিক হয়।

(৭) বীরভূম বার্ত্তা। সাপ্তাহিক। এই বৎসর হইতে আমরা ইহাকে নূতন পাইয়াছি। গত ১৮শে ফাল্গুনের পত্রে লেখা হইয়াছে "হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এতদিন কোনই বিরোধ থাকিত না, কিন্তু স্বল্পদর্শী ইংরাজ উদার শাসন-পদ্ধতির মর্ম্ম বুঝিতে পারে না।" ও বাবা ইনি কে গো! ব্যাঙে যেন হস্তীকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে! ইংরাজ স্বল্পদর্শী বটে! কেন না, এক কোটী ইংরাজ, ১৪৪ কোটী জগতবাসীকে বশীভূত রাখিয়াছেন। উদার শাসন-পদ্ধতি ইংরাজ কি ক'রে বুঝ্‌বেন ভাই! তাঁকে গালি দাও, অন্ধ ইংরাজ বল, যাহা ইচ্ছা বল, তাঁহার সেই গালিযুক্ত তোমার সংবাদ-পত্র, তিনি অবাধে মস্তকে করিয়া, তুমি যথায় বলিবে, তথায় দিয়া আসিবেন ; এজন্য তিনি কেবল এক পয়সার দাবী করেন। পোষ্টেজ-ষ্ট্যাম্প একটা পয়সা দিলেই হইল। আর দেখ না, তিনি গালিও খাবেন, আদালতের বিজ্ঞাপন, নিলাম-ইস্তাহারগুলিও তোমাকে পয়সা দিয়া দিবেন! হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এতদিন কোন বিরোধ থাকিত না, তা' বটে! কেন না, ইংরাজ না

থাকিলে, এতদিন মুসলমানজাতি তোমাদের মুখে * * ক'রে দিয়ে, রাজা হইতেন। ভাই ভাই সম্পর্ক নহে ; মুসলমানের সহিত রাজা প্রজা সম্পর্ক পাতাও, তবে দেশোদ্ধার হইবে।

(৮) সময়।—৪ নং উইলিয়মস্ লেন, বহুবাজার, কলিকাতা। পুরাতন সাপ্তাহিক পত্র। কোন ধর্ম্মের গোঁড়া নহেন, ইহাই ইহার মস্ত গুণ। ইংরাজদ্বেষী। কেননা, সম্পাদক মহাশয় এম, এ, বি, এল। স্বদেশী আন্দোলনে কোন আদর্শ মত দেখান নাই।

(৯) যশোহর-পত্রিকা।—পোষ্ট যশোহর। সাপ্তাহিক। স্বদেশী আন্দোলনে প্রবন্ধের নূতন নূতন ভাবের "মটো" খুবই সুন্দর হইয়াছে। ইনি ইংরাজদ্বেষী, ধর্ম্মে হিন্দু। ইহার ধৈর্য্যগুণ আছে। অন্যের প্রবন্ধের মতদ্বৈধ হইলে সহ্য করিতে পারেন। সম্পাদক উপযুক্ত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি।

(১০) হিন্দু-রঞ্জিকা।—পোষ্ট বোয়ালিয়া, রাজসাহী। হিন্দুধর্ম্মের সাপ্তাহিক। স্বদেশী আন্দোলনে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেন নাই। কাজ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃত ইংরাজদ্বেষী নহেন। প্রবীণ সম্পাদক আমাদের মস্তকের মণি।

(১১) প্রসূন।—পোষ্ট কাটোয়া। সাপ্তাহিক। ধর্ম্মে হিন্দু। স্বদেশী আন্দোলনে আদর্শ-পথে গিয়াছেন। স্ব জেলার কোথায় কি পাওয়া যায়, তাহার তালিকা সংগ্রহের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী গোলাপ নহে! এ-দেশী ফুলের সৌগন্ধ আছে।

(১২) মানভূম।—পোষ্ট পুরুলিয়া। আমাদের ধারণা, এই শ্রেণীর অধিকাংশ মফঃস্বলের বাঙ্গালা সংবাদপত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞাপনদাতা মহাশয়দিগের এবং আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের আইনের কল, নীলাম-ইস্তাহার প্রভৃতির বিজ্ঞাপন-লব্ধ অর্থে জীবিত। এজন্য বঙ্গ-সাহিত্যের উপকার এই যে, জেলায় জেলায় কাগজ। ইহা বড় সুখের কথা। দেবেন্দ্রবাবু এবং নগেন্দ্রবাবুও এ পক্ষে গবর্ণমেণ্টের মত স্বদেশের সাহিত্যহিতৈষী। স্বদেশী আন্দোলনে মানভূম যথাসাধ্য খাটিয়াছেন।

(১৩) রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ।—পোষ্ট রঙ্গপুর। সাপ্তাহিক। ইংরাজদ্বেষী। ধর্ম্মে হিন্দু। খুব ধীরভাবের পত্র ছিল, স্বদেশী আন্দোলনে হঠাৎ গরম হইয়া উঠিয়াছেন! কোন আদর্শমত নাই। গরমের সময়টা কাটিলেই মঙ্গল!

(১৪) রঙ্গপুর দিক্-প্রকাশ।—পোষ্ট রঙ্গপুর। প্রাচীন হিন্দুমতের পত্রিকা। প্রাচীনের সবই ভাল। স্বদেশী আন্দোলনে যদি আমাদের গৌরব করিবার

কিছু থাকে, তাহা হইলে এই শ্রেণীর পত্রিকাগুলিকে অগ্রে মস্তকে করা উচিত। হিন্দুরঞ্জিকা, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি প্রাচীন পত্রগুলি, অনেক বাবুকে দেখিয়া, অনেক বুঝিয়া স্থির হইয়া গিয়াছেন ; সহজে যে কোন হুজুকে মাতিয়া উঠেন না। ইনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন "ইংরাজ যদি 'বন্দে মাতরং' বলিলে ক্ষেপিয়া উঠেন, তাহা হইলে আমরা নাই বা উহা বলিলাম।"

(১৫) মেদিনী-বান্ধব।—পোষ্ট মেদিনীপুর, কোতবাজার। হিন্দু ধর্ম্মের সাপ্তাহিক। মেদিনীপুর জেলার মুখপত্র। স্বদেশী আন্দোলনে কলিকাতার পত্রগুলির মুখ চাহিয়া খাটিয়াছেন। উপযুক্ত সম্পাদক। স্ব জেলার সংবাদ দিতে ইনি আদর্শ। ম্যাঞ্চেষ্টার কি মেদিনী হইতে ভিন্ন ?

(১৬) নীহার।—পোষ্ট কান্থি। সাপ্তাহিক। কোন্ ধর্ম্মের পত্রিকা, তাহা কাগজ পাঠে জানা যায় না। বোধ হয়, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের। স্বদেশী আন্দোলনে কোন নূতন মত নাই। কলিকাতার কাগজগুলির মত সেই একঘেয়ে লেখা। উড়েদেশে খয়ের যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহা কোথা হয় ? উহা কি স্বদেশী ? কুম্‌কুম্, লবঙ্গ এবং সিন্দূর স্বদেশী নহে ; চুড়িভাঙ্গার মত উহাও পরিত্যজ্য।

(১৭) উড়িয়া এবং নব-সংবাদ।—পোষ্ট বালেশ্বর। সাপ্তাহিক। ইংরাজী ও উড়িয়া ভাষায় লিখিত। ইংরাজদ্বেষী নহেন। কাহারও দ্বেষী নহে, প্রকৃত দেশী। মিষ্ট কথায় পূর্ণ সংবাদ-পত্র।

(১৮) রত্নাকর।—পোষ্ট আসানসোল। সাপ্তাহিক। ইহার মতে সমুদয় বাঙ্গালী স্বদেশী আন্দোলনটা শত্রুতা করিয়া থামাইয়া দিল। ইংরাজদ্বেষী। ক্ষুদে পিপ্‌ড়ার কামড়ের মত কুটুস্ ক'রে একটু কাম্‌ড়াইতে যান, তাহা যেন আব্‌দারে ছেলের মত বায়নার কথা হ'য়ে পড়ে !

(১৯) বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী।—পোষ্ট বর্দ্ধমান। বনিয়াদী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ছেব্‌লাম কথা নাই। স্বদেশী আন্দোলনে কাজের প্রয়াসী। প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত।

(২০) সোলতান।—কড়েয়া গোরস্থান, কলিকাতা। এই সম্পাদক স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছেন। অনেক স্থলে স্বয়ং বক্তৃতাও দিয়াছেন।

(২১) হিন্দুস্থান।—১৪ নং মদন বড়াল লেন, বহুবাজার, কলিকাতা। ইহা নূতন পাইয়াছি। স্বদেশী আন্দোলনে ইহার আদর্শ মত দেখি নাই। সম্পাদক উপযুক্ত। এই পত্রকে ভগবান "বঙ্গবাসী"র মত গ্রাহক দিউন্।

(২২) বরিশাল-হিতৈষী।—পোষ্ট বরিশাল। সাপ্তাহিক। ইনি কেবল বরিশাল-হিতৈষী ! আমাদের কলিকাতা-হিতৈষী নহেন বোধ হয় ; কেননা, আমাদের হিত খোঁজেন কৈ ? আমরা তাঁহাকে ভালবাসী, তিনি মাঝে মাঝে দেখা করেন ! স্বদেশী আন্দোলন বরিশালে চল্‌ছে কেমন ?

(২৩) বিকাশ।—পোষ্ট বরিশাল। সম্পাদক উপযুক্ত। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন বিকাশ বন্ধ হয়, তখন ইনি আমাদের লিখিয়াছিলেন, "বিকাশ কোন কারণ বশতঃ বন্ধ হইল, অতএব আপনাদের পরিবর্ত্তন-পত্রিকা দিবেন না।" ইনি সদাশয়, সত্যপ্রিয়, উপযুক্ত সম্পাদক। আবার বিকাশ বিকশিত হওয়াতে আমরা আন্তরিক আনন্দিত হইয়াছি, কিন্তু এবার নিয়মিত পাইতেছি না।

(২৪) স্বদেশ-সম্পদ।—পোষ্ট ময়মনসিংহ। ইহা সাপ্তাহিক, কি পাক্ষিক, কি মাসিক, কিছুই পত্রিকার গা'য়ে লেখা নাই। দুই একখানা বোধ হয় ভুলে আমাদের ঠিকানায় আসিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের কৃপায় এই শ্রেণীর আরও কয়েকখানি কাগজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভগবান সকলকে বাঁচাইয়া রাখুন।

(২৫) ব্যবসায়ী।—১৮/২ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা। সাপ্তাহিক। স্বদেশী আন্দোলন বর্ষের নূতন বীজে জন্মিয়াছে। ভগবান ইহাকে দীর্ঘজীবী করুন। ইহা বাঙ্গালা ভাষায় একমাত্র কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের সাপ্তাহিক কাগজ। এই শ্রেণীর কাগজ আমরা বড় ভালবাসী। কি সুসময় আসিয়াছে ! বঙ্গের সমুদয় পত্র-পত্রিকাগুলিই যেন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কাগজ হইয়া গিয়াছে।

(২৬) স্বদেশী।—২৪ নং মীর্জাফর্স লেন, কলিকাতা। সাপ্তাহিক। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইহাকেও আমরা প্রথম পাইয়াছি। ইহাও প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র। ঠিক নিয়মিত পাই না।

(২৭) শান্তি।—পোষ্ট মাদারিপুর, ফরিদপুর। পাক্ষিক-পত্র। স্বদেশী আন্দোলনে এই পত্রের সম্পাদক যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

(২৮) তত্ত্বকৌমুদী।—ব্রাহ্মধর্ম্মের পাক্ষিকপত্র। বোধ হয় ২।১ সংখ্যা আমাদের ঠিকানায় ভুলে আসিয়াছে। নামে ও লেখায় মিল আছে।

(২৯) প্রবাসী।—পোষ্ট এলাহাবাদ। ধর্ম্মে ব্রাহ্ম। মাসিক-পত্রের রাজা। বাঙ্গালায় শ্রমন কাগজ আর নাই। ছবি এবং লেখা,—কারে রাখি, কারে দেখি, কে বেশী সুন্দর ! সম্পাদক মহাশয় এম, এ। প্রবাসী হাতে করিলেই

ইংরাজী এম্-এ, বিদ্যার গুরুত্ব যে কি, তাহা বুঝা যায়। সুখের বিষয়, সম্পাদক মহাশয় এম্-এ, হইলেও তাঁহাতে ইংরাজদ্বেষ নাই। কিন্তু প্রকৃত দেশ-ভক্তি আছে। এই পত্র বাঙ্গালির গৌরবের জিনিষ। যেদিন হইতে ইহাকে প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে দেখিব, সেইদিন হইতেই বুঝিব, বাঙ্গালীর সৌন্দর্য্যবোধ হইয়াছে।

(৩০) তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা।—৫৫নং চিৎপুররোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। মাসিক-পত্র। ধর্ম্মে প্রাচীন হিন্দুর ব্রাহ্ম মত। এই পত্রের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিলে, মনের সৎবৃত্তিগুলি জাগরিত হয়।

(৩১) কৃষক।—৫৬ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মাসিক-পত্র। কৃষি-শিল্পের-পত্র। ইহার সম্পাদক স্বদেশী আন্দোলনে কিছুই করেন নাই। আমাদের কৃষি-প্রধান দেশ। স্বদেশী আন্দোলনে, ফ্যাল্‌কামুথ হইয়া এদেশীয়েরা যথাসাধ্য কেহ তাঁত, কেহ নিব, কেহ দেশালাই, কেহ বিড়ী লইয়া বসিল, ইনি সে সময় একবারও বলিলেন না যে, ওগো এস, এই সকল চাষ কাজ কর। কৃষকের নিকট একটা মস্ত আদর্শ ছিল, "চাষকাজ করিতে বলা।" স্বয়ং বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্ট ইহার সাহায্যকল্পে টাকা দিয়া থাকেন। আচ্ছা, ছোটলাট বদ্‌লি হ'লে তারপর যিনি আস্‌বেন, তিনিও স্বয়ং টাকা দিবেন ত? ছোটলাট এদেশী কৃষকের নিকট যে ঋণী আছেন, তাই পরিশোধ দিতেছেন।

(৩২) ভিষক্-দর্পণ।—১১৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ডাক্তারী বিষয়ক মাসিকপত্র। বঙ্গের বড় বড় ডাক্তার মহাশয়েরা ইহার লেখক। প্রাণ-বাঁচান বিদ্যা একটু না শিখিলে, সে জীবনই বৃথা। আমাদের সাহিত্যের একটী অঙ্গ এই পত্র দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালী মাত্রেই ইহার গ্রাহক হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্টের টাকা দেওয়ার ফল হইতেছে। ইংরাজ-রাজ আমাদের সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গপ্রার্থী কি না, তাহা এই সকল কাজে বুঝা যায়। তোমরাত সকলেই এক এক জন মস্ত মস্ত স্বদেশ-হিতৈষী। এই পত্র ভিন্ন যে তোমাদের জাতীয় সাহিত্য পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হইবে না! কৈ তোমরা ইহার গ্রাহক হইয়াছ কি? বিদেশী রাজা তোমাদের সাহিত্য না বুঝিয়াও তবু তিনি টাকা দিয়ে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ইহার প্রবন্ধের তুলনা নাই।

(৩৩) প্রচার।—পোষ্ট বনগ্রাম, যশোহর। খৃষ্ট ধর্ম্মের মাসিকপত্র। এই ক্ষুদ্র পত্র দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মের অনেক সংবাদ আমরা পাইয়া সুখী হই।

(৩৪) বীরভূম।—পোষ্ট কীর্ণাহার, জেলা বীরভূম। ধর্ম্মে হিন্দু। প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্র। পুরাতন সাহিত্য প্রচারে ইনি আদর্শ।

(৩৫) বঙ্গলক্ষ্মী।—পোষ্ট কাশীপুর; কলিকাতা। কৃষি-শিল্পের মাসিক-পত্র। কৃষকের মত বাগানের কাগজ। বঙ্গসমাজ বাগানের ব্যবসায় নূতন পাইয়াছে। এই বাগান-ব্যবসায়ীরা বীজ ও গাছ বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দেখিতে পাই, এক একখানি মাসিক পত্র প্রচার করেন। ইহা দেশের পক্ষে সুমঙ্গলের কথা। বঙ্গলক্ষ্মী বিদেশী চিনি রক্ত দিয়া পরিষ্কার হয়, তাহার যুক্তি ইংরাজী বই হইতে দেখাইয়া এদেশীর মনে উহাতে ঘৃণা জন্মাইবার পন্থায় ছিলেন। আমাদের দেশের ডালকলায়ের দোকান গুলিকে আমেরিকার বিরাট বীজ-ভাণ্ডার বলা হইয়াছে। এদেশের মিউনিসি-প্যালিটির আইনে আছে, অসুস্থ শস্য অর্থাৎ পচা মাল বিক্রয় নিষেধ। এই কথাটাতে বলা হইয়াছে "আমেরিকার শস্য হাঁসপাতাল!" ইনি বলিয়া-ছেন, "ব্রহ্মদেশ এবং ভারতের চাউল আকাঁড়া হইয়া চলিয়া যায়। সেই চাউল বিদেশে গিয়া কণ্ডিত হয়। ইহাতে এদেশের ক্ষতি হয়।" উত্তরে আমরা বলিতেছি, বর্ম্মায় এবং কলিকাতায় অনেক চাউল ছাঁটা কল হইয়াছে; ঐত হইয়াছে যে, আর চলে না। "মিল-ক্লীন-রাইস্" খুব যাইতেছে। ধুতূরা গাছের ব্যবসায় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে "বেলাডোনা ধুতূরা গাছের পাতা ও মূল হইতে প্রস্তুত হয়।" মহাভুল কথা। বেলাডোনায় চক্ষের তারা বড় হয়, ধুতূরায় উহা কুঞ্চিত হয়। মেটেরিয়া-মেডিকাতে বেলা-ডোনা গাছের ছবি দেখিলেই সম্পাদক এই ভয়ানক ভ্রমে পতিত হই-তেন না। মেকেসার তৈল সুন্দর প্রবন্ধ হইয়াছে। পাট, চাউল, গম, মটর, তিসি প্রভৃতি এদেশ হইতে যেমন বিদেশে রপ্তানি হয়, ঐরূপ কোন নূতন চাষের কথা বলিতে পারেন, যাহা এদেশবাসী উহাদের প্রচুর বিক্রয় করিতে পারে? তাহা হইলে পাটের কাজে যেমন বঙ্গের বহুলোক প্রতিপালিত হইতেছেন, সেইরূপ হয়। স্বদেশী আন্দোলনে এই সকল কথা, কৃষক ও বঙ্গলক্ষ্মীর খুব বলা দরকার ছিল। বোধ হয় ক্রমেই বলিবেন। বঙ্গ-লক্ষ্মীর জয় জয় হউক। আমরা বরাবর লক্ষ্মীর পূজা করি এবং করিব। মা' আমাদের মাস কয়েক দেখা দিয়াছিলেন।

(৩৬) কমলা।—৬৩ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ইহাও কৃষি-শিল্পের মাসিক কাগজ। এ বৎসর কয়েকখানি পাইয়াছিলাম; তারপরে

বহুদিন পাই নাই। শুনিতেছি, মা'কে নাকি ভাসান দেওয়া হইয়াছে। সংবাদ সত্য হইলে আমাদের পক্ষে ইহা বড়ই মর্ম্মান্তিক আঘাতের কথা।

(৩৭) ইস্‌লাম-প্রচারক। ৪ নং কড়েয়া গোরস্থান রোড। মাসিক-পত্র। নামেই কাগজের গুণধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনে সম্পাদক মহাশয় হুজুকে মাতেন নাই। সত্যকথা প্রচারে ইনি সৎসাহসী। ইহাকে আমরা বড়ই ভালবাসী।

(৩৮) Gardener's Magazine.—৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা। ইহাও একখানি বাগানের মাসিক কাগজ। ইংরাজীভাষায় লিখিত। এক নিয়মে বেশ চলিতেছে।

(৩৯) পন্থা।—মাসিক। এ বৎসর চৈত্রমাসে একেবারে ১২ খানা পাইয়াছি। ধর্ম্ম-পত্রিকা। স্থিরভাবে প্রবন্ধগুলি হজম হইবার মত করিয়া পড়িলে, তাঁহার নবজীবন নিশ্চিত হইবে।

(৪০) পূর্ণিমা।—পোষ্ট বাঁশবেড়িয়া। মাসিক। ইহাও এবৎসর ২।১খানা যেন পাইয়াছি। পূর্ণিমা বাঁচিয়া আছেন ত? আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করুন আর নাই করুন, যেখানেই থাকুন, সুখে বাঁচিয়া থাকিলেই আমরা আহ্লাদিত হইব।

(৪১) অন্তঃপুর।—৯৫ নং বেচুচাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা। মাসিক-পত্র। বহুদিন পাই নাই। সংবাদ কি?

(৪২) প্রকৃতি।—৯ নং কেদারদত্তের লেন, কলিকাতা। মাসিক। এ বর্ষে ইহার সংবাদ পাই নাই। মঙ্গল ত?

(৪৩) শিল্প ও সাহিত্য।—১৭ নং শ্রীনাথদাসের লেন, কলিকাতা। মাসিক। সুনিয়মে পাই না। ইনি বড় কারীগর! মহাজনবন্ধুতে হাপ্‌টোন ব্লক সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা পাঠে ইনি বলিয়াছেন "মহাজনবন্ধুর ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, উহাতে শিল্প লেখা উচিত নহে।" দুঃখের বিষয়, ইনি বোধ হয় দেখেন নাই যে, মহাজনবন্ধুর কপালে লেখা আছে—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও কলকারখানার কাগজ। উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্মণ। অতএব প্রণাম করিয়া বলি "ঠাকুর! যে যাহার জাতি-ব্যবসায় করিতে আপনারাই ত আমাদের উপদেশ দিয়া থাকেন। বলি, শিল্প ও সাহিত্য, এ যে দাদাঠাকুর কেমন কেমন! যেন শুঁড়ির দোকানে সোনা বিক্রয়।"

(৪৪) যোগীসখা।—২৭ নং বাদুড়বাগান লেন। মাসিকপত্র। নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পত্রের নাম সম্প্রদায় বিশেষ হইলেও, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিশেষ যোগ্যতার সহিত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ আলোচিত হয়। সাহিত্য প্রবন্ধও থাকে, তৎসঙ্গে যোগীজাতির বিষয়ও থাকে।

(৪৫) তাম্বুলি সমাজ।—১৮নং বলরামদের ষ্ট্রীট্। মাসিক পত্র। সাম্প্রদায়িক পত্র। শুনিতেছি, ইহাতেও তাম্বুলি জাতি বিষয়ের সহিত সাহিত্যের চাট্‌নি থাকিবে। কেন না থাকিবে? সাহিত্যের সঙ্গে শিল্প থাকে, সাহিত্যের সহিত যোগীজাতি থাকে, তখন তাম্বুলির সহিত সাহিত্য অবশ্য থাকিবে। সাহিত্যের টানা আর তাম্বুলির পোড়েন দিতেই হইবে।

(৪৬) কোহিনূর।—পোষ্ট পাংসা, ফরিদপুর। মাসিক। ধর্ম্মে হিন্দু ও মুসলমান। মাঝে মাঝে পাই। পদ্য-গদ্যময় সুন্দর কাগজ।

(৪৭) দারোগার দপ্তর।—১৪নং হুজুরিমলস্ লেন। মাসিক। এ বৎসর কয়েকখানি পাইয়াছি। গুপ্তপুলিশের গল্প খণ্ড খণ্ড ভাবে মুদ্রিত হয়। বঙ্গসাহিত্যের রকমারি দ্রব্য।

(৪৮) স্বদেশী।—৯০নং বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। কৃষি-শিল্পের মাসিক কাগজ। ইহাতে পদ্যও থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে জন্মিয়াছে। ইহাকে আমরা অভিবাদন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের বর্ষে কতকগুলি "বলের" অনুসন্ধান হইতেছে না। তাঁহারা থাকিলে নিশ্চিতঃ কিছু বল থাকিত। এক পক্ষে তাঁহারা যেমন নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, অন্য পক্ষে আমরা এই সকল নূতন বল পাইতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদিগের কর্ত্তব্য, এই সকল বলের প্রতি লক্ষ্য রাখা। নচেৎ তাঁহারা পরিণামে লড়িবেন কাহার জোরে? স্বদেশীর সহিত আমাদের অনেক প্রবন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও স্বদেশীর উদ্দেশ্য ভাল। যাঁহার উদ্দেশ্য ভাল, তাঁহার সবই ভাল। তারপর, অনৈক্য হওয়া; তাহা পরিণামে নিশ্চিতঃ মীমাংসা হইবে। আমরা বলিলাম "জ্বলন্ত দীপ-শিখায় হস্ত প্রদান করিলে চর্ম্ম দগ্ধ হইবে।" তিনি বলিলেন "কখনই না; আগুনে হাত পুড়ে না।" আমরা বলিলাম "রপ্তানি বন্ধ হইলে, দেশে টাকা আসা বন্ধ হইবে, দেশ ছারেখারে যাইবে। ইহা হইতে পারে না।" তিনি বল্লেন, "পারে। চাউল বন্ধ হ'লে, এদেশে চাউল শস্তা হবে।" আমরা বলিলাম, "তবে, চিনি ও কাপড় এখন আর উহারা লয় না; উহার রপ্তানি বন্ধ হ'য়েছে, তবু শস্তা হয় না কেন?" আর উত্তর নাই। কাজের জায়গায় বা আফিসে কাজ করিবার সময় গান বা ছড়া কাটান যেমন নিষিদ্ধ, কাজের কাগজে

পদ্য লেখা সেইরূপ নিষিদ্ধ নহে কি ? কাগজে বাবুদের মত এদেশের সাধারণে সেরূপ আর মাতিল কৈ ?

(৪৯) নবপ্রভা।—১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা। ইহা একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্র ছিল। নিরুদ্দেশ।

(৫০) ভারতমহিলা।—২১০/৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। এই বৎসর হইতে আরম্ভ। বঙ্গমহিলার দ্বারা সম্পাদিত। মদের দোকানের উপর কয়েকটী আইন আছে ; যথা,—মাতাল হইয়া পড়িলে, তাহাকে মদ্য বিক্রয় নিষেধ ; রাত্রি ৯টার পর মদ্য বিক্রয় নিষেধ ; লাইসেন্স প্রাপ্ত ভিন্ন মদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ। ভারত-মহিলা বলিতেছেন, এই সকল আইনগুলি করাইবার সূত্রপাতে পাশ্চাত্যখণ্ডের মহিলারা ছিলেন। এখনকার স্বদেশী আন্দোলনের মত তাঁহারাই সভাসমিতি করিয়া মদের দোকান একেবারে বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন ; তাহার ফলে ঐ সকল আইন-কানুন হইয়াছে। ভারত-মহিলা বাবুদের চিনের সিন্দূর করিবার পরামর্শ দিবেন কি ?

(৫১) জন্মভূমি।—৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। স্থান-মাহাত্ম্যে জিনিষ। জননী জন্মভূমির জন্যই স্বদেশী আন্দোলন। সম্পাদক এ পক্ষে হুজুগের পক্ষপাতী নহেন, কাজ চাহেন। সুবিখ্যাত মহাকবি রবীন্দ্রনাথের "সোণার বাংলা" গানের সুন্দর প্রতিবাদ করিয়াছেন। যিনি করিয়াছেন, তিনিও মহাকবি গ্যারিক বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ। "স্বদেশীর চাষা, স্বদেশী ভাষা, স্বদেশীর রাঁড়, স্বদেশীর ভাঁড় পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক। হে ভগবান! ইহা বক্‌বকানি, ফোঁসফোঁসানি, তাও কবিত্বের ভাবমাখা গোছের প্রতিবাদ নহে। ছন্দে ছন্দে প্রতিবাদ। যেন, মেড়ার লড়াই! অথবা রাজা রামমোহনের গানের প্রতিবাদ যেমন দিগম্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ। জন্মভূমি তলে তলে বেশ মজায় আছেন।

(৫২) কৃষিভাণ্ডার এবং গৃহস্থালী।—দুই খণ্ড বড় পুস্তক। কাশীপুর প্র্যাক্‌টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে প্রকাশিত। এই পুস্তকদ্বয় সাধারণের পক্ষে বড়ই উপকারী। প্রত্যেক বিজ্ঞ গৃহস্থের গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। আমরা গল্পের বই ফেলে দিয়ে, এই সকল পুস্তকের কবে আদর করিতে শিখিব ?

(৫৩) সনাতন ধর্ম্মপতাকা।—পোষ্ট মুরদাবাদ। মাসিক। হিন্দিভাষায় লিখিত পদ্য-গদ্যময়ী পত্রিকা। এ বৎসর নিয়মিত পাই নাই। ক্ষমতাশালী পত্র।

পঞ্চমবর্ষ সমাপ্ত।